অকিঞ্চিৎকর

এই 'সাহিত্য'-প্রয়াসটির

প্রকাশনা মুহূর্তে

মা-বাবাকে স্মরণ করি

যাঁরা

নিজ জীবনের

সুখ দুঃখ সার্থকতা ব্যর্থতা দিয়ে

আমাকে

অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ করে

রেখে গিয়েছেন—

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রাক্ কথন	[১]
ভূমিকা—(১) মোলিয়্যারের জীবনী	[৩]
(২) মোলিয়্যার-রচিত নাটকের তালিকা	[৭]
(৩) নাট্যকার মোলিয়্যার	[৭]
(৪) নাট্যান্তর্গত কাহিনী	[১২]
(৫) আরও কিছু তথ্য	[১৫]
'ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম্ (জাতে ওঠার পাঁচালি)	১
জর্জ দাঁদ্যাঁ উ ল্য মারি ক'ফ'দ্যু ('স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ * *')	৯৩
ল'ভার (অর্থপরায়ণ)	১৪৯
টীকা টিপ্পনী	২৪৮
পরিশিষ্ট	২৭৯

প্রাক্-কথন

অবসর জীবনে কিছু অনুবাদ কাজের মধ্য দিয়ে সময় সহজে কাটাবার পরিকল্পনা থেকেই বর্তমান গ্রন্থের উদ্ভব। অনুকূল যোগাযোগে এর প্রকাশনাও ঘটতে চলেছে। প্রাসঙ্গিক দু'একটা কথা এখানে বলে নিই।

সূচীপত্র থেকে দেখা যাবে যে গ্রন্থভুক্ত মোলিয়্যার-এর তিনটি নাটকের নামের অনুবাদ এভাবে করেছি :

Le Bourgeois Gentilhomme—জাতে ওঠার পাঁচালি

Georges Dandin ou le mari confondu—

'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ * * *'

L' Avare —অর্থপরায়ণ

এ নামকরণের কিছু ব্যাখ্যা 'টীকা-টিপ্পনী'তে আছে।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আজ থেকে শতাধিক বর্ষ আগে 'হঠাৎ নবাব' নাম দিয়ে মোলিয়্যার-এর **Le Bourgeois Gentilhomme** নাটকটির একটি 'অনুবাদ' নিজস্বভাবে করেছিলেন। সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা এ গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'তে করেছি।

এ পর্যন্ত অনুবাদ করে উঠতে পেরেছি (কিন্তু বর্তমান গ্রন্থটি ছাড়া গ্রন্থাকারে যে সমস্ত অনুবাদের প্রকাশনা এখনও ঘটেনি) এমন কিছু মূল গ্রন্থের বা গ্রন্থাংশের প্রতিলিপি 'জাতীয় গ্রন্থাগার' থেকে সংগ্রহ করার সুযোগ লাভের জন্যে ঐ গ্রন্থাগারের বিদেশী ভাষা বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্তাব্যক্তিদের আমার ধন্যবাদ জানাই।

Le Bourgeois Gentilhomme (ল্য বুর্জোয়া জঁাতীয়ম) নাটকটির 'হঠাৎ নবাব' নামে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'অনুবাদ'-এর একাধিক (এবং কিছুটা বিভিন্ন) সংস্করণ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহে সহায়তা পেয়েছি বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্র-ভবন'-এর অধ্যক্ষ অধ্যাপক নরেশ গুহ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীবন্দিরাম চক্রবর্তীর কাছ থেকে—এদের দু'জনকেই আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

অনুবাদ তিনটির আরও কিছু মাজাঘষা করা যে সম্ভব সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ সচেতন। ভবিষ্যতে সুযোগ এলে সে চেষ্টা করার ইচ্ছে আমার অবশ্যই রইল।

বর্তমান গ্রন্থটির প্রকাশনা কাজে সহযোগিতার জন্যে অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ ও 'পুথিপত্র' প্রকাশনা-সংস্থার সত্ত্বাধিকারী শ্রীঅচ্যুতানন্দ সাহাও ধন্যবাদার্হ।

মুদ্রণ-প্রমাদ এড়াবার যথাসম্ভব চেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থটিকে প্রমাদ-মুক্ত করা সম্ভব হয় নি। সেজন্যে চোখে পড়েছে এমন প্রমাদের উল্লেখ করে একটি 'শুদ্ধিপত্র' গ্রন্থশেষে সংযোজিত হল।

কল্যাণকুমার দত্ত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এ গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে রবীন্দ্রনাথের 'চিঠিপত্র অষ্টম খণ্ড' এবং 'রবীন্দ্রবীক্ষা সংকলন-৪' থেকে কিছু উদ্ধৃতি বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে এবং Rabındranath Tagore : A Biography' বইটি থেকে কিছু উদ্ধৃতি বইটির লেখক শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীব অনুমতিক্রমে ব্যবহৃত হয়েছে।

ভূমিকা

(১) মোলিয়্যার-এর জীবনী

বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এমন অনেক নজির আছে যেখানে একজন লেখকের আসল নাম ঢাকা পড়ে গেছে তাঁর ছদ্মনামের আড়ালে। ফরাসী সাহিত্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপাত্মক রচনার জন্যে যে লেখক বিশ্বজোড়া ভলত্যের (Voltaire) নামে সুপরিচিত তাঁর আসল নাম ছিল ফ্রঁাসোয়া-মারী আরুয়ে (Francois-Mari Arouet), কিন্তু এই আসল নামটি সাহিত্য পাঠকের কাছে আজ প্রায় অজানাই বলা যায়। ঠিক একই ভাবে যে বিখ্যাত হাস্যরসাত্মক ফরাসী নাট্যকারকে আমরা মোলিয়্যার (Moliere) নামে জানি তাঁর নাম আসলে ছিল জঁা-বাপতিস্ত্ পক্লঁ্যা (Jean-Baptiste Poquelin)। এঁর বেলায়ও আসল নামটি সাহিত্য পাঠকের কাছে আজ প্রায় অজানাই এবং এঁর বেলাযও আসল নামটির বিলুপ্তিই ঘটেছে বলা যায়।

মোলিয়্যার-এর ছিল একটি কর্মব্যস্ত সংগ্রামের জীবন—ঘরে বাইরে উভয়ক্ষেত্রেই। জীবনের নানা সমস্যা নিয়ে তাঁর নিজস্ব চিন্তাভাবনা মতামত ছিল এবং সে চিন্তা-ভাবনা মতামত তিনি স্পষ্ট উচ্চারণে তাঁর নাটকে ব্যক্তও করেছিলেন হয় অনেকটা সরাসরিভাবে নয়ত আভাসে ইঙ্গিতে। ফলে সমসাময়িক জীবনের নানা স্তরের লোকের (যাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি, অস্বাভাবিক বা আতিশয্যপূর্ণ জীবনধারা বা বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি তিনি তাঁর নাটকে হাস্যরসাভিষিক্ত করে উপস্থাপিত করেছিলেন) রোষ তাঁর ওপর পড়ে যা নানাভাবে তাঁর জীবনে এবং কাজে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি করে চলে। এ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন বিরূপ সমালোচনার ভেতর দিয়েই মোলিয়্যারকে তাঁর নাট্যকার, নাট্য-প্রযোজক এবং অভিনেতার কাজ নিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছিল। এবং প্রায় আক্ষরিক অর্থেই তিনি তাঁর পেশাগত কাজ করতে করতে লাগাম মুখেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

মোলিয়্যার-এর জন্ম হয় পারী (Paris) নগরীতে ১৬২২ সালে। তাঁর পিতা পেশায় ছিলেন গৃহসজ্জার আসবাব-ব্যবসায়ী এবং ফরাসী রাজের ঐ সামগ্রী সরবরাহ-কারী। তাঁর মাতাও ছিলেন অনুরূপ এক ব্যবসায়ীরই কন্যা। কিন্তু এ দু'জনের সন্তান বেছে নেন সম্পূর্ণ অন্য জগতের এক পেশা। মোলিয়্যার-এর লেখাপড়ার জন্যে সে যুগে লভ্য সব থেকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাই তাঁর পিতা তাঁর জন্যে করেছিলেন।

এমন কি পরে আইনশাস্ত্রের পাঠও তিনি নেন। কিন্তু হয়ত কিছুটা ঘটনাচক্রেই তাঁর এক অতি নিকটাত্মীয়ের সঙ্গে শিশু বয়সেই নাট্যালয়ে আনাগোনার ফলে নাট্যালয়ের আলোঝলমল বৈচিত্র্য তাঁর শিশুমনের ওপর এমন ছাপ ফেলে যে উত্তর জীবনে সেখানকার জীবনই তাঁকে টেনে নেয়। মোলিয়্যার তাঁর দশ বৎসর বয়সেই মাতৃহীন হন। শিশুবয়সে নাট্যালয়ের সংস্পর্শে আসা ছাড়াও, কে বলতে পারে, অতি বালক বয়সেই মা'কে হারানোর নিদারুণ আঘাতও তাঁর জীবনকে 'অস্থির' করে তুলে বাড়ীর এবং তাঁর পিতার ব্যবসার আশ্রয় ছেড়ে জীবনের অকূল সাগরে পাড়ি দেবার উন্মাদনা যুগিয়েছিল কিনা! সে যা-ই হোক, মোলিয়্যার তাঁর পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার ছেড়ে, হয়ত **Joseph** ও **Madeleine Bejart**-পরিবারের নাট্যশিল্পীদের সংস্পর্শে আসার ফলেও, একুশ বৎসর বয়সেই নাট্য জগৎকেই তাঁর নিজস্ব জগৎ করে নেবার সিদ্ধান্ত নেন এবং সে সময়ই 'মোলিয়্যার' এই ছদ্মনাম নিয়ে **Joseph, Madeleine Bejart** ও অন্যান্যদের সঙ্গে একযোগে 'লিল্যুস্‌ত্‌র্‌ তেয়াত্‌র্‌ (**l'Illustre theatre**) নামে এক নাট্যসংস্থার পত্তন করে রুয়ঁা (**Rouen**) এবং পারী এই দু'শহরে নাট্যপ্রযোজনা ও অভিনয়ের কাজে মেতে ওঠেন। কিন্তু সে সময়ে 'ল্য তেয়াত্‌র্‌ দ্যু মার্‌দি' (**Le theatre du Mardi**) এবং লোতেল্‌ দ্য বুরগইন' (**l' Hotel de Bourgogne**) নামে দুটি নাট্যসংস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাতে তাদের সঙ্গে আড়াআড়িতে তিনি পেরে উঠলেন না, উপরন্তু দেনার দায়ে তাঁকে কারাবরণও করতে হল। কিন্তু 'নাট্যালয়ের' নেশা তাঁর গেল না। এবার তিনি একটি ভ্রাম্যমান নটদলের অধিকর্তা হয়ে পারী শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিমের শহরগুলিতে নাট্য প্রযোজনা পরিবেশনার উদ্দেশ্যে এবং ১৬৪৬ থেকে ১৬৫৮ পর্যন্ত তের বৎসর এ কাজ চালিয়ে প্রচুর অভিজ্ঞতা এবং বেশ কিছু সাফল্য অর্জন করে ১৬৫৮ সালে পারী শহরে ফিরে এলেন। একাধিক অভিজাত ব্যক্তির এমন কি তরুণ ফরাসীরাজ চতুর্দশ লুই (**Louis XIV**)-এরও পৃষ্ঠপোষকতা লাভের সৌভাগ্য তাঁর হল: দলের নাম বদ্‌লে দাঁড়াল— 'ত্রুপ দ্য মঁসিয়ে' (**troupe de Monsieur**); রাজ অনুগ্রহে তাঁর প্‌তি বুরবঁ (**Petit-Bourbon**) নামের হল্‌টি ব্যবহারের সুযোগ মিল্‌ল এবং ঐ ১৬৫৮ সালেই তাঁর রচিত প্রথম উল্লেখযোগ্য নাটিকা—'লে প্রেসিয়েজ রিদিক্যুল' (**Les Precieuses ridicules**) সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ করেন।

এদিকে তাঁর ভাই-এর মৃত্যুতে পিতৃসম্পত্তি রক্ষার দায়িত্বও তাঁর ওপর বর্তায়।

১৬৬১ সালে আবারও ফরাসীরাজের বদান্যতায় তিনি 'পালে রোয়াইআল' (Palais Royal) নাট্যগৃহটি ব্যবহারের সুযোগ পেয়ে যান। এ সময় থেকে একটির পর একটি তাঁর রচিত নাটক কোনটি সাফল্যের সঙ্গে কোনটি বা সাফল্য-বঞ্চিত হয়ে মঞ্চস্থ হতে থাকে এবং এ সময়ই ১৬৬২ সালে মোলিয়্যার Madeleine Bejart-এর বোন Almande Bejart-কে বিবাহ করেন। মোলিয়্যার-এর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি এবং তাঁর এই অসুখী দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কোন কোন নাটকে যেমন l' Ecole des Femmes (লেকোল দে ফাম্) বা Le Misanthrope (ল্য মিজাঁত্রোপ)-এ প্রতিফলিত হয়ে থাকতে পারে। 'লেকোল দে ফাম্'-এর তীব্র সমালোচনা হয় এবং সে সমালোচনার জবাবে মোলিয়্যার আরও দুটি নাটক লেখেন। শুধু 'লেকোল দে ফাম্' নাটকটিই নয়, মোলিয়্যার যে তাঁর নাটকে এবং অভিনয়ে একটি সহজ স্বাভাবিক কথোপকথনের এবং অভিনয়ের ধারার প্রবর্তন করে চলেছিলেন সেটাও তাঁর শত্রু সৃষ্টি করেছিল, কারণ নাটকের চরিত্রদের কথপোকথনে বা অভিনয়ে এই সহজ স্বাভাবিক ধারা তখন পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থাগুলিতে গৃহীত বা চালু হয়নি। এ জিনিসটি সে মুহূর্তে ছিল অভিনব।

১৬৬৪ সালটি ছিল মোলিয়্যার-এর প্রথম সন্তানের জন্ম এবং মৃত্যু সাল ; ফরাসীরাজ যে সন্তানের 'ধর্মপিতা' (god-father) হয়ে মোলিয়্যারকে সম্মানিতও করেছিলেন।

সে বৎসর এবং তার পর বৎসরও মোলিয়্যার তাঁর রচিত দুটি নাটক মঞ্চস্থ করার কাজে বাধাপ্রাপ্ত হন—প্রথমটি অসম্পূর্ণ আকারের 'তার্ত্যুফ' (Tartufe) নামের নাটকটি এবং দ্বিতীয়টি 'দোঁ জুয়াঁ' (Don Juan)। প্রথমটির বেলায় বাধা আসে ধর্মযাজকদের দিক থেকে কারণ ঐ নাটকটিতে এক ভণ্ড ধর্মযাজক নাটকটির প্রধান চরিত্র হিসাবে চিত্রিত হয় এবং দ্বিতীয় নাটকটির মধ্যে ছিল তৎকালীন ফরাসী সমাজের উচ্ছৃঙ্খল চরিত্রের লোকের আলেখ্য। এ দুটি নাটকই মঞ্চস্থ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মঞ্চস্থ করা বন্ধ করে দিতে হয়—প্রথমটি, বলাবাহুল্য, ধর্ম-যাজকদের চাপে ফরাসীরাজের নির্দেশক্রমে। এদিকে কিন্তু মোলিয়্যার-এর নাট্য-গোষ্ঠীকে ফরাসীরাজ 'রাজার নাট্যদল'—'ত্রুপ্ দ্য রোয়া' (troupe de Rois)-নাম দিয়ে সম্মানিতও করেন। আমাদের সহজেই মনে পড়তে পারে যে ইংলণ্ডে সেক্সপীয়রের নাট্যদলকেও এভাবেই 'রাজার নাট্যদল' (the King's Men) নাম

দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছিল এবং অনুমান করতে অসুবিধে হয় না যে এ সম্মান লাভের পেছনে ছিল দু'দেশের দুটি নাট্যসংস্থার অভিনয়-নৈপুণ্য। এর দুবছর পর ১৬৬৬ সালে রচিত ও মঞ্চস্থ হয় মোলিয়্যার-এর আরও দুটি বিখ্যাত নাটক— 'ল্য মিজ‍্ঁআত্রোপ' (Le Misanthrope) এবং 'ল্য মেদ্স্যাঁ মাল্গ্রে লুই' (Le Me'decin malgre' lui)। প্রথমটি মোলিয়্যার-রচিত নাটকের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে গণ্য করা হয়—প্রধান চরিত্রটিতে কি মোলিয়্যার জান্তে অজান্তে নিজেকেই এঁকে ফেলেছেন ?—বিষণ্নতা আছে নাটকটিতে।

পর বৎসর (১৬৬৭) 'ল্যাঁপস্তোর' (l' Imposteur) নাম দিয়ে 'তার্তুফ্' প্রথমবার মঞ্চস্থ করার পরই মঞ্চস্থ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। ১৬৬৮ সালে পর পর তিনটি নাটক রচিত হয়—আঁফিত্রিয়ঁ (Amphitryon), জর্জ দাঁদ্যা (Georges Dandin) এবং 'ল'ভার' (L' Avare)—যাদের মধ্যে শেষ দুটির অনুবাদ বর্তমান অনুবাদগ্রন্থে পাওয়া যাবে। ১৬৬৯-এ 'তার্তুফ' সম্পূর্ণ আকারে মঞ্চস্থ করা হয়। এ সালটি মোলিয়্যার-এর পিতার মৃত্যুসাল-ও বটে। ১৬৭০-৭১ সালের মধ্যে রচিত হয় তাঁর অন্যতম বিখ্যাত নাটক (যার অনুবাদও বর্তমান অনুবাদগ্রন্থে আছে)—'ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম্' (Le Bourgeois Gentilhomme)। এর মাত্র দু'বছর পর (১৬৭৩ সালে) তাঁর সর্বশেষ নাটকটি রচনা করেন মোলিয়্যার—'ল্য মালাদ্ ইমাজিন্যের' (Le Malade Imaginaire)— রচনা ১০ই ফেব্রুয়ারি, মঞ্চস্থ করা হয় ১৭ ফেব্রুয়ারি এবং নাটকটির প্রধান চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয়কালেই সেদিন মোলিয়্যার মঞ্চের ওপরই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং স্বগৃহে স্থানান্তরিত হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁর জীবনাবসান হয়।

দৈহিক এবং মানসিক শ্রান্তি ক্লান্তি এবং পারিবারিক অশান্তির ফলে মানসিক উদ্বেগই তাঁর অসুস্থতার এবং স্বল্পায়ু জীবনের এ পরিসমাপ্তির কারণ বলে অনুমিত হয়। কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের পরও তাঁকে নিয়ে তাঁর নিকটজনের দুর্ভোগের পরিসমাপ্তি হয় নি। তাঁর শত্রুদের আক্রোশে তাঁর পারলৌকিক অনুষ্ঠানেও বাধা সৃষ্টি হয় এবং তাঁর স্ত্রী নতজানু হয়ে ফরাসীরাজের অনুগ্রহ ভিক্ষা করে সে অনুগ্রহ লাভের পরই সাদামাঠা ভাবে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সমর্থ হন। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে, জীবননাট্যে যে লোকটি নানাভাবে অশান্তি বিদ্বেষ বিরোধিতার শিকার হয়েছিলেন, তাঁরই রচনা তাঁর জীবিতকালে এবং তাঁর জন্মের সার্ধ তিন শতাধিক বৎসর পরও আমাদের অনাবিল আনন্দের উৎস হয়ে রয়েছে।

(২) রচনাকাল অনুসারে সাজানো মোলিয়্যার-রচিত নাটকের তালিকা :

১৬৫৫— L' E'tourdi
১৬৫৬— Le Depit amoureux
১৬৫৯— Les Precieuses ridicules
১৬৬০— Sganarelle
১৬৬১—(১) L'E'cole des Maris
(২) Les Facheux
(৩) Don Garcie de Navarre
১৬৬২— L'E'cole des Femmes
১৬৬৩— (La critique de l'Ecole des Femmes ;
L' Impromptu de Versailles)
১৬৬৪—(১) Le Mariage Force'
(২) La Princesse d'Elide
(৩) Tartufe (the first three acts)
১৬৬৫—(১) Don Juan
(২) L'Amour me'decin
১৬৬৬—(১) Le Misanthrope
(২) Le Me'decin malgre' lui
১৬৬৭— Le Sicilien on l'Amour peintre
১৬৬৮—(১) Amphitryon
(২) Georges Dandin
(৩) L'Avare
১৬৬৯—(১) Tartufe (five acts)
(২) Monsieur de Pourceaugnac
১৬৭০—(১) Les Amants magnifiques
(২) Le Bourgeois Gentilhomme
১৬৭১—(১) Les Fourberies de Scapin
(২) La Comtesse d' Escarbagnas
১৬৭২— Les Femmes Savantes
১৬৭৩— Le Malade Imaginaire

(৩) নাট্যকার মোলিয়্যার

Lytton Strachey তাঁর **Landmarks in French Literature** বই-খানাতে মোলিয়্যারকে নিয়ে আলোচনার গোড়াতেই সুন্দর একটি তুলনামূলক কথা বলেন : **In the literature of France Moliere occupies the same kind of position as Cervantes in that of Spain, Dante in that of Italy, and Shakespeare in that of England.** এ ছাড়াও যে নাট্যকারের রচিত নাটক তাঁর মৃত্যুর তিনশতাধিক বৎসর পরেও শুধু নিজদেশেই নয়, বিদেশেও (যেমন আমাদের দেশে) আগ্রহ এবং সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে থাকে নাট্যকার হিসেবে তাঁর সাফল্য স্বতঃসিদ্ধ।

মোলিয়্যার ১৬৫৫ থেকে ১৬৭৩ সাল পর্যন্ত উনিশ বৎসর ব্যাপী তাঁর নাট্য-সৃষ্টির জীবনে আটাশটির মত নাটক রচনা এবং মঞ্চস্থ করেছিলেন, নিজে ঐ নাটকগুলির প্রধান চরিত্রে অভিনয়ও করেছিলেন। অবশ্যি এই উনিশ বছরের মধ্যে তিন বৎসর (১৬৫৭, ১৬৫৮ এবং ১৬৬৩) তিনি কোন নাটক রচনা করেননি ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে কোন কোন বৎসর তিনি একাধিক (বস্তুত তিনটি পর্যন্ত) নাটক রচনা করেন। রচনাকাল অনুসারে তাঁর রচিত নাটকের সন্নিবিষ্ট তালিকা থেকেই এটা দেখা যাবে।

মোলিয়্যার-রচিত নাটকগুলির বিষয়বস্তু স্বভাবতই বিভিন্ন হলেও তিনি একাধিক নাটকে একই বিষয়বস্তুর অবতারণা করেছিলেন, যেমন বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত তিনটি নাটকেই, বিশেষ করে প্রথম দুটিতে, অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনধারা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সরাসরি অথবা আভাসে-ইঙ্গিতে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন। এভাবেই চিকিৎসকের পেশা নিয়েও তাঁর একাধিক নাটকে ঠাট্টা সমালোচনা করা হয়েছে। তার বিখ্যাত নাটকে **Le Me'decin malgre' lui**-এ বিপাকে পড়ে ডাক্তার বনেছে এমন এক চরিত্র হৃৎপিণ্ড পরীক্ষা করতে গিয়ে তার রোগীর বুকের ডানদিক পরীক্ষা করার উপক্রম করাতে অভিভাবকের দিক থেকে মৃদু আপত্তি তোলায় ডাক্তারটি যে উত্তর দিয়েছিল সেটা ম্যোলিয়্যার-রচিত নাটকের স্মরণীয় কৌতুকাবহ উক্তির অন্যতম। 'ডাক্তার'টি বলেছিল—'ও সমস্ত আমরা বদলে দিয়েছি' (**'Nous avons change' tout cela'**) অর্থাৎ আমাদের নতুন মতে হৃৎপিণ্ড বুকের ডানদিকেই থাকে।

সে যাই হোক নাট্যকার হিসেবে মোলিয়্যার-এর লক্ষ ছিল নাটককে বাস্তবমুখী করা এবং সে প্রচেষ্টায় যখনই কোন ব্যক্তিবিশেষ বা কোন সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর চালচলনে অস্বাভাবিকতা বা আতিশয্য বা কৃত্রিমতা বা ভণ্ডামি তাঁর চোখে পড়েছে তখনই সে ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কেই তিনি উপহাসাস্পদ করে তাঁর নাটকে চিত্রিত করেছেন এবং এসব ক্ষেত্রে তাঁর বক্তব্য এতই স্পষ্ট উচ্চারণে ব্যক্ত হয়েছে যে যারাই বুঝেছে যে তাদের লক্ষ করেই মোলিয়্যার তাঁর বক্তব্য নাট্যাকারে নাট্যমঞ্চে উপস্থাপিত করেছেন তারাই শত্রুভাবাপন্ন হয়ে তাঁকে নানাভাবে বাধা দিতে এবং অপদস্থ করতে চেষ্টা করেছে। কিন্তু এই প্রতিকূলতাই প্রমাণ করে যে, মোলিয়্যার তাঁর নাটকে বাস্তবজীবনের এবং বাস্তব চরিত্রের আলেখ্য যথাযথ এবং নিপুণভাবেই এঁকেছিলেন। এটাই ফরাসী নাটকে মোলিয়্যার-এর নিজস্ব অবদান। মোলিয়্যার-এর দিন পর্যন্ত ফরাসী হাস্যরসাত্মক (বা মিলনাত্মক) নাটকে দুটি বিদেশী নাট্যাদর্শের অনুকরণ চলে আসছিল—একদিকে ইতালীয়—ঐ জাতীয় নাটকের অতিমাত্রায় ভাঁড়ামিদুষ্টতা বা প্রথাগত জটিল গুপ্তপ্রণয়ভিত্তিক কাহিনী অন্যদিকে স্প্যানিশ নাটকের অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক অভিযানপূর্ণ ব্যঙ্গ-রসাত্মক রচনার। মোলিয়্যার নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা ও পারিপার্শ্বিক জীবনের পর্যবেক্ষণপ্রসূত উপাদান দিয়ে অর্থপূর্ণভাবে তাঁর নাটকের গোড়াপত্তন করে ফরাসী নাটকে এক মৌলিক পরিবর্তন আনেন। উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় **Les Precieuses ridicules** নামের নাটকটি যেখানে চালচলনের এবং কথাবার্তার কৃত্রিমতার অন্ধ অনুকরণকে হাস্যাস্পদ করা হয়েছে বা **Le Tartufe** নামের নাটকটি যেখানে ধর্মের মুখোশ-পরা ভণ্ডামির দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে বা **Le Me'decin malgre' lui** নামের নাটকটি যেখানে (এবং মোলিয়্যার-এর অন্য আরও নাটকে) ডাক্তারী পেশার ত্রুটিবিচ্যুতিকে হাসির খোরাক করা হয়েছে বা **Don Juan** নাটকটি যেখানে অসংযত জীবনধারাকে নাটকের বিষয়বস্তু করা হয়েছে বা **L'Avare** নাটকটি যে নাটকে টাকাপয়সার দিকে অত্যধিক ঝোঁক আছে এমন এক চরিত্রই নাটকটির প্রধান চরিত্র বা **Le Bourgeois Gentilhomme** এবং **Georges Dandin,** যে দুটো নাটকেই একদিকে অভিজাতদের চালচলন, অন্যদিকে অভিজাত স্তরে ওঠার মোহে অনভিজাতের কীর্তিকলাপ নিয়ে উপহাস করা হয়েছে—এ ভাবে মোলিয়্যার-এর সমস্ত নাটকেই বাস্তবজীবনের চরিত্র বা বিচিত্র ধরনধারন প্রতিফলিত হয়েছে, মানবমনের এবং জীবনের এমন গভীর বাস্তব

অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে, ঐ চরিত্র বা ধরনধারন দেশকালপাত্রের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ হয়ে না থেকে আজকের দিনেও দর্শকদের যুগপৎ চিন্তার এবং মনোরঞ্জনের খোরাক হয়ে রয়েছে।

মোলিয়্যার-এর নাটকের প্রধান চরিত্রগুলি সম্পর্কে এমন একটি সমালোচনা করা হয়ে থাকে যে ঐ চরিত্রগুলি পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিচরিত্র হয়ে ওঠেনি, কোন একটি বিশেষ স্বভাবগত ত্রুটি বা আতিশয্য বা অস্বাভাবিকতার প্রতীক বা প্রতিমূর্তি করেই যেন নাট্যকার তাদের সৃষ্টি করেছিলেন ; অর্থাৎ যে কৃপণ (যেমন L' Avare নাটকে) শুধু ঐ কার্পণ্যই তার চরিত্রে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বা যে মধ্যবিত্ত ব্যবসায়ী অভিজাত স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে চান, তিনি শুধু চিন্তাশূন্য মন নিয়ে অভিজাতদের জীবনের বাহ্যিক আটাপট্টির অনুকরণ করতেই উঠে পড়ে লেগে গিয়েছেন (যেমন Le Bourgeois Gentilhomme নাটকে)। এ সমালোচনা সবক্ষেত্রেই যথাযথ বা সমর্থনযোগ্য বলে মেনে নেওয়া যাবে না যদি চরিত্রগুলির কথা-বার্তা, ব্যবহার খুব যত্ন করে লক্ষ করা যায়। আরপাগঁ (Harpagon)-কে জীবনের সর্বরসবঞ্চিত শুধুমাত্র একটি সঙ্কীর্ণমনা অস্বাভাবিক কৃপণ হিসেবে আমরা পুরো L' Avare নাটকটিতে পাই না। তার ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তায় রহস্যপরিহাসে এমন কি তার শাসনেও একটা অন্তরঙ্গতা ধরা পড়ে। আবার Le Bourgeois Gentilhomme নাটকটির প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুর্দ্যার মধ্যে শুধু অভিজাতদের আদবকায়দার অন্ধ নির্বোধ অনুকরণই আমাদের চোখে পড়ে না ; মঁসিয়ে জুর্দ্যা জ্ঞানচর্চায়ও সমান আগ্রহী। সে চর্চার অধিকারী হয়ে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না বলেই চরিত্রটি শেষপর্যন্ত হাস্যকর হয়ে রয়েছে, কিন্তু তার অনেক কথা থেকেই অনুমান করা যায় তাঁর জ্ঞানার্জনস্পৃহা হয়ত ঐকান্তিকই ছিল।

নাট্যরচনায় মোলিয়্যার সব সময়ই যথেষ্ট যত্নবান ছিলেন না, বিশেষ করে নাটকের উপসংহারের ধরনটি নিয়ে—এ সমালোচনাটি নিয়ে এ কথা বলা যায় যে সেকস্পীয়ারের মত মেলিয়্যারও বিশেষ করে নজর দিয়েছিলেন মঞ্চের ওপর উপস্থাপিত করার সময় নাটকটি যেন উত্‌রে যায় এদিকে। রচনানীতি রক্ষা করা হল কিনা সে প্রশ্ন এদের দুজনের কাছেই গৌণ ছিল। এদের নাটক যে মঞ্চোপরি উপস্থাপনে যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল তা নিয়ে আর দ্বিমত হবার অবকাশ নেই। মোলিয়্যার-এর নাটকের উপসংহার নিয়ে একটি উপভোগ্য তথ্য এই—Comtesse d' Escarbagnas নাটকের শেষে এই শহরে আদবকায়দায় খুবই

রপ্ত বলে গর্বিত Comtesse Escarbagnas-কে যখন একজন শহরতলির আইন-জীবীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাব দেওয়া হল তিনি খুবই ক্ষুব্ধ হয়ে বলে উঠলেন— 'To mock a person of my quality in that way?' এবং উত্তরে শুনলেন—"No offence is meant to you, Madam, and Comedies require these kind of things."

দর্শকমন যা দিয়ে আকৃষ্ট করা যায় তা দিতে সেকস্‌পীয়ার বা মোলিয়্যার কেউই কার্পণ্য করেননি। যথার্থ নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি, ঘটনার অপ্রত্যাশিত মোড় ঘটিয়ে চমক সৃষ্টি বা উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তা (suspense)-এর সৃষ্টি করে দুজনই তাঁদের নাটককে এক শাশ্বত আকর্ষণের বস্তু করে রেখে গিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থের তিনটি অনূদিত নাটকেই, বিশেষ করে জর্জ দাঁদ্যা ('স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং') এবং ল'ভার (অর্থপরায়ণ) নাটক দুটিতে এ গুণগুলির ভূরি ভূরি উদাহরণ পাওয়া যাবে।

মোলিয়্যার যেমন একদিকে বাস্তব জীবনের মালমস্‌লা দিয়েই তাঁর নাটক সৃষ্টি করেছিলেন, অভিনয়রীতিতেও তিনি সহজ স্বাভাবিক ধরন-ধারণের প্রবর্তন করেছিলেন। এ ব্যাপারেও সেকস্‌পীয়রের সঙ্গে তাঁর সহধর্মিতা লক্ষণীয়। হ্যামলেট 'প্রথম অভিনেতা' (First player)-কে যে নির্দেশ দিয়েছিল মোলিয়্যার যেন সেটা জেনেই সে নির্দেশ তাঁর নাটকে এবং অভিনয়ে চালু করেছিলেন মনে হয়— 'to hold, as 't were, the mirror up to nature', কিন্তু এ ব্যাপারেও অন্যান্য ব্যাপারের মতই তাঁকে তখনকার দিনে সে শহরে একাধিক সুপ্রতিষ্ঠিত নাট্য প্রতিষ্ঠানের বিরোধিতার শিকার হতে হয়েছিল, কারণ সে নাট্যপ্রতিষ্ঠানে একটি কৃত্রিম ধরাবাঁধা অভিনয়-রীতির অনুসরণ চলে আসছিল।

মোলিয়্যার-এর ব্যবহৃত ভাষা নিয়েও অভিযোগ তোলা হয় যে ভাষা ব্যবহারে তিনি যথেষ্ট সতর্ক বা যত্নবান ছিলেন না। এ অভিযোগের উত্তর দিতে সেকস্‌পীয়ারের নাটকের এক খ্যাতনামা সম্পাদকের কয়েকটি কথার উদ্ধৃতিই বোধহয় যথেষ্ট হবে। A. W. Verity লিখেছিলেন :

' * * * avoid using the word "mistake" in connection with Shakespearian English. Do not speak of "Shakespeare's mistakes." In most cases the "mistake" will be yours, not his." যেমন সেকস্‌পীয়রের ইংরেজী সম্পর্কে তেমনই মোলিয়্যার-এর ফরাসী সম্পর্কে দুটি

জিনিস আমাদের মনে থাকলেই এ অভিযোগের মীমাংসা হয়ে যেতে পারে। Verity সে দুটি জিনিসের এভাবে উল্লেখ করেছিলেন :

(1) The difference between Elizabethan and modern English,

(2) The difference between spoken and written English.

'Elizabethan' এবং 'English' শব্দ দুটির জায়গায় যথাক্রমে 'Seventeenth Century' এবং 'French' শব্দ ব্যবহার করলেই Verity উল্লেখিত কারণগুলি মোলিয়্যার-এর ভাষা সম্পর্কেও সহজেই প্রযোজ্য হতে পারে।

(৪) নাট্যান্তর্গত কাহিনী

(ক) ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম্ (জাতে ওঠার পাঁচালি)

নাটকটির প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ (Monsieur Jourdain) একজন ব্যবসায়ী শ্রেণীর লোক, পূর্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থে বিত্তবান, তাঁর আকাঙ্ক্ষা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীভুক্ত হওয়া। সেজন্যে নিজেকে উপযুক্ত করে তুলতে তিনি একজন গানের মাষ্টারমশাই, একজন নাচের মাষ্টারমশাই, একজন অসি-খেলার মাষ্টারমশাই ও একজন দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাইকে নিযুক্ত করে ফেলেছেন, কারণ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকেরা যা যা জানেন বা করে থাকেন তা সবই তো তাঁকে জানতে আর করতে হবে! ঐ একই উদ্দেশ্যে তিনি একজন কাউণ্টকে (দোরাঁত—Dorante) অনবরত টাকা ধার দিয়ে তার বন্ধুত্বলাভের এবং তার সাহায্যে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলায় (দোরিম্যান্—Dorimene) মন জয় করার চেষ্টাও শুরু করেছেন। অন্যদিকে মঁসিয়ে জুর্দ্যার গিন্নী, মাদাম্ জুর্দ্যাঁ, একজন বাস্তববুদ্ধি-সম্পন্না সংসারী মহিলা, তাঁর স্বামীর একগুচ্ছ মাষ্টারমশাই নিয়োগ, কাউণ্ট দোরাঁত-এর আনাগোনা (দোরিম্যান্-এর ব্যাপারটা তিনি ঠিক জানেন না) ইত্যাদি নিয়েও সন্দিহান হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে আছে তাঁর পরিচারিকা (নিকোল—Nicole)। মঁসিয়ে ও মাদাম্ জুর্দ্যার বিবাহযোগ্যা মেয়ে (ল্যুসিল—Lucile) এবং পাত্র হিসেবে বাঞ্ছনীয় এক সচ্ছল অবস্থার সচ্চরিত্র যুবক (ক্লেয়ঁত—Cleonte) পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট এবং বিবাহে ইচ্ছুক। কিন্তু মঁসিয়ে জুর্দ্যা সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পাত্র ছাড়া অন্য কারো সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন না। (মাদাম্ জুর্দ্যার কিন্তু সম্ভাব্য জামাতা হিসেবে ক্লেয়ঁতকে পছন্দ)

এ হেন অবস্থায় ক্লেয়ঁত-এর ভৃত্য (কোভিয়েল—Covielle) সম্রান্ত শ্রেণীর লোকের জন্যে ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ক্লেয়ঁতকে তুরস্কের সুলতানের ছেলের এবং নিজেকে দোভাষীর ছদ্মবেশে হাজির করে ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁকে ভুলিয়ে ফেলল এবং ল্যুসিলকে ছদ্মবেশী ক্লেয়ঁত-এর হাতে তুলে দিতে রাজী করে ফেলল। মাদাম্ জুর্দ্যাঁকে আড়ালে আসল ব্যাপারটা জানিয়ে তাঁকে সহজেই রাজী করান হল। এদিকে তুরস্কের সুলতানের ছেলের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতানোর আগে ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁকে এক অদ্ভুত অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে মর্যাদাপূর্ণ এক কল্পিত 'মামামুষি'র স্তরে তোলা হল।

নাটকের শেষে ঠক্‌লেন ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁ সব দিক দিয়েই। নিজেও সম্রান্ত মহিলা দোরিম্যান্-কে পেলেন না। মেয়েরও বিয়ে হয়ে গেল 'অসম্রান্ত' ক্লেয়ঁত-এর সঙ্গে। সম্রান্ত হবার চেষ্টায় নিজেকে শুধু তিনি হাস্যাস্পদই করে তুললেন এবং নাটকটিও প্রহসন হয়েই রইল। তবে ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁর চাওয়া (এবং না পাওয়া)-র সবটাই হাস্যাস্পদ ছিল না—এ নিয়ে কিছু মন্তব্য-আলোচনা 'টীকা-টিপ্পনী'-তে এবং 'পরিশিষ্ট'-তে আছে।

(খ) জর্জ দাঁদ্যাঁ উ ল্য মারি কঁফঁদ্যু ('স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ * * *')

মূল নাটকটির ফরাসী নামের অর্থ 'জর্জ দাঁদ্যাঁ বা বিভ্রান্ত স্বামী'। কিন্তু এ নাটকটিতে স্বামী হিসেবে জর্জ দাঁদ্যাঁর লাঞ্ছনার কাহিনীই শুধু নয়, তাঁর অভিজাত বংশোদ্ভব তরুণী স্ত্রী আঁজেলিক-এর চরিত্র এবং মনোভাবের বিবরণও নাটকের অনেকটা অংশ অধিকার করে আছে দেখা যায়। এই তরুণীটি স্বভাবচঞ্চলা এবং চতুর। সম্পন্ন চাষী হয়ে জাতে ওঠার জন্যে (আমাদের ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁর কথা মনে হতে পারে—এ অভিলাষটি সর্বকালে সর্বদেশের মানুষের মধ্যেই আছে—মোলিয়্যার-এর যুগে তাঁর দেশে হয়ত বিশেষ লক্ষণীয় ছিল) অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করেই আভিজাত্য-গর্বিতা আঁজেলিককে বিবাহ করে ফেলে এখন 'হা হতোঽস্মি'—এই বিলাপ শুরু করেছেন। 'ল্য বুর্জোয়া জ্যাঁতীয়ম্' নাটকে বাস্তববুদ্ধিসম্পন্না মাদাম্ জুর্দ্যাঁ এক জায়গায় বলেছেন যে নিজের স্তর থেকে ওপরের স্তরে বিবাহাদিতে সবসময়ই নানা বিরক্তিকর অসুবিধে ঘটে থাকে—'Les

alliances avec plus grand que soi sont sujettes toujours a de facheuses inconvenients' Act III, Scene xii)

জর্জ দাঁদ্যার অভিজ্ঞতা এই বক্তব্যেরই নাট্যাকারে একটি উদাহরণ বলা যেতে পারে।

(গ) ল'ভার (অর্থপরায়ণ)

নাটকের মুখ্যচরিত্র আরপার্গ (Harpagon)-র টাকার দিকে বিশেষ ঝোঁক। স্ত্রী বিগতা। ছেলে ক্লেয়ঁাত (Cleante) এবং মেয়ে এলিজ (Elise) টাকা খরচের ব্যাপারে তাঁদের পিতার কঠোরতায় ক্ষুব্ধ।

নাটকটিতে 'আঁসেলম' এই ছদ্মনামে ইতালীয় সম্ভ্রান্ত ব্যাক্তি 'দম্ তমাস্ দালবুরচি' (Dom Thomas d' Alburcy)—অনুবাদে নামটির ইতালিয়ান উচ্চারণই দেওয়া হয়েছে—ও আছেন। তাঁর ছেলে 'ভাল্যার' (Valere) এবং মেয়ে মারিয়ান্ (Mariane)। এক জাহাজডুবিতে 'আঁসেলম' জানে তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যা মারা গেছে; আবার স্ত্রী পুত্র কন্যার কাছে তিনি নিরুদ্দেশ। স্ত্রী এবং কন্যা কষ্টে দিনাতিপাত করছে আরপার্গের বাড়ীর কাছেই। তারা দুজন ভাল্যার-এর খবর জানে না, ভাল্যার তার মা-বাবার খোঁজে বেরিয়ে এলিজকে ঘটনাচক্রে দেখে মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হয়ে পড়ে এবং এলিজ-এর পিতা আরপার্গর বাড়ীতেই পরিচারকের কাজ নিয়ে কিছুদিন আছে।

এদিকে আরপার্গ'র ছেলে, ক্লেয়ঁাত, প্রতিবেশিনী মারিয়ান্কে দেখে আকৃষ্ট। আবার আরপার্গ'রও মারিয়ানকে দেখে পছন্দ নিজের জন্যে!

শেষ পর্যন্ত "আঁসেলম্" তাঁর স্ত্রী পুত্র কন্যার সন্ধান পান আর ছদ্মনামটি ছেড়ে দেন, ক্লেয়ঁাত পাবে মারিয়ান্কে, ভ্যাল্যার পাবে এলিজকে এবং আরপার্গ (যার সঞ্চিত টাকার 'পেটিকা' চুরি হয়ে গিয়েছিল) পাবেন তাঁর টাকার পেটিকা-কে!

আরপার্গ'র টাকার দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকলেও তাঁর চরিত্রে কিছু স্বাভাবিক দিকও আছে। পিতা এবং পুত্রকন্যার সম্পর্কে স্নিগ্ধতাও আছে। আরপার্গ বেরসিক নন এ পরিচয়ও নাটকে পাওয়া যায়। সব মিলিয়ে তাঁকে শুষ্ক সঙ্কীর্ণ কৃপণ কঞ্জুষ—এমন একটি চরিত্র বলা যায় না। সেজন্যেই অনুবাদে নাটকটির নাম 'অর্থপরায়ণ' করা হয়েছে। 'নাট্যকার মোলিয়্যার' শিরোনামার নিবন্ধে এবং

'টীকা-টিপ্পনী'তে উদাহরণসহ আরপার্গ-চরিত্রের অন্ত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিছু আলোচনা আছে।

(৫) আরও কিছু তথ্য

নাট্যকার হিসেবে মোলিয়্যার-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতির সমর্থনে প্রতীচ্যের এবং প্রাচ্যের দু'তিন জন মনীষীর নিজস্ব মতামতের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিকই হবে মনে হয় :

(১) তলস্তয়—তলস্তয় তাঁর "What is art?" বইটির এক জায়গায় (The World's Classics edition, পৃষ্ঠা ২৪৩—৪৪) 'art'-কে দু'শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক শ্রেণীতে আছে ঐ জাতীয় রচনা যার বক্তব্য যে-কোন সময়ে যে-কোন দেশে যে-কোন লোক (অশিক্ষিত হলেও) সহজেই ধরে নিতে পারে, যেমন ভিক্‌তর্‌ য়ুগো (Victor Hugo)-র 'লে মিজেরাব্‌ল্‌ (Les Miserables)। অন্য শ্রেণীতে পড়ছে সে সব রচনা যা কোন এক বিশেষ সময়ের এবং বিশেষ পরিবেশের সঙ্গে পরিচিত লোকই শুধু বুঝতে পারে, যেমন থেরভান্‌তেস্‌ (Cervantes)-এর 'দন কিহোটে' (Don Quijote) বা মোলিয়্যার-এর হাস্যরসাত্মক নাটক জাতীয় রচনা। কিন্তু তলস্তয় সেখানে মোলিয়্যার-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করে বলেছেন—"Moliere is perhaps the most universal, therefore the most excellent artist of modern times." এখানে 'modern times' বলে মোলিয়্যার-এর গৌরব সময়ের দিক দিয়ে কিছুটা সীমিত করা হয়েছে দেখা যায়।

(২) জার্মান মনীষী গ্যেতে (Goethe) প্রকারান্তরে মোলিয়্যার-এর নাটকের মহত্ত্ব (greatness)-কে এ কথাগুলোর মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছেন : 'I read some of Moliere's Comedies every year, just as from time to time I contemplate the engravings of the great Italian masters. For we little men are not able to retain the greatness of such things within us."

(৩) রবীন্দ্র-সাহিত্যে মোলিয়্যার-এর বেশ কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথ মোলিয়্যার-এর একাধিক নাটক বেশ উপভোগ করে পড়েছিলেন এবং অন্তত তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা 'বেলা'-র মোলিয়্যার-এর নাটক পড়বার ব্যবস্থা করতেও যত্নবান হয়েছিলেন।

শান্তিনিকেতনে মোলিয়্যার-এর জন্মত্রৈশতাব্দিক উৎসব পালিত হয় বঙ্গাব্দ ১৩২৮ সালে। Krishna-Kripalani তাঁর "Tagore : A Biography" বইটিতে এ সম্পর্কে লিখেছেন : [Santiniketan's] international character was emphasized by the students and staff celebrating the 3rd Centenary of Moliere's birth in February 1922." মোলিয়্যার-এর দিক থেকেও তাঁর নাটকের স্থানকাল পাত্র নির্বিশেষে যে আবেদন আছে এটা তারও অকাট্য প্রমাণ।

এই উৎসবে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ অবশ্যি বলেন : "আমি মোলিয়ার বিষয়ে এক-রকম অনভিজ্ঞ। তাঁর সম্পর্কে যতটুকু জ্ঞান তা দাদার বাংলা অনুবাদ ও সমালোচনার ভিতর দিয়ে হয়েছে ; আর বোধহয় মোলিয়ারের ইংরাজি অনুবাদও কিছু কিছু পড়েছি।" ('রবীন্দ্রবীক্ষা'—৪)। অনুবাদে পড়লেও উপভোগ যে করেছিলেন এবং মোলিয়্যার-এর নাটক বিশেষের কোন কোন জায়গা উদ্ধৃতি দেবার মত করে মনেও রেখেছিলেন তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। প্রিয়নাথ সেনকে লেখা তাঁর একাধিক চিঠিতে ("চিঠিপত্র'—অষ্টম খণ্ড) মোলিয়্যার -এর এ ধরনের উল্লেখ পাওয়া যায় :

(ক) ১০৭ সংখ্যক চিঠির শেষে শুধু প্রশ্নযুক্ত মোলিয়্যার-এর নামটাই পাওয়া যায় এভাবে—'Moliere ?' কিন্তু

(খ) ১১৮ সংখ্যক চিঠিতে আছে, "সুরেন ইতিমধ্যে Newman দের ওখানে মোলিয়েরের অর্ডার দিয়ে এসেছে তারা পাঁচ ছ দিনের মধ্যে পাঠাবে এমন আশ্বাস দিয়েছে।"

(গ) ১১৯ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : " * * তখন মোলিয়েরের যশস্বী জুর্দ্যাঁর মহাবাক্য স্মরণ করে বল্‌বে প্রায় ৪০ বৎসর লোকটাকে দেখে আসচি কিন্তু জানতুম না ইনি এত বড় ইনি।"

(এটা লেখা হয়েছে Le Bourgeois Gentilhomme নাটকটির প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর একটি মন্তব্যের অনুকরণে। মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ যখন তাঁর এক মাষ্টারমশাই-এর কাছ থেকে জানলেন যে আমরা যখন কথাবার্তা বলি তখন 'গদ্য' ব্যবহার করি তখন অবাক হয়ে তিনি বলে উঠলেন : "আমি ৪০ বছরেরও বেশী সময় ধরে গদ্য বলে আসছি আর সেটা একদম জানি না" !)

(ঘ) ১২২ সংখ্যক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন : "Moliere-রচিত L'

Avare নামক একটি নাটক Fasnach দ্বারা Edited বেলার পড়ার জন্যে চাই—Thacker এর ওখানে থেকে আমার হয়ে অর্ডার দিয়ে দেবে ?"

ঐ ত্রৈশতাব্দিক উৎসবের ভাষণে মোলিয়্যারকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সপ্রশংস উক্তিও আছে। ভাষণের প্রথমেই যে 'দাদার বাংলা অনুবাদ'-এর উল্লেখ আছে, বলা বাহুল্য সে দাদা রবীন্দ্রনাথের 'জ্যোতিদা' অর্থাৎ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে Le Bourgeois Gentilhomme নাটকটির অনুবাদ 'হঠাৎ নবাব' নাম দিয়ে করেছিলেন সে তথ্যের উল্লেখ এবং সে অনুবাদ নিয়ে কিছু আলোচনা বর্তমান গ্রন্থে আছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মোলিয়্যার-এর আরো একটি নাটকের অনুবাদ করেছিলেন—Le Mariage Force'—অনুবাদে এর নাম বেশ সুন্দর করে যথাযথভাবেই দিয়েছিলেন 'দায়ে পড়ে দারগ্রহ'।

(ঙ) 'ভূমিকা'র শেষে প্রশ্ন এই—'Moliere' নামটির উচ্চারণ বাংলায় সঠিকভাবে কী দাঁড়াবে ?

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদ গ্রন্থ 'হঠাৎ নবাব'-এর প্রথমেই লেখা হয়েছে 'মলিয়ের'। রবীন্দ্রনাথ 'চিঠিপত্র' তে ব্যবহার করেছে—'মোলিয়ের'। কিন্তু মোলিয়্যার-এর ত্রৈশতাব্দিক জন্মোৎসবের ভাষণের মধ্যে কয়েকবার আছে 'মোলিয়্যার' আবার কয়েকবার আছে 'মোলিয়ার'। 'মলিয়ের', 'মোলিয়ের,' 'মোলিয়ার' 'মোলিয়্যার'—এই চার ধরনের উচ্চারণের সর্বশেষটি ('মোলিয়্যার') নাট্যকারের ফরাসী নামটির (বা ছদ্মনামটির) সব থেকে কাছাকাছি যায় মনে হওয়াতে বর্তমান অনুবাদগ্রন্থের সর্বত্রই 'মোলিয়্যার' এই উচ্চারণটিই দেখান হয়েছে।

Gentilhomme-কে 'জাঁতীয়ম্' দেখান হয়েছে 'i' vowel-এর পর 'l' এবং 'h' অনুচ্চারিত থাকায়।

ক. কু. দ.

জাতে ওঠার পাঁচালি*

*Le Bourgeois Gentilhomme

(ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম্)

নাটকের পাত্রগণ

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ (Monsieur Jourdain), ব্যবসাদার

মাদাম্ জুরদ্যাঁ (Madame Jourdain), তদীয় পত্নী

ল্যুসিল (Lucile), মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর কন্যা

নিকোল (Nicole), পরিচারিকা

ক্লেঁয়ত (Cleonte), ল্যুসিলকে বিবাহেচ্ছুক যুবক

কোভিয়েল (Covielle), ক্লেঁয়তের পরিচারক

দোরাঁত (Dorante), কাউন্ট, দোরিম্যানকে বিবাহেচ্ছুক

দোরিম্যান্ (Dorimene) সম্ভ্রান্ত মহিলা (মারশেনিস্)

গানের মাষ্টারমশাই (Maitre de Musique)

তদীয় শাগরেদ (Eleve du Maitre de Musique)

নাচের মাষ্টারমশাই (Maitre a Danser)

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই (Maitre d' Arms)

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই (Maitre de Philosophie)

ওস্তাদ দরজী (Maitre Tailleur)

শিক্ষানবীশ দরজী (Garcon Tailleur)

দু'জন চাপরাসী (Deux Laquais)

পুরুষ ও মহিলা গাইয়ে, যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী, নাচিয়ে, পাচক,
শিক্ষানবীশ দরজী, অন্যান্য কিছু লোক)

প্রথম অঙ্ক

যবনিকা উঠলেই দেখা যাবে অনেক বাদ্যযন্ত্র একত্র করা আছে আর মঞ্চের মাঝখানে দেখা যাবে গানের মাষ্টারমশাই-এর শাগরেদ টেবিলে বসে একটি বিশেষ সুর রচনার কাজ করে চলেছে। নাটকটির প্রধান চরিত্র ব্যবসাদার লোকটি এক প্রিয়জনের মন পাবার জন্যে ঐ সুরটি তৈরির ফরমাশ করেছে।

প্রথম দৃশ্য

গানের মাষ্টারমশাই, নাচের মাষ্টারমশাই, তিনজন সঙ্গীতশিল্পী, দুজন বেহালাবাদক, চারজন নৃত্যশিল্পী

গানের মাষ্টারমশাই—(তাঁর গায়কদের বলছেন)—এস, এই হলঘরের ভেতর চলে এস, আর তার আসা পর্যন্ত ওই ওখানে গিয়ে অপেক্ষা করো গে যাও।

নাচের মাষ্টারমশাই—(নাচিয়েদের বলছেন)—আর তোমরাও এস, এদিকটাতে।

গানের মাষ্টারমশাই—(তার শাগরেদকে)—কি, ওটা হল ?

শাগরেদ—হাঁ, হয়ে গেছে।

গানের মাষ্টারমশাই—দেখি একবার * * * বেশ ভালই তো হয়েছে।

নাচের মাষ্টারমশাই—ওটা কি নতুন কোন কিছু নাকি ?

গানের মাষ্টারমশাই—হাঁ, এটা প্রিয়জনের মন পাবার জন্যে একটি সুর রচনা। আমাদের এখানকার এই ব্যক্তিটি ঘুম থেকে ওঠার জন্যে অপেক্ষা করার সময়টুকুর মধ্যে ওটা একে দিয়ে এখানেই আমি রচনা করিয়ে নিলাম।

নাচের মাষ্টারমশাই—বস্তুটি কী ধরনের একটু দেখা যাবে কি ?

গানের মাষ্টারমশাই—তিনি এলেই ওটা শুনতে পাবেন, ওর সঙ্গেই শুনবেন দ্বৈত কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতের যুগলবন্দী। তিনি আর মোটেই দেরী করবেন না।

নাচের মাষ্টারমশাই—আপনার আর আমার, এ দুজনের কাজ এখন আর হেলাফেলা করার জিনিষ নয়।

গানের মাষ্টারমশাই—তা ঠিকই বলেছেন। আমরা এই লোকটির মধ্যে এমন একজনকে পেয়ে গেছি ঠিক যেমনটি আমাদের দুজনেরই দরকার। এই মঁসিয়ে জুর্দ্যা (যার মাথায় সম্ভ্রান্ত আর কেতাদুরস্ত হবার উদ্ভট কল্পনা ঢুকেছে) আমাদের দিক থেকে বেশ একটি রোজগারের পথ হয়েছে।

আপনার নাচ ও আমার গান তো চাইবে প্রত্যেকটি লোকই এর মত হোক।

নাচের মাষ্টারমশাই—একেবারে পুরোপুরি তা নয়। আমি চাই, তাকে আমরা কী জিনিষ দিচ্ছি তা তিনি যতটুকু বুঝতে পারছেন তার থেকেও আরও একটু ভাল করে বুঝুন।

গানের মাষ্টারমশাই—এটা ঠিক যে তিনি এসব ভাল বোঝেন না, কিন্তু এর জন্যে টাকা পয়সা তো তিনি বেশ ভালই দেন, আর অন্য সবকিছু থেকে আমাদের এই শিল্পগুলোর এ মুহূর্তে তো ঐ জিনিষটির দরকারই বেশি।

নাচের মাষ্টারমশাই—আমার কথা কিন্তু হচ্ছে (কথাটা আপনাকে খুলেই বলছি) —আমার ধারণা কাজটির মর্যাদা থেকেই কিছু পাওনা আমি পেয়ে যাই। জোর প্রশংসা আমার মনকে নাড়া দেয়, আর আমার মনে হয় সমস্ত শিল্পকলার ব্যাপারেই অরসিকের জন্যে শিল্পসৃষ্টি করা আর ঐ সৃষ্টি নিয়ে তাদের কাছ থেকে রূঢ় ব্যবহার পাওয়া খুবই বিরক্তিকর এক শাস্তিবিশেষ। এটা বলার দরকারই করে না যে যাঁরা শিল্পের সূক্ষ্ম মর্ম বুঝতে পারে তাদের জন্যে কাজ করায় একটা আনন্দ আছে, তারা একটি শিল্পকাজের সৌন্দর্য সুন্দরভাবে বুঝে নেন, আর তাদের জোর প্রশংসা আপনার কাজের পরিশ্রমকে লঘু করে দেয়। যে কোন লোক তার শিল্পকাজ থেকে সব চাইতে তৃপ্তিকর যে পুরস্কার পেতে পারে তা হচ্ছে তার কাজটিকে লোকে বুঝতে পেরেছে এটা দেখে, কাজটিকে প্রশংসা দিয়ে সাদরে গ্রহণ করার সম্মান আপনাকে দেওয়াতে। আমার মনে হয় আমাদের সমস্ত পরিশ্রমের প্রতিদান এর থেকে বেশি আর কিছু হতে পারে না, আর প্রকৃত সমজদারের প্রশংসাতে ভারী সুন্দর এক তৃপ্তি আছে।

গানের মাষ্টারমশাই—আমারও তো ঐ মত, আমিও আপনার মতই ওগুলো উপভোগ করি। আপনি যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কথা বলছেন তার থেকে বেশি আনন্দ নিশ্চয়ই আর কিছুই দেয় না। কিন্তু সে সৌরভ দিয়ে তো আর বাঁচা চলে না। শুধুমাত্র ফাঁপা প্রশংসা কাউকে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দেয় না। এর সঙ্গে ফাঁপা নয় এমন কিছু পদার্থ মিশিয়ে নিতে হয়। সব থেকে ভালভাবে প্রশংসা করা হচ্ছে কিছু দানধ্যানাদির

সঙ্গে প্রশংসা করা। এটা ঠিক যে আমাদের এই ব্যক্তিটির জ্ঞানগম্যি একটু কমই আছে। তিনি সমস্ত কিছু সম্পর্কে উলটোপালটা কথাবার্তা বলে থাকেন আর উলটো পালটা প্রশংসা করে থাকেন। কিন্তু ভালমন্দ বিচারে তার জ্ঞানের অভাবটার ক্ষতিপূরণ করে দেয় তার টাকা। যা কিছু বিচার আচার আমরা তার টাকার থলেতেই পাই। তার প্রশংসা তো 'অর্থপূর্ণ'; আর আপনি তো দেখছেনই যে চৌকস সম্ভ্রান্ত লোকটি এখানে আমাদের পরিচিত করে দিয়েছেন তার থেকে বেশি কাজে আসছে আমাদের এই মূর্খ ব্যবসাদার লোকটি।

নাচের মাষ্টারমশাই—আপনি যা বলছেন তাতে কিছু খাঁটি কথা আছে বটে, তবে আমি দেখছি আপনি যেন টাকার উপর একটু বেশি ঝুঁকে পড়েছেন, আর এই ঝোঁকটা এমন একটা নীচুজাতের জিনিষ যে একজন রুচিবান্ লোকের কখনই এর জন্য কিছুমাত্র অনুরাগ দেখানো উচিত নয়।

গানের মাষ্টারমশাই—কিন্তু তা হলেও আমাদের এই ব্যক্তিটি যে টাকা আপনাকে দেন সেটা তো আপনি বেশ নিয়ে নেন।

নাচের মাষ্টারমশাই—নিশ্চয়ই নেই, কিন্তু ওর মধ্যেই আমি আমার সমস্ত তৃপ্তি পাই না। এই ব্যক্তিটির টাকা পয়সার সঙ্গে কিছু সুরুচিও থাকলে আমার ভাল লাগত।

গানের মাষ্টারমশাই—তা তো আমারও লাগত, আর তার জন্যেই তো দুজনেই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সে যাই হোক, এই ব্যক্তিটি তো চারদিকে আমাদের পরিচিত হবার পথ করে দিচ্ছেন; তাছাড়া তিনি তো অন্যদের তেমন টাকা পয়সাই দেবেন যেমন প্রতিদান তারা তার জন্যে যোগাড় করে আনে।

নাচের মাষ্টারমশাই—ঐ যে তিনি আসছেন।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

ম'সিয়ে জুরদাঁ, দুজন চাপরাসী, গানের মাষ্টারমশাই, নাচের মাষ্টারমশাই, বেহালা বাদকগণ, গাইয়েরা ও নাচিয়েরা

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এই যে আপনারা, ব্যাপার কী বলুন। কি, কোন ছোটখাটো মজাদার কিছু তৈরি করেছেন নাকি আমাকে দেখাবার জন্যে?

নাচের মাষ্টারমশাই—কী বলছেন? 'ছোটখাটো মজাদার কিছু' কী বলছেন?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আরে, ঐ যে, ওটাকে কী যেন বলেন আপনারা, ঐ প্রস্তাবনা না কি গান আর নাচের ভেতর দিয়ে কথাবার্তা বলা।

নাচের মাষ্টারমশাই—ওঃ, তা-ই বলুন।

গানের মাষ্টারমশাই—আপনি দেখছেন তো আমরা ও নিয়ে তৈরী হয়েই বসে আছি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনাদের আমি একটু বসিয়ে রেখেছি; তবে তার কারণটি হচ্ছে সম্ভ্রান্ত লোকেরা যেমন পোষাক পরে থাকেন, আমিও আজ তেমন পোষাক পরার ব্যবস্থা করেছি, আর আমার দর্জিটা আমাকে এমন সিল্কের মোজা পাঠিয়েছে যেগুলো মনে হচ্ছিল আমি আর পরে উঠতে একদম পারবই না।

গানের মাষ্টারমশাই—আমরা এখানে শুধু আপনার সময় সুবিধের জন্যে অপেক্ষা করে বসে থাকতেই তো এসেছি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনাদের দুজনের কাছেই আমার অনুরোধ আমার পোষাকটা পৌঁছানোর আগেই আবার আপনারা চলে যাবেন না যেন, যাতে পোষাকপরা অবস্থায় আপনারা আমাকে দেখতে পান।

নাচের মাষ্টারমশাই—যাতেই আপনি খুশী হন তা সবই হবে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—মাথা থেকে পা পর্যন্ত যেমন হওয়া উচিত তেমন পোষাকপরা আপনারা আমাকে দেখতে পাবেন।

গানের মাষ্টারমশাই—এতে আমাদের কোন সন্দেহই নেই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমার জন্যে এই দামী বিদেশী জিনিষটি আমি করিয়েছি।

নাচের মাষ্টারমশাই—এটা তো ভারী সুন্দর।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমার দরজী আমাকে বলেছে, সম্ভ্রান্ত লোকরা সকালবেলা এরকম পোষাক পরে থাকেন।

গানের মাষ্টারমশাই—আপনাকে এটা খুবই সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—চাপরাসী! কোথায় আমার দুজন চাপরাসী কোথায়?

প্রথম চাপরাসী—কী চাই, স্যার, বলুন।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কিছু না। দেখলাম তোরা আমার ডাকে বেশ সাড়া দিচ্ছিস্ কিনা। (দুই মাষ্টারমশাইকে) আমার চাপরাসীদের পোষাকটা কেমন দেখছেন?

নাচের মাষ্টারমশাই—এ তো দারুণ জমকালো পোষাক।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(তার গাউন একটু ফাঁক করে তার আঁটোসাঁটো লাল মখমলের পায়জামা আর সবুজ মখমলের তৈরী তার আঁটোসাঁটো কোট যেগুলো পরেছিলেন, দেখালেন) আর সকালবেলায় পরে ঘোরাফেরার জন্যে এই একটা ঢিলেঢালো পোষাক এটা।

গানের মাষ্টারমশাই—এটা তো বেশ কায়দাদুরস্ত।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—চাপরাসী!

প্রথম চাপরাসী—স্যার?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—অন্য চাপরাসীটা কোথায়?

দ্বিতীয় চাপরাসী—স্যার?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—নে, আমার এই গাউনটা ধর। এ পোষাকে আমাকে ভাল দেখাচ্ছে মনে করেন তো?

নাচের মাষ্টারমশাই—খুবই ভাল দেখাচ্ছে। এর থেকে ভাল দেখতে কেউ হতে পারে না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—যাক্, আপনাদের ব্যাপার স্যাপারটা একটু দেখি।

গানের মাষ্টারমশাই—প্রথমেই আপনাকে একটি গানের সুর শোনাতে চাই, প্রিয়জনের মন পাবার জন্যে যে সুররচনাটি আমার কা ছ আপনি চেয়েছিলেন। আমার শিষ্যদের মধ্যে এ ধরনের রচনায় একজনের খুব ভাল হাত আছে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তা বেশ, কিন্তু এ জিনিষটি একজন শিষ্যকে দিয়ে তৈরি করানোটা তো ঠিক হয় নি; আর এই কাজটা করার দিক থেকে আপনি নিশ্চয়ই

একেবারে খুব ওপরে উঠে যান নি।

গানের মাষ্টারমশাই—শিল্পের নাম শুনেই আপনার একটা ভুল ধারণা করা ঠিক হবে না, স্যার। সব থেকে নামী শিল্পকরা যতটুকু জানে এ ধরনের শিল্প ঠিক ততটুকুই জানে, আর তার পক্ষে সুররচনাটি যতটা সুন্দর করা সম্ভব ছিল ততটা সুন্দরই এটা হয়েছে। একটু শুনেই দেখুন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দে তো আমার পোষাকটা, যাতে ওটা পরে ভাল করে শুনতে পারি···একটু সবুর করুন, মনে হচ্ছে পোষাকটা ছাড়াই যেন ভাল হবে·· না, ওটা আবার আমাকে দে দেখি, সেটাই ভাল হবে।

গায়ক গাইছে

হতাশায় মরি দিনরাত আমি তীব্র যাতনা মোর
মোরে যেদিন তোমার মধুর নয়ন বাঁধিল কঠিন বাঁধনে;
আইরিশ, তুমি নিঠুর যদি গো ভালবাসে যে তারও প্রতি
কতনা যাতনা শত্রুকে হায় দিতে পার তুমি কে জানে?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এ গানটা আমার কেমন একটু দুঃখু দুঃখু ভাবের ঠেকছে। এটা একটু যেন ঝিমুচ্ছে; এখানে সেখানে একটু স্ফূর্তির আমেজ আনলে ভাল হত মনে হয়।

গানের মাষ্টারমশাই—কিন্তু, স্যার, সুরটার তো কথার সঙ্গে খাপ খেতে হবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কিছুদিন আগে একটা খুব মজার গান আমাকে শেখানো হয়েছিল। দাঁড়ান দেখি···হাঁ, এই তো···কী ভাবে যেন সে কথাটা বল্লে?

নাচের মাষ্টারমশাই—কী করে বলি বলুন, ওটা তো আমি জানি না।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ওর মধ্যে কিছু মেষের কথা আছে।

নাচের মাষ্টারমশাই—কিছু মেষের কথা?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, মনে পড়েছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ গান ধরলেন

ভেবেছিনু আমি জানটঁ
যেমন শোভনা তেমনি শান্ত

ভেবেছিনু আমি জানতঁ
শান্ত নম্র মেষ-অধিক।
কিন্তু হায়! হায়!
সে যে বনের ব্যাঘ্র হতেও নিঠুর,
শত সহস্র গুণ-অধিক।

ম'সিয়ে জুরদঁ্যা—বেশ সুন্দর নয় এটা?

গানের মাষ্টারমশাই—আর আপনি এটা গাইলেনও তো বেশ।

ম'সিয়ে জুরদঁ্যা—গান গাইতে না শিখেই তো গেয়ে ফেল্লাম।

গানের মাষ্টারমশাই—ওটাও আপনার শিখে ফেলা উচিত যেমন নাচটা আপনি শিখছেন। এ দুটো শিল্পকলা তো খুবই নিকট সম্পর্কের।

নাচের মাষ্টারমশাই—আর এরা সুন্দর জিনিষের দিকে মানুষের মনকে খুলে দেয়।

ম'সিয়ে জুরদঁ্যা—সম্ভ্রান্ত লোকেরা কি গানও শিখে থাকেন?

গানের মাষ্টারমশাই—হাঁ, স্যার।

ম'সিয়ে জুরদঁ্যা—তাহলে আমিও ওটা শিখব। কিন্তু এর জন্যে কতটা সময় বের করে নিতে পারব জানি না। কারণ আমি অসি-খেলার মাষ্টারমশাই যিনি আমাকে তালিম দিয়ে থাকেন—তাঁকে ছাড়াও একজন দর্শনবিজ্ঞানের মাষ্টারমশাইকেও আমি কাজে নিয়েছি। আজ সকাল থেকেই তাঁর শুরু করার কথা।

গানের মাষ্টারমশাই—দর্শন-বিজ্ঞান একটা ব্যাপারই বটে, কিন্তু গানটা, স্যার, গানটা তো··

নাচের মাষ্টারমশাই—গান আর নাচ জানার যা কিছু আছে সবই এ দুটোর মধ্যেই।

গানের মাষ্টারমশাই—একটি রাষ্ট্রের পক্ষে গানের মত এমন দরকারী জিনিষ আর কিছুই নেই।

নাচের মাষ্টারমশাই—মানুষের পক্ষে নাচের মত এমন দরকারী আর কোন জিনিষই নেই।

গানের মাষ্টারমশাই—গান ছাড়া তো একটি রাজ্য টিকতেই পারে না।

নাচের মাষ্টারমশাই—নাচ ছাড়া মানুষ কিছুই করে উঠতে পারবে না।

গানের মাষ্টারমশাই—পৃথিবীতে যত সব লণ্ডভণ্ড কাণ্ড, যত যুদ্ধবিগ্রহ আমরা দেখি সেগুলো শুধু গান না শেখার জন্যেই ঘটে থাকে।

নাচের মাষ্টারমশাই—মানুষের সমস্ত দুঃখদুর্দশা, ভাগ্যের বিচ্ছিরি সমস্ত ওঠাপড়া

যা দিয়ে ইতিহাসের পাতা ঠাসা হয়ে আছে, রাজনৈতিক ভুলচুক, বড় বড় সেনাপতির গল্‌তি—এ সমস্তই শুধুমাত্র নাচতে না জানার জন্যেই হয়েছে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—সে আবার কি রকম?

গানের মাষ্টারমশাই—যুদ্ধ কি মানুষের মধ্যে মিল সঙ্গতির অভাবের জন্যেই বাধে না?

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—তা বটে।

গানের মাষ্টারমশাই—সব লোকই যদি গান শিখত, সেটা কি সবার মধ্যে একটা সঙ্গতির পথ হোত না? আর পৃথিবীতে একটা সর্বজনীন শান্তি দেখা দিত না?

নাচের মাষ্টারমশাই—কোন লোক যখন তার আচারবিচারে কোন ভুলত্রুটি করে বসে—তা সেটা তার পারিবারিক ব্যাপারেই হোক বা সরকারী কাজকর্মেই হোক—তখন কি আমরা সর্বদাই বলে থাকি না—'অমুক লোক অমুক ব্যাপারে ভুল পদক্ষেপ করেছে'?

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—হাঁ, তা আমরা বলি বটে।

নাচের মাষ্টারমশাই—আর 'ভুল পদক্ষেপ' কি নাচ না জানা ছাডা অন্য কিছু থেকে হতে পারে?

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—তা ঠিক; দু'জনেই ঠিক বলেছেন আপনারা।

নাচের মাষ্টারমশাই—এটা বলা হল আপনাকে বোঝানোর জন্যে যে নাচ আর গান কত সুন্দর আর কত দরকারী।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—এখন সেটা আমি বুঝতে পারছি।

গানের মাষ্টারমশাই—আপান কি আমাদের দু'জনের কাজগুলো দেখতে চান?

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—হাঁ।

গানের মাষ্টারমশাই—আগেই আমি আপনাকে বলেছি, এটা হচ্ছে, গান যে মনের নানা আবেগ ফুটিয়ে তুলতে পারে তা নিয়ে আমার এক সময়ের সামান্য একটি পরীক্ষা নিরীক্ষা।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—খুব ভাল কথা।

গানের মাষ্টারমশাই—চলে এস তোমরা, একটু এগিয়ে চলুন আপনি। আপনাকে এটা ধরে নিতে হবে যে এরা মেষপালকদের মত পোষাক পরে আছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সব সময়েই মেষপালক কেন? সব জায়গায়ই আমরা শুধু এ-ই দেখে আসছি।

গানের মাষ্টারমশাই—কিছু লোক গানের মধ্য দিয়ে কথাবার্তা বলছে—এরকম অবস্থায় ব্যাপারটিকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে মেষপালকদের নিয়ে আসতেই হয়। গান জিনিষটার সঙ্গে মেষপালকদের একটা সম্পর্ক সর্ব-কালেই আছে, আর কথাবার্তার ব্যাপারে এটা মোটেই স্বাভাবিক নয় যে সম্ভ্রান্ত লোকরা বা ব্যবসাদাররা গান গেয়ে তাদের মনের কামনা-বাসনা প্রকাশ করবেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে। দেখি ব্যাপারখানা একটু।

গানের মাধ্যমে কথাবার্তা (একজন গায়িকা আর দুজন গায়ক)

গায়িকা— মদন রাজ্যে একটি হৃদয়
হাজার চিন্তায় সদা চঞ্চল:
লোকে বলে বটে সুখেই আমরা
ফেলি দীর্ঘশ্বাস, হই হীনবল,
যে যা-ই বলুক,
স্বাধীনতা হেন কিছু নাই মিঠে নিরমল।

প্রথম গায়ক—যে কোমল আকুলতা নিয়ে, একই বাসনায় কেঁপে
দুইটি হৃদয় নেচে নেচে চলে
তার থেকে মিঠে নাই আর।
ভালবাসা বিনে কে-ই সুখী হয় এই চরাচর মাঝে
ভালবাসাহীন জীবন রচিলে
রইবে না কোন সুখ তার।

দ্বিতীয় গায়ক—প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়াটা মিঠেই হত
প্রেম থেকে যদি নিষ্ঠাই লোকে পেত;
কিন্তু হায়! কী নির্মম কঠোরতা
মেষপালিকার একটিরও নেই কো তা।
চঞ্চলা নারী বড় অযোগ্য বুঝিতে এ আলোচন,
চিরতরে তারা দিক না তাহলে প্রেমকে বিসর্জন।

প্রথম গায়ক— মনোরম এ আকুলতা;
সুখভরা এ স্বাধীনতা!

দ্বিতীয় গায়ক— অবিশ্বাসী নারীকুল!

প্রথম গায়ক— কী অমূল্য মোর কাছে তুমি !

গায়িকা— তুমি কী আনন্দ আন মোর প্রাণে।

দ্বিতীয় গায়ক — কী ভীষণ তুমি মোর মনে !

প্রথম গায়ক— আহা ! ভালবাসিবারে ভোল এ গভীর ঘৃণা !

গায়িকা— তোমাকে আমি দেখাতে তো পারি
অনুগতা এক মেষপালিকা।

দ্বিতীয় গায়ক— হায়, কোথা তার দেখা পাই ?

গায়িকা— রাখিতে নারীর মান
হৃদয় আমার চাহি দিতে করি দান।

প্রথম গায়ক — ভরসা কি আছে মেষপালিকা
সে হৃদয় হবে না প্রবঞ্চিকা ?

গায়িকা— পরখ কেন বা করি না গো মোরা
দুজনার কেবা ভালবাসে সেরা ?

দ্বিতীয় গায়ক — যে জন রবে না নিষ্ঠাবান
তারে ক্ষমা যেন নাহি করে ভগবান !

তিনজনই সমবেতভাবে—এই মনোহর আকুলতা ঘন
করুক মোদের ভরপুর ,
আহা ! দু'টি মন.হলে পিরিতি-নিষ্ঠ
ভালবাসা কী বা সুমধুর।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এ-ই কি সব ?

গানের মাষ্টারমশাই—হাঁ, এ-ই সব।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এটা তো বেশ পরিপাটিই দেখছি, আর এর ভেতরে তো বেশ সুন্দর সুন্দর প্রবাদবচনও আছে।

নাচের মাষ্টারমশাই—আর আমার কাজের নমুনা হিসাবে, খুবই সুন্দর নাচের আর চলনভঙ্গিমার সামান্য এই একটি প্রচেষ্টা দাঁড় করিয়েছি—এটা নাচের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতে পারে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এর মধ্যেও মেষপালিকারা আছে নাকি ?

নাচের মাষ্টারমশাই—এটা এমন যে খুশী আপনি হবেনই। শুরু কর।

চারজন নর্তক নানাধরনের গতিছন্দ আর সমস্ত ধরনের পদক্ষেপ দেখাল যেমন যেমন নাচের মাষ্টারমশাই তাদের নির্দেশ দিলেন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, গানের মাষ্টারমশাই, নাচের মাষ্টারমশাই, চাপরাসী

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ,—তেমন কিছু মন্দ নয় এটা, আর এরা তো দাপাদাপিও করল বেশ।

গানের মাষ্টারমশাই—এই নাচটা যখন গানের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে, তার আবেদন আরো জোড়ালো হবে, আর আপনার জন্যে আমরা যে ছোটমাপের একটা সমবেত নাচ গড়ে তুলেছি. আপনি দেখবেন সেটা বেশ কায়দাদুরস্ত একটি জিনিষ হয়েছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—অন্ততঃ এখনকার মত এটা ঠিকই আছে। ব্যবস্থাটা চটপট্ করে ফেলা দরকার। এ সব ব্যবস্থা আমি যাঁর জন্যে করছি তিনি আমার দেওয়া ভোজে যোগ দিয়ে নিশ্চয়ই আমাকে সম্মানিত করবেন।

নাচের মাষ্টারমশাই—সবই ঠিকঠাক আছে।

গানের মাষ্টারমশাই—এ ছাড়া, স্যার, এ.তও ঠিক হচ্ছে না, আপনার মত এমন একজন বিত্তবান লোকের পক্ষে (যার কিনা সুন্দর জিনিষের ব্যাপারে রুচিও আছে) প্রতি বুধবার বা প্রতি বৃহস্পতিবার একটা গানের মজলিসের ব্যবস্থা হওয়া দরকার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সম্ভ্রান্ত লোকেরা কি ওরকম ব্যবস্থা করে থাকেন?

গানের মাষ্টারমশাই—হাঁ, স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তাহলে আমিও সে ব্যবস্থা করব। বেশ ভাল হবে তো সেটা?

গানের মাষ্টারমশাই—নিশ্চয়ই। ওর জন্যে তিনধরনের সুরের ব্যবস্থা রাখার দরকার হবে: পুরুষের চড়া গলার, নিখাদের গলার আর খাদের গলার সুরের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে ভিয়লন চেল্লো, গীটার ও পিয়ানো। এ ছাড়া ঐক্যতান বাদনের জন্যে, চড়াসুরের বেহালা।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—একটা বিশেষ বাজনা—ম্যারীন ট্রামপেট-ও রাখা দরকার হবে। ঐ বাজনাটা আমার বড ভাল লাগে, ভারী সুরেলা ওটা।

গানের মাষ্টারমশাই—ও সব ব্যবস্থা করার কাজ আমার ওপর ছেড়ে দিন।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—খাওয়া-দাওয়া চলার সময়টাতে গান করার জন্যে শিগ্‌গিরই কিছু গানাদার পাঠাতে ভুলবেন না যেন।

গানের মাষ্টারমশাই—আপনার যা যা দরকার সমস্ত আপনি পাবেন।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—কিন্তু সব থেকে বেশী দরকার—সমবেত নাচটা যেন সুন্দর হয়।

গানের মাষ্টারমশাই—ওতে আপনি খুশী হবেন, আর অন্য আরও জিনিষের সঙ্গে দ্রুততালের যে নাচ দেখবেন, তাতেও আপনি খুশী হবেন।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—আরে, ঐ দ্রুততালের নাচটাই তো আমার বিশেষ পছন্দ। আমার ইচ্ছা সে নাচটা নাচতে আপনি আমার একটু দেখিয়ে দেন। আসুন, ওস্তাদজী।

নাচের মাষ্টারমশাই—একটা টুপি নিয়ে নিন, স্যার। লা, লা, লা—লা, লা, লা, লা, লা, লা (লয়টা একটু ঠিক রাখুন), লা, লা, লা (দু'বার); লা, লা, লা, লা, লা (ছন্দ লয়টা একটু ঠিক রাখুন); লা, লা, লা, লা, (ডান পা-টা) লা লা, লা। (কাঁধ দুটো এতো ঝাঁকাবেন না)। লা, লা, লা, লা, লা,—লা, লা, লা, লা, লা। (মাথাটা উঁচু করে রাখুন। পা'র সমুখ দিকটা বাইরের দিকে ঘুরিয়ে দিন)। লা, লা, লা। (শরীরটা সোজা করে রাখুন)।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—কি, কেমন দেখলেন?

গানের মাষ্টারমশাই—একেবারে দুনিয়ার সেরা জিনিষ।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—বেশ, ভাল কথা। একজন মার্শেনিস্‌কে অভিবাদন করতে হলে কীভাবে নুয়ে তা করতে হয় একটু দেখিয়ে দিন তো। ওটা আমার শিগ্‌গিরই দরকার হবে।

নাচের মাষ্টারমশাই—একজন মার্শেনিসকে অভিবাদন করতে হলে কী রকম নুয়ে করতে হয়?

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—হাঁ, একজন মার্শেনিস্ যার নামটা হচ্ছে দোরিম্যান্।

নাচের মাষ্টারমশাই—আপনার হাতটা একটু আমাকে দিন।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—না, আপনি শুধু একটু করে দেখান, আমি ঠিক মনে রাখব।

নাচের মাষ্টারমশাই—তাকে যদি আপনি খুবই শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিবাদন করতে চান,

তাহলে প্রথমে পেছন থেকে একটু নুয়ে পড়ে আসতে হবে, তারপর তিনবার তাঁর সামনে নুয়ে পড়ে, তাঁর দিকে এগোতে হবে, আর সবশেষে তার হাঁটু পর্যন্ত নুয়ে পড়ে আপনাকে কুর্নিশ করতে হবে।

ম'সিয়ে জুরর্দ্যা—করে একটু দেখান তো। ঠিক আছে।

চাপরাসী—স্যার, ঐ যে আপনার অসি-খেলার মাষ্টারমশাই এসেছেন।

ম'সিয়ে জুরর্দ্যা—তাকে এখানে এসে আমাকে দেখাতে বল। আমি চাই আপনারা আমার অনুশীলনটা একটু দেখুন।

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই, গানের মাষ্টারমশাই, নাচের মাষ্টারমশাই, ম'সিয়ে জুরর্দ্যা, চাপরাসী

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—(ম'সিয়ে জুরর্দ্যার হাতে অসি-খেলার তরোয়াল দিয়ে) শুরু করুন স্যার, প্রথমে অভিবাদন, আপনার শরীরটা সটান খাড়া থাকবে। বাঁদিকের উরুর ওপর একটু হেলবে। আপনার পা দু'টোর মধ্যে এতটা ফাঁক নয়। পায়ের পাতা এক লাইনে, আপনার কব্জি আপনার শরীরের পেছনটার সামনাসামনি, আপনার তরোয়ালের ডগা আপনার কাঁধের সামনাসামনি। আপনার হাত ঠিক এতটা ছড়িয়ে নয়। বাঁ হাতটা চোখের সমান উঁচুতে। বাঁ কাঁধটা বাঁ দিকে বাঁকিয়ে আরও কুঁজো করে। মাথা সোজা। দৃষ্টি স্থির। এগিয়ে আসুন। শরীর শক্ত করে রাখবেন। আপনার তরোয়াল দিয়ে আমাকে আঘাত করার ভঙ্গীতে এগিয়ে আসুন আর এভাবেই শেষ করুন। এক দুই। আবার শুরু করুন। শক্ত পায়ে, দ্বিগুণ জোরে এগিয়ে আসুন। পেছনের দিকে একটা লাফ্ মারুন। যখন তরোয়াল দিয়ে আঘাত করবেন, তখন, স্যার, প্রথমে তরোয়ালটা এগিয়ে আনা আর শরীরটাকে বেশ সরিয়ে রাখা দরকার। এক, দুই। চলে আসুন, আঘাত করুন আমাকে। তৃতীয় চালে তরোয়াল ধরে এভাবেই শেষ করুন। এগোন,

শরীর শক্ত করে এগিয়ে আসুন। ওখান থেকেই শুরু করুন। এক, দুই। আগের জায়গায় ফিরে যান। দ্বিগুণ জোরে। পেছনে লাফ। হুঁশিয়ার, স্যার, হুঁশিয়ার।

[অসি-খেলার মাষ্টারমশাই তাকে দু'াতনটে খোঁচা দিতে দিতে বলল, হুঁশিয়ার]

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কি, কেমন দেখলেন ?

গানের মাষ্টারমশাই—অপূর্ব নৈপুণ্য দেখালেন আপনি।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—আপনাকে আমি আগেই বলেছি, অস্ত্র চালনার সমস্ত রহস্য আছে শুধু দুটো জিনিষের মধ্যে। দেওয়াতে, আর নিজে কিছুমাত্র না নেওয়াতে ; আর একদিন যেমন আপনাকে হাতে কলমে দেখিয়েছি, আপনি যদি আপনার শত্রুর অস্ত্রটি আপনার শরীরের দিক থেকে ঘুরিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আপনার কোন আঘাত পাওয়া অসম্ভব, আর এটা নির্ভর করে শুধু আপনার কব্জি বাইরের বা ভেতরের দিকে সামান্য একটু ঘুরিয়ে দেবার ওপরই।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তাহলে সাহস না থাকলেও এভাবে একজন লোক নিজে খতম না হয়ে গিয়ে তার শত্রুকে খতম করে ফেলতে পারে ?

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—আলবত। হাতে-কলমে এর প্রমাণ দেখলেন না আপনি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হ্যা, হাঁ।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—এর ভেতরেই দেখবেন একটি দেশে কী সম্মান আমাদের ন্যায্য পাওনা আর অন্য সমস্ত ফালতো বিদ্যে (যেমন নাচ, গান ইত্যাদি) থেকে অসি খেলার প্রাধান্য কেন এত বেশী।

নাচের মাষ্টারমশাই—হয়েছে, রাখুন তো অসি-খেলা বিশারদ। নাচ সম্পর্কে একটু সম্মান দেখিয়ে কথা বলবেন।

গানের মাষ্টারমশাই—দয়া করে গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভালভাবে কথা বলতে শিখুন।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—আপনাদের বিদ্যের সঙ্গে আমারটির তুলনা করতে চাইছেন, ভারী মজার লোক তো আপনারা!

গানের মাষ্টারমশাই—দেখুন, সবজান্তা লোকটিকে একবার দেখে নিন

নাচের মাষ্টারমশাই—এ একটা বর্মপরা জানোয়ার বিশেষ!

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—আরে আমার খুদে নাচের মাষ্টারমশাই রে, তোমাকে আমি আচ্ছাসে নাচিয়ে ছাড়ব, আর তুমি আমার খুদে গায়কমশাই তোমাকেও আমি আচ্ছাসে গান গাইয়ে ছাড়ব।

নাচের মাষ্টারমশাই—আরে লোহার হাতিয়ারওয়ালামশাই, তোমাকে তোমার পেশা ভাল করে সমঝিয়ে দিচ্ছি দাঁড়াও।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(নাচের মাষ্টারমশাইকে) আপনি কি পাগল হয়ে গেলেন, এমন একটি লোকের সঙ্গে ঝগড়া বাধাতে যাচ্ছেন যিনি কিনা তিস্রে চৌঠা মার জানেন আর হাতে-কলমে দেখিয়ে একটা লোককে খতম করে ফেলতে পারেন।

নাচের মাষ্টারমশাই—তার ঐ হাতেকলমে দেখানোর থোড়াই পরোয়া কার আমি, আর তার ঐ তিস্রে আর চৌঠা মারের।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনাকে বলছি, একটু ভদ্রভাবে কথা বলুন।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—কী বলছে? খুদে বেয়াদব!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আহা হা, অসি-খেলার মাষ্টারমশাই।

নাচের মাষ্টারমশাই—কি? গাড়ীটানার ঘোড়া!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আরে, নাচের মাষ্টারমশাই, শুনুন।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—একবার যদি তোমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি···

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—শান্ত হোন।

নাচের মাষ্টারমশাই—একবার যদি হাত চালাই তোমার ওপর···

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—একটু ভদ্রতা তো রাখুন।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—তোমাকে লোহার চিরুণী দিয়ে এমন আঁচড়ে দেব না···

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—দয়া করে···

নাচের মাষ্টারমশাই—তোমাকে মেরে এমন গুঁড়িয়ে দেব আমি···

গানের মাষ্টারমশাই—কথা বলাটা তাকে একটু শিখিয়ে দিতে দিন তো আমাদের।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আরে বাপরে, নিজেদের সামলে নিন না একটু।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই, গানের মাষ্টারমশাই, নাচের মাষ্টারমশাই
অসি-খেলার মাষ্টারমশাই, ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁ, চাপরাসী

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—আরে, এই যে, আসুন, দার্শনিক মশাই, আপনার দর্শন নিয়ে আপনি যাকে বলে একেবারে ঠিক ঠিক সময়টিতে এসে পড়েছেন। আসুন, এই এঁদের মধ্যে একটু মিটমাট করে দিন তো।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—কি, ব্যাপারখানা কী? কী হল আপনাদের বলুন তো।

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—এঁরা নিজেদের পেশার মধ্যে কোন্‌টি সব থেকে সেরা তা-ই নিয়ে চটাচটি করতে করতে গালাগাল পর্যন্ত পৌঁছেছেন, এ নিয়ে আবার হাতাহাতি করতে চান।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—সে কী মশাইরা! নিজেদের এভাবে উত্তেজিত করাটা কি উচিত? রাগ সম্পর্কে অনেক তথ্য দিয়ে সেনেকা যে বইটি লিখেছেন সেটা কি আপনারা পড়েও দেখেননি? রাগ দেখানো থেকেও নীচুস্তরের বা লজ্জাকর আর কিছু আছে কি, যা নাকি মানুষকে একটা হিংস্র পশুর মত করে ফেলতে পারে? আর আমাদের সমস্ত কাজকর্মে কি বিচারবুদ্ধিরই প্রাধান্য থাকা উচিত নয়?

নাচের মাষ্টারমশাই—কী বলছেন? শুনুন, মশাই, ইনি আমাদের দু'জনকেই গালাগাল করেছেন। আমার এই যে নাচের পেশা আর এঁর যে গানের পেশা, আমাদের দু'জনকেই ইনি অপমানকর কথা বলেছেন।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—একজন প্রাজ্ঞ লোককে যত অপমানকর কথাই কেউ বলুক না কেন, তিনি সে সমস্ত কিছুরই ঊর্ধ্বে থাকেন, তা ছাড়া নিন্দা তাচ্ছিল্যের উপযুক্ত জবাব হচ্ছে আত্মসংযম আর ধৈর্য।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—এ দু'জনই আমার পেশার সঙ্গে এদের দুটো পেশার তুলনা করার আস্পর্ধা দেখাচ্ছেন।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—ওতে কি আপনার বিচলিত হওয়া উচিত?

নিজেদের মধ্যে অনর্থক গরিমা আর পেশার মর্যাদা নিয়ে বাদ বিসংবাদ করা মানুষের উচিত নয়, আর যা আমাদের একজনকে অন্যজন থেকে তফাৎটা পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দেয় তা হচ্ছে আমাদের বিচক্ষণতা আর সদ্‌গুণ।

নাচের মাষ্টারমশাই—আমি দাবি করছি যে নাচ এমন একটি বিজ্ঞান যাকে যথেষ্ট পরিমাণ সম্মান কেউ দেখিয়েই উঠতে পারে না।

গানের মাষ্টারমশাই—আর আমিও দাবি করছি সে সঙ্গীত এমন একটি বিজ্ঞান যেটা যুগ যুগ ধরে শ্রদ্ধা পেয়ে আসছে।

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—আর আমিও দু'জনের সামনেই দাবি করছি যে শেখার যোগ্য সমস্ত বিদ্যার মধ্যে অসি-খেলার বিদ্যাটি সব থেকে সুন্দর আর সব থেকে দরকারী।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—তাহলে দর্শন-বিজ্ঞানের কী হবে? আপনাদের তিনজনকেই বেজায় আস্পর্ধাবাজ দেখছি আমি—আমারই সামনে এমন উদ্ধত হয়ে কথা বলছেন, এমন সমস্ত জিনিষটিকে 'বিজ্ঞান' আখ্যা দিচ্ছেন যাদের 'কলা' বলেও সম্মান দেখান চলে না, আর যাদের কিনা জন্তু-জানোয়ারদের সঙ্গে লড়বার ঘৃণ্য পেশা, গানাদার, সঙ্‌ এর পেশা ছাড়া অন্য কিছুর অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য করা যায় না!

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—ভাগো, দার্শনিক 'কুত্তো' কোথাকার!

গানের মাষ্টারমশাই—বদমাস্ পণ্ডিতমূর্খ কোথাকার! ভাগো!

নাচের মাষ্টারমশাই—ভাগো, পাজী গোলাম!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—কী, হচ্ছেটা কী? এই ইতরের পাল। (দার্শনিকটি তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল আর ঐ তিনজনই একসঙ্গে তাঁর ওপর কিল, ঘুষি চালাল, আর নিজেদের মধ্যে মারামারি করতে করতে বেরিয়ে যেতে লাগল।)

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—দার্শনিক মশাই!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—নচ্ছার! পাজী! উদ্ধত! বেয়াদব!

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—দার্শনিক মশাই!

অসি-খেলার মাষ্টারমশাই—যত সব জানোয়ার!

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—শুনুন আপনারা!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—ধূর্তের দল!

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—দার্শনিক মশাই!

নাচের মাষ্টারমশাই—জাহান্নামে যাক্ এই বোঝা বইবার গাধাটা!

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—এই যে মশাইরা!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এই ইতরের 'গুষ্টি'!

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—দার্শনিক মশাই!

গানের মাষ্টারমশাই—গোল্লায় যাক্ বেয়াদবটা!

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—এই যে আপনারা একটু শুনুন না!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—যত সব বদমাস্! হাভাতে! বেইমান! গুণ্ডের দল! (ওরা বেরিয়ে যাচ্ছে)

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—দার্শনিক মশাই! মশাইরা! দার্শনিক মশাই! মশাইরা! দার্শনিক মশাই!...ওক্! যান। আপনারা যত খুশী মারামারি করুন গে যান, এ নিয়ে কী করব আমি বুঝে উঠতে পারছি না, আর আপনাদের ছাড়িয়ে দেবার জন্য তো আর আমি আমার পোষাকের সর্বনাশ করতে পারি না। আমাকে কাহিল করে দেবে এমন গুঁতো খেতে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়াটা আমার পক্ষে একটা পাগলামিই হবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই, মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—(কলারটা টেনেটুনে একটু পরিপাটি করতে করতে) চলুন, এবার আমাদের পড়াশুনোর কাজটা শুরু করে দিই।

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—ওঃ, আপনাকে ওরা যা কিল ঘুষি মারল—আমার খুব রাগ হচ্ছে।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—ও কিছু নয়, দার্শনিক মাত্রই সব কিছু যেভাবে নেওয়া উচিত সেভাবেই নিতে জানে; আর এদের নিয়ে আমি জুভেনাল-এর ধরনে একটি বিদ্রূপ-ভরা রচনা তৈরি করলেম বলে,

যেটা এদের একেবারে ছারখার করে ফেলবে। যাক্ সে কথা। আপনি কী শিখতে চান, বলুন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সমস্ত কিছু যা আমার পক্ষে শেখা সম্ভব, কারণ বিদ্বান হতে আমার বড্ড ইচ্ছে হয়েছে। আর আমার খুব রাগ হয়, যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেন আমার বাবা মা আমাকে সমস্ত জানবার বিষয় ভাল করে পড়ার ব্যবস্থা করেননি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এ তো বেশ যুক্তিসঙ্গত মনোভাব। 'নাম সিনে দকত্রিনা ভিতা এস্‌ত্ কোয়াসি মরতিস্ ইমাগো।' এটা বুঝলেন তো, আপনি লাতিন জানেন নিশ্চয়ই?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তা হাঁ, তবে জানি না বলেই ধরে নিন আর কি। এ কথাটির অর্থটা একটু বুঝিয়ে বলুন তো দেখি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এর অর্থ হচ্ছে—'বিদ্যে ছাড়া জীবনটা মৃত্যুরই প্রতিমূর্তি।'

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ওই লাতিন কথাটি তো ঠিক বলেছে।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আপনি কি বিজ্ঞানের মূলনীতি, প্রাথমিক ধাপের কোন কিছুই জানেন না?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, আমি লিখতে আর পড়তে জানি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—কোথা থেকে আরম্ভ করলে খুশী হন আপনি? আপনাকে তর্কশাস্ত্রটা শেখাই আপনি চান কি?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই তর্কশাস্ত্র ব্যাপারটি কী?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়। প্রথমটি হচ্ছে সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার ধারণা করা; দ্বিতীয়টি হচ্ছে সমধর্মী বস্তুশ্রেণীর মারফত ভাল করে যুক্তিবিচার করা, আর তৃতীয়টি হচ্ছে 'বারবারা,' 'সেলারেন্ট', 'দারিয়াই,', 'ফেরিও', 'বারোলিপটন' ইত্যাদি ধরনে গঠিত অনুমান বাক্য মারফত সুষ্ঠুভাবে সিদ্ধান্তে পৌছান।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার এই শব্দগুলো তো ভয়ানক বিদ্‌ঘুটে। আপনার এই তর্কশাস্ত্রটি আমার মোটেই পছন্দ নয়। এর থেকেও সুন্দর অন্য কিছু শেখা যাক্।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আপনি কি নীতিশাস্ত্র শিখতে চান?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—নীতিশাস্ত্র ?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—হ্যাঁ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই নীতিশাস্ত্রের কথাটি কী ?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এটা সুখী হওয়া নিয়ে আলোচনা করে, মানুষকে তার প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করতে শেখায়, আর ··

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, না, ওটা বাদ দিন। আমি বড খিটখিটে মেজাজের লোক, আর নীতিশাস্ত্র যা-ই বলুক না কেন, আমার ইচ্ছে হলে আমি যত খুশি রাগব-ই, কোন নীতিশাস্ত্রটাস্ত্র রুখতে পারবে না।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আপনি কি পদার্থবিদ্যা শিখতে চান ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই পদার্থবিদ্যের বক্তব্যটা কী ?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—পদার্থবিদ্যে হচ্ছে সেই বিদ্যে যা প্রাকৃতিক বস্তুগুলোর গুণ আর জড়পদার্থের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করে; মৌলিক পদার্থের—ধাতুর, খনিজ পদার্থের, পাথরের, উদ্ভিদের এবং জীবজন্তুর প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করে, আর উল্কা, রামধনু, আলেয়ার আলো, বিদ্যুৎ, বজ্রনির্ঘোষ, বৃষ্টি, বরফ, শিলা, বায়ুপ্রবাহ আর ঘূর্ণিঝড়ের কারণ আমাদের জানায়।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এর ভেতর তো দেখছি প্রচুর কানে তালা লাগানো শব্দ, এক গুচ্ছ হ-য-ব-র-ল।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—তাহলে আপনাকে আমি কী শেখাই আপনি চান ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—শুদ্ধ বানানটা একটু আমাকে শিখিয়ে দিন।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—খুব খুশী হয়েই শেখাব।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তারপর আপনি আমাকে বর্ষপঞ্জীটা শেখাবেন, যাতে আমি জানতে পারি কখন কিছুটা চাঁদের আলো থাকবে, কখন এর কিছুই থাকবে না।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—ঠিক আছে। চিন্তাভাবনাটাকে ঠিকমত অনুসরণ করার জন্যে আর বিষয়টি বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে আলোচনা করার জন্যে জিনিষগুলো ক্রমপর্যায় অনুসারে আমাদের শুরু করতে হবে, নিখুঁতভাবে অক্ষরগুলোর প্রকৃতি আর এদের সবগুলো বিভিন্নভাবে উচ্চারণ করার

পদ্ধতি জেনে নিয়ে। আপনাকে এ বিষয়ে আমার এই একটি কথা বলার আছে যে অক্ষরগুলো 'স্বরবর্ণ' ('স্বরবর্ণ' এভাবে বলা হয় কারণ এরা 'স্বর'কে প্রকাশ করে) আর 'ব্যঞ্জনবর্ণ' ('ব্যঞ্জনবর্ণ' এ নাম দেওয়া হয়, কেননা স্বরবর্ণ যোগ করে এদের উচ্চারণ করতে হয় আর এরা শুধু বর্ণের বিভিন্ন উচ্চারণ চিহ্নিত করে)। পাঁচটি স্বরবর্ণ বা স্বর আছে—আ (A), এ (E), ই (I) ও (O) য়্য (U)।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—এ সবই আমি বুঝতে পারছি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—'আ' এই স্বরটি মুখ বেশ বড করে হাঁ করলে বের হয়। 'আ'।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—'আ', 'আ'; ঠিক।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—'এ' এই স্বরটি বের হয় নীচের চোয়ালটাকে ওপরের চোয়ালটার কাছাকাছি আনলে। 'আ', 'এ'।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—'আ', 'এ'; আ, 'এ'। আরে, তা-ই তো। বাঃ বিষয়টি কী সুন্দর!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আর 'ই' এই স্বরটি বের হয় দুই চোয়ালকে আরও বেশী কাছাকাছি আনলে আর মুখের দুই কোণ কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে। 'আ', 'এ', 'ই'।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—'আ', 'এ', 'ই', 'ই', 'ই', 'ই', 'ই'। সত্যি-ই তা-ই। দর্শন বিজ্ঞানের জয় হোক!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—'ও' এই স্বর তৈরী হয় চোয়ালগুলো আবার খুলে ফেলে, ওপরের আর নীচের ঠোঁটগুলো দুই কোণ দিয়ে কাছাকাছি নিয়ে এলে: 'ও'।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—'ও', 'ও'। এর থেকে নিখুঁত আর কিছু নেই। 'আ', 'এ', 'ই', 'ও', 'ই', 'ও'। ভারী সুন্দর: 'ই', 'ও', 'ই', 'ও'।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—মুখের ফাঁকটা ঠিক একটি বৃত্তের মত হয় আর 'ও' কে বোঝায়।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—'ও', 'ও', 'ও'। ঠিক বলেছেন আপনি। ওহো, কিছু জানাটা কী সুন্দর জিনিষ!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—'য়্যু' (U) এই স্বরটি বের হয় দু'পাটি দাঁতকে

পুরোপুরি একত্র না করে কাছাকাছি আনলে আর ঠোঁট দুটোকে বাইরের দিকে বাড়িয়ে দিলে। 'য়্যু'।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—'য়্যু', 'য়্যু'। এর থেকেও খাঁটি আর কিছু নেই। 'য়্যু'।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আপনার ঠোঁট দুটো বাড়ানো হবে যেন আপনি গোমড়া-মুখো হয়ে ঠোঁট বাঁকাচ্ছেন। এর থেকে দাঁড়াচ্ছে এই, আপনি যদি কারোর দিকে তাকে বিদ্রূপ করার জন্যে ঠোঁট বাঁকাতে চান, তাকে আপনার শুধু 'য়্যু' বললেই চলবে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—'য়্যু', 'য়্যু'।' ঠিক তা-ই। আহা, কেন এ সমস্ত জানতে আমি আরো আগেই মনোযোগী হইনি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—আগামীকাল আমরা অন্য সমস্ত অক্ষর নিয়ে আলোচনা করব। সেগুলো হচ্ছে ব্যঞ্জনবর্ণ।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—সেগুলোও কি এদের মতই কৌতূহল জাগায় এমন?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—নিশ্চয়ই। যেমন ধরুন ব্যঞ্জনবর্ণ 'দে' (D)। এটা উচ্চারণ করতে হয় ওপরের পাটি দাঁতে জিভের ডগা ছুঁইয়ে। 'দা' (DA)।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—'দা', 'দা', হাঁ। ওহো কী সুন্দর জিনিষ। কী সুন্দর জিনিষ!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—'এফ' (F) ব্যঞ্জনবর্ণটি, ওপরের পাটি দাঁতকে নীচের ঠোঁটের ওপর রেখে! 'ফা' (FA)।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—'ফা', 'ফা'—একেবারে ঠিক। ওঃ, আমার বাবা আর মা, তোমাদের কী শাপশাপান্তই না করতে ইচ্ছে করছে আমার!

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—তারপর 'এর' (R) অক্ষরটি জিভের ডগা দিয়ে মুখের তালু ছুঁতে হয় এমনভাবে যে বাতাসটা জোরালোভাবে বেরিয়ে যাবার সময় জিভের ডগাটা ছুঁয়ে যায় আর জিভের ডগাটা বাতাসকে বেরিয়ে যেতে দিয়ে আবার সবসময়ই নিজের জায়গায় ফিরে আসে, যার ফলে একটা কম্পনের সৃষ্টি হয়। এর, রা।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—এর, র্, রা; এর, র্, র্, র্, র্, রা। ঠিক তা-ই। ওঃ, কী চতুর লোকই না আপনি, আর কী সময়টাই না আমি নষ্ট করে ফেলেছি। এর, র্, র্, রা।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এই সমস্ত কৌতূহলজনক জিনিষগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে আপনাকে আমি বুঝিয়ে দেব।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দয়া করে দেবেন। এ ছাড়াও একটা গোপনীয় কথা আপনাকে বলে ফেলাই ভাল। আমি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি, আর আমি চাই তার কাছে একটি ছোট চিঠিতে কিছু লেখার ব্যাপারে আপনি আমাকে একটু সাহায্য করুন। চিঠিখানি আমি তার পায়ে নিবেদন করতে চাই।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—খুব ভাল কথা

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বেশ কেতাদুরস্ত হবে সেটা, কি বলেন?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—অবশ্যই। তা আপনি কি তাকে পদ্যে কিছু লিখতে চান?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, না, কোন পদ্যটদ্য একেবারে নয়।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—তাহলে আপনি গদ্যই চান?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, আমি গদ্যও চাই না, পদ্যও চাই না।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এ দু'টোর একটা তো হতেই হবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কেন?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—এই জন্যে, স্যার, যে নিজের কথা প্রকাশ করার জন্যে গদ্য বা পদ্যই তো শুধু আছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—গদ্য বা পদ্য ছাড়া কিছু নেই?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—না, স্যার, যা কিছু গদ্য নয়, তা হল পদ্য, আর যা কিছু পদ্য নয়, তা হল গদ্য।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আর আমরা যখন কথা বলি, সেটা তাহলে কী?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—গদ্য।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তার মানে? যখন আমি বলি: "নিকোল, আমার চটি জোড়াটা নিয়ে আয় তো, আর আমার রাত্রিতে পরার টুপিটা দে"—সেটা গদ্য?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—হাঁ, স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তাজ্জব ব্যাপার। আমি এই চল্লিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে গদ্য বলে আসছি আর সেটা একদম জানি না; এ কথাটা আমাকে জানানোর জন্যে আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ জানবেন। তা আমি একটি চিঠিতে তাকে লিখতে চাই: 'সুন্দরী মারশেনিস্, আপনার চোখ আমাকে প্রেমে মরণোন্মুখ করেছে'। কিন্তু আমি চাই ওটা খুব

কায়দাদুরস্তভাবে চিঠির ভেতর লেখা হয় ; খুব ভব্যতার সঙ্গে বলা হয়।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—লেখা যায় যে তার চোখের আগুন আপনার হৃদয়কে পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেছে ; যে আপনি দিনরাত্ নিপীড়িত হচ্ছেন এমন প্রচণ্ড একটা…

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, না, না , ও সব আমি একেবারেই চাই না ; আমি শুধু চাই ঐ (যা আপনাকে বল্লাম) : 'অপরূপা মার্শেনিস্, আপনার সুন্দর চোখগুলো আমাকে প্রেমে মরণোন্মুখ করে ফেলেছে'।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—বিষয়টি তো বেশ একটু ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বলতে হবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, আমি বলছি আপনাকে, চিঠিতে আমি শুধু ঐ কথাগুলোই বলতে চাই, তবে বেশ কেতাদুরস্তভাবে, ঠিক যেমনটি হওয়া উচিত তেমনটি করে সাজিয়ে। ঐ কথাগুলো কতভাবে বলা যায়, দয়া করে আমাকে একটু বলুন তো দেখি।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—প্রথমত, কথাগুলো লেখা যায়, যেমন আপনি বলেছেন,—'অপরূপা মার্শেনিস্, আপনার সুন্দর চোখগুলো আমাকে প্রেমে মরণোন্মুখ করেছে' অথবা 'প্রেমে আমাকে মরণোন্মুখ করেছে, অপরূপ মার্শেনিস্, আপনার সুন্দর চোখগুলো' অথবা 'আপনার সুন্দর চোখগুলো প্রেমে আমাকে করেছে, ওগো সুন্দরী মার্শেনিস্, মরণোন্মুখ' অথবা 'মরণোন্মুখ আপনার সুন্দর চোখগুলো, ওগো সুন্দরী মার্শেনিস্, প্রেমে আমাকে করেছে' অথবা 'আমাকে করেছে আপনার সুন্দর চোখগুলো মরণোন্মুখ, ওগো অপরূপ মার্শেনিস, প্রেমে'।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কিন্তু এই সমস্ত ধরনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভাল কোন্‌টি ?

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—যেটা আপনি বলেছেন : অপরূপা মার্শেনিস, আপনার সুন্দর চোখগুলো আমাকে প্রেমে মরণোন্মুখ করেছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কিন্তু দেখুন, আমি কোন চেষ্টা যত্নই করিনি, প্রথমবারেই ওটা দাঁড় করিয়েছি। আমি সর্বান্তঃকরণে আপনাকে ধন্যবাদ দিচ্ছি আর অনুরোধ করছি আগামীকাল আপনি একটু সকাল সকাল আসুন।

দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—ওতে কোন ভুলচুক হবে না আমার। (তিনি বেরিয়ে গেলেন)

মঁসিয়ে জুরদ্যা—(তার চাপরাসীকে) কী হল, আমার পোষাক এখনো এলই না ?

চাপরাসী—না, হুজুর।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—আমার এতসব কাজের দিনে এই হতভাগা দরজীটা আমাকে বসিয়ে রাখল! মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। এই ফাঁসুড়ে দরজীটাকে যেন মরণজ্বরে কামড়ে ধরে। চুলোয় যাক ও ব্যাটা! প্লেগ দিক তার দম আটকে! তাকে যদি এখন আমি পেতাম, এই ঘৃণ্য দরজীটাকে, এই 'কুত্তো' দরজীটাকে, এই নেমকহারাম দরজীটাকে, আমি···

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

ওস্তাদ দরজী, শিক্ষানবীশ দরজী (মঁসিয়ে জুরদাঁর পোষাক নিয়ে), মঁসিয়ে জুরদাঁ, চাপরাসী

মঁসিয়ে জুরদ্যা—বাঃ এই তো তুমি! তোমার ওপর তো চটে যাচ্ছিলাম আমি।

ওস্তাদ দরজী—এর আগে এসে উঠতে পারলাম না। আপনার পোষাকটা তৈরির কাজে বিশ জন ছোকরাকে লাগিয়ে দিয়েছিলাম আমি।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—আমাকে তুমি কিছু সিল্কের মোজা পাঠিয়েছ যেগুলো এত আঁটোসাঁটো যে সেগুলো পরতে আমার ভয়ানক বেগ পেতে হয়েছে, এরই মধ্যে দু'জায়গায় সেলাই ছিঁড়ে গিয়েছে।

ওস্তাদ দরজী—ওগুলো তো খুবই ঢিলে হয়ে যাবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—হাঁ, হবে, যদি রোজই কিছু বোনা আমি ছিঁড়ে ফেলি। আমাকে আবার জুতোও তুমি পাঠিয়েছ যেগুলো ভীষণ যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ওস্তাদ দরজী—মোটেই না, স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—মোটেই না, কী বলছ!

ওস্তাদ দরজী—না, ওগুলো আপনাকে কোন যন্ত্রণাই দিচ্ছে না।

মঁসিয়ে জুরদ্যা—আমি বলছি তোমাকে, ওগুলো আমাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

ওস্তাদ দরজী—ওটা আপনার একটা ধারণা হয়েছে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—আমার ধারণা হয়েছে, কারণ আমি যন্ত্রণা ভুগছি।

ওস্তাদ দরজী—আচ্ছা, এটা তো ধরুন, রাজসভার সব থেকে সুন্দর পোষাক এটা, খুব মানানসই করে একটির সঙ্গে অন্যটি মেলানো। কালো রঙের নয়, অথচ একটা জমকালো পোষাক ভেবে বের করা—এ একটা সেরা শিল্পকর্ম। ছ' ছ'বারের চেষ্টায় এটা করে ফেলতে সব থেকে নিপুণ দরজীকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমি।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—এটা কী হয়েছে, ফুলগুলো তুমি সব নিচের দিকে মাথা করে বসিয়েছ।

ওস্তাদ দরজী—ফুলগুলোর মাথা ওপরের দিকে করা আপনি চান সেকথা তো আমাকে আপনি বলে দেননি।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—ওটা আবার বলে দেবার মত কিছু নাকি ?

ওস্তাদ দরজী—হাঁ, নিশ্চয়ই। সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তো ওটা ওভাবেই পরে থাকেন।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—সম্ভ্রান্ত লোকেরা ফুলগুলোর নিচের দিকে মাথা বসানো আছে এভাবেই পরে থাকেন ?

ওস্তাদ দরজী—হাঁ, স্যার।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—ওঃ, তাহলে এটা বেশ ভালই হয়েছে।

ওস্তাদ দরজী—আপনি যদি চান তাহলে ওগুলো আমি ওপর দিকে মাথা করে বসিয়ে দেব।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—না, না।

ওস্তাদ দরজী—আপনি শুধু একটু বললেই হবে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—বলছি তো, না, বেশ ভাল কাজই তুমি করেছ, পোষাকটা আমাকে ভালই মানাবে, ঠিক তো ?

ওস্তাদ দরজী—ভাল প্রশ্ন করেছেন। কোন চিত্রকরকে তার তুলি দিয়ে এর থেকেও মানানসই কোন কিছু দাঁড় করাতে আমি চ্যালেঞ্জ জানাই। আমার দোকানে একটি ছেলে আছে যে আঁটো পায়জামার সঙ্গে মোজা ফিতে দিয়ে বেঁধে দেবার কাজে একেবারে দুনিয়ার সেরা; আর একজন আছে সে পুরুষের আঁটোসাঁটো জামা বানাবার কাজে আমাদের সময়ের একেবারে পয়লা নম্বর ওস্তাদ ছেলে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—পরচুলা আর পালক যেমনটি হতে হয় তেমনি হয়েছে তো ?

ওস্তাদ দরজী—সবই ঠিকঠাক হয়েছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—(ওস্তাদ দরজীর পোষাকটা লক্ষ করে) আরে, দরজীমশাই, আমার সবশেষের পোষাকটা যে কাপড় দিয়ে বানিয়েছ, এটা তো সেই কাপড়ই। আমি তো ওটা বেশ ভালই চিনতে পারছি।

ওস্তাদ দরজী—আসলে ঐ কাপড়টা আমার এত সুন্দর লাগল যে ওথেকে আমার জন্যে একটা পোষাক বের করে নিতে চাইলাম।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তা বেশ তো, কিন্তু সেটা আমারটার সঙ্গে সঙ্গেই তৈরি করে ফেলাটা ঠিক হয় নি।

ওস্তাদ দরজী—আপনার পোষাকটা আপনি একটু পরে দেখবেন কি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, দাও দেখি।

ওস্তাদ দরজী—একটু সবুর করুন। ওটা ঠিক ওভাবে পরা চলে না। আমি কিছু লোক নিয়ে এসেছি আপনাকে ছন্দে ছন্দে পোষাক পরাবার জন্যে। এ ধরনের পোষাক অনুষ্ঠান করে পরতে হয়। এই যে, তোমরা ভেতরে চলে এস। সম্ভ্রান্ত লোকের বেলায় যেমন কর, এই 'স্যার'কে সেরকমভাবে এই পোষাকটা পরিয়ে দাও।

[চারজন তরুণ শিক্ষানবীশ দরজী এল, এর মধ্যে দুজন তার গা থেকে অনুশীলনের পায়জামা আর বাকী দুজন তার ফতুয়া টেনে খুলে নিল; তারপর তাকে তার নতুন পোষাক পরিয়ে দিল; আর মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ তাদের মধ্যে পায়চারি করতে করতে তাদের তার পোষাক দেখাতে লাগল, সেটা বেশ ভাল হয়েছে কিনা যাচাই করে নিতে। এর সমস্তটাই হল বাজনার ঐক্যতানের তালে তালে।]

শিক্ষানবীশ দরজী—বনেদী স্যার, দয়া করে এই তরুণ দরজীদের পানাহারের জন্যে একটু কিছু দিন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কী বলে আমাকে ডাকলে ?

শিক্ষানবীশ দরজী—বনেদী স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—'বনেদী স্যার'! বনেদী লোকদের মত পোষাক পরলেই এরকমটি হয়! আর তুমি যাও না, এক সাধারণ স্তরের লোকের মত পোষাক

পরো গে যাও, তোমাকে কেউ 'বনেদী স্যার' বলবেই না। ধর, 'বনেদী স্যার' বলার জন্যে এ-ই দিলাম।

শিক্ষানবীশ দরজী—মহামহিম স্যার, আপনার কাছে আমরা বড়ই কৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—'মহামহিম…'। ওঃ ওঃ। 'মহামহিম'। দাঁড়াও বন্ধু। 'মহামহিম' বলার কিছু দাবি আছে, আর এই 'মহামহিমটা'ও ছোটখাটো কোন কথা নয়। এই নাও, 'মহামহিম' তোমাকে এটা দিচ্ছেন।

শিক্ষানবীশ দরজী—মহামহিম, আমরা সকলেই শ্রীল শ্রীযুক্তের সুস্বাস্থ্য প্রার্থনায় পান করতে যাচ্ছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—'শ্রীল শ্রীযুক্ত'! ওঃ ওঃ ওঃ, দাঁড়াও, চলে যেয়ো না। আমাকে বলা হল 'শ্রীল শ্রীযুক্ত'। বাপরে! যদি এটা 'পঞ্চশ্রী' পর্যন্ত যায়, তাহলে আমার গোটা টাকার থলেটাই দিয়ে দেব। এই যে, ধর এটা 'শ্রীল শ্রীযুক্ত' বলার জন্যে দিলাম।

শিক্ষানবীশ দরজী—মহামহিম, আমরা শ্রীল শ্রীযুক্তকে তাঁর বদান্যতার জন্যে অতি বিনীতভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ওস্তাদ দরজী বেশ ভাল জিনিষটি করেছে। তাকে আমি সব কিছু দিয়ে ফেলতে যাচ্ছি।

[চারজন শিক্ষানবীশ দরজী নেচে নেচে তাদের আনন্দ প্রকাশ করল]

—*—

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, দুই চাপরাসী

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আমার পেছনে পেছনে আয়, আমার পোষাকটা একটু দেখিয়ে আসি শহরটা ঘুরে, বেশ খেয়াল রাখবি, তোরা দুজনেই ঠিক আমার পেছনে পেছনেই যেন চলিস্, যাতে লোকে বুঝতে পারে তোরা আমারই লোক।

চাপরাসীরা—হাঁ, হুজুর।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—নিকোলকে একটু আমার কাছে ডেকে আন্ তো, কিছু নির্দেশ দিই ওকে। থাক্, যাবার দরকার নেই, ঐ তো সে আসছে।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

নিকোল, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, চাপরাসীরা

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—নিকোল।

নিকোল—কিছু বলছেন ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—শোন্।

নিকোল—হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাসির কী পেলি তুই ?

নিকোল—হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই বাঁদরীটার হল কী ?

নিকোল—হিঃ, হিঃ, হিঃ। কীরকম পোষাকে আপনাকে মুড়ে ফেলা হয়েছে হিঃ, হিঃ, হিঃ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তো হয়েছেটা কী ?

নিকোল—ওঃ! ওঃ! ওরে ভগবান্। হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কী শয়তান মেয়ে রে ওটা? আমাকে নিয়ে তুই মজা করছিস্

নিকোল—না, না, স্যার, এটা দেখে খুব রাগ হচ্ছে আমার। হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তুই আর হেসেছিস তো তোর নাকে ঘুষি মারব আমি।

নিকোল—স্যার, না হেসে থাকতে পারছি না আমি। হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তুই থাম্‌বি কিনা?

নিকোল—স্যার, মাপ করুন আমাকে, কিন্তু আপনি এমন অদ্ভুত দেখতে হয়েছেন যে না হেসে থাকতে পারছি না আমি। হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কিন্তু কী বেয়াদবি দেখ একবার।

নিকোল—এ পোষাকে আপনাকে একেবারে সঙ্-এর মত দেখাচ্ছে। হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তোকে আমি…

নিকোল—দয়া করে মাপ করুন আমাকে। হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখ্, তুই যদি আর একটুও হাসিস্, এই শপথ করে বলছি, তোর গালে এমন এক চড় মারব যেমনটি কেউ কোনদিন মারেনি।

নিকোল—ঠিক আছে, স্যার, আর হাসব না কথা দিচ্ছি আমি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—সাবধান। তোকে এখনই পরিষ্কার করতে হবে…

নিকোল—হিঃ, হিঃ!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ঠিক যেমনটি দরকার তেমন ভাবে পরিষ্কার করবি…

নিকোল—হিঃ হিঃ!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—বলছি, হলঘরটা পরিষ্কার করবি, ঠিক যেমনভাবে করা দরকার তেমন ভাবে…

নিকোল—হিঃ হিঃ!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ফের?

নিকোল—দেখুন, স্যার, বরঞ্চ আপনি আমাকে মারুন, তবু প্রাণখুলে আমাকে একটু হাসতে দিন। ওতে আমি বেঁচে যাব। হিঃ, হিঃ, হিঃ, হিঃ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

নিকোল—দয়া করে আমাকে একটু হাস্‌তে দিন, স্যার। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তোকে একবার যদি আমি ধরেছি তো…

নিকোল—না হাসলে, স্যার, পেট ফেটে মরে যাব আমি। হিঃ, হিঃ, হিঃ!

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এ রকম একটা পাজী মেয়ে কেউ কোনদিন দেখেছে, যে কিনা আমার হুকুম নেবার বদলে আমার চোখের সামনে বেয়াদবের মত হেসে চলেছে?

নিকোল—কী করতে হবে বলুন, স্যার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বাঁদরী, শিগ্‌গিরই যে লোকজন আসছে তাদের আসার আগে বাড়ীটা ফিট্‌ফাট্ করবি।

নিকোল—ওরে বাব্বাঃ, আর আমার হাসার ইচ্ছে নেই; আপনার সব দলবল এখানে এমন হাঙ্গামা করে যে এদের আসার কথাতেই মন মেজাজ খারাপ করে দেয় আমার।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তোর জন্যে কি আমার বাড়ীর দরজা তামাম দুনিয়ার লোকের কাছে বন্ধ করে রাখতে হবে নাকি?

নিকোল—অন্তত কিছু লোকের কাছে সেটা বন্ধ করে রাখলে, ঠিক কাজই করবেন আপনি।

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

মাদাম জুরদ্যাঁ, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, নিকোল, চাপরাসী

মাদাম জুরদ্যাঁ—আরে! আরে! এখানে আর এক নতুন ঘটনা ঘটেছে। কি গো, স্বামীদেবতা, এই বেশভূষাটার মানে কী? তুমি এ ধরনের সাজপোষাক করে কি তামাম লোককে নিয়ে তামাসা করছ নাকি? আর তুমি কি চাও লোকে তোমাকে নিয়ে চারদিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করে বেড়াক?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখ গিন্নী, শুধুমাত্র কিছু মূর্খ পুরুষ আর মেয়েরাই আমাকে নিয়ে হাসবে, বুঝলে?

মাদাম জুরদ্যাঁ—আসলে কি জান, কাউকেই এই মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি, বহুদিন থেকেই তোমার ধরনধারন দুনিয়াশুদ্ধ লোক হাসাচ্ছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তোমার ঐ দুনিয়াটা মানে কারা দয়া করে বলবে কি?

মাদাম জুরদ্যাঁ—ঐ দুনিয়াটা হচ্ছে যাদের মাথা ঠাণ্ডা আছে তারা, আর এরা

তোমার থেকেও বুদ্ধি বেশী রাখে। তুমি যে ধারায় চলেছ তাতে আমার নিজের মানসম্মান রাখা দায় হয়েছে। এই বাড়ীটা আমাদের বলে আর চিনতে পারছি না। লোকে বলবে, এ বাড়ীতে দিনের পর দিন এক উৎসব চলছে; আর সকাল থেকে, পাছে কোন কিছুর ঘাট্‌তি হয়ে পড়ে, বেহালার সুরে আর গানাদারদের হল্লায় সমস্ত পাড়াটা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে।

নিকোল—উনি কথাটা সুন্দর গুছিয়ে বলছেন। যতসব আজেবাজে লোক আপনি বাড়ীতে ঢোকাচ্ছেন, ঘরদোর আর গোছগাছ করে রাখতে পারছি না। এদের পা-গুলো শহরের সমস্ত দিক থেকে কাদা যোগাড় করে এখানে আনার কাজে লেগেছে, আর আপনার এই বাহাদুর মাষ্টারমশাইরা রোজ রোজ মেঝে নোংরা করে যান, সেগুলো ঘষে ঘষে পরিষ্কার করতে বেচারী ফ্রাঁসোয়াজ হয়রান হয়ে যাচ্ছে।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—সে কি রে, নিকোল, তুই একটি চাষীর মেয়ে হয়েও বেশ তো বক বক করে চলেছিস।

মাদাম জুরদঁ্যা—নিকোল ঠিকই বলেছে, তার কাণ্ডজ্ঞান তোমার থেকে বেশী। আমি পরিষ্কার জানতে চাই, তোমার এই বয়সে একজন নাচের মাষ্টার দিয়ে কী করার কথা ভাবছ তুমি?

নিকোল—আর ঐ যে প্রকাণ্ড এক অসি-খেলার মাষ্টারমশাই আসেন, তার পায়ের দাপাদাপি দিয়ে আমাদের সমস্ত বাড়ীটাকে কাঁপিয়ে দেন, আর আমাদের সবাইকে ঘরের মেঝে থেকে উপড়ে ফেলেন।

মঁসিয়ে জুরদঁা—তুই থাম তো, মেয়ে, আর গিন্নী তুমিও থাম তো।

মাদাম জুরদঁ্যা—তুমি কি নাচ শিখতে চাও যখন তোমার হাত পা নাড়াতে পারবে না তখন নাচার জন্যে?

নিকোল—কাউকে খতম করে দেবার মতলব আছে নাকি আপনার?

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—তোমরা থাম তো বলছি, দু'জনেই সমান মূর্খ তোমরা, তোমরা জান না এসব থেকে কত সুযোগ সুবিধে হাতে আসে।

মাদাম জুরদঁ্যা—বরঞ্চ তোমার মেয়ের বিয়ের কথাটাই বেশী করে তোমার ভাবা উচিত, তার একটা বিহিত ব্যবস্থা করার বয়েস তো হয়ে গিয়েছে।

মঁসিয়ে জুরদঁ্যা—আমার মেয়ের বিয়ের কথা আমি ভাবব, যখন তার জন্যে কোন

পাত্র এসে হাজির হয় ; কিন্তু ভাল ভাল জিনিষগুলোও আমি শিখি—সে ভাবনাও আমি ভাবতে চাই।

নিকোল—জানেন, আমি এও শুনেছি যে ষোলকলা পূর্ণ করতে তিনি আবার একজন দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাইও যোগাড় করেছেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বেশ করেছি। আমি চাই মনটাকে চাঙ্গা করে তুলি আর ভাল লোকের সঙ্গে বিচারবিতর্ক করাটা শিখি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমার এই বয়েসে এর মধ্যে একদিন স্কুলে গিয়ে বেতের বাড়ি খেয়ে আসতেও যাবে নাকি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কেন নয় ? ভগবান করুন যেন আমি সমস্ত দুনিয়ার সামনে এখনই বেত খাই আর স্কুল কলেজে যা শেখানো হয় তা শিখি।

নিকোল—বাব্বাঃ! ওতে আপনার হাত-পাগুলো বেশ শক্তপোক্ত হয়ে উঠবে বৈ কি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—নিশ্চয়ই।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমার ঘর সংসার চালানোর জন্যে সেটা খুবই দরকার, তাই না ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আলবত। তোমরা দুজনেই নির্বোধ পশুর মত কথা বলছ, আর তোমার এই মূর্খামিতে লজ্জা হচ্ছে আমার। যেমন ধর, তোমরা এই মুহূর্তে কী বলে তা জান ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—হাঁ, আমি জানি যা বলছি সেটা বেশ ভাল কথা, আর এ-ও জানি, তোমার অন্যভাবে দিন কাটানোর কথা ভাবা উচিত।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সে কথা বলছি না। তোমাদের জিজ্ঞেস করছি, যে সমস্ত কথা তোমরা এখানে বলছ সেগুলো কী ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—সেগুলো হচ্ছে খুব সুবুদ্ধির কথা, আর তোমার চালচলনে তার কিছুই নেই।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ও কথা আমি বলছি না, বললাম তো তোমাকে। আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাদের, তোমাদের সঙ্গে আমি এই যে কথা বলছি, এই মুহূর্তে তোমাকে যা আমি বলছি, সে জিনিষটি কী ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—আজে বাজে কথা আর কি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আরে না, সে কথা নয়। আমরা দুজনেই যা বলছি, যে ভাষায় এখন আমরা কথা বলছি সেটা কী ?

মাদাম জুর্দ্যা—কী আবার ?

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—এর নামটি কী ?

মাদাম জুর্দ্যা—তার নাম যে যেমন দিতে চায় সেরকমই ।

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—আরে মূর্খ, এর নামটি হচ্ছে গদ্য ।

মাদাম জুর্দ্যা—গদ্য ?

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—হাঁ, গদ্য । সমস্ত কিছু যা গদ্য, তা মোটেই পদ্য নয় ; আর যা মোটেই পদ্য নয়, তা একেবারেই গদ্যও নয় । কেমন ! এটাকেই বলে লেখাপড়া জানা । আর এই, তুই জানিস্ 'য়্যু' (U) বলতে গেলে কী করতে হয় ?

নিকোল—তার মানে ?

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—আরে হাঁ, যখন তুই 'য়্যু' বলিস, তখন কী করিস তুই ?

নিকোল—কী বলছেন ?

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—আচ্ছা দেখি, একবারটি 'য়্যু' বল তো ।

নিকোল—বেশ তো, 'য়্যু' ?

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—কী করলি তুই ?

নিকোল—আমি 'য়্যু' বললাম ।

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—সে তো হল ; কিন্তু যখন তুই 'য়্যু' বল্লি, কী করলি তখন ?

নিকোল—আপনি যা আমাকে করতে বল্লেন, তা-ই করলাম আমি ।

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—ওফ্, মূর্খদের নিয়ে কিছু করতে যাওয়া কী ঝামেলা রে বাবা ! তুই তোর ঠোঁট দুটো বাইরের দিকে বাড়িয়ে দিলি, আর ওপরের চোয়ালকে নিচের চোয়ালের কাছাকাছি নিয়ে এলি : 'য়্যু', দেখলি ? 'য়্যু' । মুখ বাকাচ্ছি আমি : 'য়্যু' ।

নিকোল—বাঃ, এ তো ভারী সুন্দর ।

মাদাম জুর্দ্যা—ভারী অবাক করার মত ব্যাপার আর কি ।

ম'সিয়ে জুর্দ্যা—আর তোমরা যদি 'ও' (O) আর 'দা', 'দা' (DA, DA) আর 'ফা' 'ফা' (FA, FA) এদের দেখতে—সে তো একেবারে অন্ত ব্যাপার ।

মাদাম জুর্দ্যা—ও সব আবার কী ছাই ভস্ম ?

নিকোল—এ সব থেকে নিস্তার পাবার দাওয়াইটাই বা কী ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—মূর্খ মেয়েমানুষের দেখলে মনমেজাজ খারাপ হয়ে যায়।

মাদাম জুরদ্যাঁ—অনেক হয়েছে, তোমার উচিত ঐ সব লোকদের তাদের আজে বাজে জিনিষগুলো শুদ্ধ বিদেয় করে দেওয়া।

নিকোল—সব থেকে বেশী ঐ দৈত্যের মত অসি-খেলার মাস্টারমশাইকে যে কিনা আমার ঝাড়পোঁছ করা ঘরদোর ধুলোয় ভরে দেয়।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—বটে? ওই অসি-খেলার মাষ্টারমশাই তোমাদের আঁতে বড় ঘা দিয়েছে। তোর বেয়াদবি এক্ষুনি আমি তোকে বুঝিয়ে দিতে চাই (সে অসি-খেলার ভোঁতামাথা তরোয়াল আনাল, আর এর একটি নিকোলকে দিল)—এই ছাখ্‌। হাতে-কলমে প্রমাণ। শরীরটা কীভাবে থাকবে। চৌঠা চালের খোঁচা মারার সময় শুধু এরকম করতে হবে। এটা হচ্ছে কখনই খতম না হয়ে যাবার পন্থা। কারু বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে নামলে কী করতে হবে এ নিয়ে ঠিক ঠিক ধারণা থাকাটা ভাল নয়? এই যে, আক্রমণ কর দেখি আমাকে, কী দাঁড়ায়।

নিকোল—ঠিক আছে। এবার কী? (নিকোল তাকে অনেকগুলো খোঁচা মারল)।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—হুঁশিয়ার! এই! ওঃ! মর্‌ বাঁদরী!

নিকোল—আপনিই তো আমাকে বল্লেন খোঁচা মারতে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, তা তো বলেছি; কিন্তু তুই একটা চালের আগেই আর একটা চালের খোঁচা মেরে ফেল্‌লি, আর আমাকে তোর খোঁচা ঠেকাতে দিতে তর সইল না তোর।

মাদাম জুরদ্যাঁ—দেখ, কর্তামশাই, তোমার যতসব আজগুবি কল্পনাবিলাস নিয়ে তুমি পাগল বনে গেছ; আর যখন থেকে তুমি ঐ সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে বেশীরকম মেলামেশা করতে শুরু করেছ তখন থেকেই তোমাকে পাগলামিতে পেয়েছে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—যখন থেকে সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করছি, তখন থেকেই আমি আমার বুদ্ধিবিবেচনার প্রমাণ রেখে চলেছি; আর তোমার ঐ সাধারণ গোছের লোকদের সঙ্গে মেলামেশার থেকে ওটা অনেক ভাল।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হাঁ, খুব খাঁটি কথা! ঐ সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছে ঘনঘন যাওয়া-

আসা খুবই লাভের ব্যাপার বৈকি ; তোমার ঐ যে সম্রান্ত কাউন্ট ভদ্রলোকটি যার থেকে অনেক কিছু তোমার মাথায় ঢুকেছে তার সঙ্গে তোমার লেনদেন ভালই তো চলছে…

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—থাম তো! কী সব বলছ একবার ভেবে দেখ দেখি। আরে, তোমার কি এ বোধ আছে যে যখন তুমি এঁকে নিয়ে কথা বল, কাকে নিয়ে তুমি কথা বলছ তা-ই তুমি জান না। তিনি যে কী গণ্যমান্য লোক তা তুমি ধারণাই করতে পারবে না। এমন একজন সম্রান্ত লোক তিনি যে রাজসভায়ও তাঁকে সম্মান দেখানো হয়, আর তিনি রাজার সঙ্গে কথা বলেন ঠিক যেমন তোমার সঙ্গে আমি কথা বলছি। আমার পক্ষে কি এটা খুব সম্মানের ব্যাপার নয় যে ঐ রকম একজন উঁচু মর্যাদার লোককে আমার বাড়ীতে এত ঘন ঘন আসতে লোকে দেখছে? আমাকে তিনি তাঁর প্রিয় বন্ধু বলে সম্বোধন করেন, আর আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার করেন যেন আমি তাঁর সমান সমান। তিনি যে আমার প্রতি কীরকম উদার তা কোনদিনই লোকে বুঝে উঠতে পারবে না, আর সমস্ত লোকের সামনেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেন, এতে আমি নিজেই বিব্রত বোধ করি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হাঁ, তোমার প্রতি তিনি খুবই উদার আর তোমাকে তিনি জড়িয়েও ধরেন, কিন্তু তোমার টাকা তো তিনি ধার করে নেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বেশ তো, ঐরকম একজন লোককে টাকা ধার দেওয়া আমার পক্ষে গৌরবের জিনিষ নয়? আর একজন সম্রান্ত লোক যদি আমাকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন, তাঁকে টাকা ধার দেওয়া থেকেও কম কিছু কি আমি করতে পারি?

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমার জন্যে এই সম্রান্ত ব্যক্তিটি কী করে থাকেন?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এমন কাজ যা জানলে লোকে অবাক হয়ে যেত।

মাদাম জুরদ্যাঁ—কী সেটা?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—অনেক হয়েছে, ব্যাখ্যা করে আর বলতে পারব না। এ বল্লেই যথেষ্ট হবে যে তাঁকে আমি যে টাকা ধার দিয়ে থাকি, সেটা তিনি ভালভাবেই শোধ করে দেবেন আর শিগ্‌গিরই দেবেন।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হাঁ, দেবেন। তার অপেক্ষায় বসে থাক গে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—নিশ্চয়ই। তিনি কি ওরকম কথা দেননি আমাকে?

মাদাম জুর্দ্যা—হাঁ, হাঁ, দিয়েছেন। কথার খেলাপ করতে নিশ্চয়ই তিনি অন্যথা করবেন না।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—সম্ভ্রান্ত লোকের শপথ নিয়েছেন উনি।

মাদাম জুর্দ্যা—একদম বাজে কথা।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—কী বল্লে? দেখ গিন্নী, তুমি বড্ড বেশী একরোখা। আমি বলছি তোমাকে, আমার কাছে দেওয়া কথা তিনি রাখবেনই, ও ব্যাপারে আমি নিশ্চিত।

মাদাম জুর্দ্যা—আর আমি নিশ্চিত, তিনি রাখবেন না। তোমার সঙ্গে যে গলাগলি ভাব তিনি দেখাচ্ছেন সেটা শুধু তোমার মন গলাবার জন্যে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—থাম। এই যে তিনি এসে পড়েছেন।

মাদাম জুর্দ্যা—এটাই আমাদের জন্যে বাকী ছিল। বোধহয় আবার তিনি কিছু টাকা ধার করতে এলেন। এঁকে দেখলে আমার ক্ষিদে তৃষ্ণা মাথায় ওঠে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—থাম বলছি।

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

দোরাঁত, মঁসিয়ে জুর্দ্যা, মাদাম জুর্দ্যা, নিকোল

দোরাঁত—প্রিয় বন্ধুবর, কেমন আছেন বলুন।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—আপনার জন্যে ছোটখাটো কাজ করে দিতে, বেশ ভালই আছি।

দোরাঁত—আর ঐ তো মাদাম জুর্দ্যা, তিনি কেমন আছেন?

মাদাম জুর্দ্যা—মাদাম জুর্দ্যা যেমন পারছেন তেমনই আছেন।

দোরাঁত—আরে একি! মঁসিয়ে জুর্দ্যা, আপনাকে তো খুব ছিম্‌ছাম দেখছি!

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—এই যেমন দেখছেন আর কি।

দোরাঁত—এই পোষাকে খুবই সুন্দর দেখাচ্ছে আপনাকে! এর থেকে ভাল পোষাক পরা কোন তরুণও রাজসভায় নেই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কী যে বলেন !

মাদাম জুরদ্যাঁ—(স্বগত) যে কথা শুনলে ইনি খুশি হন, তিনি ওকে সে কথাই বলছেন।

দোর াঁত—আচ্ছা একটু ঘুরে দাঁড়ান তো, এ তো একেবারে খুবই কেতাদুরস্ত।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হ্যাঁ, সামনে পেছনে দু'দিকেই উজবুকের মত।

দোর াঁত—বিশ্বেস করুন, ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ, আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে আমি ভারী অধৈর্য হয়ে পড়েছিলাম। আপনি এমন একজন কেতাদুরস্ত লোক, যাকে আমি খুবই শ্রদ্ধা করি, আর আজই সকালে রাজার খাস্ কামরায় আপনার সম্পর্কে আমি কথাবার্তা বলেছি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমাকে আপনি খুবই সম্মানিত করলেন, স্যার। (মাদাম জুরদ্যাঁকে) রাজার খাস কামরায়, শুনলে !

দোর াঁত—আসুন, দেখি, টুপিটা মাথায় তুলুন…

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—স্যার, আপনাকে কী সম্মান দেখানো আমার উচিত তা আমি জানি।

দোর াঁত—কী আশ্চর্য, নিন্, মাথায় তুলুন : দেখুন, আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন মামুলী ভদ্রতা একেবারেই নয়।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—স্যার……

দোর াঁত—ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ, আমি বলছি মাথায় দিন, আপনি তো আমার বন্ধু।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার, স্যার, সেবক আমি।

দোর াঁত—আপনি টুপি মাথায় না তুললে আমিও তুলছিই না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আবদারে হওয়ার থেকে আমার বেশী ভাল লাগে বরঞ্চ অভদ্র হওয়াটা।

দোর াঁত—আপনি তো জানেন আপনার কাছে আমি ঋণী।

মাদাম জুরদ্যাঁ—(একান্তে) হাঁ, সেটা আমরা খুব ভাল করেই জানি।

দোর াঁত—অনেক সময় আপনি বদান্য হয়ে আমাকে টাকা ধার দিয়েছেন আর খুবই অমায়িক হয়ে আমাকে বাধিত করে ফেলেছেন।

ম সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনি ঠাট্টা করছেন, স্যার।

দোর াঁত—কিন্তু কেউ আমাকে যা ধার দেয় সেটা শোধ করে দিতে আর উপকার স্বীকার করতে আমি জানি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ও ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই, স্যার।

দোর'াত—আপনার সঙ্গে আমার লেন-দেন ব্যাপারটি থেকে আমি মুক্ত হতে চাই, আর আমি এখানে এসেছি তুজনে মিলে সমস্ত হিসেবটা করে ফেলতে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(নিচু গলায় মাদামকে) কি গো গিন্নী, তোমার অভব্যতা বুঝতে পারলে তো ?

দোর'াত—আমি লোকটি হচ্ছি এমন যে যত শিগ্‌গির সম্ভব দায়মুক্ত হতে চাই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(নিচু গলায় মাদামকে)—এ কথা তো তোমাকে আমি আগেই বুঝিয়ে বলেছিলাম।

দোর'াত—আপনার কাছে আমার ধার কত সেটা একটু দেখা যাক।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(নিচু গলায় মাদাম জুরদ্যাঁকে) তোমার ঐ হাস্যকর সব সন্দেহের কী হল এবার ?

দোর'াত—আপনি যে টাকা আমাকে ধার দিয়েছেন তার সবটা কত আপনার ঠিক মনে আছে তো ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, মনে হয় আছে। সে-গুলো আমি ছোট করে টুকে নিয়ে হিসেবটা রেখেছি। এই তো হিসেবটা। আপনাকে একবার দিয়েছি তু'শ' লুই।

দোর'াত—ঠিক।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আর এক দফায় একশ' কুড়ি।

দোর'াত—হাঁ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আর একবার, একশ' চল্লিশ।

দোর'াত—ঠিক বলেছেন।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এই তিন দফায় সব মিলিয়ে হচ্ছে চারশ' ষাট লুই যা হচ্ছে পাঁচ হাজার ষাট পাউণ্ডের সমান।

দোর'াত—হিসেবটা খুবই নিখুঁত। পাঁচ হাজার ষাট পাউণ্ড।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এক হাজার আটশ' বত্রিশ পাউণ্ড আপনার পালকওয়ালাকে।

দোর'াত—ঠিক।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তু' হাজার সাতশ' আশি পাউণ্ড আপনার দরজীকে।

দোর'াত—ঠিক তাই।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—চার হাজার তিন শ' উনআশি পাউণ্ড বার 'সল' আট 'দেনিয়ে' আপনার কাপড়ওয়ালাকে।

দোরাঁত—খুব ঠিক। বার 'সল' আট 'দেনিয়ে', খাঁটি হিসেব।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—আর এক হাজার সাতশ' আটচল্লিশ পাউণ্ড সাত 'সল' চার 'দেনিয়ে' আপনার ঘোড়ার সাজসরঞ্জামওয়ালাকে।

দোরাঁত—সব ঠিক। সব নিয়ে কত দাঁড়াল ?

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—সর্ব মোট পনের হাজার আটশ' পাউণ্ড।

দোরাঁত—সর্ব মোটের অঙ্কটিও ঠিক : পনের হাজার আটশ' পাউণ্ড। আপনি যে আরও দু'শ-'পিস্তল' আমাকে দিতে যাচ্ছেন সেটাও এর সঙ্গেই ধরে নিন, তাহলে দাঁড়াবে ঠিক আঠার হাজার ক্রাঁ। প্রথম সুযোগেই আমি এটা শোধ করে দেব।

মাদাম জুর্দ্যাঁ—(নিচু গলায় মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁকে) কেমন, এটার পরিষ্কার আঁচ করিনি আমি ?

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—চুপ।

দোরাঁত—আমি যা চাইছি সেটা দিতে আপনার কোন অসুবিধে হবে কি ?

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—এঁ্যা ; না, না।

মাদাম জুর্দ্যাঁ—(মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁকে) এই লোকটি তোমাকে একটি কামধেনু করে ফেলছে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—চুপ কর তো।

দোরাঁত—আপনার যদি এ নিয়ে কোন অসুবিধে থাকে, তাহলে এর খোঁজে আমি অন্য জায়গায় যাব।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—না, স্যার।

মাদাম জুর্দ্যাঁ—(মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁকে) তোমার সর্বনাশ না করা পর্যন্ত এঁর তৃপ্তি হবে না।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—থাম তো বলছি।

দোরাঁত—এতে আপনার অসুবিধে হলে সে কথাটি আপনি শুধু বলুন আমাকে।

মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ—কিছুমাত্র না, স্যার।

মাদাম জুর্দ্যাঁ—(মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁকে)—এ একেবারে একটি খাঁটি খোসামুদে আদমী।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(মাদাম জুরদ্যাঁকে) তুমি একটু থাম তো দেখি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—(ম'সিয়ে জুরদ্যাঁকে) এ তোমার একেবারে শেষ পয়সাটি পর্যন্ত শুষে নেবে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(মাদাম জুরদ্যাঁকে)—তুমি থামবে কিনা ?

দোর'াত—আমি এমন অনেক লোকদের জানি যারা খুশী হয়ে এই টাকাটা আমাকে ধার দেবে; কিন্তু আপনি আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হওয়াতে ভাবলাম টাকাটা আপনার কাছে না চেয়ে অন্যের কাছে চাইলে আপনার উপর অবিচার করা হবে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনি আমাকে বড়ই সম্মান দেখাচ্ছেন, স্যার। টাকাটা বের করে আনতে যাচ্ছি আমি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—(ম'সিয়ে জুরদ্যাঁকে নিচু গলায়)—কী! তুমি আবারও এঁকে টাকা দিতে যাচ্ছ ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(মাদাম জুরদ্যাঁকে) কী করব ? তুমি কি চাও আমি ও-রকম মর্যাদার একজন লোককে ফিরিয়ে দিই, যে লোকটি কিনা আজই সকালে রাজদরবারে আমাকে নিয়ে কথাবার্তা বলেছেন ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—(ম'সিয়ে জুরদ্যাঁকে) খুব হয়েছে। তুমি একটি খাঁটি ঠকনেওয়ালা লোক।

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

দোর'াত, মাদাম জুরদ্যাঁ, নিকোল

দোর'াত—আপনাকে বেশ বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, মাদাম জুরদ্যাঁ, কী হয়েছে বলুন তো।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমার মাথাটা আমার হাতের মুঠো থেকে বড়, অথচ ফুলেছে যে তা-ও নয়।

দোর'াত—আচ্ছা, আপনার মেয়েটি কোথায়, তাকে তো একেবারেই দেখছি না।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমার মেয়ে যেখানে আছে ঠিক সেখানেই আছে।

দোর'াত—কেমন চলছেন তিনি ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—দু' পায়ের ওপর চলছেন আর কি।

দোরাঁত—রাজদরবারে যে নাচ-গান আর নাটক চলছে, এর মধ্যে একদিন তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তা দেখতে আপনি কি একেবারেই চান না?

মাদাম জুরদ্যাঁ—হ্যাঁ, সত্যিই, আমাদের একটু হাসতে খুব ইচ্ছে করছে, খুবই ইচ্ছে করছে হাসতে।

দোরাঁত—মাদাম জুরদ্যাঁ, তরুণ বয়সে তো আপনি সুন্দরী ছিলেন, দিলদরিয়া মেজাজেরও ছিলেন, আপনার বেশ ক'জন প্রণয়প্রার্থী সেজন্য ছিল মনে হয়।

মাদাম জুরদ্যাঁ—মশাই, মাদাম জুরদ্যাঁ কি অথর্ব হয়ে গেছেন, তার মাথা কি ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে নাকি?

দোরাঁত—আহা-হা, মাদাম জুরদ্যাঁ, আপনার কাছে মাপ চাইছি আমি। আপনি তো তরুণীই, এ ছাড়া অন্য কিছু আমি ভাবিনি। আমার প্রায়ই একটু কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। আমার বেয়াদবি মাপ করুন, অনুরোধ করছি আপনাকে।

তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ, মাদাম জুরদ্যাঁ, দোরাঁত, নিকোল

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এই নিন পাক্কা গোণা 'দু'শ' লুই।

দোরাঁত—ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ, আপনাকে আমি সত্যি করে বলছি, আপনার কাছে আমি খুবই কৃতজ্ঞ, আর রাজদরবারে আপনার যে-কোন কাজ করে দিতে আমি খুবই উদগ্রীব হয়ে রইলাম।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার কাছে খুবই কৃতজ্ঞ আমি।

দোরাঁত—রাজপ্রাসাদে যে বিচিত্রানুষ্ঠান চলছে মাদাম জুরদ্যাঁ যদি তা দেখতে চান, তাঁকে আমি নাটমন্দিরের সব চেয়ে ভাল আসন দেবার ব্যবস্থা করব।

মাদাম জুরদ্যাঁ—মাদাম জুরদ্যাঁ আপনাকে নমস্কার জানাচ্ছেন।

দোর াত—(মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে নিচু গলায়) আপনাকে চিঠিতে যেমন জানিয়েছি, আমাদের সুন্দরী মার্শেনিজ নাচের আর ভোজের ব্যবস্থায় যোগ দিতে শিগ্‌গিরই আসছেন, আর তার জন্যে যে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে যোগ দিতে শেষপর্যন্ত তাকে আমি রাজী করেছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—চলুন, কাথাবার্তাটা একটু দূরে গিয়ে বলি।

দোরাঁত—আজ আট দিন আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি ; যে হীরেটা আপনার হয়ে তাঁকে দেবার জন্যে আপনি আমাকে দিয়েছেন, তার কোন খবরই আপনাকে দিতে পারিনি ; ব্যাপারটা এই যে তাঁর সঙ্কোচ কাটাতে আমাকে প্রচুর বেগ পেতে হয়েছে ; আজই শুধু তিনি সেটা নিতে রাজী হয়েছেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সেটা তাঁর কেমন লাগল ?

দোরাঁত অতি চমৎকার। খুব যদি ভুল না বুঝে থাকি, এই হীরেটার সৌন্দর্য তাঁর মনের ওপর আপনার জন্যে দারুণ কাজ করবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ভগবান তা-ই যেন করেন !

মাদাম জুরদ্যাঁ—(নিকোল-কে) একবার ঐ লোকটির পাল্লায় পড়লে, তাকে আর তিনি ছাড়তে পারেন না।

দোরাঁত—তাঁকে আমি রাজী করেছি আপনার এই উপহারটির আর তাঁর প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগের ঠিক ঠিক মর্যাদা দিতে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার এই সদাশয়তা আমাকে অভিভূত করছে, আর আপনার মত মানী একজন লোক আমার জন্যে নেমে এসে যা করছেন তার জন্যে আমি খুবই বিব্রত বোধ করছি।

দোরাঁত—আপনি ঠাট্টাতামাসা করছেন ? বন্ধুদের মধ্যে কি এ ধরনের দ্বিধা-সঙ্কোচের কোন জায়গা আছে ? আর যদি তেমন উপলক্ষ হাজির হয়, তখন আপনিও কি আমার জন্যে এ ধরনের কাজই করবেন না ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হ্যাঁ, অবশ্যই করব, মনে-প্রাণে করব।

মাঁদাম জুরদ্যাঁ—(নিকোল-কে) এর উপস্থিতিটা আমার কাঁধে কী এক বোঝার মত চেপে আছে।

দোরাঁত—আমার নিজের কথা হচ্ছে এই—বন্ধুকে সাহায্য করতে হলে আমি কোন কিছুই গ্রাহ্য করি না। আপনি যখন এই সুন্দরী মার্শেনিজের

জন্যে আপনার তীব্র বাসনার গোপন কথাটি বিশ্বেস করে একবার আমাকে বলেছেন—যার বাড়ীতে আমার যাওয়া-আসা আছে—আপনি দেখছেন তো আমি নিজে থেকেই প্রথমেই আপনার ভালোবাসার খাতিরে কাজ করতে এগিয়ে আসছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—সত্যিই তা-ই, আপনার এই সদাশয়তাই আমাকে অভিভূত করেছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—লোকটি কি এখান থেকে একদম নড়বেই না নাকি!

নিকোল—ওরা দুজনে একত্রে হলে আর কথা নেই।

দোর‍াঁত—তাঁর মন পাবার জন্যে আপনি উত্তম পন্থা বেছে নিয়েছেন। মেয়েরা তাদের জন্যে টাকা খরচ করাতে সব থেকে বেশী খুশী হয়। তাঁর বাড়ীর জানালার নিচে আপনার ঘন ঘন সঙ্গীতানুষ্ঠান আর ক্রমাগত ফুলের তোড়ার উপহার, জলের ওপর যে চমৎকার আতসবাজীর খেলা তিনি দেখেছেন, আপনার দিক থেকে যে হীরকটি তিনি গ্রহণ করেছেন আর আপনি তাঁর জন্যে যে অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাদি করেছেন, এ সমস্তই আপনি নিজে তাঁকে যত কথা বলতে পারতেন তার থেকে অনেক অনেক ভালভাবে আপনার ভালবাসার পক্ষে কথা বলেছে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এমন কোন খরচই নেই যা আমি করব না যদি তা দিয়ে আমি তাঁর মনে পৌঁছবার পথের হদিশ পাই। আমার কাছে সম্ভ্রান্ত মহিলার আকর্ষণ আনন্দে বিহ্বল করার মত। সমস্ত কিছুর বিনিময়ে আমি ঐ সম্মানটি কিনতে চাই।

মাদাম জুরদ্যাঁ—(নিকোল-কে) এরা দু'জনে মিলে এত কী কথা বলতে পারে? তুমি খুব চুপি চুপি একটু কাছে গিয়ে শুনে এস তো।

দোর‍াঁত—খুব শিগ্‌গিরই আপনি অনায়াসে তাঁকে দেখার আনন্দ পাবেন আর আপনার চোখ তৃপ্ত হবার জন্যে অনেক সময় পাবে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—পুরোপুরি নিজ ইচ্ছামত কাজ করার জন্যে আমি ব্যবস্থা করেছি যে আমার স্ত্রী তার বোনের বাড়ীতে রাত্তিরের এক ভোজে যাবে আর খাবার দাবারের পর সেখানেই সবটা সময় কাটিয়ে আসবে।

দোর‍াঁত—বুদ্ধিমানের মত কাজ করেছেন আপনি, আপনার স্ত্রী আমাদের বিব্রত করতে পারতেন। পাচককে যা যা ফরমাশ করা দরকার আমি

করেছি, আর নাচের ব্যবস্থার জন্যে যা যা দরকার তার জন্যেও। ওটা আমার মাথা থেকেই বেরিয়েছে, আর যাতে ঠিক পরিকল্পনা মতই কাজটা সেরে ফেলা যায়, আমি নিশ্চিত এর জন্যে পাওয়া যাবে…

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—(নিকোল আড়ি পেতে শুনছে দেখে মিঃ জুরদ্যাঁ তাকে এক চড় মারলেন) বটে! বেজায় আস্পর্ধা তো তোর! (দোরাঁত-কে) চলুন আমরা বাইরে চলে যাই।

তৃতীয় অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

মাদাম জুরদ্যাঁ. নিকোল

নিকোল—ওরে বাপস্, নাক গলাতে যাবার জন্যে খুব আক্কেল হয়েছে আমার। তবে কোন একটা গোপন ব্যাপার চলছে বলে আমার মনে হয়। ওরা এমন একটা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে যার মধ্যে আপনি থাকুন ওরা চায় না।

মাদাম জুরদ্যাঁ—দেখ, নিকোল, আমার কর্তাটি সম্পর্কে আমার যে একটা সন্দেহ ঢুকেছে সেটা কিছু আজকের ব্যাপার নয়। আমি যদি খুব ভুল না করে থাকি তো কোন একটা মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার চলছে। ব্যাপারটি কী হতে পারে বের করার চেষ্টা আমি করছি। তবে আমার মেয়ের কথাটাও তো ভেবে দেখতে হবে। তার জন্যে ক্লেয়ঁতের ভালবাসা কী রকম তা তুমি জান। ছেলেটিকে আমার বেশ পছন্দ, আর আমি চাই তাকে তার ব্যাপারে সাহায্য করতে আর সম্ভব হলে ল্যুসিলকে তার হাতে সঁপে দিতে।

নিকোল—সত্যি বলছি আপনাকে, আপনার মনের ঐ কথাটি জেনে খুব আনন্দ হল আমার। কারণ, কর্তাটি যদি আপনার পছন্দ হয়ে থাকে, তার ভৃত্যটিকেও আমার কিছু কম পছন্দ নয়; আমার খুব ইচ্ছে তাদের বিয়ের কাছাকাছি আমাদের বিয়েটাও হয়ে যায়।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমার হয়ে তুমি তার সঙ্গে কথা বলগে যাও, তাকে বলবে যেন এক্ষুণি সে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যাতে দু'জনে মিলে আমার কর্তার কাছে মেয়েটির জন্যে দাবী পেশ করা যায়।

নিকোল—আমি খুশী হয়েই ছুটে যাচ্ছি, বুঝলেন, এর থেকে বেশী আনন্দের কাজ আমার হতে পারে না। (স্বগত) মনে হয় ঐ দু'জনকেই বেজায় খুশী করতে যাচ্ছি।

অষ্টম দৃশ্য

ক্লেয়ঁত, কোভিয়েল

নিকোল—আরে, এই তো আপনাকে ঠিক সময়ে পেয়ে গেছি, আমি আনন্দের খবর নিয়ে আসছি, আর এসেছি······

ক্লেয়ঁত—বিশ্বাসঘাতক! ফিরে যাও তুমি, আর তোমার ঐ প্রতারণা-ভরা কথাবার্তা দিয়ে আমাকে খুশী করতে একদম আসবে না।

নিকোল—এ ভাবেই কি আপনি অভ্যর্থনা করে থাকেন?

ক্লেয়ঁত—বলছি, চলে যাও, গিয়ে তোমার অবিশ্বাসিনী মনিবনীকে বল এই অবস্থার কথা, তিনি যেন তার জীবনধারা দিয়ে খুব সহজ সরল ক্লেয়ঁতকে না ঠকান।

নিকোল—এ আবার কী ধরনের বদখেয়াল? আমার লক্ষ্মী ক্লোভিয়েল, এর মানেটা কী বল তো।

ক্লোভিয়েল—তোমার 'লক্ষ্মী ক্লোভিয়েল', খুদে শয়তানী! আমার চোখের সামনে থেকে শিগ্‌গির ভাগো, পাজী কোথাকার, চুপচাপ থাকতে দাও আমাকে।

নিকোল—কী হল? তুমিও আমাকে এসে ··

ক্লোভিয়েল—আমার চোখের সামনে থেকে সরে যাও বলছি, আর তোমার কোন কথা আমাকে বলবে না।

নিকোল—ব্যাপারখানা কী! কিসে এ দু'জনকে ক্ষেপিয়ে দিল? যাই, আমার মনিবনীকে এ কাহিনী বলি গিয়ে।

তৃতীয় অঙ্ক

নবম দৃশ্য

ক্লেয়ঁত, কোভিয়েল

ক্লেয়ঁত—কী! একজন ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে এ ব্যবহার? আর খুবই আন্তরিক ভালবাসার পাত্রের সঙ্গে?

কোভিয়েল—আমাদের দুজনের সঙ্গেই যে ব্যবহার করা হয়েছে সে তো এক ভীষণ ব্যাপার।

ক্লেয়ঁত—একজনের জন্যে যতটা সম্ভব ততটা অনুরাগই দেখালাম; পৃথিবীতে তাকে ছাড়া আর কিছুই ভালবাসলাম না; আমার চিন্তায় শুধু সে-ই জায়গা পেল, সে-ই হল আমার সমস্ত যত্নআত্তি, আমার সমস্ত কামনা-বাসনা, আমার সমস্ত আনন্দ। আমি তার কথাই শুধু বলি, তার চিন্তাই করি, তার স্বপ্নই দেখি, সেই হল আমার শ্বাসপ্রশ্বাস, আমার সমস্ত মনটা শুধু তার ভাবনায়ই বেঁচে রইল; আর এত ভালবাসার এটাই যোগ্য প্রতিদান! তাকে দু'দিন না দেখলে সে দু'দিন হয় ভয়ানক দুই যুগের মত। ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আমার দেখা হল; এই দেখা হওয়ায় আমার মনটা আনন্দে একেবারে নেচে উঠল; আমার আনন্দ আমার মুখে-চোখে ফুটে বেরুল, আনন্দে বিহ্বল হয়ে আমি তার কাছে ছুটে গেলাম; আর ঐ বিশ্বাসঘাতিনী কিনা আমার দিক থেকে তার চোখ ফিরিয়ে নিল আর রূঢ়ভাবে পাশ কাটিয়ে চলে গেল যেন সারাজীবনে সে আমাকে মোটে দেখেইনি।

কোভিয়েল—আপনি যা বল্লেন আমিও ঠিক সে কথাই বলি।

ক্লেয়ঁত—তার মায়ার জালে পড়ে আমার এত ব্যাকুল আত্মত্যাগ আর যে দীর্ঘশ্বাস আমি ফেলেছি, যে শুভকামনা করেছি, তারপর এই!

কোভিয়েল—এত একটানা আনুগত্য স্বীকার করার পর, তার রান্নাঘরে এত পরিশ্রম, এত কাজ করে দেবার পর!

ক্লেয়ঁত—তার হাঁটুর কাছে বসে এত চোখের জল ফেললাম!

কোভিয়েল—তার জন্য কুয়ো থেকে এত বালতি বালতি জল তুলে দিলাম!

ক্লেয়ঁত—নিজের থেকেও বেশী করে তাকে মনে পুষে রাখার এত ব্যগ্রতা দেখালাম।

কোভিয়েল—তার পরিবর্তে বসে মাংস পোড়াতে শিক ঘোরানোর জন্যে কত না আঁচ সহ্য করলাম।

ক্লেয়ঁত—অবজ্ঞা দেখিয়ে সে আমার কাছ থেকে সরে পড়ল!

কোভিয়েল—উদ্ধতভাবে পিঠ ঘুরিয়ে সে চলে গেল!

ক্লেয়ঁত—এটা এমন এক প্রবঞ্চনা যা শক্ত শাস্তি পাবার যোগ্য।

কোভিয়েল—হাজার চড়চাপড় খাবার যোগ্য এই অবিশ্বস্ততা।

ক্লেয়ঁত—তার পক্ষ নিয়ে কখ্‌খনো আমাকে কিছু বলার কথা ভাব্‌বে না, তোমাকে এই অনুরোধ জানাচ্ছি।

কোভিয়েল—বলার কথা ভাব্‌ব আমি, স্যার? ভগবান তা থেকে আমাকে রক্ষা করুন!

ক্লেয়ঁত—এই অবিশ্বাসিনীর কাজের জন্য কোন কৈফিয়ৎ তুমি আমার কাছে দেবে না একদম।

কোভিয়েল—এ নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।

ক্লেয়ঁত—বুঝতেই পারছ তার পক্ষ নিয়ে ভূরি ভূরি কথা বলায়ও কোন কাজ হবে না।

কোভিয়েল—কে ভাবছে ওকথা?

ক্লেয়ঁত—ওর বিরুদ্ধে আমার ক্ষোভ আমি পুষে রাখতে চাই আর আমাদের দু'জনের মধ্যে সমস্ত সম্পর্ক ছিঁড়ে ফেল্‌তে চাই আমি।

কোভিয়েল—আমি রাজী এতে।

ক্লেয়ঁত—এই যে কাউণ্ট ব্যক্তিটি তার বাড়ী যাওয়া-আসা করছে, তার জৌলুষ দিয়ে তার তাক্‌ লাগিয়ে দিয়েছে মনে হয়; আর আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আভিজাত্য দিয়ে তার মনে ধাঁধা লাগিয়ে দিয়েছে। তার এই চাপল্যের কলঙ্ক আমার আত্মসম্মানের জন্যেই আগে থেকেই আমাকে রুখে দিতে হবে, তার এই অস্থিরতায় ঢলে পড়ার ব্যাপারে তার মত আমাকেও এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যেন আমাকে ছেড়ে যাবার পুরো বাহাদুরিটাই সে না নিতে পারে।

কোভিয়েল—খুব ঠিক কথা বলেছেন, আর আমার নিজের দিক থেকেও আপনার

পুরো মনোভাবটাই আমি বুঝতে পারছি।

ক্লেয়ঁত—আমার এ ক্ষোভের ব্যাপারে আমার পাশে এসে দাঁড়াও আর তার জন্যে আমার সমস্ত আকর্ষণের যা-কিছু বাকী আছে যা তার পক্ষ নিতে পারে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার ব্যাপারে আমাকে সমর্থন কর। তোমাকে বিশেষ করে বলছি, তার যত বিদ্রূপ সমালোচনা করতে পার, তা-ই কর। তার দৈহিক গঠনের এমন এক ছবি আঁক যাতে সে আমার কাছে অবজ্ঞার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তার জন্যে আমার বিরাগ-বিতৃষ্ণা জন্মাবার জন্যে তার মধ্যে যত দোষত্রুটি তোমার নজরে পড়ে থাকতে পারে সমস্তগুলো আমার সামনে তুলে ধর।

কোভিয়েল—তার মধ্যে, স্যার? এ তো শুধু আত্মম্ভরি, সুদেহী, ছলনাময়ী একটি মেয়েমানুষ, এরই জন্যে আপনার ভালবাসা উথলে উঠেছে? তাকে তো আমি খুবই সাধারণ স্তরের ছাড়া অন্য কিছু বলে দেখছি না। এর থেকেও আপনার বেশি যোগ্য অনেক অনেক পাত্রী আপনি পাবেন। প্রথমতঃ দেখুন ওর চোখ দুটি বড় খুদে খুদে।

ক্লেয়ঁত—তা ঠিক, তার চোখ খুদে খুদেই, কিন্তু সে চোখ তো আগুন-ভরা, বড় উজ্জ্বল, বড় তীক্ষ্ণ সে চোখ, সব থেকে বেশি মনকে টানতে পারে এমন।

কোভিয়েল—তার মুখটি তো বিশাল।

ক্লেয়ঁত—হাঁ, তা ঠিক; কিন্তু ঐ মুখে এমন লাবণ্য আছে যা অন্য কোন মুখে কেউ একটুও দেখতে পায় না। ঐ মুখটি দেখলে মনে কামনা-বাসনা জেগে ওঠে, মনকে বড় টেনে নেয়, বড় মমতা-মাখা মুখখানি।

কোভিয়েল—তার উচ্চতার কথা ভাবুন। দেখতে তো ও মোটেই বড়সড় নয়।

ক্লেয়ঁত—না, তা নয়; কিন্তু বেশ সাবলীল আর সুগঠিত সে।

কোভিয়েল—কথাবার্তায় আর চালচলনে ও একটা উদাসীন নিস্পৃহ ভাব দেখায়।

ক্লেয়ঁত—তা ঠিক, তবু এর মধ্যেও তার একটা মাধুর্য আছে; তার চালচলন বড়ই মনোরম, এর মধ্যে এমন কী একটা মাধুর্য আছে যা মনকে ছুঁয়ে যায়, ঠিক জানি না।

কোভিয়েল—তার মন সম্পর্কে...

ক্লেয়ঁত—ওঃ, কোভিয়েল, বড় সুরুচিপূর্ণ, বড় কোমল তার মন।

কোভিয়েল—তার কথাবার্তা…

ক্লেঁর ত—অতি মনোহর তার কথাবার্তা।

কোভিয়েল—সব সময়ই বড় গম্ভীর তিনি।

ক্লেয়ঁত—তুমি কি ওই উপ্‌চে পড়া কলকল খলখল ধরনটা চাও? মেয়েদের কারণে অকারণে হাসি-তামাসাটাতে তুমি কি খুব বেখাপ্পা বেমানান কিছুই দেখতে পাও না?

কোভিয়েল—কিন্তু সত্যি বলতে কি তার মত এমন একটি খামখেয়ালী মহিলা ছুনিয়ায় আর নেই।

ক্লেয়ঁত—হাঁ, সে খামখেয়ালী বটে, ও বিষয়ে আমি একমত, কিন্তু সুন্দরীদের সবই মানিয়ে যায়, সুন্দরীদের সব কিছুই আমরা সয়ে নিই।

কোভিয়েল—ব্যাপারটি যখন এরকম মোড় নিয়েছে, আমি পরিষ্কারই দেখছি তাকে চিরদিন ভালবাসবেন এটাই আপনার ইচ্ছে।

ক্লেয়ঁত—তার থেকে বরঞ্চ আমি মরে যেতেই বেশি চাইব। তাকে আমি যতটা ভালবেসেছি ততটাই ঘৃণা করব।

কোভিয়েল—কী করে করবেন যদি তাকে আপনি এত নিখুঁতই মনে করেন?

ক্লেয়ঁত—এতেই আমার প্রতিশোধ আরও বেশি পরিষ্কারভাবে প্রকাশ পাবে। খুবই সুন্দরী, খুবই আকর্ষণীয়, খুবই ভালবাসার যোগ্য মনে করলেও তাকে ঘৃণা করে পরিত্যাগ করার ভেতর দিয়ে আমার মনের দৃঢ়তাও আমি ভাল করে দেখাতে চাই। এই তো সে।

তৃতীয় অঙ্ক

দশম দৃশ্য

ক্লেয়ঁত, ল্যুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

নিকোল—আমার নিজের দিক থেকে, এতে আমি খুবই ক্ষুব্ধ বোধ করছি।

ল্যুসিল—তোমাকে আমি যা বলেছি, নিকোল, এ তা ছাড়া আর কিছু নয়।

ক্লেয়ঁত—তার সঙ্গে আমি একদম কথা বলতে চাই না।

কোভিয়েল—আমারও আপনাকে অনুসরণ করারই ইচ্ছে।

ল্যাসিল—কি, ক্লেয়ঁত ? কী হয়েছে বল তো ?

নিকোল—কোভিয়েল, ব্যাপার কী ?

ল্যাসিল—কী বদ মেজাজে পেয়েছে তোমাকে ?

নিকোল—কী বদখেয়াল তোমাকে পেল ?

ল্যাসিল—তুমি কি বোবা হয়ে গেলে নাকি, ক্লেয়ঁত ?

নিকোল—কোভিয়েল, তুমি কি কথা বলা ভুলে গেলে ?

ক্লেয়ঁত—কী কুটিল এই জীবটি !

কোভিয়েল—কী জুডাসের মত ঐ কাজ !

ল্যাসিল—আমি পরিষ্কার দেখছি কিছুক্ষণ আগে আমাদের দেখা হওয়ার ব্যাপারটাই তোমার মনকে ক্ষুব্ধ করেছে।

ক্লেয়ঁত—আহা হা ! কী কাজটি করা হয়েছে সেটার এখন বোধ হয়েছে।

নিকোল—আজ সকালে সম্ভাষণের ধরনটি তোমাকে কোন কারণে ক্ষুব্ধ করে থাকবে।

কোভিয়েল—সমস্যাটা তো ঠাওর হয়ে গেছে ঠিক।

ল্যাসিল—ক্লেঁয়ত, সত্যি নয় ওটাই তোমার ক্ষোভের কারণ ?

ক্লেয়ঁত—হাঁ, অবিশ্বস্ত মেয়ে, বলতেই যখন হবে বলি, ওটাই কারণ। তোমাকে আমার একথাটাই বলার আছে যে তোমার অবিশ্বস্ততা দিয়ে যে বাজী-মাত করবে বলে ভাবছ, সেটি হচ্ছে না। আমিই প্রথমে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে চাই, আমাকে তাড়িয়ে দেবার সুযোগটি আর তোমার হচ্ছে না। তোমার জন্যে আমার ভালবাসাকে সামলে নিতে আমার কিছুদিন নিশ্চয়ই কষ্ট হবে, কিন্তু তারও শেষ আছে, আর তোমার কাছে ফিরে যাবার দুর্বলতা পুষে রাখার চেয়ে বরঞ্চ আমার মনকে ক্ষতবিক্ষত করে ফেলব।

কোভিয়েল—আপনার যেমন আমারও তেমনই হবে।

ল্যাসিল—কোন কিছুই হয়নি, অথচ এর থেকেই ভারী এক গোলমালের সূত্রপাত দেখছি। ক্লেয়ঁত, আজ সকালবেলা কেন তোমার কাছে যাওয়াটা এড়িয়ে গেছি সেটা আমি তোমাকে বলতে চাই।

ক্লেয়ঁত—না, কিছুই শুনতে চাই না আমি…

নিকোল—আমরা কেন ছুট্ করে তোমাদের পাশ কাটিয়ে গেছি তা তোমাকে আমি বলতে চাই।

কোভিয়েল—কিছু শুনতে চাই না আমি……

ল্যুসিল—এটা জেনো যে আজ সকালবেলা…

ক্লেয়ঁভ—তোমাকে বলছি তো, না।

নিকোল—এটা জানবে…

কোভিয়েল—বিশ্বাসঘাতিনী, না।

ল্যুসিল—শোন।

ক্লেয়ঁত—একদম না।

নিকোল—আমাকে বলতে দাও।

কোভিয়েল—আমি কালা বনে গেছি।

ল্যুসিল—ক্লেয়ঁত!

ক্লেয়ঁত—না।

নিকোল—কোভিয়েল!

কোভিয়েল—না, না।

ল্যুসিল—একটু দাঁড়াও তো।

ক্লেয়ঁত—কোন মানে নেই এর!

নিকোল—আমার কথা শোন।

কোভিয়েল—বাজে কথা যত!

ল্যুসিল—এক মুহূর্তের জন্যে।

ক্লেয়ঁত—একেবারে না।

নিকোল—একটু ধৈর্য ধর।

কোভিয়েল—দূর দূর।

ল্যুসিল—গোটা দুই কথা।

ক্লেয়ঁত—না, যা ঘটার ঘটে গেছে।

নিকোল—শুধু একটি কথা।

কোভিয়েল—আর কোন কথাই নয়।

ল্যুসিল—বেশ, আমার কথা তুমি যখন শুনতে চাও না তখন তোমার ভাবনা নিয়ে তুমি থাক আর তোমার যা খুশী তাই-ই কর।

নিকোল—তুমি যখন ওরকম ভাবেই চলছ, তখন ওটা তোমার যেমন ইচ্ছে তেমনই বুঝে নাও।

ক্লেয়ঁত—ঐ সুন্দর সম্ভাবণের ব্যাপারটা তাহলে একটু জানা যাক্।

ল্যুসিল—ও নিয়ে কথা বলতে আমার আর ভাল লাগছে না।

কোভিয়েল—ঘটনাটি কী ঘটেছিল বল তো দেখি।

নিকোল—তোমাকে সেটা বোঝাতে আমি আর চাই না।

ক্লেয়ঁত—বল না আমাকে…

ল্যুসিল—না, আমি কিচ্ছু বলতে চাই না।

কোভিয়েল—ঘটনাটা বলে ফেল…

নিকোল—না, আমি কোন ঘটনারই কিচ্ছু বলছি না।

ক্লেয়ঁত—প্লীজ…

ল্যুসিল—বলছি তো, না।

কোভিয়েল—ভালবাসার খাতিরে।

নিকোল—ও কোন কাজের কথাই নয়।

ক্লেয়ঁত—তোমাকে অনুরোধ করছি।

ল্যুসিল—আমাকে বিরক্ত কোরো না তো।

কোভিয়েল—তোমার কাছে আবেদন করছি।

নিকোল—সরে পড় দেখি।

ক্লেয়ঁত—ল্যুসিল!

ল্যুসিল—না।

কোভিয়েল—নিকোল!

নিকোল—একদম না।

ক্লেয়ঁত—ভগবানের দোহাই…

ল্যুসিল—আমার ইচ্ছে করছে না।

কোভিয়েল—বল না আমাকে।

নিকোল—মোটেও নয়।

ক্লেয়ঁত—আমার সন্দেহগুলো তো দূর কর।

ল্যুসিল—না, ওর কিছুই করব না আমি।

কোভিয়েল—আমার মনটাকে তো চাঙ্গা করে তোল।

নিকোল—না, ও আমার ভাল লাগছে না।

ক্লেয়ঁত—বেশ, আমার দুঃখকষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাতে, আর আমার ভালবাসা

নিয়ে যে তাচ্ছিল্য-ভরা ব্যবহার করেছ তার কৈফিয়ৎ হিসেবে কিছু বলতে যখন তোমার কোন ইচ্ছে নেই, তখন, তুমি অকৃতজ্ঞ মেয়ে, আমাকে এই শেষবারের মত দেখে নাও, তোমার কাছ থেকে আমি দূরে চলে যাচ্ছি, দুঃখে আর ভালবাসার জন্যে জীবনটা শেষ করে দিতে।

কোভিয়েল—আর আমিও চল্লাম তাঁর পেছন পেছন।

ল্যুসিল—ক্লেয়ঁত!

নিকোল—কোভিয়েল!

ক্লেয়ঁত—কী বলছ?

কোভিয়েল—কিছু বলছ?

ল্যুসিল—কোথায় যাচ্ছ তুমি?

ক্লেয়ঁত—তোমাকে তো বলেছি, কোথায়।

কোভিয়েল—আমরা মরতে যাচ্ছি।

ল্যুসিল—তুমি মরতে যাচ্ছ, ক্লেয়ঁত?

ক্লেয়ঁত—হাঁ, নিষ্ঠুর মেয়ে, যখন তা-ই তুমি চাও।

ল্যুসিল—আমি, আমি চাই তুমি মরে যাও?

ক্লেয়ঁত—হাঁ, তুমি তা-ই চাও।

ল্যুসিল—কে তোমাকে এ কথা বলেছে?

ক্লেয়ঁত—আমার সন্দেহ দূর করতে না চাওয়াটা কি তা-ই চাওয়া নয়?

ল্যুসিল—সেটা কি আমার দোষ? আর তুমি যদি আমার কথা শুনতে চাইতে, তা-হলে আমি কি তোমাকে বলতাম না, যে ঘটনা নিয়ে তুমি নালিশ জানাচ্ছ সেটা আজ সকালবেলা আমার একজন বুড়ি মাসী হাজির হওয়াতে ঘটেছে? এই মাসীটি খুবই জোর দিয়ে বলেন যে একজন পুরুষ একজন মেয়ের কাছাকাছি এলেই মেয়েটিকে অসম্মান করা হয়। তিনি অনবরত এ বিষয় নিয়ে নির্দেশ দিয়ে থাকেন, সমস্ত পুরুষমানুষকে আমাদের কাছে শয়তান বলে বর্ণনা করে থাকেন যাদের কাছ থেকে আমাদের পালিয়ে বেড়ানোই উচিত।

নিকোল—এই হচ্ছে ঘটনাটির রহস্য।

ক্লেয়ঁত—আমাকে কোনরকম ধোঁকা দিচ্ছ না তো, ল্যুসিল?

কোভিয়েল—আমাকে বিন্দুমাত্রও প্রতারণা করছ না তো?

ল্যুসিল—এর থেকে সত্যি আর কিছু নেই।

নিকোল—ব্যাপারটি যা ঘটেছিল তা হচ্ছে ঠিক এ-ই।

কোভিয়েল—এটা কি আমরা মেনে নেব?

ক্লেয়ঁত—ল্যুসিল, দেখ তোমার মুখের একটি কথা দিয়ে আমার মনের অস্থিরতা শান্ত করতে পার, আর আমরা যাকে ভালবাসি তার কথা কত সহজে মেনে নিই!

কোভিয়েল—এই অদ্ভুত জীবগুলোর মিষ্টি কথায় কত সহজেই না আমরা ভুলে যাই!

তৃতীয় অঙ্ক

একাদশ দৃশ্য

মাদাম জুরদাঁ, ক্লেয়ঁত, ল্যুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

মাদাম জুরদ্যাঁ—ক্লেয়ঁত, তোমাকে দেখে বড় ভাল লাগছে আমার, আর তুমি ঠিক সময়েই এসে পড়েছ। আমার কর্তাটি আসছেন, তুমি চটপট সময় করে নিয়ে ল্যুসিলকে বিয়ে করার প্রস্তাব তার কাছে পেশ করে ফেলবে।

ক্লেয়ঁত—দেখুন, আপনার কথাগুলো আমার যে কী মিষ্টি লাগছে আর আমার মনের ইচ্ছাকেও যে কীরকম আশায় ভরে দিচ্ছে যে কী বলব! এর থেকেও বেশী মনোরম নির্দেশ, এর থেকেও বেশী দামী শুভেচ্ছা কি আমার পাওয়া সম্ভব?

দ্বিতীয় অঙ্ক

দ্বাদশ দৃশ্য

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, মাদাম জুরদ্যাঁ, ক্লেয়ঁত, ল্যুসিল, কোভিয়েল, নিকোল

ক্লেয়ঁত—স্যার, অনেকদিন যাবৎ আপনার কাছে একটা প্রার্থনা জানানোর কথা ভেবে আসছি যেটা অন্য কারো মারফৎই জানাতে চাই নি। এটা আমার এতই নিজস্ব একটি জিনিস যে আমি নিজেই তার ভার নিয়েছি, আর আমি সোজাসুজি আপনাকে বলছি, আপনার জামাতা হবার সম্মান একটি গৌরব করার মত অনুগ্রহ, সে অনুগ্রহটি আমাকে করার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখুন মশাই, আপনাকে জবাব দেবার আগে আপনি আমাকে বলুন, আপনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক কিনা।

ক্লেয়ঁত—স্যার, বেশির ভাগ মানুষই এ প্রশ্নের জবাব দিতে বিশেষ ইতস্তত করে না। বেপরোয়াভাবে এর উত্তর দেয়। এই নাম নিতেও কেউ ইতস্তত করে না, আর আজকালের দিনের ধারা ঐ নামচুরিটা অনুমোদনও করে বলেই মনে হয়। আপনার কাছে আমি কবুল করছি এ ব্যাপারে আমার নিজের মনোভাবটা একটু স্পর্শকাতর ধরনের। আমি মনে করি সমস্ত রকমের প্রতারণাই একজন সৎমানুষের অযোগ্য, আর ভগবান আমাদের পৃথিবীতে যেভাবে পাঠিয়েছেন সেটা চাপা দিয়ে রেখে নিজেকে লোকের কাছে ধার-করা খেতাবে তুলে ধরা, নিজে যা নয় সেভাবে নিজেকে জাহির করা—এটা কাপুরুষতা। আমি নিশ্চয়ই সম্মানিত পদগৌরব আছে এমন পিতামাতার সন্তান। দু'বছর সেনাবাহিনীতে কাজ করার গৌরব আমি অর্জন করেছি, আর বেশ ভাল মর্যাদা লাভ করার মত যথেষ্ট সম্পদও আমার আছে, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আমার অবস্থায় অনেকে যে পদবী দাবী করতে পারে বলে বিশ্বাস করে আমি সেরকম পদবীযুক্ত হতে একেবারেই চাই না। আমি খোলাখুলিভাবেই আপনাকে বলছি আমি মোটেই সম্ভ্রান্ত বংশের নই।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তাহলে তো নিষ্পত্তি হয়েই গেল, আমার মেয়ে আপনার জন্যে নয়।

ক্লেয়ঁত—কেন নয়, বলুন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনি কুলীন নন মোটেই ; আমার মেয়েকে আপনি পাবেন না।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তুমি 'কুলীন' 'কুলীন' দিয়ে কী বলতে চাইছ ? এই যে আমরা, আমরাই কি কোন সেণ্ট লুই-এর বংশধর নাকি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তুমি থাম তো, গিন্নী ; তুমি কোন্ দিকে কথাটাকে নিয়ে যেতে চাও আমি বুঝতে পারছি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমরা দু'জনেই কি বৈশ্যকুল থেকে আসি নি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এটা কি কটু-কাটব্য হচ্ছে না ?

মাদাম জুরদ্যাঁ—আর তোমার পিতাও ঠিক আমার বাবারও মত ব্যবসায়ী ছিলেন না কি ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই গিন্নীটাকে নিয়ে জ্বালাতন। ওরকম কথাবার্তা তার মুখে ঠোঁটে কোনদিন আটকায়নি ; তোমার বাবা যদি বণিক হয়ে থাকে, সেটা তো তার পক্ষে এক বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু আমার বাবা সম্পর্কে যারা ওকথা বলে তারা সব বে-আক্কেল। তোমাকে আমার শুধু এ-ই বলার আছে যে, আমি একজন সম্ভ্রান্ত জামাতা চাই।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমার মেয়ের জন্যে যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একজন মানানসই জামাতা। তার পক্ষে বরঞ্চ একজন হতচ্ছাড়া কুৎসিত সম্ভ্রান্ত লোক থেকে একজন পয়সাওয়ালা, দেখতে ভাল, সৎ লোক বেশী বাঞ্ছনীয়।

নিকোল—হক্ কথা। আমাদের গ্রামে একটি সদ্বংশের ছেলে আছে সে হচ্ছে আমার জানার মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিত, আর সব থেকে বুদ্ধু।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এই বাচাল মেয়ে, তুই থাম্ তো ! সবসময়ই কথাবার্তার মধ্যে ফর্‌ফর্ করিস কেন তুই ? আমার মেয়ের জন্যে আমার যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে, আমার দরকার শুধু পদমর্যাদার, আর আমি তাকে একটি মার্কুইস-গিন্নী করতে চাই।

মাদাম জুরদ্যাঁ—মার্কুইস-গিন্নী !

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, মার্কুইস-গিন্নী।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হায়, হায়, ও থেকে আমাকে রক্ষা কর, ভগবান !

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ও নিয়ে আমার মন ঠিক হয়ে গিয়েছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—ও ব্যাপারে আমি কিছুতেই রাজী হব না। নিজের থেকেও

উঁচু ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ করলে সবসময়ই নানা বিরক্তিকর অসুবিধের সৃষ্টি হয়। আমি একেবারেই চাই না আমার জামাতা আমার মেয়েকে তার বাবা-মা নিয়ে কথা শোনাক আর তার ছেলেমেয়েরা আমাকে 'দিদা' ডাকতে লজ্জা পাক। এমনটি যদি ঘটে যে সে এক সম্ভ্রান্ত মহিলার মত গাড়ী চড়ে পরিচারিকা সহচরী নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এল আর অন্যমনস্ক হয়ে পাড়ার কোন একজনকে নমস্কার বা সম্ভাষণ করল না, এর জন্যে একশ'টা অপমানকর টীকাটিপ্পনী করতে কেউ ভুলবে না। কেউ হয়ত বলবে—এই মাকু´ইস-গিন্নীকে দেখছ তো, কী গুমর হয়েছে? এ তো মঁসিয়ে জুরদাঁ্যার মেয়ে যে ছেলেবেলা আমাদের সঙ্গে 'গিন্নী-গিন্নী' খেলতে পারলে কত খুশি হোত; সে সবসময়ই ওরকম কিছু দেমাকি ছিল না। আর তার দাদুরা তো সেই সেণ্ট ইন্নোসেণ্ট নামের কবরখানার গেট-এর কাছেই কাপড-চোপড় বিক্রী করত। ওরা ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে রেখে যায়, যার জন্যে পরলোকে হয়ত ওদের বেশ হেনস্তা হতে হচ্ছে; সৎপথে থেকে কি আর কেউ কোনদিন এত বড়লোক হতে পারে?" এই ধরনের বক্‌বকানি আমি একদম্ শুনতে চাই না; সোজা কথায় এমন একটি পাত্র আমি চাই যে আমার কাছে আমার মেয়ের জন্যে কৃতজ্ঞ থাকবে, আর যাকে আমি বলতে পারব: 'এস, জামাতা, ওখানে বসে আমার সঙ্গে খাবে চল"।

মঁসিয়ে জুরদাঁ্যা—ওই একটা ইতর মনের চিন্তাভাবনা সবসময়ই নীচুতলায় ঘুর ঘুর করতে চায়। আমাকে আর কোন জবাব দেবে না। সমস্ত দুনিয়ার মুখে তুড়ি মেরে আমার মেয়ে মাকু´ইস গিন্নী হবেই, আর তুমি যদি আমাকে চটিয়ে দাও তাহলে তাকে আমি ডিউক-গিন্নী করে ছাড়ব।

মাদাম জুরদাঁ্যা—ক্লেয়ঁত, তুমি মনের জোর একদম হারাবে না। এস, মেয়ে, আমার পেছন পেছন এস। তোমার বাবাকে জোর দিয়ে বল—যদি একে তুমি না পাও, তুমি কাউকেই বিয়ে করতে চাও না।

তৃতীয় অঙ্ক

ত্রয়োদশ দৃশ্য

ক্লেয়ঁত, কোভিয়েল

কোভিয়েল—আপনার ঐ খুঁতখুঁতে মনোভাবটি নিয়ে ভাল এক ফ্যাসাদ বাধিয়ে বসেছেন।

ক্লেয়ঁত—তুই কী চাস? ও নিয়ে আমার একটু দ্বিধা-সঙ্কোচ আছে যেটা কোন নজিরই নস্যাৎ করতে পারবে না।

কোভিয়েল—ঐ ধরনের একটা লোকের সঙ্গে মোলাকাতেও ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে কি আপনি রঙ্গ করছেন? দেখছেন না লোকটা উন্মাদ? আর তার উদ্ভট কল্পনার সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে নাকি?

ক্লেয়ঁত—তুই ঠিক বলেছিস্। কিন্তু মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর জামাতা হবার জন্যে বংশ-মর্যাদার প্রমাণ দাখিল করতে হবে এ আমি ভাবিনি।

কোভিয়েল—আহাঃ হাঃ।

ক্লেয়ঁত—হাসছিস্ কেন?

কোভিয়েল—হাসছি এই লোকটিকে ধোঁকা দেবার জন্যে আর আপনার মতলব হাসিলের জন্যে একটা ফন্দি মাথায় এসেছে বলে।

ক্লেয়ঁত—কী সেটা?

কোভিয়েল—এই অল্পদিন হল মুখোশপরা যে একটি নাচের দল ঠিক এখানেই হাজির হয়েছে সেটা খুব ভাল হয়েছে। আমাদের এই মজার লোকটিকে নিয়ে যে রঙ্গকৌতুক করতে চাই তার মধ্যে এই মুখোশপরা অভিনয়ের দলটিকে ঢুকিয়ে দেব। এর সবটার মধ্যে তার হাস্যকর অবস্থাটার একটু গন্ধ থাকবে। কিন্তু ওকে নিয়ে সবরকম ঝুঁকিই নেওয়া চলে, কীভাবে কী করা হবে ও নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাবার কোন দরকারই নেই। লোকটি এমনই যে তার বিশেষ ভূমিকাটি সে বেশ ভালভাবেই অভিনয় করে যাবে। যে-সব গালগল্প তাকে বলার ফন্দি আঁটা হবে সে সহজেই তার মধ্যে ধরা দিয়ে ফেলবে। আমার

হাতে অভিনেতা আছে, একেবারে ফিট্‌ফাট্‌ তৈরী সব পোশাক আছে, আমাকে শুধু এটি করে ফেলতে দিন।

ক্লেয়ঁত—কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে বল তো…

কোভিয়েল—সব আপনাকে বলছি ; একটু সরে আসুন।

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্দশ দৃশ্য

ম'সিয়ে জুরদাঁ্যা, চাপরাসী

ম'সিয়ে জুরদাঁ্যা—কী জ্বালাতন হয়েছে বল্‌ দেখি? সম্রান্ত লোকদের নিয়ে আমাকে দোষারোপ করা ছাড়া এদের আর কোন কাজ নেই ; আর এই সম্রান্ত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করা থেকেও সুন্দর অন্য কোন কিছুই তো আমি দেখতে পাই না। এঁদের মধ্যে সম্মান আর ভদ্রতা ছাড়া আর অন্য কিছু নেই ; এরই জন্যে একজন কাউন্ট বা মারকুইস্‌ হয়ে জন্মানোর জন্যে দাম হিসেবে আমি আমার হাতের দু' দুটো আঙুলও খোয়াতে রাজী আছি।

চাপরাসী—স্যার, এই যে কাউন্ট সাহেব একজন মহিলার হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন।

ম'সিয়ে জুরদাঁ্যা—সেরে ফেলেছে, আমার তো কিছু ফরমাশ করার কাজ বাকী রয়ে গেছে। ওদের বল্‌, আমি এলাম বলে।

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চদশ দৃশ্য

দোরিম্যান্‌, দোর‍াঁত, চাপরাসী

চাপরাসী—স্যার বললেন কী যে তিনি এলেন বলে।

দোর‍াঁত—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

দোরিম্যান্‌—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, দোর‍াঁত ; তোমাকে এখানে (যে

বাড়ীতে কাউকে আমি চিনি না) আমাকে নিয়ে আসতে দিয়ে আমি আবার একটি অদ্ভুত কাজ করে ফেল্লাম।

দোর‍াঁত—হৈ চৈ এড়াবার জন্যে যখন আপনার নিজের বা আমার বাড়ীও আপনার পছন্দ নয়, তখন আপনার আমোদ-প্রমোদের জন্যে আমার ভালবাসা আপনাকে কোথায় নিয়ে যাক্ আপনি চান?

দোরিম্যান্—আমি যে রোজ রোজ তোমার ভালবাসার বড় বড় প্রমাণ মেনে নিতে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছি, কই সে কথা তো তুমি বলছ না। আমি বৃথাই সে সব থেকে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করি। তুমি আমার জারিজুরি ভেঙ্গে দাও, আর তোমার একটা ভদ্রতা-মেশানো জেদী ভাব আছে যা তোমার পছন্দ সব কিছুর মধ্যেই আমাকে অল্প অল্প করে টেনে নিয়ে আসছে। ঘন ঘন দেখা সাক্ষাৎ আরম্ভ হয়ে গেছে, এরপরই আসছে প্রস্তাব পেশ করা যা নিয়ে আসছে জানালার নীচে আবাহনী সঙ্গীত আর উপহারের মালা। এরপরও আছে নানা উপঢৌকন। এ সমস্তেরই বিরোধী আমি, তা তো তোমাকে একটুও নিরুদ্যম করছে না, আর এক পা দু' পা করে তুমি আমার সমস্ত সঙ্কল্পকে কাবু করে ফেলছ। আমি নিজে আর কোন কিছুর দায়দায়িত্ব নিতে পারছি না, আর আমার ধারণা শেষ পর্যন্ত বিয়ে করতে তুমি আমাকে বাধ্য করবে, যে কাজটি থেকে আমি নিজেকে এত দূর সরিয়ে রাখতে চাই।

দোর‍াঁত—সে কী কথা বলছেন আপনি, আপনার তো এর মধ্যেই বিয়ের গণ্ডির মধ্যে চলে আসা উচিত ছিল। আপনার স্বামী গত হয়েছেন আর আপনার নিজের ভার নিজেরই ওপর। আমি আমার নিজের কর্তা আর আপনাকে আমি নিজের জীবন থেকেও বেশি ভালবাসি। আজ থেকেই আপনি আমার সমস্ত আনন্দের কারণ হবেন—এতে বাধাটা কোথায়?

দোরিম্যান্—বলিহারি, দোর‍াঁত, একসঙ্গে সুখে বাস করতে হলে তো অনেক ভাল গুণ দু' পক্ষেরই থাকা দরকার। খুবই বুদ্ধি-বিবেচনা আছে এমন দু'জনের পক্ষেও সুখী হবার মত সম্মিলিত জীবন গড়ে তোলা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

দোর‍াঁত—শুনুন, এ ব্যাপারে এত মুশকিল আছে ধারণা করে আপনি মজা করছেন, আর আপনার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা থেকে অন্য সবার সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তই করা চলে না।

দোরিম্যান—সত্যিই এ ব্যাপারে সর্বদাই আমি ঘুরে ফিরে ঐ একই জায়গায়ই ফিরে আসি। আমার জন্যে তোমাকে আমি যে টাকা খরচ করতে দেখছি তা আমাকে দু'কারণে দুর্ভাবনায় ফেলে ; তার একটি হচ্ছে, এ খরচ আমার যতটা ইচ্ছে তার থেকে বেশি বেঁধে ফেলেছে আমাকে, আর অন্যটি হচ্ছে, তুমি কিছু মনে কোরো না, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে তুমি নিজেকে অসুবিধায় না ফেলে এ খরচ মোটেই করছ না। এটা আমি একদম চাই না।

দোর‍াঁত—মাদাম্, ওগুলো তো ধর্তব্যের মধ্যেই নয় ; আর ও দিয়ে নয় ··

দোরিম্যান—আমি যা বলছি জেনেই বলছি, আর অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যে হীরেটা নিতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ তার এত দাম···

দোর‍াঁত—দেখুন, মাদাম, আমার ভালবাসা যে জিনিসটিকে আপনার অযোগ্য মনে করে, দয়া করে তার দাম এতটা বাড়িয়ে বলবেন না, আর অনুমতি দিন···আরে এই তো বাড়ীর মালিক।

তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠদশ দৃশ্য

ম'সিয়ে জুরদাঁ, দোরিম্যান, দোর‍াঁত, চাপরাসী

ম'সিয়ে জুরদাঁ—(দুবার কুনিশ করে দোরিম্যান-এর খুব কাছে এসে গিয়েছে দেখে) দেখুন, একটু পেছনে সরে দাঁড়াবেন আপনি।

দোরিম্যান—ব্যাপারখানা কী ?

ম'সিয়ে জুরদাঁ—দয়া করে, এক পা পেছনে দাঁড়াবেন।

দোরিম্যান—কী হবে তাহলে ?

ম'সিয়ে জুরদাঁ—আমার তৃতীয় কুর্নিশের জন্যে অল্প একটু পেছনে সরে দাঁড়াবেন।

দোর‍াঁত—শুনুন, ম'সিয়ে জুরদাঁ কার কী সম্মান প্রাপ্য তা জানেন।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার উপস্থিতির অনুগ্রহ দিয়ে আমাকে যে সম্মানে সম্মানিত করবার দাক্ষিণ্যের বদান্যতা দেখিয়েছেন সে সৌভাগ্যে সুখী হবার ভাগ্য আমার পক্ষে খুবই গৌরবের জানবেন।

দোর াঁত—ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ, যথেষ্ট হয়েছে; মাদাম আবার বড় মাপের প্রশংসার কথা পছন্দ করেন না, আর তিনি জানেন আপনি একজন বিদগ্ধ লোক। (নিচু গলায় দোরিম্যানকে) দেখছেন তো তার সমস্ত চালচলনে এ হচ্ছে ভারী হাস্যকর এক পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী জাতের লোক।

দোরিম্যান— (ঐ রকম গলায়) দেখে তো খুব একটা গোলমেলে লোক বলে মনে হয় না।

দোর াঁত— (উঁচু গলায়)—দেখুন, ইনি হচ্ছেন আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমাকে আপনি বড়ই সম্মান দেখালেন।

দোর াঁত—খুবই কেতাদুরস্ত লোক।

দোরিম্যান—তার জন্যে খুবই শ্রদ্ধাবোধ হচ্ছে আমার।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখুন, এত অনুগ্রহ পাবার মত এখনও কিছুই করিনি আমি।

দোর াঁত—(ম"সিয়ে জুরদ্যাঁকে নিচুগলায়) দেখবেন, যে হীরেটা আপনি তাকে দিয়েছেন তা নিয়ে কোন কথা বলে ফেলবেন না যেন।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—(চাপা গলায় দোর াঁতকে) ওঁর ওটা কেমন লাগল শুধু তা-ও কি ওঁকে জিজ্ঞেস করতে পারব না?

দোর াঁত—(চাপা গলায় ম"সিয়ে জুরদ্যাঁকে) বলেন কী? ও নিয়ে খুব সাবধান। আপনার পক্ষে সেটা খুবই অভব্য ব্যবহার হবে। কেতাদুরস্ত লোকের মত হবার জন্যে আপনাকে দেখাতে হবে যেন উপহারটি আপনি তাঁকে দেননি। (উঁচু গলায়) শুনুন, ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ বলছেন তাঁর বাড়ীতে আপনাকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হয়েছেন তিনি।

দোরিম্যান—খুবই সম্মান দেখাচ্ছেন তিনি আমাকে।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—(চাপা গলায় দোর াঁতকে) ওঁর কাছে আমার কথা এভাবে বলাতে আপনার কাছে আমি কী যে কৃতজ্ঞ বলতে পারি না।

দোর াঁত—(চাপা গলায় ম"সিয়ে জুরদ্যাঁকে) ওঁকে এখানে আনতে ভীষণ বেগ পেতে হয়েছে আমাকে।

ম"সিয়ে জুরদ্যাঁ—এর জন্যে কী ধন্যবাদ আপনাকে দেব জানি না।

দোর্‌াঁত—শুনুন, ইনি বলছেন আপনাকে ইনি ছুনিয়ার সেরা সুন্দরী বলে মনে করেন।

দোরিম্যান—আমাকে বড়ই সৌজন্য দেখাচ্ছেন ইনি।

ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—তা কেন, অনুগ্রহ তো আপনি-ই দেখাচ্ছেন আর…

দোর্‌াঁত—এবার খাবার-দাবারের কথাটা একটু ভাবা যাক্।

চাপরাসী—(ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁকে) সবই তৈরী আছে, হুজুর।

দোর্‌াঁত—তাহলে চলুন টেবিলে বসে পড়ি আমরা। একজন কেউ গানবাজনাদারদের ডেকে আনুন এখানে।

(ছ'জন পাচক যারা খাবার তৈরি করেছে তারা সমবেত নাচ নাচতে লাগল…তারপর ওরা বিভিন্ন খাবার সাজানো আছে এমন একটি টেবিল নিয়ে এল)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দোর্‌াঁত, দোরিম্যান, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, দু'জন গায়ক ও একজন গায়িকা

দোরিম্যান—আরে এ কী, দোর্‌াঁত, এ তো এক দারুণ ভোজের ব্যবস্থা দেখছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনি ঠাট্টা করছেন। আমি চেয়েছিলাম যেন ওটা আপনাকে নিবেদন করার মত যোগ্য কিছু হয়।

সকলে টেবিলে এসে বসল

দোর্‌াঁত—দেখুন, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ ও ধরনে কথাটা বলে ঠিকই করেছেন। তিনি তাঁর বাড়ীতে আপনাকে এত সম্মান দেখিয়ে ঋণী করেছেন আমাকে ওঁর সঙ্গে আমি একমত যে খাবারের ব্যবস্থাটা আপনার উপযুক্ত হয়নি। ব্যবস্থাপনাটা যেহেতু আমিই করেছি আর এ ব্যাপারে আমাদের বন্ধু-বান্ধবদের বুদ্ধিপরামর্শ নেবার সুযোগও আমার ছিল না, ব্যবস্থাটি সুরুচিপূর্ণভাবে আপনি পাচ্ছেন না। এর মধ্যে সুরুচি-সম্মত খাবারের ও স্থূলরুচির খাবারের একটা বেমিল দেখতে পাবেন। 'দামি' এর সঙ্গে যুক্ত থাকলে সমস্ত জিনিসটাই নিয়মমাফিকভাবে হোত। সমস্ত ব্যাপারেই একটা মার্জিত-ভাব, একটা অভিজ্ঞতার ছাপ থাকত, আর আপনাকে যে খাবার সে পরিবেশন করত তার প্রত্যেকটি পদ নিয়ে সে নিজেই আপনার কাছে বাড়িয়ে বলতে ভুলতো না। আর খাবার তৈরীর ব্যাপারে তার অসাধারণ দক্ষতা নিয়ে আপনার স্বীকৃতি আদায় করে নিত। আপনাকে বলত বিশেষভাবে সেঁকা, বিশেষ আকৃতির সোনালী রঙের রুটির কথা যার সমস্ত ওপরের দিকটা এমন যে দাঁতে চাপলেই গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়; আর নরম নরম রসের বেশি কড়া নয় এমন মদের কথা, কারি পাতা দেওয়া ভেড়ার মাংসের টুকরোর কথা, বেশ বড় নদীর ধারে বড় করা হয়েছে এমন বাছুরের পেছনের দিকের মাংসের কথা, সাদা রঙের, সুস্বাদু, মুখে দিলে বাদামের লেই-এর মত মিলিয়ে যায়; আশ্চর্য সুগন্ধে ভরা তিত্তির জাতীয় পাখীর মাংসের কথা আর তার তৈরী খাবারের সব থেকে

ভাল নমুনা হিসেবে এক ধরনের স্যুপ যার মধ্যে দেওয়া আছে খুব ভাল করে সেদ্ধ পেঁয়াজ আর চিক্যারি-মেশানো কচি অথচ বেশ পুষ্ট টার্কির টুকরো টুকরো মাংস। আমার দিক থেকে আমার এই না-জানার ব্যাপারটা আমি স্বীকার করে নিচ্ছি, আর মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ যেমন ভারী সুন্দর করে বলেছেন, আপনাকে উপলক্ষ করে ব্যবস্থা করা এই ভোজটি আরও আপনার যোগ্য হোক আমি চেয়েছিলাম।

দোরিম্যান—আমি এই যে খাবার খেয়ে চলেছি তা' দিয়েই আপনাদের সৌজন্যের জবাব দিচ্ছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আহা, কী সুন্দর হাত দু'টি আপনার!

দোরিম্যান—হাত দু'টি আমার সাধারণ গোছেরই, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, তবে হীরেটি খুবই সুন্দর, এটার কথাই বলতে চাইছেন আপনি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আমি, মাদাম? হীরে নিয়ে কোন কথা বলা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন! তা বলা একজন সভ্যভব্য লোকের কাজই নয়, আর হীরেটিতো একটি খুবই তুচ্ছ জিনিস।

দোরিম্যান—আপনি বেশ খুঁতখুঁতে পছন্দের লোক।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বড়ই দয়াশীলা আপনি…

দোরাঁত—এই যে, একবারটি শুনুন, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে আর যারা পানাহারের সময়ের গান গেয়ে শোনাবেন—তাদের কিছু পানীয় পরিবেশন করুন তো।

দোরিম্যান—পানাহারের সময় এই গানের ব্যবস্থা তো ভারী সময়োপযোগী হয়েছে, ভারী সুন্দরভাবে আমি এখানে আপ্যায়িত হচ্ছি দেখছি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—মাদাম, এটা এমন কিছু নয়…

দোরাঁত—মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, এই গায়কদের খাতিরে চলুন আমরা কথাবার্তাটা একটু বন্ধ করি; কথা দিয়ে আমরা যা বলতে পারি তার থেকে অনেক দামী হবে যা এরা শোনাবে।

গায়করা এবং একজন গায়িকা পানপাত্র হাতে দু'টি পান-সময়োপযোগী গান গাইলেন, যন্ত্রসঙ্গীত এদের ঐক্যতান বাদন দিয়ে সহায়তা করে চলল

পানোৎসবের প্রথম গান

ফিলিস, ধর হাত, আবর্তন শুরু করি চল,
আহা, পানপাত্রহাতে তুমি অতি মনোরমা।

তুমি আর সুরা যেন দুই বন্ধু জোড়,
দু'জনার তরে মোর প্রেম জাগে ত্বরা :
সুরা, তুমি আমি মিলে এস করি পণ,
অন্তহীন হোক আকর্ষণ।

সুরাতে সিঞ্চিত তব মুখ মায়াময়,
সুরা তাকে করে ফেলে দীপ্তিতে মোহিনী!
উভে এরা ভরে দেয় মন বাসনায়,
তোমাতে সুরাতে মোর মন মত্ত হয় :
সুরা, তুমি আমি মিলে এস করি পণ,
অন্তহীন হোক আকর্ষণ।

পানোৎসবের দ্বিতীয় গান

পান কর, প্রিয় বন্ধু, পান করি চল।
কাল খেয়ে চলে দেখে জাগে মনে তৃষা ;
চল, জীবন নিঙারি নিই কাড়ি,
তার সব রস ফুল ফল।
বৈতরণী পারে চলে গেলে
সুরা ভালবাসা সব-ই যাবে ;
ত্বরা করে পান কর সুরা,
চিরদিন যাবে না এভাবে।

মুর্খ যারা তর্ক করে যাক্
জীবনের খাঁটি সুখ কোথা,
আমাদের দর্শনটা এই—
সব সুখ পান ভাণ্ডে হেথা।
ধন, জ্ঞান, সম্মান, গৌরব
চিন্তাকে তো করে না নিকাশ,
শুধু এই পান করে মোরা
পেতে পারি সুখের বিকাশ।

চলে এসো, ঢালো সুরা, বৎস, ঢালো ঢালো,
ঢেলে চলো, না বলি যদি : 'ঢের পান হোল'।

দোরিম্যান—আমার মনে হয় না কেউ এর চেয়েও ভাল গাইতে পারে। এ তো সত্যিই খুব সুন্দর।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—মাদাম, এখানে আমি এর চাইতেও সুন্দর কিছু দেখছি।

দোরিম্যান—আচ্ছা! আচ্ছা! ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ যে এতো কেতাদুরস্ত আমার ধারণাই ছিল না।

দোরাঁত—কী বলছেন, মাদাম, ম'সিয়ে জুরদ্যাঁকে আপনি কে বলে মনে করেছেন?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমি সত্যিই চাই, আমি যা বলি তার থেকেই তিনি আমাকে বুঝে নেবেন।

দোরিম্যান—শাবাশ!

দোরাঁত—ওকে আপনি চেনেন না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ওর যখন খুশি তখনই তিনি আমাকে চিনবেন।

দোরিম্যান—ওফ্, আমি চুপ করে গেলাম।

দোরাঁত—এমন লোক তিনি যার ঠোঁটে উত্তর তৈরীই থাকে। কিন্তু, দেখুন, আপনি লক্ষ করছেন না, যেসব খাবারে আপনি হাত ছোঁয়াচ্ছেন তিনি সে সবই তুলে নিয়ে খাচ্ছেন।

দোরিম্যান—ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ লোকটি খুবই মুগ্ধ করেছেন আমাকে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার মনকে যদি আমি মুগ্ধ করতে পারি তাহলে আমি হব * * *

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

মাদাম জুরদ্যাঁ, ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ, দোরিম্যান, দোরাঁত, পুরুষ গায়করা, গায়িকাটি, চাপরাসী

মাদাম জুরদ্যাঁ—ওহো! এখানে তো আসর বেশ সরগরম দেখছি; আর আমি বেশ ভাল বুঝতে পারছি, আমার জন্যে এখানে কেউ অপেক্ষা করে নেই। তাহলে, স্বামীপ্রবর, এই খাসা ব্যাপারটির জন্যেই আমার বোনের

বাড়ী রাত্রির খাবার খেতে আমাকে পাঠাতে তোমার এত তাড়া হয়েছিল? ঐ ওখানে এইমাত্র একটি নাটিকা দেখে এলাম, আর এখানে দেখছি একটি বিয়ের ভোজ। এই এভাবেই তুমি তোমার টাকা পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছ, আর এভাবেই আমি বাড়ী না থাকলে তুমি মহিলাদের ভোজে আপ্যায়িত করছ, আর আমাকে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়ে তাদের জন্যে গান আর মিলনাত্মক নাটক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করচ।

দোর াঁত—আপনি কী বলতে চাইছেন, মাদাম জুরদ্যাঁ? আর কীসব উদ্ভট কল্পনা আপনার মাথায় এ ধারণা ঢুকিয়েছে যে আপনার স্বামী তার টাকাপয়সা সব উড়িয়ে দিচ্ছেন আর তিনিই এঁর জন্যে এই আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করেছেন? আপনি দয়া করে জেনে রাখুন এ ব্যবস্থাটা করেছি আমি; তিনি শুধু তাঁর বাড়ীটা ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আপনি যা নিয়ে কথা বলছেন তা নিয়ে আরও একটু খুঁটিয়ে দেখে নেওয়া আপনার উচিত।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, বাচাল মেয়েছেলে কোথাকার, এই কাউণ্ট সাহেবই এ সমস্ত কিছু একে নিবেদন করেছেন, আর তিনি হচ্ছেন একজন গণ্যমান্য লোক। আমার বাড়ীটি ব্যবহার করে আর তার সঙ্গে আমিও থাকি এই ইচ্ছা করে, তিনি সম্মানিত করেছেন আমাকে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এগুলো হচ্ছে সব বাজে কথা। এ নিয়ে আমার যা বোঝার আমি বুঝে ফেলেছি।

দোর াঁত—মাদাম জুরদ্যাঁ, আরও ভাল চশমা দিয়ে দেখুন।

মাদাম জুরদ্যাঁ—চশমায় আমার দরকার নেই, মশাই। আমি যথেষ্ট পরিষ্কার দেখতে পাই। অনেকদিন ধরেই এ সবকিছু আঁচ করছি আমি, আমি কিছু বোকা জন্তু জানোয়ার নই। একজন সম্ভ্রান্ত লোক হয়ে আপনি আমার কর্তাটির বোকামির ব্যাপারে তাল দিয়ে খুবই খারাপ কাজ করেছেন। আর, শুনুন, আপনি একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হয়ে একটি বাড়ীতে ঝগড়াঝাঁটি বাধিয়ে দিয়ে আর আমার স্বামীকে আপনার দিকে আকৃষ্ট করে কোন ভাল বা সৎ কাজ করছেন না।

দোরিম্যান—এ সমস্ত কথার মানে কী? দেখ, দোর াঁত, আমাকে এই নির্বোধ

মহিলার অর্থহীন প্রলাপের মধ্যে টেনে এনে তুমি তামাশা করছ।

[তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন]

দোর্‌াঁত—মাদাম, মাদাম, শুনছেন, কোথায় চলে যাচ্ছেন আপনি ?

ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—মাদাম ! কাউন্ট সাহেব, আপনি ওঁর কাছে মাপ চেয়ে নিন্‌, তাকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা করুন। (মাদাম জুর্‌দ্যাঁকে) যেমন বে-আক্কেল তুমি, বেশ ভাল ঝামেলা বাধিয়েছ, সমস্ত লোকের সামনে অপদস্থ করার জন্যে এসে হাজির হয়েছ, আর আমার বাড়ী থেকে সম্ভ্রান্ত লোকদের তাড়িয়ে দিতে লেগেছ।

মাদাম জুর্‌দ্যাঁ—ওদের ওই আভিজাত্য সম্ভ্রম-এর থোড়াই পরোয়া করি আমি।

ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—তুমি হতচ্ছাড়ী যে ভোজটা পণ্ড করে দিলে এর খাবার ছুঁড়ে দিয়ে তোমার মাথাটা ফাটিয়ে দিতে কিসে আমাকে আটকাচ্ছে জানি না। [খাবারের টেবিল সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে]

মাদাম জুর্‌দ্যাঁ—(বাইরে যেতে যেতে) ওর কোন পরোয়াই করি না আমি। আমার ন্যায্য অধিকার আমি রক্ষা করতে চাই। সমস্ত মেয়েদের আমি আমার পক্ষে পাব।

ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—আমার রাগের হাত থেকে পালিয়ে গিয়ে ভালই করছ। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের ব্যাপার যে এই ইনি এসে হাজির হয়েছেন। ভারী সুন্দর সুন্দর কথা বলার মুডে ছিলাম আমি। এত মনের স্ফূর্তি কোনদিন হয়নি আমার। ওটা আবার কী ?

চতুর্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

কোভিয়েল ছদ্মবেশে, ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ, চাপরাসী

কোভিয়েল—স্যার, আমি জানি না, আমাকে আপনি চেনেন এ সৌভাগ্য আমার হবে কি না।

ম'সিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—না, মশাই।

কোভিয়েল—আপনি যখন এই এর থেকে বড় ছিলেন না, তখন থেকে আমি দেখে আসছি আপনাকে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমাকে ?

কোভিয়েল—হাঁ। একটি ভারী সুন্দর শিশু ছিলেন আপনি, আর সমস্ত মেয়েরা আপনাকে কোলে তুলে নিত আপনাকে চুমু খাওয়ার জন্যে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমাকে চুমু খাওয়ার জন্যে ?

কোভিয়েল—হাঁ। আমি আপনার স্বর্গত পিতার বিশেষ বন্ধু ছিলাম।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমার স্বর্গত পিতার ?

কোভিয়েল—হাঁ। বড় অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন তিনি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কী বললেন আপনি ?

কোভিয়েল—ভারী অভিজাত সৎ লোক ছিলেন তিনি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমার পিতা ?

কোভিয়েল—হাঁ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তাঁকে আপনি ভাল করে জানতেন ?

কোভিয়েল—নিশ্চয়ই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আর তাঁকে আপনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলে জানতেন ?

কোভিয়েল—অবশ্যই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তাহলে দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কিছুই জানি না আমি।

কোভিয়েল—তার মানে ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কিছু মূর্খ লোক আছে যারা আমাকে বলতে চায় তিনি একজন ব্যবসাদার ছিলেন।

কোভিয়েল—তিনি একজন ব্যবসাদার ছিলেন ! এটা কেবল অপবাদ রটানো। তিনি কখনই তা ছিলেন না। তিনি শুধু যা করতেন সেটা হচ্ছে এই—খুবই অমায়িক আর খুবই কাজের লোক ছিলেন বলে, আর বোনা কাপড়-চোপড তিনি খুব ভাল চিনতেন বলে, নানা জায়গায় তিনি সেগুলো পছন্দ বাছাই করতে যেতেন, সেগুলো নিজের বাড়ী নিয়ে আসতেন, আর টাকার বিনিময়ে সেগুলো তাঁর বন্ধুবান্ধবদের দিতেন।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়াতে বড় আনন্দিত হলাম আমি, বিশেষ করে এই প্রমাণ আপনি দেওয়াতে যে আমার বাবা একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন।

কোভিয়েল—আমি জনে জনে ওটা হলফ করে বলব।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমাকে বাধিত করবেন আপনি। কী কাজে আপনি এসেছেন?

কোভিয়েল—আপনার স্বর্গত পিতাকে জানার পর—আপনাকে আমি বলেছি তিনি ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত লোক—আমি সারা দুনিয়া ঘুরে বেড়িয়েছি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—সারা দুনিয়া!

কোভিয়েল—হাঁ।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ও সব তো খুব দূরের জায়গা বলে আমার ধারণা!

কোভিয়েল -সে তো বটেই। এই সবে মাত্র দিন চার হোল ঐ দূরপাল্লার ঘোরাঘুরি থেকে আমি ফিরে এসেছি। আপনার সম্পর্কে সব ব্যাপারেই আমার যে আগ্রহ আছে তা থেকেই আপনাকে আমি একটি ভারী সুখবর দিতে এসেছি।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কী সেটা?

কোভিয়েল—তুরস্কের সুলতানের ছেলে এখানে এসেছেন সে খবর আপনি রাখেন?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—আমি? কই, না তো।

কোভিয়েল—সে কি! অনুচরদের নিয়ে সত্যিই একটি জমকালো দল তাঁর সঙ্গে আছে; প্রতিটি লোক তাঁকে দেখতে যাচ্ছে, আর তাঁকে একজন মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত লোকের মত অভ্যর্থনা করে নেওয়া হয়েছে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—বলেন কি, আমি তো একথা জানতুমই না।

কোভিয়েল—আপনার দিক থেকে সব চেয়ে লাভজনক ব্যাপারটি হচ্ছে এই—আপনার মেয়েতে তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তুরস্কের সুলতানের ছেলে?

কোভিয়েল—হাঁ, আর তিনি আপনার জামাতা হতে চান।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তুরস্কের সুলতানের ছেলে জামাতা হতে চান আমার?

কোভিয়েল—তুরস্কের সুলতানের ছেলে আপনার জামাতা হতে চান। আমি যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তাঁর ভাষাটা আমি খুব ভাল জানি বলে তিনি আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, আর অন্য পাঁচটা কথার পর তিনি আমাকে বললেন—"অক্কিয়াম ক্রক সোলের উচ্

আল্লা মুস্তাফা গিদেলাম আমানাহেম ভারাহিনি উসেরে কারবুলাথ”—
যার মানে হচ্ছে—“আপনি কি একজন সুন্দর তরুণীকে দেখেননি যে
কিনা প্যারিসের সম্ভ্রান্ত মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মেয়ে” ?

নংে জুরদ্যাঁ—তুরস্কের সুলতানের ছেলে আপনাকে আমার সম্পর্কে এ কথা
বল্লেন ?

কোভিয়েল—হাঁ। তাঁকে যখন আমি বল্লাম আপনাকে আমি বিশেষভাবে জানি
আর আপনার মেয়েকে আমি দেখেছি, তিনি বল্লেন—“আঃ, মারাবাবা
সাহেম” অর্থাৎ “আঃ, তার প্রতি আমি বড় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি”।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—‘মারাবাবা সাহেম’—এর অর্থঃ ‘আঃ, তার প্রতি আমি বড়
আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি’ ?

কোভিয়েল—হাঁ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—কী বলব, ও কথাটা আমাকে বলে আপনি ভালই করলেন, কারণ
আমি নিজে কখনই বিশ্বাস করতাম না যে এই ‘মারাবাবা সাহেম’-এর
অর্থ—‘আঃ। তাঁর প্রতি আমি বড় আকৃষ্ট হয়ে পড়েছি’। এই তুর্কী
তো একেবারে একটি বিস্ময়কর ভাষা!

কোভিয়েল—কী যে বিস্ময়কর তা একেবারে লোকের ধারণার বাইরে। আচ্ছা,
‘কাকারাকামুষেন’ কথাটার মানে আপনি জানেন ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—‘কাকারাকামুষেন’ ? না তো।

কোভিয়েল—ওর মানে হচ্ছেঃ ‘প্রিয় পরাণ মোর’।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—‘কাকারাকামুষেন’-এর অর্থঃ ‘প্রিয় পরাণ মোর’ ?

কোভিয়েল—হাঁ।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এ তো এক তাজ্জব ব্যাপার! ‘কাকারাকামুষেন’—প্রিয় পরাণ
মোর; কেউ কি একথা বলতে পারত ? এ তো আমাকে তাক্ লাগিয়ে
দিয়েছে।

কোভিয়েল—তো এবার এই দূতের কাজের শেষ কথাটি জানাই; তিনি আপনার
মেয়ের পাণিপ্রার্থনা করতে আসছেন, আর তাঁর মর্যাদার উপযুক্ত
একজন শ্বশুর পাবার জন্যে তিনি আপনাকে ‘মামামুষি’ করতে চান,
যেটা হচ্ছে তাঁর দেশের এক ভারী বড় সম্মান।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—‘মামামুষি’ ?

কোভিয়েল—হাঁ, 'মামামুষি'। আমাদের ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে 'পালাদিন'। 'পালাদিন' হচ্ছে পুরনো দিনের সব লোক…মোট কথা, 'পালাদিন'; এর থেকেও বেশী সম্ভ্রান্ত আর কিছু পৃথিবীতে নেই; আর আপনি পৃথিবীর সব থেকে সম্ভ্রান্তদের সঙ্গে এক সারির লোক হয়ে যাবেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তুরস্কের সুলতানের ছেলে আমাকে বড়ই সম্মান দেখাচ্ছেন; আপনাকে অনুরোধ করছি, আমাকে আপনি তাঁর বাড়ী নিয়ে চলুন তাঁকে এর জন্যে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাতে।

কোভিয়েল—সে কি কথা! তিনিই তো এখানে আসছেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তিনি আসছেন এখানে?

কোভিয়েল—হাঁ, আপনাকে সম্মানিত পদে নেবার অনুষ্ঠানের জন্যে সমস্ত জিনিস-পত্র নিয়েই আসছেন তিনি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—ব্যাপারটি তো খুব চটপট হয়ে যাচ্ছে।

কোভিয়েল—তাঁর ভালবাসা কোন দেরি সহ্য করতে পারছে না।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এ ব্যাপারে সব থেকে বেশী যা আমাকে মুস্কিলে ফেলেছে তা হল এই যে, আমার মেয়েটি একগুঁয়ে ধরনের, তার মাথায় ক্লেয়ঁত নামের কোন একজনকে ঢুকিয়ে রেখেছে, আর তাকে ছাড়া অন্য কাউকে বিয়ে করবে না এ প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে।

কোভিয়েল—তুরস্কের সুলতানের ছেলেকে যখন সে দেখবে তখন তার মত সে বদলাবে। আর তাছাড়া একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটে যাবে এখানে; সেটা হচ্ছে এই, তুরস্কের সুলতানের ছেলে দেখতে প্রায় অবিকল ক্লেয়ঁতের মত। এইমাত্র তাঁকে আমি দেখেছি, একজন তাঁকে দেখিয়ে দিল; আর আপনার মেয়ের এদের একজনের জন্যে যে ভালবাসা আছে সেটা অন্যজনের বেলায় সহজেই হয়ে যেতে পারবে, আর…তাঁর আসার শব্দ শুনতে পাচ্ছি আমি। এই তো তিনি।

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

তুর্কীর বেশে ক্লেয়ঁত, তিনজন বালকভৃত্য তাঁর পোশাক বয়ে আনছে,
মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, ছদ্মবেশে কোভিয়েল

ক্লেয়ঁত—'আমবুলাহিম ওকী বোরাফ্, জর্দিনা, সালামালেকী'।

কোভিয়েল—এর মানে হচ্ছে: 'মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, আপনার হৃদয়টি সারা বছর ধরে যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ একটি গোলাপকুঞ্জের মত হয়'। ঐ দেশগুলোতে এ ধরনে ভদ্রভাবে কথা বলাই দস্তুর।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—মহামহিম তুর্কীর অতি অধম দাস আমি।

কোভিয়েল—'কারিগার কামবোতো উস্তিন্ মোরাফ'।

ক্লেয়ঁত—'উসতিন্ ইয়োক কাতামালেকি বাসুম বাসে আল্লা মোরান্'।

কোভিয়েল—ইনি বলছেন, 'ভগবান যেন আপনাকে সিংহের বিক্রম ও সাপের সন্তর্পণতা দেন'।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—মহামহিম তুর্কী আমাকে বড়ই সম্মানিত করছেন, তাঁর সবরকমের সমৃদ্ধি হোক—এই কামনা করি।

কোভিয়েল—'ওসা বিনামেন সাদোক বাবালী ওরাকাফ উরাম'।

ক্লয়ঁত—'বেল-মেন'।

কোভিয়েল—ইনি বলছেন, অনুষ্ঠানটির জন্য আপনাকে তৈরি হতে আপনি যেন একটু তাড়াতাড় তাঁর সঙ্গে যান, যাতে তারপরই আপনার মেয়েকে দেখে বিয়ের ব্যবস্থাদি পাকাপাকি হয়ে যায়।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দুটো শব্দে এত কথা?

কোভিয়েল—হাঁ, তুর্কী ভাষাটাই ও ধরনের, খুব কম কথায় অনেক কিছু বলা যায়। ইনি যেখানে চাইছেন দেরি না করে চলে যান সেখানে।

চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

দোরাঁত, কোভিয়েল

কোভিয়েল—হাঃ হাঃ হাঃ। বাব্বাঃ, ভারী মজার ব্যাপারই বটে। কী ঠকেছে লোকটা! তার পার্টটা মুখস্থ করে ফেললেও এর থেকে ভাল এ্যাকটিং করতে সে পারত না। স্যার, আপনাকে অনুরোধ করছি, এই যে ব্যাপারটি চলছে এতে একটু সাহায্য করুন আমাদের।

দোরাঁত—আরে ব্বাস্, কোভিয়েল, কে তোমাকে চিনে ফেলতে পারত? কী ছদ্মবেশটাই না তুমি নিয়েছ!

কোভিয়েল—দেখছেন তো। হাঃ! হাঃ!

দোরাঁত—কী নিয়ে হাসছ?

কোভিয়েল—মঁসিয়ে জুর্দ্যাকে তাঁর মেয়েকে আমার মনিবের হাতে তুলে দেবার ব্যাপারে যে ফন্দি এঁটেছি আমরা, তা বের করতে চ্যালেঞ্জ জানাই আপনাকে।

দোরাঁত—ফন্দিটি আমি মোটেই বের করে ফেলতে যাচ্ছি না, তবে এতে যখন তুমি হাত লাগিয়েছ, ফল না ফলে যায় না।

কোভিয়েল—আমি জানি, স্যার, এ অধমকে ভাল করেই চেনেন আপনি।

দোরাঁত—এবার বল ব্যাপারটি কী।

কোভিয়েল—যাদের আসতে দেখছি, জায়গাটা তাদের ছেড়ে দিয়ে কষ্ট করে কিছুটা দূরে চলুন। কাহিনীটির কিছুটা দেখতেই পাচ্ছেন আপনি, বাকীটা বলছি।

ব্যবসাদার ব্যক্তিটিকে সম্ভ্রান্ত শ্রেণীতে তোলার জন্যে নাচ ও গানের ভেতর দিয়ে তুর্কী অনুষ্ঠান:

বারজন তুর্কী ও চারজন দরবেশের সঙ্গে মুফ্‌তি মিনতি করে মহম্মদকে আবাহন করলেন, এরপর তার কাছে তুর্কী পোশাকপরা ব্যবসাদার ব্যক্তিটিকে আনা হল, পাগড়ী আর বাঁকা তলোয়ারবিহীন ঐ ব্যক্তিটিকে উদ্দেশ করে মুফ্‌তি সুর করে এই কথাগুলো বল্লেন:

সে ভে সাবির, ভি রেস্পনদির ; (জানলে তুমি জবাব দাও ;)
সে নন্ সাবির, তাজির, তাজির। (না জানলে চুপ করে রও।)
মি স্তার মুফ্‌তি, তি কী স্তার তি ? (আমি মুফ্‌তি তুমি কে ?
নন্ ইন্তেন্দির তাজির, তাজির। (বুঝছ না তো চুপ করে রও)

এই ভাষায়ই মুফ্‌তি তাঁর তুর্কী সহযোগীদের জিজ্ঞেস করলেন, এই ব্যক্তিটি কোন্ ধর্মাবলম্বী, আর তারা তাঁকে আশ্বস্ত করে বলল, এই ব্যক্তিটি মুসলমান।

মুফ্‌তি দুর্বোধ্য ভাষায় মহম্মদকে আবাহন করল আর নিচের কথাগুলো সুর করে বলল :

মুফ্‌তি

মাহামেত্তা পের জুর্দিনা
মি প্রেগার সেরা এ মাতিনা
ভোলের ফার উন পালাদিনা
দে জুরদিনা, দে জুরদিনা,
কন্ গালেরা এ ব্রিগান্তিনা
পের দেফ্‌ফেন্দের পালেস্তিনা
মাহামেত্তা,···
(মহম্মদ, জুরদ্যাকে পালাদিন করতে চাই,
সকাল সন্ধ্যা তাই
প্রার্থনা আমার,
প্যালেসটাইন রক্ষায়,
তাঁকে দাও পাগড়ী, জাহাজ, সমরসম্ভার
আর দাও তলোয়ার
মহম্মদ······)

মুফ্‌তি তুর্কীদের জিজ্ঞেস করল ব্যবসাদার লোকটি 'ইস্লাম ধর্মে নিষ্ঠাবান হবেন কিনা, আর গান গেয়ে ওদের এই কথাগুলো বললেন :

স্তার বন তুর্কী জুরদিনা ? (নিষ্ঠাবান তুর্কী হচ্ছে তো জুরদ্যা ?)

তুর্কীরা

হি ভাল্লা।

(আল্লার নামে শপথ করে বলছি, হাঁ)

মুফ্‌তি নেচে নেচে এই কথাগুলো গাইলেন—

হু লা বা, বা লা চু, বা লা বা, বা লা দা

তুর্কীরা এই কথাগুলো বলেই উত্তর দিল।

মুফ্‌তি ব্যবসাদার লোকটিকে পাগড়ীদানের প্রস্তাব করলেন আর এই কথাগুলো গান করে বললেন :

মুফ্‌তি

তি নন্‌ স্তার ফুরবা ?

(প্রতারক বনছ না তো তুমি ?)

তুর্কীরা

নো, নো, নো।

(না, না, না)

মুফ্‌তি

নন স্তার ফুরফানতা ?

(বদমাশ্‌ বনছ না তো তুমি ?)

তুর্কীরা

নো, নো, নো।

(না, না, না)

মুফ্‌তি

দোনার তুরবান্‌তা দোনার তুরবান্‌তা

(দাও পাগড়ী, দাও, পাগড়ী দাও)

ব্যবসাদার লোকটিকে পাগড়ী দেওয়া উপলক্ষে মুফ্‌তি যা যা বলেছেন তুর্কীরা সমস্তই আবৃত্তি করল। মুফ্‌তি ও দরবেশরা অনুষ্ঠানের উপযুক্ত পাগড়ী পরলেন, মুফ্‌তির হাতে কোরাণ গ্রন্থটি দেওয়া হল, মুফ্‌তি সমস্ত সহযোগী তুর্কীদের নিয়ে দ্বিতীয়বার আবাহন করলেন। আবাহনের পর তিনি ব্যবসাদার লোকটিকে তলোয়ার দিলেন আর এই কথাগুলো গান করে বললেন :

মুফ্‌তি

তি স্তার নবিলে, এ নন্‌ স্তার ফারবোলা

পিল্লিয়ার স্কিয়াব্বোলা।

(সদাশয় হচ্ছ তুমি, এ তো গল্প নয়, লও তলোয়ার)

তুর্কীরা এই কথাগুলো আবৃত্তি করল, সকলেই তলোয়ার হাতে নিল, তাদের

ছ'জন ব্যবসাদার লোকটির চারদিকে নাচল আর তাকে তলোয়ার দিয়ে অনেকবার খোঁচা দেবার ভান করল।

মুফ্‌তি তুর্কীদের আদেশ করলেন ব্যবসাদারকে লাঠিপেটা করতে আর নিচের কথাগুলো গান করে বললেন :

দারা দারা,
বাস্‌তোনারা বাস্‌তোনারা
(দাও, বাড়ি দাও লাঠির, বাড়ি দাও)

তুর্কীরা এই কথাগুলো আবৃত্তি করল আর ব্যবসাদারকে গানের ছন্দে ছন্দে লাঠি দিয়ে বার বার বাড়ি মারল। পেটানো হলে মুফ্‌তি গান গেয়ে তাকে বললেন :

নন তেনের অন্‌তা
কোয়েস্তা স্তার উলতিমা আফ্রনতা।
(এতে তুমি কোন লজ্জা পেয়ো না,
এটি হচ্ছে সব শেষের তাড়না।)

তুর্কীরা এই কথাগুলোই আবৃত্তি করল। মুফ্‌তি একটি আবাহন শুরু করলেন আর অনুষ্ঠানটির পর সমস্ত তুর্কীদের সঙ্গে নেচে নেচে আর অনেক বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গান করতে করতে নেপথ্যে চলে গেলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাদাম জুরদ্যাঁ, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ

মাদাম জুরদ্যাঁ—হায় ভগবান! এর নাম কী? কী চেহারা! তুমি কি মুখোশ পরা রপ্ত করছ নাকি, আর মুখোশ পরার বয়েসই নাকি এটা? ব্যাপার-খানা কী বল দেখি? কে তোমাকে এ সাজ পরিয়েছে?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখ, এই বে-আক্কেল মেয়েলোকটি একজন 'মামামুশি'-র সঙ্গে কী ধরনের কথা বলছে, দেখ!

মাদাম জুরদ্যাঁ—তো কী হয়েছে?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, এখন আমাকে শ্রদ্ধাসম্মান দেখাতেই হবে ; এইমাত্র ওরা আমাকে 'মামামুষি' করেছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমার ঐ 'মামামুষি' দিয়ে কী বলতে চাইছ তুমি ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তোমাকে তো বলছি-'মামামুষি'। আমি 'মামামুষি' হয়েছি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—ওটা আবার কোন জানোয়ার ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'মামামুষি'-আমাদের ভাষায় এর অর্থ হচ্ছে, 'পালাদিন'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—বালাডিন ! তোমার কি ব্যালে নাচ নাচবার বয়েস আর আছে নাকি ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—কী মূর্খ রে বাবা ! আমি বলছি 'পালাদিন'। এ এমন একটা সম্মান যার জন্যে এইমাত্র আমাকে নিয়ে এক অনুষ্ঠান করা হয়েছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—কী অনুষ্ঠান আবার ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'মাহামেতা পের জরদিনা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এটা দিয়ে কী বলা হল ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'জরদিনা' মানে 'জুরদ্যাঁ'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—বেশ, 'জুরদ্যাঁ' তো কী ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'ভোলের ফার উন পালাদিনা দে জরদিনা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এর মানে ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'দার তুরবান্‌তা কন গালেরা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এর অর্থ ই বা কী ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'পের দেফ্‌ফেনদের পালেস্‌তিনা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তা তুমি কী বলতে চাইছ ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'দারা, দারা, বাসতোনারা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এই কিচির মিচিরেরই বা অর্থ কী ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'নন্ তেনের অন্‌তা, কোয়েস্তা স্তার ল্যুল্‌তিমা আফ্রন্‌তা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—এ সবেতে তাহলে দাঁড়াচ্ছে কী ?

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—'হু লা বা, বা লা হু, বা লা বা, বা লা দা'।

মাদাম জুরদ্যাঁ—হায় ! হায় ! ভগবান, আমার স্বামী পাগল হয়ে গেছে।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—(বেরিয়ে যেতে যেতে) চুপ, বেয়াদব ! 'মামামুষি' মহোদয়কে কিছু সম্মান তো দেখাও।

মাদাম জুরদ্যাঁ—কোথায় সে তার মন মেজাজ হারিয়ে ফেলল ? ছুটে গিয়ে তাকে বেরিয়ে চলে যেতে বাধা দিই গে যাই। ওঃ, আমাদের বিষয় আশয়ের দিক থেকে এটাই বুঝি বাকী ছিল। চারদিকে অশান্তি ছাড়া আর কিছুই দেখছি না আমি।

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

দোরাঁত, দোরিম্যান

দোরাঁত—বিশ্বাস করুন আপনি, খুব সম্ভব সব থেকে হাসির একটি ব্যাপার আপনি দেখবেন ; আমার মনে হয় না ঐ লোকটির মত আর একটিও উন্মাদ সারা দুনিয়ায় পাওয়া যাবে। তাছাড়া ক্লেয়ঁতের অনুরাগের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করাও আমাদের উচিত আর তার ছদ্মবেশের ব্যাপারটির পেছনে খুঁটি হয়ে দাঁড়াবার। সে একটি ভারী সুন্দর ফ্যাশনদুরস্ত তরুণ, আর তাকে নিয়ে লোকের আগ্রহ থাকবে এ দাবী সে করতে পারে।

দোরিম্যান—এর খুব দাম দিই আমি, আর সুখ সৌভাগ্য পাবার যোগ্য সে।

দোরাঁত—তা ছাড়া এখানে একটি দলীয় নাচের ব্যবস্থাও আছে শুনছি যেটা দেখা বাদ দেওয়া আমাদের উচিত নয়। আমার পরিকল্পনাটা সফল হয় কিনা সেটাও তো দেখা দরকার।

দোরিম্যান—ওখানে বিরাট ভোজের তোড়জোড় দেখেছি আমি ; ওসব জিনিস আমার আর ভাল লাগে না, দোরাঁত। তোমার অঢেল খরচে আমি সত্যিই বাধা দিতে চাই ; আমার জন্যে তোমাকে যে অনবরত টাকা খরচ করে যেতে আমি দেখছি তার স্রোত বন্ধ করার জন্যে শিগ্‌গিরই তোমাকে আমি বিয়ে করে ফেলব ঠিক করেছি। এ সমস্ত কিছুর আসল রহস্য ওটাই, আর তুমি জান এ সমস্ত কিছু বিয়েতে গিয়েই শেষ হয়।

দোর্‌াঁত—দেখুন, আমার জন্যে আপনি এমন একটি মিষ্টি সঙ্কল্প করতে পেরেছেন—এ-ও কি সম্ভব ?

দোরিম্যান—সেটা শুধু তোমাকে সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে; আমি বেশ পরিষ্কার দেখছি, তা না করলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তোমার আর একটি পয়সাও থাকবে না।

দোর্‌াঁত—আমার টাকা-পয়সা বাঁচাতে আপনার এই চেষ্টা-যত্নের জন্যে আমি যে কী বাধিত বলতে পারি না। ঠিক আমার মনেরই মত ঐ টাকা পয়সাও পুরোপুরি আপনারই, আর এদের যেমন আপনার ইচ্ছা তেমন-ই কাজে লাগাবেন।

দোরিম্যান—কাজে আমি দু'টোই লাগাব। কিন্তু এই যে তোমার সেই লোক। বাহারের চেহারা বটে।

পঞ্চম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

দোর্‌াঁত, মঁসিয়ে জুর্‌দ্যাঁ, দোরিম্যান,

দোর্‌াঁত—দেখুন, ইনি আর আমি, আমরা দু'জনেই এসেছি আপনার নতুন লাভের জন্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাতে, আর তুরস্কের সুলতানের ছেলের সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন, তার জন্যে আপনার সঙ্গে একত্র হয়ে আনন্দ করতে।

মঁসিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—(তুর্কীদের কায়দায় অভিবাদন করে) স্যার, আমি আপনার সাপের বিক্রম আর সিংহের সন্তর্পণ বুদ্ধি হোক কামনা করি।

দোরিম্যান—শুনুন, আপ'নি যে সম্মানের উঁচু ধাপে উঠেছেন তার জন্যে অভিনন্দন জানাতে প্রথম দলের লোকদের মধ্যে হতে পেরে বড় ভাল লাগছে আমার।

মঁসিয়ে জুর্‌দ্যাঁ—দেখুন, আমি কামনা করি আপনার গোলাপকুঞ্জ যেন সারা বছর ধরে প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ হয়। আমি যে সম্মানের অধিকারী হয়েছি আপনারা তার অংশীদার হওয়াতে আপনাদের কাছে আমি বড়ই বাধিত রইলুম, আর আপনারা আমার এখানে আবার আসাতে আমার স্ত্রীর

বাড়াবাড়ির জন্যে আপনাদের কাছে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ পেয়ে বড় আনন্দ পেলুম।

দোরিম্যান—ও কিছু নয়, আপনার স্ত্রীর মনে ঐ ধরনের ক্ষোভ আমি ক্ষমা করছি। তাঁর কাছে আপনার মনটি একটি খুব দামী জিনিস হয়ে থাকবে; এটা অস্বাভাবিক কিছু নয় যে আপনার মত একজন লোকের ওপর অধিকার নিয়ে তাঁকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

ম"সিয়ে জুর্দ্যাঁ—আমার মনের ওপর অধিকারের ব্যাপারটি পুরোপুরি আপনার দখলে চলে গেছে।

দোর"াত—আপনি লক্ষ করছেন, ম"সিয়ে জুর্দ্যাঁ লোকটি ওরকম নন যাদের সৌভাগ্য অন্ধ করে ফেলে। তিনি তার গৌরবের মুহূর্তেও নিজের বন্ধুদের চিনে থাকেন।

দোরিম্যান—এটা সত্যিই একটি খাঁটি উদার মনের পরিচয়।

দোর"াত—মহামহিম তুর্কী এখন তাহলে কোথায়? আপনাদের বন্ধু হিসেবে তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানাতে খুবই উৎসুক আমরা।

ম"সিয়ে জুর্দ্যাঁ—ঐ তো তিনি আসছেন, আমি আমার মেয়েকে ডেকে আনতে পাঠিয়েছি তাঁর হাতে তাকে তুলে দেবার জন্যে।

পঞ্চম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

ক্লেয়"ত, কোভিয়েল, ম"সিয়ে জুর্দ্যাঁ, অন্যরা

দোর"াত—স্যার, আপনার শ্বশুরমশায়ের বন্ধু হিসেবে মহামহিম আপনাকে আমাদের অতি বিনীত সেবার আশ্বাস দিতে আমরা এলাম।

ম"সিয়ে জুর্দ্যাঁ—দোভাষীটা কোথায় গেল, আপনি কে, সে কথা জানাতে, আর আপনি যা বলবেন তা মহামহিমকে বুঝিয়ে বলার জন্যে? আর তিনি তো তুর্কী ভাষাটা অদ্ভুত সুন্দর বলেন। কই, কোথায় গেল সে ব্যাটা? (ক্লেয়"তকে) 'স্ত্রুফ্, স্ত্রিফ্, স্ত্রফ্, স্ত্রাফ্'। ইনি একজন ভারী সম্ভ্রান্ত লোক, ভারী সম্ভ্রান্ত লোক, ভারী সম্ভ্রান্ত লোক, আর উনি

একজন ভারী সম্ভ্রান্ত মহিলা, ভারী সম্ভ্রান্ত মহিলা। এই যে ইনি হচ্ছেন একজন ফরাসী 'মামামুষি' মহোদয় আর উনি একজন ফরাসী 'মামামুষি' মহোদয়া। এর থেকেও পরিষ্কার করে কিছু তো আমি বলতে পারছি না। বাঃ এই তো দোভাষীটি এসে গেছেন। কোথায় ডুব মারেন আপনি? আপনাকে ছাড়া তো কোন কথাই আমরা বলতে পারি না; ওঁকে একটু বলুন, এঁরা দুজন খুবই গণ্যমান্য লোক, আমার বন্ধু হিসেবে এসেছেন তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে আর তাঁকে এঁদের আনুগত্য জানাতে। আপনারা দেখবেন, কীভাবে ইনি এর জবাব দেন।

কোভিয়েল—'আলাবালা ক্রোসিয়াম আক্‌সি বোরাম আলাবামেন।'

ক্লেয়ঁত—'কাতালেকি তুবাল উরিন সোতের আমালুসান।'

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—দেখলেন তো?

কোভিয়েল—ইনি বলছেন, ঐশ্বর্যের ধারা যেন আপনাদের পরিবার-বাগিচা সদা-সর্বদা আপ্লুত রাখে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আমি তো আগেই আপনাদের পরিষ্কারই বলেছি যে ইনি তুর্কী ভাষায় কথা বলেন!

দোরাঁত—এ তো ভারী চমৎকার।

পঞ্চম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

ল্যুসিল, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, দোরাঁত, দোরিম্যান ও অন্যরা

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—এসো, মেয়ে, কাছে এসো, এসে এ মহোদয়কে তোমার হাতটি তুলে দাও। ইনি তোমাকে বিয়ে করার প্রস্তাব করে সম্মানিত করেছেন তোমাকে।

লুসিল—সে কী! আপনি এ কী করছেন, বাবা? আপনি কি কোন হাসির নাটকে অভিনয় করছেন নাকি?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—না, না, এটা মোটেই কোন হাসির নাটক নয়; এটা খুবই

গুরুতর একটি ব্যাপার, আর এর থেকেও বেশি সম্মানের কোন কিছু তোমার জন্যে চাওয়া যায় না। আমি তোমাকে এই স্বামী দিচ্ছি!

ল্যুসিল—আমাকে, বাবা?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ, তোমাকে। এসো, এঁর হাত ধর, আর তোমার সৌভাগ্যের জন্যে ভগবানকে ধন্যবাদ দাও।

ল্যুসিল—বিয়ে করতে একেবারে চাই না আমি।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তোমার বাবা আমি, আমি সেটা চাই।

ল্যুসিল—আমি এর কিছুই করব না।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আঃ! কী ঝামেলা! এসো, বলছি তোমাকে। দেখি, তোমার হাত দাও ওখানে।

ল্যুসিল—না, না, বাবা, আপনাকে বলছি আমি, এমন কোন শক্তি নেই যা ক্লেয়ঁতকে ছাড়া অন্য কাউকে স্বামী হিসেবে নিতে আমাকে বাধ্য করতে পারে। এর থেকে বরঞ্চ সবরকম কষ্ট স্বীকার করতে মন বেঁধে ফেলব। (ক্লেয়ঁতকে চিনতে পেরে) অবিশ্যি এটা ঠিক যে আপনি আমার বাবা, আমার উচিত আপনাকে পুরোপুরি মেনে চলা। আপনার ইচ্ছামত আমার ব্যবস্থা করা, এটা আপনারই হাতে।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—বাঃ, এত শিগ্‌গির তুমি তোমার কর্তব্যের পথে চলে এসেছ দেখে খুবই খুশী হলাম আমি। এরকম বাধ্য একটি মেয়ে আমার হওয়াতে খুবই ভাল লাগছে আমার।

পঞ্চম অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

মাদাম জুরদ্যাঁ, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ, ক্লেয়ঁত, অন্যরা

মাদাম জুরদ্যাঁ—ব্যাপারখানা কী? কী হচ্ছে এটা? শুনছি, তুমি নাকি তোমার মেয়েকে একটি মুখোশধারী অভিনেতার সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছ?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তুমি কি থামবে, বে-আক্কেল? সব সময়ই সব ব্যাপারেই তুমি

তোমার বাড়াবাড়ি এনে ফেল। তোমাকে সুবুদ্ধি শেখানোর কোন পথই নেই।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তোমাকেই বরঞ্চ কাণ্ডজ্ঞান শেখানোর কোন পথই নেই। তুমি একটা বোকামি থেকে আর একটা বোকামিতে এগিয়ে যাচ্ছ। তোমার মতলবটা কী, এতগুলো লোক জড়ো করে, কী করতে চাও তুমি?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—আমি চাই আমাদের মেয়েকে তুরস্কের সুলতানের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—তুরস্কের সুলতানের ছেলের সঙ্গে?

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—হাঁ। ঐ দোভাষীর সাহায্য নিয়ে তাঁকে তোমার শ্রদ্ধা জানাও।

মাদাম জুরদ্যাঁ—দোভাষীতে আমার কোন কাজ নেই, আমি নিজেই তার মুখের ওপর বলে দেব, তিনি মোটেই আমার মেয়েকে পাবেন না।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তুমি কি আবার একটু চুপ করবে?

দোরাঁত—সে কি, মাদাম জুরদ্যাঁ, আপনি এমন একটি সুখ আনন্দে বাদ সাধছেন? আপনি মহামহিম তুর্কীকে আপনার জামাতা করতে অসম্মত হচ্ছেন?

মাদাম জুরদ্যাঁ—দেখুন, মশাই, আপনি নিজের চরকায় তেল দিন গিয়ে, যান।

দোরিম্যান—এটা তো খুব বড় সম্মান, এটা ফিরিয়ে দেওয়া তো ঠিক হবে না।

মাদাম জুরদ্যাঁ—শুনুন, আপনাকেও জোড়হাত করে বলি, যে বিষয় আপনাকে পাচ্ছে না, তার মধ্যে নিজেকে জড়াবেন না।

দোরাঁত—আপনাদের জন্যে আমাদের যে বন্ধুভাব আছে তার জন্যেই আপনাদের যা দিয়ে সুবিধে হয় তা নিয়ে আমরা আগ্রহবোধ করি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আপনাদের বন্ধুত্ব ছাড়াই আমার চলবে।

দোরাঁত—ঐ তো আপনার মেয়ে তার বাবার ইচ্ছায় সায় দিচ্ছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—একজন তুর্কীকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে আমার মেয়ে?

দোরাঁত—কোন সন্দেহ নেই, তা-ই হয়েছে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—ক্লেয়াঁতকে সে ভুলতে পারল?

দোরাঁত—একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা হবার জন্যে কী না করা যায়?

মাদাম জুরদ্যাঁ—সে যদি ঐরকম একটি কাজ করে থাকে তাহলে আমি নিজের হাতে তাকে গলা টিপে মারব।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এ তো ভারী অনর্থক এক বক্‌বকানি দেখছি। তোমাকে আমি বলছি এ বিয়ে হবে।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আর আমি তোমাকে বলছি এ বিয়ে হবে না, না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ওঃ কী হট্টগোল রে বাবা!

ল্যুসিল—আমার মামণি?

মাদাম জুরদ্যাঁ—যা, যা, একটা পাজী মেয়ে তুই।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—ব্যাপার কী! সে আমার কথা শুনেছে বলে তার সঙ্গে ঝগড়া করছ তুমি?

মাদাম জুরদ্যাঁ—হাঁ, করছি, সে তোমার যেমন আমারও ঠিক তেমন-ই।

কোভিয়েল—একটু শুনবেন?

মাদাম জুরদ্যাঁ—আপনি আবার কী বলতে চান?

কোভিয়েল—শুধু একটি কথা।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আপনার ঐ 'একটি কথা' দিয়ে কী কাজ হবে আমার?

কোভিয়েল—(ম'সিয়ে জুরদ্যাঁকে) স্যার, তিনি যদি একটি বিশেষ কথা শুনতে রাজী হন তাহলে আপনি যা চাইছেন তাতে ওকে রাজী করানোর প্রতিশ্রুতি আমি দিচ্ছি।

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমি কিছুতেই ওতে রাজী হব না।

কোভিয়েল—আমার কথা একটু শুনুন-ই না।

মাদাম জুরদ্যাঁ—না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তা শোনোই না কেন।

মাদাম জুরদ্যাঁ—না, আমি শুনতে চাই না।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—তোমাকে সে বলবে…

মাদাম জুরদ্যাঁ—আমি একদম্‌ চাই না সে আমাকে কিছু বলুক।

ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ—এ তো ভারী এক একগুঁয়ে বউকে নিয়ে পড়া গেল দেখছি। এর কথা শুনলে তোমার কি কোন ক্ষতি হয়ে যাবে নাকি?

কোভিয়েল—আমার কথা শুধুমাত্র শুনেই দেখুন, তারপর আপনার যা ইচ্ছে হয় তা-ই করবেন।

মাদাম জুরদ্যাঁ—ঠিক আছে, বলুন, কী?

কোভিয়েল—(মাদাম জুরদ্যাঁকে একান্তে) এক ঘণ্টা ধরে আপনাকে আমরা

ইশারা করে যাচ্ছি। আপনি কি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন না, এ সমস্তই করা হচ্ছে শুধু আপনার স্বামীর অলীক কল্পনার সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে—এই ছদ্মবেশ নিয়ে আমরা ধোঁকা দিচ্ছি, আর এই তুরস্কের সুলতানের ছেলে তো ক্লেয়ঁত নিজেই।

মাদাম জুর্দ্যা—আরে! তা-ই নাকি!

কোভিয়েল—আর আমি কোভিয়েল হচ্ছি দোভাষী।

মাদাম জুর্দ্যা—আমার মন কিরকম সব কিছুই মেনে নিচ্ছে।

কোভিয়েল—কোন কিছু বুঝতে পেরেছেন এমনভাব দেখাবেন না।

মাদাম জুর্দ্যা—হাঁ, ঠিক আছে, এ বিয়েতে আমি রাজী।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—এই তো প্রত্যেকেরই বেশ সুবুদ্ধি হয়েছে দেখছি। ওর কথা তুমি শুনতে চাও নি। আমি ভালই জানতাম ও তোমাকে বুঝিয়ে দেবে তুরস্কের সুলতানের ছেলে কী বস্তু।

মাদাম জুর্দ্যা—ওটা সে আমাকে ঠিক ঠিক বুঝিয়ে বলেছে আর আমি তাতে খুশী হয়েছি। বিয়ের চুক্তিপত্রের কাজটা সেরে ফেলার জন্যে একজন নোট্যারির খোঁজে লোক পাঠানো যাক্।

দোরাঁত—খুব ভাল কথা বলেছেন, আর, মাদাম জুর্দ্যা, সবশেষে বলি, আপনি যাতে পুরোপুরি খুশী হতে পারেন আর আপনার স্বামীকে নিয়ে যে সন্দেহ আপনার মনে জায়গা পেয়েছে, সেটাও যাতে আজ ধুয়ে মুছে যায়, তার জন্যে আমরা ঐ নোট্যারিকেই কাজে লাগিয়ে এই ইনি আর আমি বিয়ে করে ফেলব।

মাদাম জুর্দ্যা—আমি এতেও রাজী।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—এটা কি তাকে ধোঁকা দেবার জন্যে?

দোরাঁত—(মঁসিয়ে জুর্দ্যাকে নিচু গলায়) এই ভানটা করে তাকে খোশমেজাজে রাখতে হবে তো।

মঁসিয়ে জুর্দ্যা—বেশ, বেশ। তো কেউ একজন এখন নোট্যারির খোঁজে চটপট্ চলে যাক।

দোরাঁত—তার আসার আর চুক্তিপত্রটা লিখে ফেলার সময়টাতে চলুন আমরা আমাদের এই সমবেত নাচের পরিবেশনটা দেখি, আর তা দিয়ে মহামহিম তুর্কীর মনোরঞ্জন করি।

ম্ঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—খুব ভাল প্রস্তাব। চলুন যার যার জায়গায় বসে পড়ি আমরা।

মাদাম জুরদ্যাঁ—নিকোলকে দেখছি না।

ম্ঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—তাকে আমি দোভাষীর হাতে সঁপে দিতে যাচ্ছি, আর আমার স্ত্রীকে যিনিই তাকে পেতে চান তারই হাতে।

কোভিয়েল—এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই, স্যার। (একান্তে) কেউ যদি এর থেকেও বড় একটি পাগল দেখে থাকেন, তো রোম শহরে আমি সে খবরটি প্রচার করতে যাব।

নাটিকার সমাপ্তিতে আগে থেকে প্রস্তুত করা পেশাদারদের একটি সমবেত নাচ দেখানো হয়

—০—

"স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ * * *"†

† **George Dandin ou le mari confondu**

জর্জ দাঁদ্যাঁ উ ল্যা মারি কঁফঁদ্যু

নাটকের পাত্রগণ

জর্জ দাঁদ্যা (George Dandin)—সম্পন্ন চাষী, আঁজেলিকের স্বামী

আঁজেলিক (Angelique)—জর্জ দাঁদ্যার স্ত্রী, সোতেনভিলের ব্যারণ-কন্যা

সোতেনভিলের ব্যারণ (M. de Sotenville)—আভিজাত্য গর্বে গর্বিত
আঁজেলিকের পিতা

ব্যারণ-পত্নী (Mme de Sotenville)—উৎকট আভিজাত্যবোধসম্পন্না
আঁজেলিকের মাতা

ক্লিতাঁদ্র্ (Clitandre)—আঁজেলিকের প্রতি আকৃষ্ট অভিজাত তরুণ

ক্লোদিন (Claudine)—আঁজেলিকের পরিচারিকা

ল্যুব্যাঁ (Lubin)—চাষী, ক্লিতাঁদ্র্-এর যোগাযোগকারী ভৃত্য

কলাঁ্য (Colin)—জর্জ দাঁদ্যার পরিচারক

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যা—আঃ, বড় ঘরের মেয়েকে বিয়ে করার ঝামেলা কত। আমার বিয়েটা যেন চাষী শ্রেণীর লোকের জন্যে বেশ ভাল একটা শিক্ষা হয়ে যায়, যারা কিনা বড় ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নিজেদের ধাপ থেকে একটু উঁচু ধাপে উঠতে চায়। আভিজাত্য জিনিসটা এমনিতে ভালই; সেটা নিশ্চয়ই বিচার-বিবেচনা করার মত একটা বস্তুই বটে; কিন্তু তার সঙ্গে এমন কতগুলো বিশ্রী ব্যাপার জড়িয়ে থাকে যে, ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি না করাই ভাল। এ ব্যাপারে আক্কেলসেলামি দিয়ে আমার আক্কেল হয়ে গেছে। যখন এই আমাদের মত লোকদের তারা তাদের পরিবারে নিয়ে নেয়, তখন তাদের চালচলনের কী ধারা হয় আমার তা জানা হয়ে গেছে। মানুষগুলোর সঙ্গে ওরা খুব কম সম্পর্কই পাতায়; তাদের সম্পর্কটা হয় শুধু আমাদের টাকাপয়সার সঙ্গে। আমি খুব সচ্ছল অবস্থার লোক হলেও দস্তরমত খাঁটি গৃহস্থ পরিবারের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালেই অনেক বেশী ভাল করতাম।

বৌ করে এমন একটি মেয়েকে নেবার চাইতে (যে কিনা নিজেকে আমার থেকে উঁচু ধাপের বলে মনে করে), তার নামের সঙ্গে আমার পদবী জুড়ে দিতে যার আত্মাভিমানে লাগে, আর যে ভাবে আমার সমস্ত টাকা-পয়সা সত্বেও তার স্বামী হওয়ার মত যোগ্যতা আমার হয়নি, এর চাইতে একটি খাঁটি গৃহস্থ ঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতালেই অনেক বেশী ভাল করতাম। ওহে জর্জ দাঁদ্যা, জর্জ দাঁদ্যা, দুনিয়ার সব চাইতে সেরা বোকামিটি তুমি করে বসে আছ। আমার বাড়িটা আমার কাছে এখন এক ভয় পাবার মত জায়গা; কোন সময়ই এমন হয় না যে সেখানে ঢুকলে একটা না একটা বিরক্তির কারণ পেয়ে না যাই।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যাঁ, ল্যুব্যাঁ

জ. দাঁদ্যা—(তার বাড়ী থেকে ল্যুব্যাঁকে বের হতে দেখে) এই বুদ্ধুটা আবার আমার বাড়ীতে কী করতে এসেছে ?

ল্যুব্যাঁ—ঐ লোকটা তো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে।

জ. দাঁদ্যা—আমাকে ও চেনে না।

ল্যুব্যাঁ—ও কিছু একটা সন্দেহ করছে।

জ. দাঁদ্যা—কী ব্যাপার! আমাকে দেখেছে দেখাতে সে বেশ অসুবিধায় পড়েছে তো।

ল্যুব্যাঁ—ভাবনা হচ্ছে আমাকে ভেতর থেকে বের হতে দেখেছে এ কথাটা না আবার বলে ফেলে।

জ. দাঁদ্যা—সুপ্রভাত !

ল্যুব্যাঁ—আপনার সেবক আমি।

জ. দাঁদ্যা—আপনি ঠিক এ জায়গার কেউ নন মনে হচ্ছে ?

ল্যুব্যাঁ—না, আমি এই আর কি আগামীকালের উৎসবটা দেখতেই শুধু এসেছি।

জ. দাঁদ্যা—হুঁ। আমাকে একটু বলুন তো, এ বাড়ীর ভেতর থেকেই আপনি এলেন, নয় ?

ল্যুব্যাঁ—চুপ !

জ. দাঁদ্যা—সে কি ?

ল্যুব্যাঁ—চুপ করুন।

জ. দাঁদ্যা—কী হল ?

ল্যুব্যাঁ—কথাটি নয়। আমাকে ভেতর থেকে আপনি আসতে দেখছেন একথা একদম বলা চলবে না।

জ. দাঁদ্যা—কেন ?

ল্যুব্যাঁ—শোন কথা! কারণ…

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, বলুন।

ল্যুর্ব্যা—আস্তে ! কেউ না আমাদের শুনে ফেলে ভয় হচ্ছে।

জ. দাঁদ্যা—কোন ভয় নেই।

ল্যুর্ব্যা—কারণটা হচ্ছে এই যে আমি একজন সম্ভ্রান্ত লোকের হয়ে এ বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছি যার ওপর তার নজর পড়েছে। এটা যেন কেউ জানতে না পারে দেখা তো দরকার ? বুঝেছেন তো ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, বুঝেছি।

ল্যুর্ব্যা—এটাই হচ্ছে কারণ। আমাকে সাবধান করে বলে দেওয়া হয়েছে, কেউ যেন আমাকে না দেখে। আপনাকে আমার অনুরোধ, আমাকে আপনি দেখছেন এ কথাটি অন্তত কাউকে বলবেন না।

জ. দাঁদ্যা—ও ব্যাপারে আমি সাবধান থাকব।

ল্যুর্ব্যা—খুব সোয়াস্তি হচ্ছে, আমাকে যেমন যেমন বলা হয়েছে সেরকম গোপনে কাজগুলো করে ফেলতে পেরেছি।

জ. দাঁদ্যা—সাবাশ ভাই।

ল্যুর্ব্যা—স্বামীটার নাকি সন্দেহবাতিক আছে, লোকে বলে। সে চায় না যে কেউ তার বউ-এর সঙ্গে একটু প্রেমটেম করুক। এ ব্যাপারটা তার কানে গেলে সে একেবারে ভয়ানক হৈ হল্লা করে বসবে। বেশ বুঝতে পারলেন তো ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, খুব ভাল বুঝতে পারলাম।

ল্যুর্ব্যা—দেখতে হবে সে যেন এ ব্যাপারে বিন্দুবিসর্গও জানতে না পারে।

জ. দাঁদ্যা—বটেই তো।

ল্যুর্ব্যা—তাকে ঠকাতে হবে চুপি চুপি ; বেশ বুঝছেন তো ব্যাপারটা ?

জ দাঁদ্যা—খুব ভাল বুঝছি।

ল্যুর্ব্যা—আপনি যদি বলে ফেলেন যে আমাকে তার বাড়ী থেকে বেরোতে দেখেছেন তাহলে সমস্ত ব্যাপারটি মাটি করে ফেলবেন। পরিষ্কার বুঝলেন তো ?

জ. দাঁদ্যা—নিশ্চয়ই ; আচ্ছা, আপনাকে যিনি ওই ভেতরে পাঠিয়েছেন তাঁর নামটি কী, ভাই ?

ল্যুর্ব্যা—তিনি আমাদের তল্লাটের মালিক—নামটা কিসের যেন ভাইকাউন্ট··· ধ্যেৎ ছাই। এই নামটা আমি কিছুতেই মনে রাখতে পারি না—ভর্ভর্ করে কী বলেন এই নামটা, ক্লি···ক্লিতাঁদ্র্।

জ. দাঁদ্যা—তিনি কি ঐ তরুণ রাজসভাসদ যিনি থাকেন…

ল্যুব্যাঁ—হাঁ, হাঁ, থাকেন ঐ গাছগুলোর কাছাকাছি।

জ. দাঁদ্যা—(একান্তে) এর জন্যই কিছুদিন আগে ঐ খোপদুরন্ত ফুলবাবুটি আমার বাড়ীর কাছাকাছি এসে আস্তানা গেড়েছেন; আমার বেশ ভাল ঘ্রাণশক্তিই আছে, আর তার এই কাছাকাছি আসাটা এরই মধ্যেই আমার সন্দেহজনক মনে হয়েছে।

ল্যুব্যাঁ—বলব কি, এমন ভাল একটি লোক আপনি কখনো দেখেননি। আমাকে তিনি তিন-তিন্‌টে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছেন এই 'বৌ'টিকে শুধু এ কথাটি বলার জন্যে যে তিনি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন, আর তার সঙ্গে কথা বলার সম্মান পেতে তিনি বড়ই ইচ্ছুক। এ কী আর এমন একটা কঠিন কাজ যার জন্যে আমাকে তিনি এত টাকা দিয়েছেন, আর এর সঙ্গে তুলনা করে দেখুন, পুরো একটি দিন কাজ করে আমি পাই মাত্র দশ 'সল'।

জ. দাঁদ্যা—সে যাক্। আপনার বার্তাটি কি পৌছে দিয়েছেন?

ল্যুব্যাঁ—হাঁ, বাড়ীর ভেতরে ক্লোদিন বলে একজনকে পেয়ে গেলাম, যে কিনা প্রথম ইঙ্গিতেই বুঝে ফেলল আমি কী চাই। সে তার মনিবনীর সঙ্গে আমার কথা বলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে।

জ. দাঁদ্যা—(একান্তে) আরে দুশ্চরিত্রা বাঁদী!

ল্যুব্যাঁ—যা-ই বলুন এই ক্লোদিন মেয়েটি ভারী সুন্দর, সে আমার বন্ধু হয়ে গেছে। সে যেন এটাই চায় যে আমরা দু'জন দু'জনাকে বিয়ে করে ফেলি।

জ. দাঁদ্যা—সে যাক্, বাড়িটির গিন্নী তোমার ঐ রাজপুরুষটিকে কী উত্তর দিয়েছেন?

ল্যুব্যাঁ—তিনি আমাকে বললেন তাকে বলতে… দাঁড়ান, সবটা ভাল করে মনে রাখতে পারব কিনা কে জানে, বললেন তাঁর জন্যে যে এঁর অনুরাগ হয়েছে সে জন্যে তিনি খুবই কৃতজ্ঞ; যে তাঁর স্বামীটি একটি বাতিকগ্রস্ত স্বভাবের লোক হওয়াতে তিনি যেন সাবধান থাকেন, এর কিছুই যেন বাইরে প্রকাশ না পায়, আর দু'জনে কথাবার্তা বলতে পারার জন্যে কোন একটা ফিকির ফন্দি বের করতে একটু ভাবতে হবে।

জ. দাঁদ্যা—(একান্তে) আরে বেহায়া নির্লজ্জ বৌ!

ল্যুবাঁ্যা—আরে, সে এক ভারী মজা হবে, কারণ স্বামীটা এই গোপন ভালোবাসা সম্পর্কে কিছু বুঝতেই পারবে না, মজাটা এখানেই, আর তার সন্দেহ নিয়ে মরুক গে সে, কী বলেন ?

জ. দাঁদ্যা—ঠিক বলেছেন।

ল্যুবাঁ্যা—চলি ভাই। মুখ একদম বন্ধ, বুঝলেন ? গোপন খবরটি সম্পর্কে হুঁসিয়ার, স্বামীটা যাতে তা জানতে না পারে।

জ. দাঁদ্যা—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

ল্যুবাঁ্যা—আর আমি তো দেখাব আমি কিছুই করছি না। খুব চতুর ধড়িবাজ লোক আমি, কেউই বলবে না যে এর মধ্যে আমি আছি।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যা

জর্জ দাঁদা—কী হে জর্জ দাঁদ্যা, দেখছ তো তোমার বৌ তোমার সঙ্গে কী ব্যবহারটা করছে। বড় ঘরের একটি মেয়েকে বিয়ে করার অভিলাষ হলে এরকমটাই ঘটে থাকে। তোমাকে লোকে কোন কারণ ছাড়াই জ্বালাতন করবে অথচ আভিজাত্যের ভব্যতা তোমার হাত বেঁধে রাখবে। সমান ঘরের হলে স্বামীর হাতে অন্তত রাগবিরক্তি দেখাবার স্বাধীনতাটুকু থাকে। এ যদি চাষী ঘরের কোন মেয়ে হোত তাহলে বেশ কিছু কঞ্চির ঘা দিয়ে এর বিচার করার স্বাধীনতা তোমার থাকত। কিন্তু তোমার তো বড় ঘরের ছোঁয়া লেগে গিয়েছে, ফলে তোমার নিজের ঘরের কর্তা হতেই জ্বালাতনের একশেষ হয়ে যাবে। ওফ্, আমার সমস্ত মনটা একেবারে খিঁচড়ে যাচ্ছে, নিজের গালে চড় মারতে ইচ্ছে করছে। কি ? একটা বড় ঘরের মেয়ের উন্মত্ত প্রণয়বৃত্তান্ত শুনে যেতে হবে ? ওফ্, এরকম একটি সুযোগ ছেড়ে দিতে আমি একেবারেই চাই না। এই মুহূর্তে আমাকে যেতে হবে এর মা-বাবার কাছে নালিশ জানাতে, আর তাঁদের মেয়ে কী

বিরক্তির কারণ হয়েছে তার প্রমাণ হিসেবে সাক্ষী হাজির করতে আরে, এঁরা দুজনেই তো খুব ঠিক সময়েই এসে পড়েছেন দেখছি।

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

সোতেনভিলের ব্যারণ, ব্যারণ-পত্নী, জর্জ দাঁদ্যা

সোতেনভিলের ব্যারণ—কি হে জামাতা? তোমাকে বড় অস্থির মনে হচ্ছে দেখে?

জ. দাঁদ্যা—এঁর কিছু কারণ আছে, আর…

ব্যারণ-পত্নী—তোমাকে কী বলব, জামাতা! দেখ, কারো সঙ্গে দেখা হলে তাদের অভিবাদন করার মত ভদ্রতাও তোমার নেই বললেই চলে।

জ. দাঁদ্যা—ওঃ, তা হোতে পারে, শাশুড়ী-মা, আমার মাথায় অন্য কিছু ব্যাপার ঘুর্ ঘুর্ করছে, আর………

ব্যারণ-পত্নী—তা হলই বা; এটাও কি সম্ভব, জামাতা, যে তুমি দুনিয়ার চালচলন এত কম জানতে আর অভিজাত লোকদের সঙ্গে কী করে মানিয়ে চলতে হয় তা তোমাকে শেখাবার কোন পথই ছিল না?

জ. দাঁদ্যা—কী হয়েছে বলুন তো!

ব্যারণ-পত্নী—তুমি কি সোহাগ করে 'শাশুড়ী-মা' বলে ডাকাটা কখনই ছাড়বে না, আর আমাকে 'মহোদয়া' ডাকতে অভ্যস্ত হবে না?

জ. দাঁদ্যা—বা রে! আপনি যদি আমাকে 'জামাতা' বলে ডাকেন তাহলে আমি আপনাকে 'শাশুড়ী-মা' ডাকতে পারি বলেই তো আমার মনে হয়েছে।

ব্যারণ-পত্নী—অনেক কথা বলার আছে, তবে দুটো জিনিস এক নয়। এটা জেনে রাখ, আমার মত মহিলাকে নিয়ে ও শব্দটি তুমি ব্যবহার করতে পার না। তুমি আমাদের পাক্কা জামাতা বনে গেলেও তোমাদের আর আমাদের মধ্যে তফাৎ অনেক, তোমার নিজেকে নিয়ে একটা ঠিক ধারণা থাকা উচিত।

সোতেনভিলের ব্যারণ—যাক্, অনেক হয়েছে, গিন্নী, ওটা আমরা ছেড়ে দিই চল।

ব্যারণ-পত্নী—বলছ কী, ব্যারণ, কতগুলো জিনিস তুমি মাপ করে দাও যা করা তোমার সাজে না। লোকদের কাছ থেকে তোমার যা পাওনা তা তুমি আদায় করতে জান না।

সোতেনভিলের ব্যারণ—দেখ, কিছু মনে কোরো না, ও ব্যাপারে কেউ আমাকে কোন জ্ঞান দিতে পারবে না। আমার জীবনে বিশটা কঠিন কাজের ভেতর দিয়ে প্রমাণ করেছি যে আমার পাওনা এক কাণাকড়িও ছেড়ে দেবার পাত্র নই আমি। তবে ওকে কিছুটা সতর্ক করে দিলেই যথেষ্ট হবে। তোমার মনে কী আছে তাহলে আমাদের জানাও।

জ. দাঁদ্যা—দেখুন, সোতেনভিলের ব্যারণ, কথাটা যখন খুলেই বলতে হবে, আপনাকে আমি বলি, আমার মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে যে……

ব্যারণ-পত্নী—রোসো, জামাতা। এটা জেনে রাখবে যে, কোন লোককে নাম ধরে বললে তাকে সম্মান দেখানো হয় না, আর যারা আমাদের থেকে উঁচু ধাপের তাদের ছোট করে 'মহোদয়' বলতে হয়।

জ. দাঁদ্যা—ঠিক আছে সোতেনভিলের ব্যারণ নয়, 'ছোট করে মহোদয়', আপনাকে আমার বলার কথা এই যে আমার স্ত্রী আমাকে দিয়ে চলেছেন · …

ব্যারণ-পত্নী—সবুর, এটাও জেনে রাখ যে যখন তুমি আমাদের মেয়ে সম্পর্কে কোন কথা বল, তখন 'আমার স্ত্রী' তোমার বলা উচিত নয়।

জ. দাঁদ্যা—মেজাজটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কী বলছেন আপনি? আমার স্ত্রী তাহলে আমার স্ত্রী নয়?

ব্যারণ-পত্নী—হাঁ, জামাতা, তোমার স্ত্রী সে ঠিকই, কিন্তু তাকে নিয়ে এভাবে তোমাকে বলতে দেওয়া যায় না। সেটা তুমি করতে পারতে যদি তুমি তোমার সমান ঘরের কাউকে বিয়ে করতে।

জ. দাঁদ্যা,—ওহে জর্জ দাঁদ্যা, কোন্ কাণাগলিতে ঢুকে পড়েছ তুমি, বুঝতে পারছ? দেখুন, এক মুহূর্তের জন্যে দয়া করে আপনার আভিজাত্যটা একটু এক পাশে সরিয়ে রাখুন, আর আমি যেভাবে কথা বলতে পারি সেভাবে আপনার সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দিন। চুলোয় যাক ওসব আদপ কায়দার জারিজুরি! আপনাকে আমি বলছি, আমার বিয়ে নিয়ে আমি সুখী নই।

সোতেনভিলের ব্যারণ—তার কারণটি বল তো, জামাতা?

ব্যারণ পত্নী—কী ? যে জিনিসটি থেকে তুমি এত এত সুযোগ সুবিধে পেয়েছ, তা নিয়ে এভাবে কথা বলা ?

জ. দাঁদ্যা—কথাটা যখন তুললেনই, আপনি বলুন, কী সুযোগ-সুবিধে পেয়েছি আমি ? এ সম্পর্কটা বরঞ্চ আপনাদের পক্ষে তেমন মন্দ কিছু হয়নি। আর, যদি কিছু মনে না করেন তো বলি, আমি না হলে আপনাদের বিষয় আশয় একেবারে রসাতলে যেত, আর আমার টাকা অনেক সর্বনাশী ছিদ্রের ছিপি এঁটে দেবার কাজে লেগেছে। কিন্তু বলুন তো, এক আমার নামটি ভারীভারিক্কি করা ছাড়া আর কোন্ লাভটা আমার হয়েছে, মানে 'জর্জ দাঁদ্যা' এই নামটির জায়গায় আপনার দৌলতে পদবী পেয়েছি 'দাদিনিয়ের-এর ব্যারণ' ?

সোতেনভিলের ব্যারণ—ওহে জামাতা, সোতেনভিলের বংশের সঙ্গে আত্মীয়তার সুযোগটার কি কোন গুরুত্বই নেই মনে কর ?

ব্যারণ-পত্নী—আর প্রুদোতেরী বংশের সঙ্গে আত্মীয়তার ? যে বংশ থেকে আসার গৌরবে আমি গর্বিত ; যে বংশ তোমাকে উঁচু মর্যাদায় তুলেছে আর ঐ বিশেষ সুবিধের সুবাদে তোমার ছেলেমেয়েদের আভিজাত্য দেবে ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, আমার ছেলেমেয়েরা অভিজাত হবে সেটা ভালই, কিন্তু যদি ব্যাপারটার সুরাহা না হয়, তাহলে আমি হব এক অবিশ্বাসিনীর স্বামী।

সোতেনভিলের ব্যারণ—এ দিয়ে তুমি কী বলতে চাইছ, জামাতা ?

জ. দাঁদ্যা—এ দিয়ে এই বোঝাতে চাইছি যে একজন স্ত্রীর যেভাবে চলা উচিত আপনাদের মেয়ে সেভাবে চলছে না, আর সে এমন সব কাজ করে যাচ্ছে যা মানসম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর।

ব্যারণ-পত্নী—সাবধান ! যা তুমি বলছ, ভেবেচিন্তে বল। আমার মেয়ের অনেক ভাল গুণ আছে এমন এক বংশের মেয়ে, সে কখ্খনো এমন কিছু করতে পারে না যা মান-সম্মানের পক্ষে ক্ষতিকর, আর ভগবানকে ধন্যবাদ, প্রুদোতেরী বংশ নিয়ে আজ তিনশ' বছরের বেশী হল কেউ একথা বলতে পারেনি যে এ বংশের কোন মেয়ে এমন কিছু করেছে যে লোকে তাকে নিয়ে সমালোচনা করতে পারে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কী বলছ, সোতেনভিল বংশের কোন মেয়েকে কেউ

কখনো প্রণয়ের ভান করতে দেখেনি, আর এ বংশের পুরুষদের যেমন বংশগত শৌর্য আছে, মেয়েদেরও তেমনি সতীত্ব আছে।

ব্যারণ-পত্নী—প্রদোতেরী বংশে জাকলীন নামে এক মেয়ে ছিল যে কিনা আমাদের রাজ্যের শাসক ডিউকেরও উপপত্নী হতে কখনো রাজী হয়নি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সোতেনভিল বংশে মাথ্যুরীন নামে এক মেয়ে ছিল যে কিনা রাজার এক বয়স্যের কাছ থেকে কুড়ি হাজার 'একু্য' প্রত্যাখান করেছিল, যে বয়স্যটি চেয়েছিল তার সঙ্গে একটু কথা বলার অনুগ্রহ।

জ. দাঁদ্যা—দেখুন, আপনাদের মেয়ে তেমন শক্ত মনের মেয়ে নয়, আর সে আমার বাড়ী আসার পর থেকেই নিজেকে অন্যের হাতে সঁপে দিয়েছে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—তোমার কথাটা তুমি একটু খুলেই বল দেখি, জামাতা। আমরা মোটেই এমন লোক নই যাঁরা তাকে তার খারাপ কাজে সাহায্য করে যাব। আমরা, তার মা ও বাবা, সবার আগে আমরাই এ ব্যাপারে তোমার প্রতি সুবিচার করব।

ব্যারণ-পত্নী—মান-সম্মান নিয়ে কোন কুৎসা আমরা একেবারেই শুনব না। তাকে আমরা যথেষ্ট শৃঙ্খলার মধ্যেই বড় করে তুলেছি।

জ. দাঁদ্যা—আপনাদের আমি যদ্দূর বলতে পারি তা হল রাজদরবারের একটি লোক এখানে আছে, তাকে আপনারা দেখেছেন, আর সে আমার চোখের সামনেই আপনাদের মেয়ের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়ে পড়েছে। সে তার কাছে প্রেম নিবেদন করছে আর আপনাদের মেয়ে খুব সদয় হয়ে তাতে কান দিয়েছে।

ব্যারণ-পত্নী—কী বলছ তুমি! এমনটা যদি ঘটে থাকে যে সে তার মা'র সততার ওপর কলঙ্কের ছাপ ফেলে, তাহলে তাকে আমি আমার নিজের হাতে গলা টিপে মারব।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সে কী কথা! যদি সে আমার সম্মান খোয়ায় তাহলে আমি তরোয়াল দিয়ে তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলব, তাকে আর তার প্রণয়প্রার্থী লোকটিকে।

জ. দাঁদ্যা—যা ঘটে চলেছে তা নিয়ে আপনাদের কাছে আমি আমার নালিশ জানালাম, আর এই ব্যাপারে আপনাদের কাছ থেকে একটা হেস্তনেস্ত চাই আমি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—এ নিয়ে কিছুছু ভেবে না তুমি। ঐ ছ'জনের কাছ থেকেই আমি কৈফিয়ৎ আদায় করব। টুঁটি চেপে ধরার ক্ষমতা আমার আছে, সে যে-ই হোক না কেন। কিন্তু যা বলছ তা নিয়ে একেবারে নিশ্চিত তো তুমি?

জ. দাঁদ্যা—খুব নিশ্চিত।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কিন্তু খুব সাবধান; কারণ, তোমাকে সঙ্গোপনে বলি, এসব ব্যাপারে খুবই সন্তর্পণে এগুনো দরকার—কোনও ভুল করা চলবে না।

জ. দাঁদ্যা—আমি আপনাকে বলছি, এমন কিছুই আপনাদের আমি বলিনি যা সত্যি নয়।

সোতেনভিলের ব্যারণ—তুমি যাও তো, গিন্নী, তোমার মেয়ের সঙ্গে গিয়ে কথা বল, যাও; আর আমি জামাতাকে নিয়ে ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলতে যাচ্ছি।

ব্যারণ-পত্নী—দেখ, বাছা, এও কি সম্ভব? যে দৃষ্টান্ত, তুমি জান, তার সামনে আমি রেখেছি তার পরও সে নিজেকে এমনভাবে ভুলে যেতে পারল?

সোতেনভিলের ব্যারণ—ব্যাপারটির সুরাহা আমরা করে ফেলতে যাচ্ছি। এস, জামাতা, আমার পেছন পেছন এস, তুমি এ নিয়ে মাথা ঘামিও না। আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন লোকদের নিয়ে যদি কেউ ঝামেলা বাধায়, তাকে বুঝিয়ে দেব কী ধাতুতে আমরা গড়া, দেখবে তুমি।

জ. দাঁদ্যা—ঐ তো সে আমাদের দিকেই আসছে।

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

সোতেনভিলের ব্যারণ, ক্লিতাঁদ্র্, জর্জ দাঁদ্যা

সোতেনভিলের ব্যারণ—মশাই, আপনি আমাকে চেনেন?

ক্লিতাঁদ্র্—না, মশাই, তেমন তো মনে হচ্ছে না।

সোতেনভিলের ব্যারণ—আমার নাম সোতেনভিলের ব্যারণ।

ক্লিতাঁদ্র্—জেনে বড় খুশী হলুম।

সোতেনভিলের ব্যারণ—আমার নাম রাজদরবারে জানা আছে, আর যৌবন বয়সে আমি স্তান্সির অগ্রগণ্য অনুচরদের মধ্যে একজন ছিলাম।

ক্লিতাঁদর্—বাঃ, বেশ কথা।

সোতেনভিলের ব্যারণ—মশাই, মঁতোবাঁর বিখ্যাত অবরোধে আমার বাবা, সোতেনভিলের জাঁ জিল্-এর সশরীরে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল।

ক্লিতাঁদর্—চমৎকৃত হলাম জেনে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সোতেনভিলের বের্ত্রাঁ ছিলেন আমার পিতামহ, জীবিতকালে এতই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি যে সমুদ্রপারে যাবার জন্যে তাঁকে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি বিক্রী করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল।

ক্লিতাঁদর্—ওটা বিশ্বেস করতে আমি রাজী।

সোতেনভিলের ব্যারণ—মশাই, আমাকে জানানো হয়েছে যে আপনি একটি তরুণীর পিছু নিয়েছেন যে কিনা আমারই মেয়ে, যার ভালমন্দে আমি জড়িত, আর এরও ভালমন্দে, এই যাকে আপনি দেখছেন, এ আমার জামাতা হবার সম্মানে সম্মানিত।

ক্লিতাঁদর্—কে পিছু নিয়েছে, আমি?

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, আপনি; আর আপনার সঙ্গে কথা বলতে পেরে বেশ ভালই হয়েছে এই জন্যে যে, যদি কিছু মনে না করেন, ব্যাপারটার জন্যে একটা কৈফিয়ৎ আপনার কাছ থেকে আমি আদায় করতে চাই।

ক্লিতাঁদর্—এ তো ভারী এক বদনামের ব্যাপার দেখছি! এ কথা আপনাকে কে বলেছে, মশাই?

সোতেনভিলের ব্যারণ—এমন একজন যে ব্যাপারটা ভাল করেই জানে।

ক্লিতাঁদর্—ঐ 'একজন' এ নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছে। আমি একজন সাচ্চা লোক। আপনি কি, মশাই, বিশ্বেস করেন যে ওরকম একটা কাপুরুষের মত কাজ করতে পারি আমি? আমি ভালোবাসতে যাব একটি সুন্দরী তরুণীকে যার কিনা সোতেনভিল্-এর ব্যারণের মেয়ে হবার সৌভাগ্য হয়েছে? আপনাকে আমি যেরকম শ্রদ্ধা করি তাতে এ কাজ আমি করতে পারি না। আপনার সেবক আমি। যে-ই ওকথা আপনাকে বলে থাকুক সে একটা বুদ্ধু।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কী বলবে, জামাতা ?

জ' দাঁদ্যা—কী বলব আবার ?

ক্লিতাঁদর্—সে একটা রাসকল্, একটা বদ্মাস।

সোতেনভিলের ব্যারণ—জবাব দাও এবার।

জ. দাঁদ্যা—জবাব আপনিই দিন না।

ক্লিতাঁদর্—যদি আমি জানতাম লোকটা কে, তাহলে আপনার সামনেই তরোয়াল দিয়ে তার পেট চিরে ফেলতাম।

সোতেনভিলের ব্যারণ—অভিযোগটা প্রমাণ কর এবার।

জ. দাঁদ্যা—ওটা তো পুরোপুরি প্রমাণ হয়েই আছে, ওটা তো সত্যি।

ক্লিতাঁদর্—তাহলে কি মশাই, আপনার জামাতা-ই···

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, সে-ই নালিশটা আমার কাছে করেছে।

ক্লিতাঁদর্—আপনার সঙ্গে সম্পর্ক থাকাতে সে নিশ্চয়ই কৃতজ্ঞ থাকতে পারে। তা না হলে, আমার মত একজন লোককে নিয়ে ঐ রকম একটা কথা বলার জন্যে তাকে আমি ভাল শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

প্রথম অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

সোতেনভিলের ব্যারণ, ব্যারণ-পত্নী, আঁজেলিক, ক্লিতাঁদর্, জর্জ দাঁদ্যা, ক্লোদিন

ব্যারণ-পত্নী—যে-ই এই অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে এসেছে সে জানে সন্দেহ-বাতিকটা একটি অদ্ভুত জিনিস! আমার মেয়েকে আমি এখানে নিয়ে এসেছি সব্বার সামনে বিষয়টি পরিষ্কার করে ফেলার জন্যে।

ক্লিতাঁদর্—তাহলে আপনি বলুন তো আমি আপনার প্রতি আকৃষ্ট, আপনার স্বামীকে একথা কি আপনিই বলেছেন ?

আঁজেলিক—আমি বলেছি ? কী করে আমি তাকে বলে থাকতে পারি ? সত্যিই কি এরকম কিছু ঘটেছে ? আমি তাকে দেখাতে পারলে খুশী হতাম যে আপনি আমাতে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছেন। আমি অনুরোধ করছি এ অভিনয়টা আপনি করুন না কেন। আপনি একজন সহযোগী

পেয়ে যাবেন দেখবেন। আমি-ই আপনাকে এ কাজটি করতে বলছি। দু'জন দু'জনের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এমন সমস্ত ধরন-ধারন দেখাতে থাকুন; মজা করার জন্যে আমার কাছে কিছু দূত পাঠাতে চেষ্টা করুন, চুপি চুপি ছোট ছোট মিষ্টি চিঠি লিখুন আমাকে, আমার সঙ্গে আপনার ভালোবাসার কথা বলার জন্যে খোঁজে থাকুন কখন আমার স্বামী বাড়ী থাকবেন না বা কখন আমি বাড়ীর বাইরে যাব। আপনি একবারটি শুধু এ পথে আসুন, আমি ভরসা দিচ্ছি আপনাকে ঠিক ঠিক ভাবে অভ্যর্থনা করে নেওয়া হবে।

ক্লিতাঁদর্—আপনি থামুন তো! যেসা কথা বলে ফেলবেন না। আমাকে এত শেখাবার আর আপনার বদনাম কেনার দরকার নেই। কে আপনাকে বলেছে যে আপনাকে ভালোবাসার কথা ভেবে ভেবে মরছি আমি?

আঁজেলিক—এই মাত্র যা বলা হল আমাকে, আমি তার কী জানি?

ক্লিতাঁদর্—লোকের যা ইচ্ছে তা-ই তারা বলবে; কিন্তু আপনি তো জানেন আপনার সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়েছে ভালোবাসার কথা আপনার সঙ্গে আমি বলেছি কিনা।

আঁজেলিক—সে রকম কথাবার্তা শুধু বলেই দেখতেন, সাদর অভ্যর্থনা পেতেন আপনি।

ক্লিতাঁদর্—আপনাকে আশ্বস্ত করে আমি বলছি আমার দিক থেকে ভয়ের কোন কারণ আপনার নেই; সুদর্শনাদের বিরক্ত করার মত লোকই নই আমি। আপনাকে আর আপনার বাবা-মা'কে আমি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, যার ফলে আপনার প্রতি আকৃষ্ট হবার চিন্তা মনেই আসবে না আমার।

ব্যারণ-পত্নী—কেমন, একে তুমি দেখছ তো?

সোতেনভিলের ব্যারণ—এবার খুশী তো, জামাতা? কী বলবে এবার এ নিয়ে?

জর্জ দাঁদ্যা—আমি বলছি এসব নিছক গালগল্প। আমি যা জানি ভাল করেই জানি, আর, বলতেই যখন হবে, বলি এই কিছুক্ষণ আগেই এই লোকটির কাছ থেকে এক দূতকে আমল দিয়েছে আপনার এই মেয়ে।

আঁজেলিক্—আমি! আমি আমল দিয়েছি একজন দূতকে?

ক্লিতাঁদর্—আমি পাঠিয়েছি একজন দূতকে?

আঁজেলিক · ক্লোদিন ?

ক্লিতাঁদ্রে—এটা কী সত্যি ?

ক্লোদিন— কী বলব, এ তো একেবারে অদ্ভুত একটি মিথ্যে কথা !

জ. দাঁদ্যা—চুপ কর, অসৎ শয়তানী কোথাকার। তোমার সব খবর আমি রাখি। ঐ দূতটিকে এর কাছে নিয়ে গিয়েছিলে তুমি-ই।

ক্লোদিন—কে, আমি ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, তুমি ! এত মিহিস্বর করে কথা বলবে না মোটেই।

ক্লোদিন—হায় ভগবান, আজকের দুনিয়াটা কি পাপে ভরে গেল যে একেবারে নিষ্পাপ যে আমি, আমাকেই কিনা এরকম সন্দেহ করা হচ্ছে !

জ. দাঁদ্যা—চুপ কর, ভালমানুষটি আমার। চালাকি করছ, তোমাকে আমি অনেকদিন থেকে চিনি, একটি ধূর্ত মেয়েমানুষ তুমি।

ক্লোদিন--আপনি শুনছেন, এটা কি… ?

জ. দাঁদ্যা—চুপ বলছি। অন্য সবার কাছে গিয়ে লম্বা চওড়া বুলি ছাড গে যাও, কোন ভালমানুষের বেটী নও তুমি।

আঁজেলিক—এটা এমন একটা ধাপ্পা আর আমার মনকে এমন ঘা দিচ্ছে যে এর জবাব দেবার মত জোরই পাচ্ছি না আমি। যখন কেউ স্বামীর প্রতি এমন কিছুই করেনি যা করা উচিত নয়, তখন তার কাছ থেকে দোষের অভিযোগ আসা এক ভীষণ ব্যাপার। হায় রে! যদি আমার দিক থেকে দোষের কোন কিছু হয়ে থাকে, সেটা হচ্ছে স্বামীর সঙ্গে অতি ভাল ব্যবহার করা।

ক্লোদিন—তা আর বলতে।

আঁজেলিক—তাকে অতি বেশী বিবেচনা দেখানোটাই হয়েছে আমার সব দুর্দশার কারণ। ভগবান করুন যেন আমি (যেমন আমার স্বামী বলছেন) গোপন প্রণয় মেনে নিতে পারি। তাহলে আমার আর এত আপসোস করার মত কিছু থাকবে না। এখান থেকে চললাম আমি। আমাকে এমন অপমান করা আর সহ্য করতে পারছি না।

ব্যারণ-পত্নী—যাও, তোমাকে যে একটি ভাল স্বভাবের স্ত্রী দেওয়া হয়েছিল তুমি তার উপযুক্ত নও।

ক্লোদিন—কী বলব ! এর কাছ থেকে বেশ দু'কথা শোনা ওর পাওনা। আমি

যদি এর জায়গায় হতাম, এ নিয়ে কোন ঝগড়া ঝাঁটির মধ্যে যেতাম না আমি। হ্যাঁ, মশাই, একে শাস্তি দেবার জন্যে আমার মনিবনীর সঙ্গে আপনার প্রেম করাই উচিত। আমিই আপনাকে বলছি, এগিয়ে চলুন, একটা কাজের মত কাজ হবে ওটা। আর যখন এ নিয়ে আমাকে তিনি দোষারোপ করেই ফেলেছেন, ও ব্যাপারে আমিও আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কেউ তোমাকে এ সমস্ত কথা বলবে—এটা পাওনা-ই তোমার। সমস্ত দুনিয়াকে তোমার বিরুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে তোমার আচার ব্যবহার।

ব্যারণ-পত্নী—নাও এবার। উঁচু ঘরের মেয়ের সঙ্গে আরও ভাল ব্যবহার করার কথা ভাববে। এবার থেকে সাবধান, আর যেন এমন ভুল না হয়।

জ. দাঁদ্যা—যখন আমিই ঠিক পথে আছি, তখন আমার ওপর এই অন্যায় আমার মেজাজ বিগ্‌ড়ে দিচ্ছে।

ক্লিতাঁদ্র্‌—দেখছেন তো, স্যার, কী অন্যায়ভাবে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে। মান-সম্মানের ব্যাপারের নিয়মকানুন আপনি জানেন। তাই আমাকে যে এভাবে অপমান করা হল, তার খেসারত চাই আমি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—ঠিকই তো। এরকম ব্যাপারে তো এটাই নিয়ম। এস, জামাতা, এর ক্ষতিপূরণ কর।

জ. দাঁদ্যা—ক্ষতিপূরণ কেন?

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, মিথ্যে অভিযোগ আনার জন্যে এটাই নিয়ম।

জ. দাঁদ্যা—তার বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ আমি এনেছি, এটা আমি মানছি না, আর এ নিয়ে আমার কী ধারণা আমি ভালই জানি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—ওতে কিছু যায় আসে না। তোমার মনে যে ধারণাই থাক, এটা সে মিথ্যে বলেছে; সেটাই তো যথেষ্ট, আর যে অভিযোগ মিথ্যে বলছে তার বিরুদ্ধে নালিশ পুষে রাখার অধিকার কোন লোকের নেই।

জ. দাঁদ্যা—ব্যবস্থাটা এত ভাল যে যদি আমি তাকে আমার স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে আছে দেখি তাহলেও সে সেটা মিথ্যে বললেই তা থেকে ছাড়া পেয়ে যাবে?

সোতেনভিলের ব্যারণ—ও সব যুক্তি-তর্ক একেবারেই করবে না। যেমন যেমন বলছি তেমনিভাবে তার কাছে ভুল স্বীকার করে নাও।

জ. দাঁদ্যা—যা ঘটেছে তারপর আবার ভুল স্বীকার করতে হবে আমাকে?

সোতেনভিলের ব্যারণ—জলদি কর, বলছি তোমাকে। এত হিসেব নিকেশের কিছু নেই, আমিই তোমাকে চালিয়ে নিচ্ছি বলে অতিরিক্ত কিছু করে ফেলছ এ ভয় কোরো না।

জ. দাঁদ্যা—আমি জানতাম না ··

সোতেনভিলের ব্যারণ—দেখ, জামাতা, আমাকে চটিও না। তাহলে আমি তার পক্ষ নিয়ে তোমার বিরুদ্ধে চলে যাব। এসো, এসো, আমার কথামত চল তো দেখি।

জ. দাঁদ্যা—ওঃ! জর্জ দাঁদ্যা!

সোতেনভিলের ব্যারণ—প্রথমে তোমার টুপি মাথা থেকে খুলে হাতে নাও। ইনি একজন অভিজাত পরিবারের লোক, তুমি তা নও।

জ. দাঁদ্যা—মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—আমার সঙ্গে সঙ্গে বল: 'মশাই'।

জ. দাঁদ্যা—'মশাই'।

সোতেনভিলের ব্যারণ—(লক্ষ করল যে তার জামাতার তার কথামত বলতে আপত্তি আছে) 'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' বল!

জ. দাঁদ্যা—'আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি'।

সোতেনভিলের ব্যারণ—'আপনার সম্পর্কে যে খারাপ ধারণা করেছিলাম তার জন্যে'।

জ. দাঁদ্যা—'আপনার সম্পর্কে যে খারাপ ধারণা করেছিলাম তার জন্যে'।

সোতেনভিলের ব্যারণ—'এর কারণ হল আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি'।

জ. দাঁদ্যা—'এর কারণ হল আপনার সঙ্গে পরিচিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়নি'।

সোতেনভিলের ব্যারণ—'আর আপনাকে বিশ্বেস করতে অনুরোধ করছি'।

জ. দাঁদ্যা—'আর আপনাকে বিশ্বেস করতে অনুরোধ করছি'।

সোতেনভিলের ব্যারণ—'যে আমি আপনার একান্ত অনুগত'।

জ. দাঁদ্যা—আপনি কি চান, যে লোকটি আমাকে এক অবিশ্বাসিনীর স্বামীতে পরিণত করেছে, তার একান্ত অনুগত হই আমি ?

সোতেনভিলের ব্যারণ—(সে আবার তাকে ভয় দেখিয়ে) কী হয়েছে ?

ক্লিতাঁদ্র্—যাক, যথেষ্ট হয়েছে, স্যার।

সোতেনভিলের ব্যারণ—না, না, আমি চাই সে শেষ করুক আর সমস্ত ব্যাপারটি নিয়মমাফিক হোক। 'যে আমি আপনার একান্ত অনুগত'।

জ. দাঁদ্যা—'যে আমি আপনার একান্ত অনুগত'।

ক্লিতাঁদ্র্—মশাই, আমি সর্বান্তঃকরণে আপনার অনুগত হয়ে রইলাম, আর যা ঘটেছে তা নিয়ে আমি আর ভাবছি না। আর, ব্যারণ, আপনাকে বলি, আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন, আর আপনার যে কিছুটা বিরক্তির কারণ ঘটেছে সেজন্যে আমি দুঃখিত জানবেন।

সোতেনভিলের ব্যারণ—আমার শুভেচ্ছা জানাই আপনাকে। আপনার যখনই ইচ্ছে হবে, খরগোস শিকারের আমোদের ব্যবস্থা আপনার জন্যে আমি করব।

ক্লিতাঁদ্র্—আপনি বড়ই অনুগ্রহ দেখাচ্ছেন আমাকে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—এবার দেখে নাও, জামাতা, কীভাবে কোন ব্যাপারের সুরাহা করতে হয়। চলি এখন। এটা জানবে যে তুমি এমন একটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছ যে পরিবার তোমার পেছনে খুঁটি হয়ে দাঁড়াবে আর তোমার কোন অবমাননা একেবারেই হতে দেবে না।

প্রথম অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যা

জর্জ দাঁদ্যা—ওঃ ইচ্ছে হয়……তুমিই এটা চেয়েছিলে, জর্জ দাঁদ্যা, তুমিই এটা ডেকে এনেছ। এবার বেশ সুন্দর করে তোমার ওপর এটা চেপে বসেছে। তোমার যা পাওনা তুমি ঠিক তা-ই পেয়েছ। চলে এসো, এই বাবা আর মা'টির মন থেকে ভুল ধারণা দূর করাটাই হচ্ছে একমাত্র কাজ। তাহলে হয়ত আমি সফল হবার পথ বের করে ফেলতে পারব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লোদিন, ল্যুর্ব্যা

ক্লোদিন—হাঁ, আমি ঠিকই অনুমান করেছি, ব্যাপারটা তোমার কাছ থেকেই শুরু হয়েছে, এরকমই কিছু একটা হবে ; তুমি কথাটা কাউকে বলেছ, আর সে আমাদের কর্তাব্যক্তিটিকে সেটা বলে দিয়েছে।

ল্যুর্ব্যা—মাইরি বলছি, আমি এর শুধু একটা আঁচ একটা লোককে দিয়েছিলাম, তাকে দিয়ে এই সত্যি করিয়ে নিয়ে যে, সে যে আমাকে বের হতে দেখেছে তার বিন্দুবিসর্গও বলবে না। এখন দেখা যাচ্ছে এ জায়গার লোকগুলো বড্ড বেশী বাচাল।

ক্লোদিন—কোন সন্দেহ নেই এই ভাইকাউন্ট সাহেব তোমাকে তাঁর দূত করে বেশ ভাল লোকই বেছে নিয়েছেন, আর তাঁর কাজটি পাবেন একটি বেশ গোলমেলে লোকের কাছ থেকে।

ল্যুর্ব্যা—আচ্ছা দেখবে এর পরের বার আমি আরও চালাক হয়ে যাব, আর আরও সাবধানে কাজ করব।

ক্লোদিন—হাঁ, হাঁ, আরও সুযোগ আসবে বৈকি।

ল্যুর্ব্যা—সে কথা থাক, একটু শোনো।

ক্লোদিন—কী শুনি তুমি চাও।

ল্যুর্ব্যা—মুখটা একটু এদিকে ফেরাও।

ক্লোদিন—বেশ, বল কী…

ল্যুর্ব্যা—ক্লোদিন!

ক্লোদিন—তো কী বল।

ল্যুর্ব্যা—মানে, আর কি, তুমি বেশ বুঝতে পারছ না আমি কী বলতে চাই ?

ক্লোদিন—না।

ল্যুর্ব্যা—মানে, আমি তোমাকে ভালোবাসি।

ক্লোদিন—তাই না কি ?

ল্যুব্যাঁ—হাঁ, আর কী বলি ! আমাকে তুমি বিশ্বাস করতে পার, কারণ এটা আমি শপথ নিয়ে বলছি।

ক্লোদিন—সাবাশ !

ল্যুব্যাঁ—তোমাকে দেখলে আমার মনটা ছ্যাঁৎ করে ওঠে।

ক্লোদিন—শুনে খুশী হলুম।

ল্যুব্যাঁ—কী করে এত সুন্দর হলে তুমি ?

ক্লোদিন—অন্যেরা যা করে হয় আমিও তাই করে আর কি।

ল্যুব্যাঁ—বুঝলে না ? এত কথায় কাজ কী ? তুমি রাজী হলে আমার স্ত্রী হতে পার, আমি হব তোমার স্বামী, আর আমরা হব স্বামী-স্ত্রী।

ক্লোদিন—আমাদের কর্তাটির মত বোধহয় তুমিও হবে খুঁতখুঁতে ?

ল্যুব্যাঁ—মোটেও না।

ক্লোদিন—আমার কথা হচ্ছে, সন্দেহবাতিকওলা স্বামীদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না। এমন স্বামী চাই আমি, যে কিছুতেই ঘাবড়াবে না, যার এত আত্মবিশ্বাস থাকবে, আর যার আমার সতীত্বে এত বিশ্বাস থাকবে যে ত্রিশ জন পুরুষের মাঝখানে আমাকে দেখলেও কোন অশান্তিতে ভুগবে না সে।

ল্যুব্যাঁ—বেশ তো। আমি একেবারে ঠিক সেরকমটি হব।

ক্লোদিন—স্ত্রীকে অবিশ্বাস করা আর তাকে জ্বালাতন করা সব থেকে বড় বোকামি। এর থেকে কারুরই সত্যিকারের কোন লাভই হয় না। এটা মনে বিদ্বেষ ভাব আনে আর অনেক সময়ই স্বামীরা যে অবস্থায় পড়ে চেঁচামেচি করে তারা নিজেরাই সে অবস্থার সৃষ্টি করে।

ল্যুব্যাঁ—বেশ, তোমাকে আমি যা তোমার ভাল লাগে তা করার স্বাধীনতা দেব।

ক্লোদিন—ঠকৃতে না হলে এটাই করা উচিত। যখন কোন স্বামী আমাদের কথামত চলে আমরা শুধু এমন স্বাধীনতাই নেই যেটা আমাদের নেওয়া চলে। আর ব্যাপারটি ঠিক ঐ রকম স্বামীদের মত, যারা তাদের টাকার থলে আমাদের হাতে দিয়ে দেয় আর বলে, 'এই নাও'। আমরা সেটা ঠিকভাবে ব্যবহার করি আর বুদ্ধিবিবেচনা করে চলি। কিন্তু যারা খরচ নিয়ে আমাদের সঙ্গে খিটিমিটি করে তাদের আমরা বাধ্য হয়েই ঠকাই আর একটুও হিসাবী হই না।

ল্যুব্যাঁ—ঠিক আছে, যে স্বামীরা অবাধে টাকা দেয়, তাদের মতই আমি হব, তুমি শুধু আমাকে বিয়েটা করেই দেখ।

ক্লোদিন—বেশ, বেশ, দেখা যাবে 'খন।

ল্যুব্যাঁ—একটু এদিকে এস, ক্লোদিন।

ক্লোদিন—কেন, কী চাই?

ল্যুব্যাঁ—বলছি, এসো না।

ক্লোদিন—আঃ, আস্তে। এত ঘুরপাক আমি পছন্দ করি না।

ল্যুব্যাঁ—আচ্ছা বন্ধুত্বের ছোট একটুখানি প্রমাণ।

ক্লোদিন—ওসব ছাড় বলছি; ফষ্টিনষ্টি আমার ভাল লাগে না।

ল্যুব্যাঁ—ক্লোদিন!

ক্লোদিন—কী!

ল্যুব্যাঁ—বেচারা সব লোকদের সম্পর্কে কী রূঢ় তুমি! ছিঃ, তাদের ফিরিয়ে দেওয়াটা কী অভদ্রতা! তোমার লজ্জাও করে না যে তুমি সুন্দরী হয়ে কাউকে তোমাকে আদর করতে দাও না? এই নাও।

ক্লোদিন—তোমার নাকে ঘুষি মারব আমি।

ল্যুব্যাঁ—উঃ কী জংলী বর্বর একটা! ছিঃ ছিঃ, উঃ! নিষ্ঠুর বাঁদরী একটা!

ক্লোদিন—একটু বেশী বাড়াবাড়ি শুরু করেছ তুমি।

ল্যুব্যাঁ—একটু আশ্‌কারা আমাকে দিলে কী ক্ষতিটা হচ্ছে তোমার?

ক্লোদিন—ধৈর্য ধরতে হবে তোমাকে।

ল্যুব্যাঁ—আমাদের এই বিয়ের আলোচনার মীমাংসা হিসেবে একটু চুমো খাওয়া।

ক্লোদিন—যে আজ্ঞে।

ল্যুব্যাঁ—সামান্য একটু দয়া দেখাবে না, ক্লোদিন?

ক্লোদিন—আঃ! কী ঝামেলা! ধরা তো আমি দিয়েই ফেলেছি। যাই এবার। তুমি যাও ভাইকাউন্ট সাহেবকে বল গিয়ে তার চিঠি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা আমি করব।

ল্যুব্যাঁ—যাই, বর্বর সুন্দরী!

ক্লোদিন—কথাটিতে ভালোবাসার গন্ধমাখা।

ল্যুব্যাঁ—ওগো পাথর, নুড়ি, চতুষ্কোণ পাথরের টুকরো আর দুনিয়ার কঠিন যা আছে! ওই সবই তুমি, তোমার কাছ থেকে বিদায়।

ক্লোদিন—আমার মনিবনীর হাতে পৌঁছে দিতে যাই…আরে, তাঁর স্বামীর সঙ্গে ঐ তো তিনি ; একটু দূরে সরে গিয়ে অপেক্ষা করা যাক তাঁর একা হওয়া পর্যন্ত।

দ্বিতীয় দৃশ্য

জ. দাঁদ্যা, আঁজেলিক, ক্লিতাঁদ্‌র্

জ. দাঁদ্যা—না, না, এত সহজে আমাকে ঠকাতে পারবে না, আবার আমাকে যে খবরটা দেওয়া হয়েছে তা নিয়েও নিশ্চিত হতে পারছি না। কেউ জানে না, কী শ্যেন দৃষ্টি আমার চোখে, আর তোমার ঐ বাজে বক্‌বকানি আমার চোখে ধুলো দিতে পারবে না।

ক্লিতাঁদ্‌র্—আরে ঐ তো সে, কিন্তু সঙ্গে আবার তার স্বামীটাও তো আছে।

জ. দাঁদ্যা—তোমার মুখের ঐ সমস্ত ভাবভঙ্গির ভেতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আমাকে যা বলা হয়েছে তা সত্যি, আর যে সম্পর্কে আমরা বাঁধা তার জন্যে তোমার শ্রদ্ধার কত অভাব। কী বলব। তোমার ঐ শ্রদ্ধা দেখানো রেখে দাও। ও ধরনের শ্রদ্ধার কথা তোমাকে আমি বলছি না। শুধু তামাসাই করে চলেছ তুমি।

আঁজেলিক—আমি ? তামাসা করছি আমি ? মোটেই নয়।

জ. দাঁদ্যা—কী ভাবছ তুমি আমি জানি, আর বুঝতেও পারছি…আবার ! আঃ! আর হাসি-ঠাট্টা কোরো না। আমি জানি তোমার উঁচু বংশের অভিমানে আমাকে তুমি তোমার থেকে অনেক নিচু ধাপের বলে মনে কর। যে শ্রদ্ধার কথা তোমাকে আমি বলতে চাই সেটা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে নিয়ে নয়। আমি এমন সম্পর্ক গড়ে তোলার কথা শুনি যা বিয়ের সম্পর্কের মত বজায় রাখাটা দস্তুর বলে তোমরা মনে কর। কাঁধ ঝাঁকিও না, কোন বাজে কথা বলছি না আমি।

আঁজেলিক—কে ভাবছে কাঁধ ঝাঁকুনির কথা ?

জ. দাঁদ্যা—আরে বাবা, সেটা তো পরিষ্কারই দেখছি। আরো একবার তোমাকে

আমি বলছি, বিয়েটা এমন একটি সম্পর্ক যার জন্যে আমাদের পুরোপুরি শ্রদ্ধা থাকা দরকার, আর তুমি যে ব্যবহার করছ সেটা তোমার পক্ষে খুবই খারাপ কাজ হচ্ছে। তুমি মাথা ঝাঁকানো আর মুখে ভেংচি কাটাই চালিয়ে যাচ্ছ।

আঁজেলিক—বাপস্! আমি জানি না কী বলতে চাইছ তুমি।

জ. দাঁদ্যা—আমি তা বেশ জানি। তোমার অবজ্ঞাটাও আমার জানা আছে। আমি উঁচু বংশের লোক না হতে পারি কিন্তু এমন বংশের লোক যার কোন অপবাদের ছোঁয়া নেই। আর দাঁদ্যার পরিবার···

ক্লিতাঁদ্র—(আঁজেলিকের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে যে দাঁদ্যা তাকে দেখতে পাচ্ছে না) একটু কথা বলব।

জ. দাঁদ্যা—এ্যাঁ?

আঁজেলিক—কী? কই, আমি তো কিছু বলিনি?

জ. দাঁদ্যা—এই তো সে লোকটি এসে তোমার চারদিকে ঘুর্ঘুর্ করছে।

আঁজেলিক—বেশ তো, আমার দোষ সেটা?

জ. দাঁদ্যা—একজন স্ত্রী তার স্বামীকে খুশী করতে চেয়ে যা করে আমি চাই তুমি তা-ই কর। লোকে যা-ই বলুক না কেন, ভালোবাসার হ্যাংলামি করে লোকে বিরক্ত করে তখনই যখন কেউ পরিষ্কারই তা চেয়ে থাকে। একটা মিষ্টি ভাব তাদের টেনে আনে, ঠিক যেমন মধু টানে মাছিদের, ভাল স্বভাবের স্ত্রীদের ধরনধারনই এমন যে প্রথমেই তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে।

আঁজেলিক—তাদের তাড়িয়ে দেব আমি? কেন দেব? কেউ যদি আমাকে সুন্দরী বলে মনে করে সেটা আমি মানহানিকর বলে মনে করি না, আমার তাতে ভালই লাগে।

জ. দাঁদ্যা—ঠিক। কিন্তু ঐ গোপন মেলামেশার সময়টিতে স্বামী ব্যক্তিটির কী ভূমিকা হবে তুমি চাও?

আঁজেলিক—একজন ভাল লোকের ভূমিকা, যে কিনা তার স্ত্রীকে লোকে কদর করাতে বেশ স্বচ্ছন্দ মনে থাকবে।

জ. দাঁদ্যা—যে আজ্ঞে। আমি সেটা চাই না। দাঁদ্যার পরিবারের লোকরা এই চালচলনে মোটেই অভ্যস্ত নয়।

আঁজেলিক—ওঃ! দাঁদ্যার পরিবারের লোকরা ইচ্ছে করলেই এতে অভ্যস্ত হতে পারে। কারণ আমার দিক থেকে—খুলেই বলি আমি—সামাজিক মেলামেশা ছেড়েছুড়ে দেওয়াটা আমার মতলব নয়। পুরোপুরি জীবনী-শক্তি থাকা সত্ত্বেও স্বামীর জীবনে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই না আমি। এ কীরকম কথা? একটি লোকের মাথায় আমাদের বিয়ে করার চিন্তা ঢুকল বলে প্রথম থেকেই আমাদের সব কিছু শেষ হয়ে যেতে হবে, আর আমরা প্রাণবন্ত লোকদের সঙ্গে সমস্ত মেলামেশা বন্ধ করে দেব? স্বামীদের এই অত্যাচার—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, তারা যে চায় আমরা সমস্ত আমোদ-আহ্লাদ বাদ দিয়ে দেব আর শুধু তাদের জন্যেই বাঁচব, ভারী চমৎকার জিনিস এটা মনে হয়! এর পরোয়া করি না আমি, আর এই তরুণ বয়সেই প্রাণশূন্য হয়ে যেতে একেবারেই চাই না আমি।

জ. দাঁদ্যা—সকলের সামনে যে বিশ্বস্ত থাকার শপথ নিয়েছিলে এভাবেই তাহলে তুমি সেটা রাখতে চাও?

আঁজেলিক—আমি? আমি সে শপথ নিজের ইচ্ছায় নিইনি। আমার কাছ থেকে তুমি সেটা জোর করে আদায় করে নিয়েছ। বিয়ের আগে কি জানতে চেয়েছিলে আমার সম্মতি আছে কিনা, আর তোমাকেই আমি চাই কিনা? এ সমস্তের জন্যে তুমি শুধু আমার মা, বাবার সঙ্গেই কথাবার্তা বলেছ। তোমাকে সত্যি সত্যি বিয়ে করেছে তারাই, আর সেজন্যেই কেউ তোমার ওপর অন্যায় অবিচার করে থাকলে তাদের কাছেই নালিশ জানালে তুমি ভাল করবে। আমার কথা হল, আমাকে বিয়ে করতে আমি মোটেই বলিনি তোমাকে। আমার ভাল লাগা, মন্দ লাগা বিবেচনা না করেই তুমি আমাকে নিয়েছ। তাই বলি তোমার ইচ্ছার দাসী হয়ে থাকতে আমি মোটেই বাধ্য নই। আর, মনে কিছু করবে না, যৌবন বয়স আমাকে কিছু যে সুন্দর সময় উপহার দিয়েছে সেগুলো আমি উপভোগ করতে চাই, এই বয়সটা আমাকে যে মিষ্টি স্বাধীনতা দিয়েছে তা আমি নিয়ে নিতে চাই, এই সুন্দর দুনিয়াটা একটু দেখে নিতে চাই, আর আমাকে বলা মিষ্টি কথাগুলোর স্বাদ পেতে চাই। তোমার শাস্তি হিসেবে এগুলোর জন্যে তুমি নিজেকে

তৈরি করে নাও, আর ভগবানকে ধন্যবাদ দাও যে এর থেকেও খারাপ কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, তুমি ব্যাপারটা ওভাবেই নিয়েছ। তোমার স্বামী আমি, আমি বলছি তোমাকে, আমি এটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।

আঁজেলিক—আর তোমার স্ত্রী আমি, আমি তোমাকে বলছি, এটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি।

জ. দাঁদ্যা—মাঝে মাঝে খুব রোখ চেপে যায় ওর চেহারাটা থেত্‌লে দেবার ব্যবস্থা করতে যা মিষ্টি মিষ্টি কথা বলা লোকদের আর পছন্দ হবে না। চলে এস, দাঁদ্যা, নিজেকে আর আটকে রাখতে পারছি না, এ জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়াই ভাল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ক্লোদিন, আঁজেলিক

ক্লোদিন—তার চলে যাওয়ার জন্যে আমি অধীর হয়ে উঠেছিলাম যাতে আপনি চেনেন এমন একটি লোকের কাছ থেকে এই কথাটি আপনাকে বলতে পারি।

আঁজেলিক—কী, বল দেখি।

ক্লোদিন—আমি যদ্দুর লক্ষ্য করলাম, ওঁকে যা বলা হয়েছে তাতে উনি কিছু মনে করেন নি।

আঁজেলিক—আঃ, ক্লোদিন, এই চিঠিখানা কী ভদ্রভাবে যা বলার তা বলছে। রাজদরবারের লোকদের সমস্ত কথাবার্তা আর সমস্ত কাজের ধরনধারন কী সুন্দর। রাজধানীর বাইরের আমাদের গ্রাম্য লোকরা তাদের তুলনায় কোথায় দাঁড়ায়?

ক্লোদিন—আমার মনে হয় এঁদের দেখার পর আর দাঁদ্যাদের আপনার মোটেই ভাল লাগে না।

আঁজেলিক—একটু দাঁড়াও এখানে ; আমি এর উত্তর লিখে আনতে যাচ্ছি।

ক্লোদিন—ওটা সুন্দর করে লেখার জন্যে আর বলে দেওয়ার দরকার আছে বলে মনে হয় না। কিন্তু এই তো এরা…

দ্বিতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

ক্লিতাঁদ্র্, ল্যুবাঁ, ক্লোদিন

ক্লোদিন—সত্যিই, স্যার, খুব চতুর এক দূত যোগাড় করে ফেলেছেন আপনি।

ক্লিতাঁদ্র্—নিজের কোন লোকদের পাঠাতে আমি ভরসা করিনি। কিন্তু, ভাই ক্লোদিন, আমি জানি আমার জন্যে যে ভাল কাজটি তুমি করলে তার জন্যে তোমাকে আমার পুরস্কার দেওয়া উচিত।

ক্লোদিন—না, স্যার, এর কোন দরকার নেই ; এ নিয়ে আপনার ভাবনার কিছু নেই। আপনার কাজ আমি করছি কারণ এটা আপনার পাওনা, আর আপনার জন্যে আমার মনে একটু দরদও আছে মনে হয়।

ক্লিতাঁদ্র্—তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ল্যুবাঁ—আমাদের যখন বিয়ে হচ্ছেই, ওটাও আমাকে দিয়ে দাও যাতে আমার জিনিসপত্রের সঙ্গে ওটাও রেখে দিতে পারি।

ক্লোদিন—চুমোটির মত ওটা আমি তোমার জন্যে যত্ন করেই তুলে রাখছি।

ক্লিতাঁদ্র্—বল দেখি, আমার চিঠিখানা তোমার সুন্দরী মনিবনীর হাতে দিয়ে দিয়েছ তো?

ক্লোদিন—হাঁ, দিয়েছি ; তিনি উত্তর লিখে আনতে গিয়েছেন।

ক্লিতাঁদ্র্—কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলার কি কোন উপায়ই নেই, ক্লোদিন?

ক্লোদিন—হাঁ, আছে ; আমার সঙ্গে আসুন, তার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমি আপনাকে নিয়ে যাব।

ক্লিতাঁদ্র্—কিন্তু এটা কি তার কাছে ভাল মনে হবে? এর মধ্যে কোন ঝুঁকি নেই তো?

ক্লোদিন—না, না ; ওর স্বামী বাড়ী নেই ; আর তা ছাড়া ওর সব থেকে বেশী ওকেই সামলাতে হবে এমনও নয়, বরঞ্চ সেটা করতে হবে ওর বাবা আর মা'কে ; তাদের সম্পর্কে যদি সাবধান হওয়া যায়, অন্য আর কিছুকেই ভয় করতে হবে না।

ক্লিতাঁদ্র্—আমি তোমার হাতে নিজেকে সঁপে দিলাম।

ল্যুবাঁ—বাব্বা ! ওর মধ্যে কী চতুর একটি স্ত্রী পাচ্ছি আমি ! ওর তো চার চারজন পুরুষের হিম্মত আছে !

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যাঁ, ল্যুবাঁ

জ. দাঁদ্যা—এই তো কিছুক্ষণ আগে দেখা আমার সেই আদমীটি। ভগবান করুন, 'বাবা' আর 'মা' যে ব্যাপারটি একটুও বিশ্বেস করতে চান না তা নিয়ে সে যেন সাক্ষ্য দিতে মনস্থির করে ফেলতে পারে।

ল্যুবাঁ—আরে, এই যে কথকঠাকুর, আপনি এখানে। এঁকে আমি পই পই করে বলেছি কিচ্ছু না বলতে, আর ইনি কিনা আমাকে তা নিয়ে কথাও দিয়েছিলেন। আপনি তাহলে একটি বাচাল, আর যে জিনিস কেউ গোপনে আপনাকে বলে সেটা বলে ফেলেন আপনি ?

জ. দাঁদ্যা—কে, আমি ?

ল্যুবাঁ—হাঁ, তুমি ঐ স্বামীটাকে সব বলে দিয়েছ, আর সে যে এক তুলকালাম কাণ্ড বাধিয়েছে তার গোড়াই হচ্ছ তুমি। তুমি কথা বলে ফেলতে বেশ পটু—এটা জেনে যাওয়াতে ভালই হল। এ থেকে আমার শিক্ষা হবে তোমায় আরও কিছু বলে না ফেলার।

জ. দাঁদ্যা—একটু শোন, ভাই।

ল্যুবাঁ—তুমি যদি বক্‌বক্ করে সব বলে না ফেলতে, তাহলে ঠিক এই মুহূর্তে কী ঘটনা ঘটে চলেছে তা আমি তোমাকে বলতাম। কিন্তু তুমি এর কিছুই জানবে না। এটাই তোমার শাস্তি।

জ. দাঁদ্যা—সে কি কথা ? কী ঘটনা ঘটে চলেছে ?

ল্যুবাঁ্যা—কিছু না, কিছু না। বেশী কথা বলে ফেলার এটাই হল ফল। আর কিছুই তুমি ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে পাবে না। এই টুক্‌রো চুটকি খবরটুকুই তোমাকে দিলাম।

জ. দাঁদ্যা—একটু দাঁড়াও না, ভাই।

ল্যুবাঁ্যা—মোটেও না।

জ. দাঁদ্যা—তোমাকে শুধু একটি কথা বলতে চাই আমি।

ল্যুবাঁ্যা—না হে, না। তুমি ধীরে ধীরে আমার কাছ থেকে গোপন কথাটি বের করে নিতে চাইছ।

জ. দাঁদ্যা—না, তা নয়।

ল্যুবাঁ্যা—কি, একটা বোকা ঠাউড়েছ ? তোমার মতলবটা বুঝেছি।

জ. দাঁদ্যা—অন্য একটা ব্যাপার, একটু শোন না, ভাই।

ল্যুবাঁ্যা—মোটেও না। তুমি চাইছ তোমাকে বলি, ঐ ভাইকাউণ্ট মশাই এই মাত্র কিছু টাকা ক্লোদিনকে দিয়েছে, আর ক্লোদিন তাঁকে তার মনিবনীর বাড়ী নিয়ে গেছে, কিন্তু এত বোকা নই আমি।

জ. দাঁদ্যা—দয়া করে।

ল্যুবাঁ্যা—না।

জ. দাঁদ্যা—তোমাকে আমি দেব······

ল্যুবাঁ্যা—ঘোড়ার ডিম !

দ্বিতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যা

জ. দাঁদ্যা—এই মূর্খটাকে দিয়ে তো আমার মতলবটা হাসিল করতে পারলাম না। কিন্তু এই যে নতুন খবরটি তার মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে গেল সেটা দিয়ে ঐ একই কাজ হবে, আর ঐ নাগর ব্যাটা যদি আমার বাড়ীতে এসে থাকে তাহলে তার 'বাবা' আর 'মা'কে ওদের মেয়ের বেহায়াপনার ব্যাপারটি যে সত্যি তাতে পুরোপুরি বিশ্বাস জন্মাবার

কাজে লাগবে। এই সমস্ত ব্যাপারটির মুস্কিলটা হচ্ছে এই যে, এই খবরটিকে কী করে সুবিধে মত কাজে লাগাব জানি না। যদি আমি আমার বাড়ীতে ফিরে যাই, তাহলে এই বদমাস্টার পালিয়ে যাবার পথ করে দেব, আর আমার মানহানিকর কোন কিছু যদি দেখেও ফেলি, সেটা শপথ নিয়ে বলেও কাউকে বিশ্বাস করাতে পারব না; লোকে বলবে আমি স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু অন্যদিকে আবার আমার বাড়ীতে ঐ নাগরটাকে পাওয়া যাবেই এতে নিশ্চিত না হয়ে যদি আমার শ্বশুর শাশুড়িকে ডেকে আনতে যাই, তাহলেও একই ব্যাপার দাঁড়াবে। আমি আবার কিছু আগের সেই ফাঁপরেই পড়ব! লোকটা এখনও ওখানে আছে কিনা চুপি চুপি ভাল করে জেনে নিতে পারি না? হা ভগবান! এর আর কোন সন্দেহই নেই, এই মাত্র দরজার ফুটো দিয়ে তাকে আমি দেখেছি। আমার ভাগ্য আমার বিপক্ষকে পর্যুদস্ত করার হাতিয়ার এই তো আমাকে দিয়েছে; এই গোলমেলে কাজটির ফয়সালা করার জন্যে যে বিচারকদের আমার চাই তাদের ঠিক জায়গাটিতে নিয়ে এসেছে!

দ্বিতীয় অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

সোতেনভিলের ব্যারণ, ব্যারণ-পত্নী, জর্জ দাঁদাঁ

জ. দাঁদ্যা—সেদিন তো শেষপর্যন্ত আপনারা আমাকে বিশ্বেস করতে চাননি, আর আপনাদের মেয়ে আমার ওপর টেক্কা দিয়ে বেরিয়ে গেল, কিন্তু আমার সঙ্গে যে সে কতটা মিলেমিশে চলছে সেটা আপনাদের দেখাবার মত কিছু জিনিস আমার হাতে আছে। ভগবানকে ধন্যবাদ, আমার সম্মানহানিটা এতই পরিষ্কার হয়ে পড়েছে যে আপনারা এ নিয়ে আর কোন সন্দেহ করতে পারবেন না।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কী হয়েছে, জামাতা, তুমি এখনও সে নিয়েই পড়ে রয়েছ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, সে নিয়েই পড়ে রয়েছি; আর সে নিয়ে পড়ে থাকার এত যুক্তি আর কখনো আমি পাইনি।

ব্যারণ-পত্নী—তুমি আবারও আমাদের মাথায় গণ্ডগোল করে দিতে লেগেছ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, আপনাকে বলছি, আমার মাথায় এ থেকেও খারাপ কিছু করে দেওয়া হচ্ছে।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—তুমি কি নিজেকে খুব বিরক্তিকর করে তুলছ না?

জ. দাঁদ্যা—না, বরঞ্চ আমি না ঠকার জন্যে নিজেকে মজবুত করে তুলছি।

ব্যারণ-পত্নী—তোমার এই আজগুবী ভাবনাগুলোকে ঝেঁটিয়ে দূর করতে কি তুমি একেবারেই চাও না?

জ. দাঁদ্যা—না, মহোদয়া; তবে যে স্ত্রী আমার অসম্মানের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তার থেকে মুক্ত হতে চাই।

ব্যারণ-পত্নী—আশ্চর্য ব্যাপার! একটু কথা বলতে শেখ তো, জামাতা।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—তাজ্জব ব্যাপার! এর থেকে একটু কম ঝগড়াটে সুরে কথা বলার চেষ্টা কর তো!

জ. দাঁদ্যা—যে লোকসানে তলাচ্ছে, তার হাসি ফোটে না।

ব্যারণ-পত্নী—মনে রাখবে, তুমি একটি উঁচু ঘরের মেয়েকে বিয়ে করেছ।

জ. দাঁদ্যা—সেটা খুবই মনে রাখছি আমি, আর মনে রাখবও খুব বেশী করেই।

ব্যারণ-পত্নী—সেটা যদি তোমার মনেই থেকে থাকে তাহলে আর একটু সম্ভ্রম রেখে ওকে নিয়ে কথা বলার কথা ভাববে।

জ. দাঁদ্যা—কিন্তু সে কেন আরও সম্ভ্রম রেখে আমার সঙ্গে ব্যবহারের কথা ভাবে না? কী বলছেন আপনি? উঁচু ঘরের মেয়ে বলে আমাকে নিয়ে যা-ইচ্ছে তা-ই করার স্বাধীনতা থাকবে তার, আর তা নিয়ে কথাটি বলার সাহস পাব না আমি?

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—তাহলে হয়েছেটা কী, কী বলতে পার তুমি? আজ সকালবেলাই তুমি দেখলে না—যে লোকটি সম্পর্কে কথা বলতে তুমি এসেছিলে—তার সঙ্গে পরিচয় রাখতে তাকে বারণ করে দেওয়া হয়েছে?

জ. দাঁদ্যা—ঠিক; কিন্তু যদি আমি দেখাতে পারি সে লোকটি ওর সঙ্গেই বসে আছে, তাহলে আপনাদের কী বলার থাকবে?

ব্যারণ-পত্নী—ওর সঙ্গে?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, ওর সঙ্গে, আর আমার বাড়ীতেই।

সোতেনভিলের ব্যারণ—তোমার বাড়ীতেই ?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ, একেবারে আমার নিজের বাড়ীতে!

ব্যারণ-পত্নী—যদি তা-ই হয়, তাহলে আমরা তোমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে চলে যাব।

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, আমাদের পরিবারের মর্যাদার দাম আমাদের কাছে অন্য সমস্ত জিনিস থেকে বেশী; আর তোমার কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ওর সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক আছে বলে আমরা স্বীকার করব না, আর ওকে তোমার রাগের মুখে ছেড়ে দেব।

জ. দাঁদ্যা—আপনারা শুধু আমার পেছন পেছন একবারটি আসুন।

ব্যারণ-পত্নী—দেখবে যেন ফাঁকিতে না পড়।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সেবারের মত কিছু করে বোসো না।

জ. দাঁদ্যা—কী বলছেন! দেখতেই পাবেন। দেখুন, আমি মিথ্যে বলেছি ?

দ্বিতীয় অঙ্ক

অষ্টম দৃশ্য

আঁজেলিক, ক্লিতাঁদর্, ক্লোদিন, সোতেনভিলের ব্যারণ, ব্যারণ-পত্নী, জর্জ দাঁদ্যা

আঁজেলিক—এবার আসুন। ভয় হচ্ছে কেউ না আপনাকে এখানে দেখে ফেলে। আর আমাকে তো কিছু বাধা-নিষেধ মেনে চলতেই হয়।

ক্লিতাঁদর্—তাহলে আপনি কথা দিন আজ রাত্রিতে আপনার সঙ্গে কথাবার্তা হবে আমার।

আঁজেলিক—তার চেষ্টা আমি করব।

জ. দাঁদ্যা—চলুন, শব্দ না করে পেছন দিয়ে এগোই সাবধানে, কেউ যেন দেখতে না পায়।

ক্লোদিন—হায়, হায়, সর্বনাশ হয়ে গেছে; ঐ যে আপনার স্বামীর সঙ্গে আপনার বাবা আর মা আসছেন।

ক্লিতাঁদ্র্—হা ভগবান!

আঁজেলিক—কিছু হয়েছে এমন ভাব দেখাবেন না; দু'জনের জন্যে যা হয় আমাকেই করতে দিন। কী? কিছু আগেই যা ঘটেছে তারপরও এভাবে ওনিয়ে দুঃসাহসী হচ্ছেন? আর এভাবেই আপনি আপনার মনের ভাব নিয়ে কপটতা করছেন? এ নিয়ে আমার বিরক্তি বিতৃষ্ণা আমি দেখিয়েছি আর সবার সামনে আমার কথা পরিষ্কার করে আপনাকে বলেছি। আপনি জোর গলায় এ ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন, আর আমাকে কথা দিয়েছেন আমাকে বিরক্ত করার কোন চিন্তাই আপনার মনে নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও এই একই দিনে আপনি আমার বাড়ীতে এসে দেখা করার বেয়াদবি দেখিয়েছেন, এ কথা আমাকে বলতে যে আপনি আমাকে ভালোবাসেন, আর আমাকে এক গুচ্ছ বোকা বোকা গালগল্প শুনিয়েছেন, আপনার কল্পনাবিলাসে আমাকে সম্মতি দিতে রাজী হবার জন্যে, যেন আমি এমন একজন মহিলা যে তার স্বামীকে দেওয়া বিশ্বস্ততার শপথ ভেঙ্গে ফেলবে, আর আমার বাবা-মা আমাকে যে নীতির শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে কোনদিন সরে যাবে! যদি আমার বাবা এটা জানতেন তাহলে এ ধরনের অপচেষ্টার জন্যে আপনাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দিতেন। তবে একজন সৎস্বভাবের স্ত্রী কোন হট্টগোল একেবারেই পছন্দ করে না। আমি তাকে কিছুই না জানানোর ব্যাপারে সাবধান থাকব, আর আপনাকে আমি দেখাতে চাই, যদিও আমি শুধুই একজন মেয়েমানুষ, আমাকে যে বিরক্ত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবার মত যথেষ্ট সাহস আমার নিজেরই আছে। যে কাজটি আপনি করেছেন সেটা কোন ভদ্রলোকের কাজ নয়, আর আমিও আপনার সঙ্গে ভদ্রমানুষের মত ব্যবহার করতে চাই না। (সে একটি ছোট লাঠি নিয়ে ক্লিতাঁদ্র্-এর পরিবর্তে তার স্বামীকে বাড়ি মারল যে তার আর ক্লিতাঁদ্র্ এর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছিল)

ক্লিতাঁদ্র্—আহা হা, আস্তে আস্তে।

ক্লোদিন—জোরে মারুন, মাদাম, যেমন জোরে মারা দরকার।

আঁজেলিক—আপনার মনের ভেতর যদি কিছু বাসা বেঁধে থাকে তার উপযুক্ত জবাব দিয়ে দিচ্ছি আমি।

ক্লোদিন—কার সঙ্গে তামাসা করতে এসেছেন এবার বুঝে নিন।

আঁজেলিক—এ কী, বাবা, আপনি ওখানে!

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ গো মেয়ে, আমি দেখে চলেছি বুদ্ধিবিবেচনায় আর সাহসে সোতেনভিল বংশের এক যোগ্য সন্তান বলে তুমি নিজেকে প্রমাণ করেছ। এস, কাছে এস, তোমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করি।

ব্যারণ-পত্নী—এস মেয়ে, আমাকে জড়িয়ে ধর। ছি! আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেছে, আর তুমি এখন যা করলে তাতে আমার বংশের ছাপ দেখছি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—ওহে জামাতা, তোমার কত আনন্দ হওয়া উচিত আর এই ঘটনাটি তোমার মনে কি শান্তিই না আনতে পারে! ব্যাপারটি তোমার ভয় পাবার মত হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তোমার সন্দেহ খুব ভাল ভাবেই দূর হয়ে গেল।

ব্যারণ-পত্নী—নিশ্চয়ই তাই, জামাতা; সব থেকে বেশী সুখী হওয়া এখন তোমার উচিত।

ক্লোদিন—তা আর বলতে। এই হচ্ছে একজন খাঁটি স্ত্রী, যিনি দাঁড়িয়ে আছেন ওখানে। ওকে পেয়ে আপনার খুবই সুখী হওয়া উচিত, আর আপনার উচিত যেখানে যেখানে ওর পায়ের ছাপ পড়ে সেখানে সেখানে চুমো খাওয়া।

জ. দাঁদ্যা—কী! বিশ্বাসঘাতিনী!

সোতেনভিলের ব্যারণ—কি, জামাতা? তোমার স্ত্রী তোমার জন্যে যে বন্ধুত্বভাব দেখাল তুমি দেখলে, তার জন্যে ওকে তুমি ধন্যবাদ দাও না কেন?

আঁজেলিক—না, না, বাবা, তার দরকার নেই। ও যা এইমাত্র দেখল তার জন্যে আমার কাছে ওর বাধিত হবার কিছু নেই। এ ব্যাপারে যা-ই আমি করছি তা আমি নিজেকে ভালোবাসি বলেই করছি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—কোথায় যাচ্ছ তুমি, মেয়ে?

আঁজেলিক—আমি সরে যাচ্ছি যাতে ওর সাধুবাদ নিতে বাধ্য হচ্ছি এটা দেখতে না হয়।

ক্লোদিন—ইনি রেগে গিয়ে ঠিকই করেছেন। এই ইনি মাথায় করে রাখার যোগ্য আর এঁর সঙ্গে আপনার যেরকম ব্যবহার করা উচিত তা করছেন না আপনি।

জ. দাঁদ্যা—বদ্‌মাস্‌!

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—এই কিছুক্ষণ আগের ব্যাপারটা নিয়ে ক্ষোভ এটা ; তুমি তাকে একটু আদর করলেই চলে যাবে। এবার চলি, জামাতা, তোমাকে যে অবস্থায় দেখে গেলাম তাতে চিন্তার আর কোন কারণ নেই আমাদের। যাও, দুজনের মধ্যে একটু রফা করে নাও গে। তোমার রাগটা নিয়ে একটু কৈফিয়ৎ-টৈফিয়ৎ দিয়ে ওকে শান্ত করে ফেলার চেষ্টা কর।

ব্যারণ-পত্নী—তোমার এটা একটু বিবেচনা করা উচিত যে ও হচ্ছে একটি তরুণী যাকে ভাল পথে চলার মত করে বড় করে তোলা হয়েছে, আর কোন খারাপ কাজ করেছে বলে তাকে সন্দেহ করা হচ্ছে—এতে ও অভ্যস্ত নয়। আসি এবার। তোমাদের এই গোলমেলে ব্যাপারটার ইতি হয়েছে দেখে আর ওর ব্যবহার কত খুশী করবে তোমাকে ভেবে খুবই আনন্দ পেলাম।

জ. দাঁদ্যা—আমি একটি কথাও বলছি না কারণ কথা বলে আমার বিন্দুমাত্র লাভ হবে না। আর আমার অপদস্থ হবার জন্যে এমন একটি ব্যাপার কোনদিন দেখা যায় নি। হাঁ, সত্যিই, আমার দুর্দশা দেখে আর আমার বজ্জাত চতুর স্ত্রীর সব সময়ই নিজেকে ঠিক আর আমাকে ভুল প্রমাণ করার চালাকি দেখে আমি তাজ্জব বনে গেছি। সব সময়ই তার তলায় পড়ে মার খাব আর সব সময়ই ঘটনাগুলো আমার বিরুদ্ধে চলে গেছে দেখাবে—এ-ও কি সম্ভব! আর আমার এই নির্লজ্জ স্ত্রীটার ব্যাপারে কারো বিশ্বাস জন্মাতে সফল হব না? ভগবান, আমার কাজটা গুছিয়ে করার ব্যাপারে আমাকে একটু সাহায্য কর না, আর একটু আমার অনুকূল হও যাতে আমি অন্যদের বোঝাতে পারি কী অপমান অসম্মান আমাকে করা হচ্ছে!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লিতাঁদ্র্‌, ল্যুবাঁ্যা

ক্লিতাঁদ্র্‌—বেশ রাত হয়েছে, ভাবনা হচ্ছে খুব বেশী দেরী হল না তো? কোন্‌ দিকে যাব কিছুই তো দেখছি না। ল্যুবাঁ্যা!

ল্যুবাঁ্যা—বলুন, স্যার।

ক্লিতাঁদ্র্‌—এদিক দিয়েই তো?

ল্যুবাঁ্যা—মনে তো হচ্ছে তা-ই। বাপ্‌রে! এ একটা বুদ্ধু রাতই বটে। এমন অন্ধকার করতে হয়?

ক্লিতাঁদ্র্‌—এটা এর অন্যায় ঠিকই, তবে একদিকে যেমন এটা আমাদের দেখতে বাধা দিচ্ছে, অন্যদিকে অন্যদেরও বাধা দিচ্ছে যেন আমাদের দেখতে না পায়!

ল্যুবাঁ্যা—আপনি ঠিকই বলেছেন। রাতটার তেমন কিছু ভুল হয় নি। স্যার, আপনারা বিদ্বান লোক, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাত্রিতে কেন একদম আলো হয় না।

ক্লিতাঁদ্র্‌—এটা বেশ একটা বড় জাতের প্রশ্ন আর কঠিনও বটে। ল্যুবাঁ্যা, তোমার তো বেশ জানার কৌতূহল আছে!

ল্যুবাঁ্যা—হাঁ, আমি যদি পড়াশুনো করতাম তাহলে এসব জিনিস নিয়ে আমি ভেবে দেখতাম যা নিয়ে কেউ কোনদিন ভাবেনি।

ক্লিতাঁদ্র্‌—আমার-ও তা-ই মনে হয়। তোমার মনের ধাঁচটা খুব সূক্ষ্ম আর তীক্ষ্ণ মনে হয় দেখে।

ল্যুবাঁ্যা—ঠিক তা-ই। দেখুন, আমি কিছু লাতিন ব্যাখ্যা করছি যদিও লাতিন আমি কোনদিন শিখিনি, আর সেদিন একটা বড় ফটকে Collegium লেখা আছে দেখে আমি বের করে ফেল্লুম যে ওটা কলেজ-ই বোঝাচ্ছে।

ক্লিতাঁদ্র্‌—বা বা, বেশ! তাহলে, ল্যুবাঁ্যা, তুমি পড়তে জান?

ল্যুবাঁ্যা—না, আমি বড় হাতের অক্ষর পড়তে পারি; হাতের লেখা পড়তে কখনো শিখিনি আমি।

ক্লিতাঁদর্—এই তো আমরা বাড়ীটার সামনাসামনি এসে গেছি। ঐ তো ক্লোদিন সঙ্কেত দিচ্ছে।

ল্যুব্যাঁ—কাণ্ড দেখ! এই একটি মেয়ে যার টাকার দরে ওজন অনেক। তাকে আমি সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসি।

ক্লিতাঁদর্—সেজন্যেই আমি তোমাকে আমার সঙ্গে আনলাম কথাবার্তা বলার জন্যে।

ল্যুব্যাঁ—আপনার কাছে, স্যার, আমি···

ক্লিতাঁদর্—চুপ! একটা শব্দ শুনতে পাচ্ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

আঁজেলিক, ক্লোদিন, ক্লিতাঁদর্, ল্যুব্যাঁ

আঁজেলিক—ক্লোদিন!

ক্লোদিন—বলুন।

আঁজেলিক—দরজাটা একটু ফাঁক করে রাখ।

ক্লোদিন—ওই তো রেখেছি।

ক্লিতাঁদর্—এ তো ওরা-ই! এই যে এখানে।

আঁজেলিক—এই তো। এখানে।

ল্যুব্যাঁ—এখানে।

ক্লিতাঁদর্—এখানে।

ক্লিতাঁদর্ (ক্লোদিনকে)—বলুন।

আঁজেলিক (ল্যুব্যাঁকে)—কী? বলুন।

ল্যুব্যাঁ—(আঁজেলিককে) ক্লোদিন!

ক্লিতাঁদর্—(ক্লোদিনকে) আঃ বুঝলেন, কী আনন্দ যে আমার হচ্ছে!

ল্যুব্যাঁ—(আঁজেলিককে) ক্লোদিন, আমার আদরের ক্লোদিন!

ক্লোদিন—(ক্লিতাঁদর্কে) একটু সামলে, মশাই!

আঁজেলিক—(ল্যুব্যাঁকে) একটু সাবধান, ল্যুব্যাঁ।

ক্লিতাঁদর্—ক্লোদিন, তুমি ?

ক্লোদিন—হাঁ।

ল্যুব্যাঁ—ও, এ যে আপনি !

আঁজেলিক—হুঁ।

ক্লোদিন—আপনারা একজনকে অন্যজন ঠাউরেছেন !

ল্যুব্যাঁ—বাব্বা, কী অন্ধকার, একেবারে কিছুছু দেখা যাচ্ছে না।

আঁজেলিক—আপনি ক্লিতাঁদর্ তো ?

ক্লিতাঁদর্—হাঁ, তা-ই।

আঁজেলিক—আমার কর্তাটি তো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন ঠিক যেমনটি দরকার, আর ঐ সুযোগটা আমি নিয়েছি আমাদের এখানে কথাবার্তা বলার জন্যে।

ক্লিতাঁদর্—চলুন, বসার জন্যে একটু জায়গা খুঁজে বের করে নেওয়া যাক্।

ক্লোদিন—খুব ভাল কথা বলেছেন।

(ওরা দূরে মঞ্চের পেছনের দিকে বসে পড়ল)

ল্যুব্যাঁ—ক্লোদিন, তুমি আবার কোথায় গেলে ?

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

জ. দাঁদ্যাঁ, ল্যুব্যাঁ

জ. দাঁদ্যাঁ—আমার স্ত্রীর নেমে যাবার শব্দ আমি শুনেছি, আর চট্ করে পোশাকটা পরে নিয়েছি তার পিছু পিছু নেমে যাবার জন্যে। কোথায় যেতে পারে সে ! বেরিয়ে গেল নাকি !

ল্যুব্যাঁ—(জ. দাঁদ্যাঁকে ক্লোদিন মনে করে) কোথায়, ক্লোদিন, কোথায় তুমি ? আ হা ! ঐ যে তুমি ওখানে। কী বলব, তোমার মনিব খুব জবর আটকেছে। কিছু আগে তার লাঠিপেটা হবার খবর যেমন শুনেছি এটাও ঐরকম মজারই মনে হচ্ছে। তোমার মনিবনী বলেছেন, তিনি

নাকি এ মুহূর্তে ভূতের মত নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছেন, আর তিনি জানেন না তিনি যখন ঘুমিয়ে আছেন তখন ভাইকাউণ্ট মশাই আর তাঁর স্ত্রীর মধ্যে দেখাশোনা চলছে। কী স্বপ্ন এখন তিনি দেখছেন জানতে খুব ইচ্ছে হচ্ছে আমার! খুবই হাসির ব্যাপার এটা! কী থেকে তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সন্দেহ হল, আর তিনি শুধু তাঁরই হবেন এমন ইচ্ছে তাঁর হল? এটা এক গেঁয়োমি, আর ভাইকাউণ্ট মশাই তাকে বেশ সম্মানটাই দেখাচ্ছেন। কী হল, ক্লোদিন, একটিও কথা বলছ না যে তুমি। এস, আমরাও ওদের পথেই চলি, তোমার ছোট্ট হাতখানি দাও আমাকে, একটু চুমু খাই। আঃ কী নরম হাত! মনে হচ্ছে যেন জ্যাম জেলি খাচ্ছি (দাঁদ্যার হাতে যেমনি চুমু খেতে গেল, দাঁদ্যা তার মুখটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল) বাঃ রে বাঃ! এ আবার কী করছ তুমি! ছোট্ট নরম হাতখানি তো বেশ একটু মজবুতও দেখছি!

জ. দাঁদ্যা—কে, ওটা কে?

ল্যুবাঁ্যা—কেউ না, কেউ না!

জ. দাঁদ্যা—লোকটা পালাচ্ছে, আর রেখে গেল আমার অবিশ্বাসিনী স্ত্রীটার নতুন বেইমানীর এক খবর। দেখি, দেখি, দেরী না করে তার বাবা-মাকে এখানে ডেকে আনতে পাঠাতে হবে। এই ঘটনাটির জন্যে ওর সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ করে ফেলতে হবে। এই! কোলাঁ্যা, কোল্যা!

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

কোলাঁ্যা, জর্জ, দাঁদ্যা

কোলাঁ্যা—(জানালায়) স্যার।

জ. দাঁদ্যা—শিগ্‌গির নীচে এস এখানে।

কোলাঁ্যা—(জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পড়ে) এই যে এখানে আমি! এর থেকে জলদি তো কেউ করতে পারে না!

জ. দাঁদ্যা—তুমি ওখানে কি?

কোল্‌ঁ্যা—হাঁ, স্যার।

(সে যখন তার সঙ্গে কথা বলতে একদিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে, কোল্‌ঁ্যা অন্যদিকে চলে যাচ্ছে)

জ. দাঁদ্যা—আস্তে! নীচুগলায় কথা বল! শোন। আমার শ্বশুর ও শাশুড়ীর বাড়ী চলে যাও আর বল গিয়ে যে আমি ওদের এক্ষুণি এই মুহূর্তে এখানে চলে আসার জন্যে প্রার্থনা জানাচ্ছি। শুনলে? কই? কোল্‌ঁ্যা, কোল্‌ঁ্যা!

কোল্‌ঁ্যা—(অন্যদিক থেকে) স্যার!

জ. দাঁদ্যা—কোথায় তুমি, বুদ্ধু?

কোল্‌ঁ্যা—এখানে!

জ. দাঁদ্যা—(ওরা দুজন দুজনকে খুঁজতে একজন একদিকে গেল, অন্যজন গেল অন্যদিকে) আমার থেকে দূরে দূরে ঘুরছে, মরুক হারামজাদা ব্যাটা! তোমাকে আমি বলছি, এক্ষুণি আমার শ্বশুর আর শাশুড়ীর খোঁজে যাও আর তাঁদের বল যে তাঁদের আমি এক্ষুণি এখানে আসতে বিশেষভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি। ভাল করে শুনলে তো? উত্তর দাও! কোল্‌ঁ্যা, কোল্‌ঁ্যা!

কোল্‌ঁ্যা—(অন্যদিক থেকে) স্যার!

জ. দাঁদ্যা—এটা একটা শয়তানের বাচ্চা, আমাকে ক্ষেপিয়ে ফেলবে। এস আমার কাছে, এদিকে। (তারা দুজন দুজনের সঙ্গে ধাক্কা খেল) আরে, বেইমান আমাকে খোঁড়া করে ফেলেছে রে। কোথায় তুমি? এদিকে, তোমাকে ঘুষি মেরে সোজা করে দিই। মনে হচ্ছে ব্যাটা পালাচ্ছে আমার কাছ থেকে।

কোল্‌ঁ্যা—আলবত পালাচ্ছি।

জ. দাঁদ্যা—তোমার কি আসার ইচ্ছে আছে?

কোল্‌ঁ্যা—একেবারে না!

জ. দাঁদ্যা—এস, বলছি।

কোল্‌ঁ্যা—মোটেই না! আমাকে ঠেঙাতে চান আপনি।

জ দাঁদ্যা—ঠিক আছে, ঠেঙাব না। তোমাকে আমি কিছুছু করব না।

কোল্‌ঁ্যা—ঠিক বলছেন তো?

জ. দাঁদ্যা—হাঁ! চলে এস। বেশ। তোমাকে দিয়ে আমার দরকার আছে এটা তোমার সৌভাগ্য বলে ধরে নেবে। আমার হয়ে জলদি চলে যাও আমার শ্বশুর আর শাশুড়ীর কাছে ওঁদের আমার হয়ে অনুরোধ করতে, তাঁরা যেন যত শিগ্‌গির সম্ভব এখানে চলে আসেন, আর বলবে এটা খুব জরুরী একটি ব্যাপারের জন্যে। তাঁরা যদি এটা অসময় বলে কোন ওজর আপত্তি তোলেন ওঁদের বিশেষভাবে চাপ দেবে আর বুঝিয়ে বলবে, তাঁরা যে অবস্থায়ই থাকুন না কেন তাঁদের আসাটা অত্যন্ত জরুরী ; ভাল করে বুঝলে তো এবার ?

কোল্যাঁ—হাঁ, স্যার!

জ. দাঁদ্যা—চট্ করে চলে যাও, ফিরেও আসবে চট্ করে, আর আমি ফিরে যাচ্ছি বাড়ী, তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করতে···কিন্তু কার আসার শব্দ যেন শুনছি, আমার স্ত্রী নয় তো? ভাল করে শুনতে হচ্ছে, আর এই অন্ধকারকে আমার কাজে লাগাতে হচ্ছে!

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লিতাঁদ্র্, আঁজেলিক্, জ. দাঁদ্যাঁ, ক্লোদিন, ল্যুবাঁ

আঁজেলিক—চলি এবার, ফিরে যাবার সময় হয়েছে।

ক্লিতাঁদ্র্—সে কী! এরই মধ্যে ?

আঁজেলিক—বেশ যথেষ্ট কথাবার্তা তো হল আমাদের।

ক্লিতাঁদ্র্—দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার কথা কি যথেষ্ট হতে পারে, আর এই অল্প সময়ের মধ্যে যা আমার বলা দরকার সে কথা কি সব বলে উঠতে পারি ? আমার মনের ভাব খুলে পুরোপুরি বলতে হলে আমার কয়েকটি পুরো দিন চাই! আপনার কাছে আমার যা বলার আছে তার খুব ছোট ভাগও আপনাকে আমার বলা হয়নি।

আঁজেলিক—অন্য আর কোন সময় এর আরও কিছু শোনা যাবে।

ক্লিতাঁদ্র্—ওঃ! আপনি যখন ফিরে যাবার কথা বলেন তখন আমার মনের ওপর

আপনি কী আঘাত যে করেন, আর কী ক্ষোভের মধ্যে আপনি এখন আমাকে ফেলে রেখে যাচ্ছেন !

আঁজেলিক—আমাদের আবার দেখা হবার একটা পথ বের করা যাবে।

ক্লিতাঁদ্র্—ঠিক, কিন্তু আমি ভাবছি আপনি আমার কাছ থেকে চলে গিয়ে একজন স্বামীর মুখোমুখি হচ্ছেন। এ চিন্তাটা আমাকে একেবারে শেষ করে ফেলে, আর যে বিশেষ অধিকারগুলো স্বামীদের থাকে, একজন প্রেমিকের কাছে (যে সত্যি সত্যি ভালোবাসে) সেগুলো মর্মপীড়া দেয় এমন।

আঁজেলিক—এই অশান্তি বইবার মত যথেষ্ট শক্তি আপনি রাখেন তো, আর আপনি কি মনে করেন কোন কোন স্বামীকে ভালোবাসা আদৌ সম্ভব ? এদের আমরা মেনে নিই কারণ এদের মেনে নেওয়া থেকে আমরা নিজেদের বাঁচাতে পারি না, আর আমরা তো আমাদের মা-বাবার ওপর নির্ভর করে থাকি যাদের চোখ শুধু টাকা-পয়সা সম্পত্তির ওপরই থাকে। তবে ওদের কতটা পাওনা তা আমরা জানি, আর ওদের পাওনার বেশী বিবেচনা দেখাতে আমাদের বয়েই গেছে আর কি।

জ. দাঁদ্যা—ঐ তো সেই বদমাস মেয়েগুলো !

ক্লিতাঁদ্র্—এটা দুঃখের ব্যাপার যে, যে লোকটার হাতে আপনাকে স'পে দেওয়া হয়েছে এ সম্মান পাবার কত অযোগ্য সে। এটা স্বীকার করতেই হয় আর আপনার মত একজনকে ওর মত একটা লোকের সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, কী অদ্ভুত ব্যাপার এটা !

জ. দাঁদ্যা—(একান্তে) বেচারা স্বামীরা ! এরকম ব্যবহারই করা হয়ে থাকে তোমাদের সঙ্গে !

ক্লিতাঁদ্র্—আপনার ভবিতব্য নিশ্চয়ই একেবারে অন্য ধরনের ছিল, ভগবান নিশ্চয়ই আপনাকে একটা চাষীর স্ত্রী হবার জন্যে সৃষ্টি করেন নি।

জ. দাঁদ্যা—ভগবান যদি এমন করতেন যে সে তোমার স্ত্রী হোত ! তুমি তোমার কথাবার্তার ভাষা একেবারে বদলে ফেলতে। বাড়ীর ভেতর চলে যাওয়া যাক, অনেক হয়েছে।

(সে বাড়ীর ভেতর গেল আর দরজা বন্ধ করে দিল)

ক্লোদিন—শুনুন, আপনার স্বামীর নিন্দা করার কিছু থাকলে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন, কারণ দেরী হয়ে গেছে।

ক্লিতাঁদর্—আঃ, ক্লোদিন, কী নিষ্ঠুর তুমি!

আঁজেলিক—ও ঠিকই বলেছে। চলুন, আমরা যার যার দিকে চলে যাই।

ক্লিতাঁদর্—যখন আপনি তা চাইছেন, তখন তো তা করতেই হচ্ছে। তবে যে দুঃসময়টা আমি কাটাতে যাচ্ছি তার জন্যে অন্তত একটু সমবেদনা আপনি জানান আমার এই প্রার্থনা।

আঁজেলিক—এবার চলি।

ল্যুব্যাঁ—ক্লোদিন, কোথায় তুমি! তোমাকে বিদায় সম্ভাষণ তো জানাব।

ক্লোদিন—ভাগ, ভাগ। দূর থেকেই আমি জানাচ্ছি সেটা, আর তোমাকেও তা জানাচ্ছি।

তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

আঁজেলিক, ক্লোদিন, জর্জ দ্যাঁদ্যা।

আঁজেলিক—চল, কোন শব্দ না করে বাড়ী ঢুকে পড়ি।

ক্লোদিন—দরজা যে বন্ধ করা রয়েছে!

আঁজেলিক—'সব-খোল' চাবি আছে আমার কাছে।

ক্লোদিন—চুপি চুপি খুলুন তাহলে।

আঁজেলিক—ভেতর থেকে কেউ দরজা বন্ধ করে রেখেছে, কী করব তো বুঝতে পারছি না!

ক্লোদিন—ছোকরা চাকরটাকে ডাকুন, ওতো ওখানেই শোয়।

আঁজেলিক—কোল্যাঁ, কোল্যাঁ, কোল্যাঁ!

জ. দাঁদ্যা—(জানালা দিয়ে মাথা বের করে) কোল্যাঁ, কোল্যাঁ, তাই না? আ-চ্ছা, এবারে ধরে ফেলা গেছে তোমাকে। ধর্মপত্নী মহোদয়া, আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ি তুমি তখন হাওয়া হয়ে যাও আর চরে বেড়াও। তোমাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার আনন্দ হচ্ছে খুব!

আঁজেলিক—বেশ তো, রাত্রির এই ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করাটা এমন কী বড় একটা অপরাধ?

জ. দাঁদ্যা—বটে, বটে, রাত্রির ঠাণ্ডা হাওয়া উপভোগ করার জন্যেই বটে! বরঞ্চ অসৎ মেয়ে, গরমের কথা বল, গোপন ভালোবাসা নিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করার চক্রান্ত আর ঐ নাগরটির কথা—সবই জানি আমরা! তোমাদের মন-মজানো কথাবার্তা আর আমার গুণকীর্তনে একজন অন্যজনকে যে ভাল ভাল কথা বলেছ তা শুনেছি। তবে আমার সান্ত্বনা হচ্ছে এই—এর প্রতিশোধ নিতে চলেছি আমি। তোমার উচ্ছৃঙ্খল চাল-চলন আর আমার অভিযোগ যে সত্যি এ নিয়ে তোমার মা-বাবার দৃঢ়বিশ্বাস হবে। তাদের আমি ডেকে আনতে পাঠিয়েছি, ওরা এলেন বলে।

আঁজেলিক—হা ভগবান!

ক্লোদিন—কী হবে তাহলে!

জ. দাঁদ্যা—এটা নিশ্চয়ই এমন একটা ধাক্কা যার জন্য তোমরা প্রস্তুত ছিলে না। এবার আমার জিত, আর এমন কিছু জিনিস আমার হাতে আছে যা দিয়ে তোমার দেমাক মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারি আর তোমার সমস্ত ফিকির ফন্দী শেষ করে দিতে পারি। আজ পর্যন্ত আমার সমস্ত নালিশ অভিযোগ নিয়ে তুমি হেলাফেলা করেছ, তোমার বাবা-মাকে ধোঁকা দিয়েছ, আর তোমার সমস্ত দুষ্কর্ম ঢেকেঢুকে রেখেছ। আমার সমস্ত দেখাতে আর বলাতেও কোন কাজ হয়নি। সব সময়ই তুমি কৌশলে কথা গুছিয়ে বলে আমার ন্যায্য দাবীর ওপর টেক্কা মেরে গেছ; নিজেকে ঠিক বলে জাহির করার একটা পন্থা সব সময়ই বের করে ফেলেছ, কিন্তু, ভগবানকে ধন্যবাদ, সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে ধরা পড়ার মুখে এসেছে, আর তোমার বেহায়াপনা একেবারে 'ল্যাজে গোবরে' হয়ে যাবে!

আঁজেলিক—এই, শোন, দরজাটা একটু খোলার ব্যবস্থা কর না!

জ. দাঁদ্যা—উহু, উহু, যাদের খোঁজে আমি পাঠিয়েছি, তাঁদের জন্যে তো একটু অপেক্ষা করতে হচ্ছে, আর আমি চাই তাঁরা এসে তোমাকে এই সুন্দর সময়টাতে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখুন! যদি চাও তাঁদের এসে পৌছানোর সময়টার মধ্যে কোনও নতুন চাল খুঁজে বের করতে

মাথা খাটাও আর নিজেকে এই অবস্থা থেকে উদ্ধার কর, তোমার ঘরপালানোর দোষটি ধুয়ে সাফ কর, এখানে লোকজনের চোখ থেকে নিজেকে আড়াল করতে আর নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করতে কোন ভাল কৌশল বের কর, রাত্রির অভিসারের জন্যে সত্যি বলে মনে হতে পারে এমন কোন মিথ্যে ওজর বা প্রসব যন্ত্রণায় কাতর কোন বান্ধবীর গল্প, যাকে তুমি এইমাত্র বাঁচিয়েছ !

আঁজেলিক—না, তোমার কাছে কোন কিছুই লুকোবার ইচ্ছে নেই আমার। যখন সবই তুমি জান, আমি মোটেই নিজের সাফাই গাইতে বা তোমার কাছে ব্যাপারটি অস্বীকার করতে যাচ্ছি না।

জ. দাঁদ্যা—তুমি নিশ্চয়ই বেশ ভাল করেই দেখছ যে তোমার সব পথই বন্ধ, আর এই ব্যাপারটি নিয়ে এমন কোনও কৈফিয়ৎ ভেবে বের করতে পারবে না যেটা সহজেই মিথ্যে বলে লোকদের বিশ্বাস জন্মাতে আমি পারব না।

আঁজেলিক—সে তো ঠিকই। আমি স্বীকার করছি আমি অন্যায় করেছি, আর অভিযোগ করার মত কারণ তোমার আছে। তবে আমি চাইছি তুমি দয়া করে আমার বাবা-মার রাগের মুখে আমাকে ফেলো না, আর একটু শিগ্‌গির করে দরজাটা খুলে দাও।

জ. দাঁদ্যা— সেটি হচ্ছে না। মাপ কর দেখি !

আঁজেলিক—লক্ষ্মীসোনা স্বামী আমার, তোমাকে মিনতি করে বলছি।

জ. দাঁদ্যা—'লক্ষ্মীসোনা স্বামী আমার'—তাই না? এখন তোমার 'লক্ষ্মীসোনা স্বামী' হয়ে গেছি আমি, কেননা তুমি যে ধরা পড়ে গেছ সেটা বুঝতে পেরেছ ; এতে বেশ খুশী হলাম। এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা আমাকে বলার চিন্তা কোনদিন তোমার মাথায় আসেনি।

আঁজেলিক—আচ্ছা, তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, আমি আর তোমার বিরক্তির কারণ হব না, আর নিজেকে ··

জ. দাঁদ্যা—ওসব বাজে কথা ! এ সুযোগ হাতছাড়া করতে আমি একেবারেই রাজী নই। তোমার বাড়াবাড়িটা লোকের কাছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে যাক এটা আমার দিক থেকে খুবই দরকার।

আঁজেলিক—দয়া করে আমাকে একটু কথা বলতে দাও, তোমার সঙ্গে কথা বলার একটু সুযোগ চাইছি আমি।

জ. দাঁদ্যা—বেশ, কী বলবে বল।

আঁজেলিক—আমার ত্রুটি হয়েছে এটা ঠিক। আমি আবার তোমার কাছে স্বীকার করছি, তোমার বিরক্তির কারণ আছে। যখন তুমি ঘুমুচ্ছিলে সেই সুযোগে আমি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছলাম, আর এই বেরিয়ে যাওয়াটা আগে ঠিক করা ব্যবস্থা মতই, যে লোকটির কথা তুমি বলছ তার সঙ্গে দেখা করার জন্যেই। কিন্তু তবুও এ সব কাজ এমন যে আমার বয়সের কথা ভেবে তোমার তাদের মাপ করে দেওয়া উচিত। এই তরুণ বয়সের জোর আবেগ যখন দুনিয়ার কিছুই জানা থাকে না, আর সংসারে সবেমাত্র ঢোকা হয়েছে, এর খারাপ দিকটার কথা না ভেবে নিজের খুশিমত চলাতে গা ভাসিয়ে দেওয়া, যেগুলোতে বাস্তবিকই কোন কিছু নেই……

জ. দাঁদ্যা—ওসব কথা তুমি বলছ বটে, কিন্তু জিনিসগুলো এমনই যে সেগুলো সত্যিই বিশ্বেস করতে পারা চাই!

আঁজেলিক—ওসব কথা বলে তোমার কাছে আমি যে অপরাধী তা থেকে মোটেই রেহাই পেতে চাইছি না আমি। আমার শুধু এটাই আবেদন, যে অপরাধের জন্যে তোমার কাছে আন্তরিকভাবে আমি ক্ষমা চাইছি সেটা তুমি ভুলে যাও, আর আমার বাবা-মার সঙ্গে দেখা হলে তাঁদের বিরক্তিকর বকাঝকা থেকে আমার যে অস্বস্তি হবে তা থেকে আমাকে রেহাই দাও। যে বিবেচনা তোমার কাছে আমি চাইছি তুমি যদি উদার হয়ে তা দেখাও তাহলে এই যে সদয় ব্যবহার তুমি করবে তা দিয়ে আমাকে তুমি পুরোপুরিভাবে তোমার করে ফেলবে। আমার মনকে এটা এমনভাবে ছোঁবে আর তোমার জন্যে সেখানে এমন জিনিস জাগিয়ে তুলবে যা আমার বাবা-মার সমস্ত ক্ষমতা আর বিয়ের সম্পর্কও জাগাতে পারে না। এক কথায় এর জন্যেই আমি, সমস্ত গোপন প্রণয়-চক্রান্ত দেখাসাক্ষাৎ ছেড়ে দেব, আর শুধু তোমার জন্যেই আমার অনুরাগ থাকবে। সত্যি বলছি, তোমাকে কথা দিচ্ছি আমি, এখন থেকে আমাকে তুমি দুনিয়ার সব থেকে বেশী অনুগতা স্ত্রী বলে দেখতে পাবে, আর তোমার জন্যে আমি এত বন্ধুভাবের পরিচয় দেব যে ও নিয়ে তুমি পুরো তৃপ্তি পেয়ে যাবে।

জ. দাঁদ্যা—ও হো ! কুমির, কুমির ! যা কিনা আমাদের ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে পরে টুটি টিপে ধরে মারে !

আঁজেলিক—এ অনুগ্রহটুকু কর না কেন ।

জ. দাঁদ্যা—ও কাজই নয় । একেবারে কঠোর হয়ে গেছি আমি ।

আঁজেলিক—একটু উদার হও না !

জ. দাঁদ্যা—উঁহু !

আঁজেলিক—দয়া করে ।

জ. দাঁদ্যা—একেবারে না !

আঁজেলিক—কাতরভাবে প্রার্থনা জানাচ্ছি তোমার কাছে ।

জ. দাঁদ্যা—হবে না, না, না ! আমি চাই তোমাকে নিয়ে সবার ভ্রান্ত ধারণা ভেঙ্গে যাক, আর তোমার লজ্জা চারদিকে জানাজানি হয়ে যাক।

আঁজেলিক—ঠিক আছে । তুমি যদি আমাকে হতাশার মধ্যে ঠেলে নিয়ে যাও, তাহলে তোমাকে আমি এই বলে সাবধান করে দিচ্ছি যে সে অবস্থায় একজন মহিলা সব কিছু করতে পারে ; আমি এখানে এমন একটি কাজ করব যার ফলে তোমাকে অনুতাপ করতে হবে ।

জ. দাঁদ্যা—কী করবে তুমি দয়া করে বলেই ফেল !

আঁজেলিক—সব থেকে কঠিন সঙ্কল্প নেবে আমার মন, আর এই যে ছুরিটি দেখছ এদিয়ে এখানেই আত্মহত্যা করব আমি ।

জ. দাঁদ্যা—বাঃ বাঃ চমৎকার !

আঁজেলিক—যত 'চমৎকার' তুমি ভাবছ তোমার পক্ষে তত চমৎকার হবে না ! চারদিকের সবাই আমাদের মধ্যে খিটিমিটির কথা আর তুমি যে সবসময়ই আমার ওপর খড়্গহস্ত হয়ে আছ সে কথা জানে ! যখন লোকে দেখবে আমি মরে পড়ে আছি, তখন এমন একজনও পাবে না যার কোনরকম সন্দেহ থাকবে যে তুমিই আমাকে খুন করেছ ! আর আমার মা-বাবা এমন লোক নিশ্চয়ই নন যাঁরা এই মৃত্যুকে শাস্তি ছাড়াই ছেড়ে দেবেন । আইনের বিচারে আর তাঁদের রাগের আক্রোশে তাঁরা যে শাস্তি দিতে পারেন তার সমস্তটাই তোমার ওপর ঝাড়বেন । ঐভাবেই আমি তোমার ওপর প্রতিশোধ নেবার পথ পেয়ে যাব । আর আমিই প্রথম নই যে প্রতিশোধ নেবার জন্যে এ ধরনের পথ

ব্যবহার করতে জানে, যে মৃত্যুবরণ করাটা কোন কঠিন কাজ বলেই মনে করে না ঐ সব লোকদের শেষ করে দিতে যারা আমাদের চরম দুর্দশার মুখে ঠেলে দেয়!

জ. দাঁদ্যা—আমি তোমার একেবারে অনুগত ভৃত্যটি। আজকের দিনে কেউ আর নিজেকে নিজে মেরে ফেলে না। এ পন্থা অনেককাল হল বাতিল হয়ে গেছে।

আঁজেলিক—এই যা আমি বলছি সেটা তুমি একেবারে পাক্কা কথা বলে ধরে নিতে পার। আর তুমি যদি আমাকে দরজা খুলে না দাও তাহলে আমি তোমার সামনে শপথ নিচ্ছি, হতাশায় ঠেলে দিলে একজন লোকের সঙ্কল্প কতদূর যেতে পারে আমি এখনই তোমাকে তা দেখাচ্ছি।

জ. দাঁদ্যা—বাজে কথা, বাজে কথা! এটা আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বলা হচ্ছে।

আঁজেলিক—ঠিক আছে, এটা যখন হতেই হবে এই দেখে নাও যা আমাদের দুজনকেই তৃপ্ত করবে আর বোঝাবে আমি ঠাট্টা করছিলাম কিনা। ভগবান করুন যেন আমি যেভাবে চাই সেভাবেই আমার মৃত্যুর প্রতিশোধ আসে আর যে এর জন্যে দায়ী সে আমার প্রতি কঠোর হবার জন্যে যেন যথাযোগ্য শাস্তি পায়।

জ. দাঁদ্যা—ব্যাপারখানা কী! এত দুর্বুদ্ধি তার যে আমাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্যে সে নিজেকে মেরে ফেলবে! দেখি, এই মোমবাতির টুকরোটা নিয়ে বাইরে গিয়ে একটু দেখে আসি তো।

আঁজেলিক—এদিকে! চুপ! চল আমরা দরজার একেবারে গা ঘেঁষে দু'জন দুদিকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

জ. দাঁদ্যা—একটা মেয়েমানুষের নষ্টামি কি এদ্দূর যাবে! (সে ওদের দেখতে পেল না, এক ছোট্টো মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে এল; ওরা ঢুকে পড়ল আর সঙ্গে সঙ্গেই দরজা বন্ধ করে দিল) কই কেউ তো নেই। হুঁ! আমার আগেই ঠিক সন্দেহ হয়েছিল। যখন দেখল যে অনুনয় করে বা ভয় দেখিয়ে কোনভাবেই সে আমার কাছ থেকে কোন কিছুই আদায় করতে পারল না তখন ঐ শয়তানীটা কেটে পড়েছে! ভালই

হল! এতে তার ব্যাপারটা আরও খারাপের দিকে গেল। তার মা-বাবা এসে গেলেন বলে; তাঁরা এর অপরাধটা আরও ভাল করে বুঝতে পারবেন। আরে! দরজাটা যে বন্ধ হয়ে গেছে। এই! যে-ই আছ দরজাটা চট্ করে খুলে দাও তো!

আঁজেলিক—(ক্লোদিনের সঙ্গে জানালায় এসে) ব্যাপারখানা কী? কোত্থেকে আসছ, শয়তান কোথাকার! ভোর প্রায় হয়ে এল, এটাই বাড়ী ফেরার সময়? আর এটাই কি একজন ভাল স্বভাবচরিত্রের স্বামীর জীবনধারা হওয়া উচিত?

ক্লোদিন—সারা রাত মদ খেয়ে মাতাল হয়ে যাওয়া, এটা ভাল কাজ? বাড়ীতে একটি তরুণী স্ত্রীকে একলা ফেলে রেখে?

জ. দাঁদ্যা—বটে? তোমরা…

আঁজেলিক—ভাগ, ভাগ এখান থেকে, বিশ্বাসঘাতক; তোমার এই বাড়াবাড়ি দেখে দেখে হয়রান হয়ে গেছি আমি। আর দেরি না করে আমার মা আর বাবার কাছে এ নিয়ে নালিশ জানাতে চাই।

জ. দাঁদ্যা—কী? তুমি এভাবে দুঃসাহস করছ…

তৃতীয় অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

সোতেনভিলের ব্যারণ, ব্যারণ-পত্নী, কোল্যাঁ, ক্লোদিন, আঁজেলিক, জ. দাঁদ্যা

(সোতেনভিলের ব্যারণ ও ব্যারণ-পত্নীকে কোল্যাঁ একটি হ্যারিকেন ল্যানটার্ন হাতে পথ দেখিয়ে নিয়ে এসেছে)

আঁজেলিক—এস তোমরা, দয়া করে এসে একটি স্বামীর সৃষ্টিছাড়া ঔদ্ধত্যের কৈফিয়ৎ দাও। মদ আর সন্দেহ এ লোকটির মাথা এমন ঘুরিয়ে দিয়েছে যে সে কী বলছে বা কী করছে তা-ই জানে না, আর কেউ কোনদিন বলতে শোনেনি এমন অসংযমের প্রমাণ দেখাতে সে নিজেই তোমাদের খুঁজে নিয়ে আসতে লোক পাঠিয়েছে। ঐ যে সারারাত আমাদের তার অপেক্ষায় বসিয়ে রেখে তিনি ফিরে এসেছেন। আর

তার কথা যদি তোমরা শোন সে বলবে আমাকে নিয়ে তোমাদের কাছে ভয়ানক ধরনের নালিশ করার আছে ; বলবে, যখন সে ঘুমিয়ে পড়ে, তার কাছ থেকে পালাবার জন্তে আমি চুপে চুপে বেরিয়ে যাই! এ ছাড়া আরও এ ধরনের তার কল্পিত একশ'টা গল্প সে করবে।

জ. দাঁদ্যা—ঐ দেখুন এক নচ্ছার পাজী মেয়ে!

ক্লোদিন—হাঁ, তিনি আমাদের বিশ্বেস করাতে চেয়েছেন তিনি বাড়ী ছিলেন আর আমরা বেরিয়ে গেছলাম বাড়ীর বাইরে! তাঁর এ পাগলামো কিছুতেই তাঁর মাথা থেকে তাড়ান যাচ্ছে না।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সে কি? কী বলা যায় এ নিয়ে?

ব্যারণ-পত্নী—এই আমাদের ডেকে নিয়ে আসাটা একটা ভীষণ বেয়াদবি!

জ. দাঁদ্যা—কখ্‌খনো...

আঁজেলিক—না, বাবা, এরকম একজন স্বামীকে আর আমি বরদাস্ত করতে পারছি না। আমার ধৈর্য শেষ সীমায় এসে পৌঁছেছে। এই কিছু আগেই সে আমাকে গুচ্ছ গুচ্ছ গালাগাল করেছে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—দেখ কাণ্ড। তুমি তো একটা ভারী অসভ্য লোক হে!

ক্লোদিন—একটি তরুণী স্ত্রীর প্রতি এই ব্যবহার দেখতেও বিবেকে বাধে, এ ভগবানের অভিশাপ ডেকে আনে।

জ. দাঁদ্যা—এটা কী সম্ভব...

ব্যারণ-পত্নী—যাও, যাও, লজ্জায় মরে যাওয়া উচিত তোমার।

জ. দাঁদ্যা—শুধু গোটা দুই কথা বলতে দিন আমাকে।

আঁজেলিক—তোমরা ওর কথা একটু শুধু শুনলেই, সে ঝুড়িঝুড়ি গালগল্প করে যাবে।

জ. দাঁদ্যা—হতাশ হয়ে পড়ছি আমি।

ক্লোদিন—এত মদ তিনি খেয়েছেন যে তাঁর কাছে ঘেঁষতে পারবেন না! তাঁর নিঃশ্বাস থেকে মদের গন্ধ আমাদের এখানে পর্যন্ত ভেসে আসছে!

জ. দাঁদ্যা—শ্বশুর মহোদয়, জোড়হাত করে আপনাকে আমি বলছি।

সোতেনভিলের ব্যারণ—সরে যাও, সরে যাও তুমি ; তোমার মুখ থেকে ভক্ ভক্ করে মদের গন্ধ বেরুচ্ছে!

জ. দাঁদ্যা—শুনুন, আপনাকে অনুরোধ করছি...

ব্যারণ-পত্নী—ছি ছি! আমার কাছে আসবে না তুমি, তোমার নিঃশ্বাসে দুর্গন্ধ!

জ. দাঁদ্যা—একটু অনুমতি দিন, আপনাদের আমি…

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—সরে যাও বলছি, তোমাকে কেউ অনুমতি দিতে পারে না!

জ. দাঁদ্যা—দয়া করে অনুমতি দিন যাতে…

ব্যারণ-পত্নী—ওয়াক থুঃ! আমার দম বন্ধ করে ফেলছ তুমি; একটু দূর থেকে কথা বল তো!

জ. দাঁদ্যা—ঠিক আছে, আচ্ছা, দূর থেকেই আমি বলছি। আমি শপথ নিয়ে আপনাদের বলছি আমি বাড়ী থেকে এক পা-ও নড়িনি, সে-ই বেরিয়ে গেছল।

আঁজেলিক—দেখছ তো, যা আমি তোমাদের বলেছি, তাই নয় কি?

ক্লোদিন—আপনারা দেখুন কী চেহারা হয়েছে এঁর!

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—যাও, যাও, আমাদের নিয়ে তামাসা করছ তুমি! তুমি নেমে এখানে এস তো, মেয়ে।

জ. দাঁদ্যা—ভগবানকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি বাড়ী ছিলাম, আর…

ব্যারণ-পত্নী—চুপ কর তুমি, এটা এমন একটা বাড়াবাড়ি যে আর সহ্য করা যাচ্ছে না।

জ. দাঁদ্যা—এক্ষুণি বাজ পড়ে যেন আমাকে গুঁড়ো করে ফেলে যদি…

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—আর মাথা খুঁড়ে মোরো না, তোমার স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইবার কথা ভাব।

জ. দাঁদ্যা—ক্ষমা চাইব আমি?

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, ক্ষমা চাইবে, আর এক্ষুণি চাইবে!

জ. দাঁদ্যা—কী বলছেন? আমি…

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—আরে! তুমি যদি আবার আমার কথার ওপর কথা বল, তাহলে আমাদের নিয়ে তামাসা করা একেবারে বের করে দেব।

জ. দাঁদ্যা—হায় রে, জর্জ দাঁদ্যা!

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—এসো, মেয়ে, নেমে চলে এসো যাতে তোমার স্বামী তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারে।

আঁজেলিক—আমার কাছে? যা সব সে আমাকে বলেছে, তারপর তাকে ক্ষমা

করতে হবে আমাকে ? না, না, বাবা, ওটা করতে পারা অসম্ভব আমার পক্ষে ! আপনাকে মিনতি করে বলছি, যে স্বামীর সঙ্গে আর আমার থাকা সম্ভব নয়, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলুন !

ক্লোদিন—এ না করে আর উপায়ই বা কী ?

সোতেনভিলের ব্যারণ—দেখ, মেয়ে, এ ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ফলে বড় রকমের বদনাম ছড়িয়ে পড়ে। এর থেকে বেশী বুদ্ধিমতী বলে তোমাকে দেখাতে হবে। এবারকার মত আরো একটু ধৈর্য ধরতে হবে।

আঁজেলিক—এত অসম্মানের পর কী করে আর ধৈর্য ধরা যায় ! না, বাবা, এতে আমি রাজা হতে পারছি না।

সোতেনভিলের ব্যারণ—না গো মেয়ে, এটা করতেই হবে, তোমাকে সে নির্দেশই দিচ্ছি আমি নিজে।

আঁজেলিক—সে কথা বল্লে তো আমি আর কিছু বলতে পারি না। আমার ওপর আপনার ক্ষমতার সীমা নেই।

ক্লোদিন—কী নম্র ব্যবহার !

আঁজেলিক—এরকম গালাগাল ভুলে যেতে বাধ্য হওয়া খুবই ক্ষোভের, কিন্তু নিজের ওপর যত জোর জবরদস্তিই করতে হোক না কেন, আপনার কথা শুনে চলা আমার উচিত।

ক্লোদিন—বেচারা ভালমানুষ !

সোতেনভিলের ব্যারণ—এসো, কাছে এসো।

আঁজেলিক—আপনি আমাকে দিয়ে যা-ই করান না কেন, সেটা কোন কাজেই লাগবে না। আপনি দেখবেন কাল থেকেই আবার নতুন করে শুরু হবে।

সোতেনভিলের ব্যারণ—ও নিয়ে হুকুম জারি করব আমরা। আচ্ছা দেখি, হাঁটু গেড়ে বস তুমি !

জ. দাঁদ্যা—হাঁটু গেড়ে ?

সোতেনভিলের ব্যারণ—হাঁ, হাঁটু গেড়ে, আর দেরি না করে।

জ. দাঁদ্যা—(হাঁটু গেড়ে বসল) হা ভগবান ! কী বলতে হবে ?

সোতেনভিলের ব্যারণ—'দেখুন, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই, আমাকে ক্ষমা করুন'।

জ. দাঁদ্যা—'দেখুন, আপনার কাছে আমার প্রার্থনা এই, আমাকে ক্ষমা করুন'।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—'যে বাড়াবাড়ি আমি করে ফেলেছি তার জন্যে'।

জ. দাঁদ্যা—'যে বাড়াবাড়ি আমি করে ফেলেছি তার জন্যে'
(একান্তে) তোমাকে বিয়ে করে।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—'আর ভবিষ্যতে আরও ভাল হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি দিচ্ছি'।

জ. দাঁদ্যা—'আর ভবিষ্যতে আরও ভাল হয়ে চলার প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি দিচ্ছি'।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—এ নিয়ে সাবধান, আর এটা জানবে যে এটা তোমার শেষ বেয়াদবি যা আমরা বরদাস্ত করে নেব।

ব্যারণ-পত্নী—কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড! ফের যদি তুমি ও পথ মাড়াও তাহলে তোমার স্ত্রীকে কী সম্মান তোমার দেখানো উচিত আর তাঁদের যাঁদের কাছ থেকে তোমার স্ত্রী এসেছে, তোমাকে সে শিক্ষা দিয়ে দেওয়া হবে।

সোত্তেনভিলের ব্যারণ—এই তো ভোর হয়ে এল বলে। চললাম আমরা। তোমরা বাড়ীর ভেতর যাও, আর ভব্য সভ্য হয়ে চলার কথা বেশ করে ভেবে নেবে। চল, আমরাও শুয়ে পড়ি গে।

তৃতীয় অঙ্ক

অষ্টম দৃশ্য

জর্জ দাঁদ্যা

জ. দাঁদ্যা—নাঃ! এ কাজটা এবার ছেড়েই দিই, এর আর কোন প্রতিকার দেখছি না আমি! কেউ যখন এই আমার মত একটি সর্বনেশে মেয়েমানুষকে বিয়ে করে, অতি উত্তম যে সঙ্কল্প সে নিতে পারে তা হচ্ছে প্রথম মাথা নীচের দিক করে গোত্তা মেরে জলে ঝাঁপিয়ে পড়া!

—০—

অর্থপরায়ণ*

---

* L' Avare

(ল'ভার)

নাটকের পাত্রগণ

আরপার্গঁ (Harpagon)—ক্লেয়াঁত ও এলিজ-এর পিতা, মারিয়ান্‌কে বিবাহেচ্ছুক

ক্লেয়াঁত (Cleante)—আরপার্গঁর ছেলে, মারিয়ানকে বিবাহেচ্ছুক

এলিজ (Elise)—আরপার্গঁর মেয়ে, ভাল্যারকে বিবাহেচ্ছুক

ভাল্যার (Valere)—আঁসেলম্‌-এর ছেলে, এলিজকে বিবাহেচ্ছুক

মারিয়ান্‌ (Mariane)—ক্লেয়াঁতকে বিবাহেচ্ছুক কিন্তু যাকে আরপার্গঁ'রও পছন্দ

আঁসেলম্‌ (Anselme)—ভাল্যার ও মারিয়ান্‌-এর নিরুদ্দেশ পিতা

ফ্রোজিন (Frosine)—যোগাযোগকারী মহিলা

সিমোঁ (Simon)—রাজদরবারের লোক

জাক (Jacques)—আরপার্গঁর পাচক ও কোচম্যান

লা ফ্ল্যাস (La Fleche)—ক্লেয়াঁতের পরিচারক

ক্লোদ (Claude)—আরপার্গঁ-র পরিচারিকা

ব্র্যাদাভোয়ান্‌ (Brindavoine)—আরপার্গঁর চাপরাসী

লা মেরল্যুস্‌ (La Merluche)— ঐ

Le Commissaire & son clerc (রাজকর্মচারী ও তার কেরাণী)

ঘটনাস্থল—প্যারি (Paris)

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ভাল্যার, এলিজ

ভাল্যার—ব্যাপারখানা কী, এলিজ, এত উদারভাবে আমাকে তোমার প্রতিশ্রুতির সুন্দর ভরসা দিয়ে তুমি মন খারাপ করে বসে আছ! আমার আনন্দের মধ্যে দেখছি তুমি দীর্ঘশ্বাস ফেলছ! বল তো এটা কি আমাকে সুখী করেছ বলে তোমার মনের কোন অস্বস্তি? নাকি হয়ত আমার আবেগের চাপে পড়ে কথা দিয়েছ বলে তোমার আপসোস্?

এলিজ—না, ভাল্যার, তোমার জন্যে যা-ই করি তার জন্যে আমি কোন আপসোস্ করতে পারি না। সে ব্যাপারে একটি খুবই মিষ্টি প্রভাব দিয়ে চলি বলে আমি অনুভব করি আর ওরকম কিছু না ঘটুক সে ইচ্ছে করার মত মনের জোর পর্যন্ত আমার নেই। কিন্তু তোমাকে সত্যি করে বলতে কি, এই ভাল পরিণতিই আমার কিছু উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে; আমার খুবই ভয় হয় যে ঠিক যতটা উচিত তার থেকেও বেশী তোমাকে ভালোবাসি বলে।

ভাল্যার—সে কি, এলিজ, আমার প্রতি সদয় হয়েছ বলে কী ভয় করছ তুমি?

এলিজ—একই সঙ্গে হাজারো রকমের ভয়; বাবার বেজায় চটে যাবার ভয়, পরিবারের বকাঝকার ভয়, সমাজের নিন্দার ভয়, সব থেকে বেশী ভয়—তোমার মন বদলে যাবার! নিষ্পাপ ভালোবাসার ব্যাকুলতার প্রতিদানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পুরুষরা যে নিন্দার যোগ্য উদাসীন ভাব দেখিয়ে থাকে তার ভয়।

ভাল্যার—দেখ, অন্যদের দিয়ে আমাকে বিচার করে আমার ওপর অবিচার কোরো না। সবরকম সন্দেহই আমার ওপর তুমি করতে পার, এলিজ, কিন্তু তোমার ব্যাপারে কর্তব্যের ত্রুটির সন্দেহটি কোরো না। তোমাকে আমি যতটা ভালোবাসি তাতে এটা সম্ভব নয়। তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা সারাজীবন অটুট থাকবে।

এলিজ—কিন্তু, ভাল্যার, সবাই তো সে কথা বলে থাকে! কথার বেলায় সব

পুরুষ মানুষই এক, ব্যবহারের মধ্য দিয়েই শুধু তাদের তফাতটা ধরা পড়ে!

ভাল্যার—যদি শুধু ব্যবহার থেকেই জানা যায় কী ধরনের লোক আমরা, তাহলে আমার ব্যবহার থেকে আমার মনের বিচার করার জন্যে অন্তত একটু অপেক্ষা করে দেখ। 'কী হবে'—বিরক্তিকর এই অকারণ ভয় থেকে আমার কোন অপরাধ খুঁজে বের কোরো না অনুরোধ করছি; তোমার এই অপমানকর অতিসন্দেহের ঘা দিয়ে আমাকে কাবু করে ফেলো না! আমার গভীর ভালোবাসা যে আন্তরিক সে নিয়ে তোমাকে হাজার প্রমাণ দিয়ে, তোমার বিশ্বাস জন্মাতে আমাকে সময় দাও।

এলিজ—দেখ দেখি, যাকে ভালোবাসি তার কথা কত সহজে আমরা মেনে নিই! হাঁ, ভাল্যার, আমি মনে করি যে তোমার মন আমাকে ঠকাতে পারে না। আমি বিশ্বাস করি যে আমার জন্যে তোমার ভালোবাসা খাঁটি ভালোবাসা, আর তুমি আমার সম্পর্কে বিশ্বস্ত থাকবে। এ নিয়ে আমি কোন সন্দেহই করতে চাই না। তাছাড়া লোকে আমাকে দোষারোপ করতে পারে—এই আশঙ্কার ফলে যে মনের অশান্তি, তাকেও আমি ছোট করে দেখছি।

ভাল্যার—তাহলে তোমার এই দুর্ভাবনা কেন?

এলিজ—আমার কোন কিছুই ভয় করার থাকত না যদি আমি তোমাকে যে চোখে দেখি প্রত্যেকেই তোমাকে সে চোখেই দেখত। তোমার জন্যে আমি যা করছি তার সমর্থন তোমাকে বাইরে থেকে দেখেই আমি পাচ্ছি। তোমার সম্পর্কে তোমার গুণাবলী থেকে আর বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা করার জন্যে ভগবান তোমার কাছে যে কৃতজ্ঞতায় আমাকে বেঁধেছেন তার থেকে আমার মন ভরসা পাচ্ছে। সব সময়ই আমার চোখের সামনে আমি সেই ভীষণ সংকটের মুহূর্তটি তুলে ধরি যা সর্বপ্রথমে আমাদের দু'জনকে দু'জনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছিল! যে বিস্ময়কর উদার স্বভাব তোমাকে আমার জীবন ঢেউ-এর তাণ্ডব থেকে রক্ষার জন্যে নিজের জীবনকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, জল থেকে আমাকে উদ্ধারের পর তুমি আমার জন্যে যে দরদ আর যত্ন দেখিয়েছিলে আর ভালোবাসার এই অবিরাম আনুগত্য যা সময় ও বাধা

নিরুত্তম করেনি, যার কাছে বাবা মা ও দেশকেও উপেক্ষা করে এখানে তুমি বাঁধা পড়ে আছ, আমার জন্যে নিজের অবস্থাকে ছদ্মবেশে ঢেকে নিয়েছ, আর আমাকে দেখতে পাবার জন্যে আমার বাবার একজন পরিচারকের পোশাক গায়ে চড়িয়েছ—এ সমস্ত আমার মনকে সত্যিই দারুণভাবে প্রভাবিত করেছে, আর বাগ্‌দানে আমি যে রাজী হতে পেরেছি তার জন্যে এই প্রভাবই আমার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু অন্যদের কাছে হয়তো এগুলো যথেষ্ট নয় আর আমি ঠিক জানি না, অন্যেরা আমার মনোভাব পুরোপুরি বুঝতে পারে কিনা।

ভাল্যার—তোমার সমস্ত কথা থেকে দাঁড়াচ্ছে এই যে আমি যদি তোমার কাছে কোন দাবির যোগ্য হয়ে থাকি সেটা শুধু ভালোবাসারই জন্যে, আর তোমার যত দ্বিধাসঙ্কোচ সে সম্পর্কে বলি, তোমার বাবাই অতি পরিপাটি করে প্রত্যেকের কাছে তোমার কাজের সমর্থন জুগিয়ে দেবেন। তাঁর অতিরিক্ত টাকার লোভ, যে কষ্ট আর অভাবের মধ্যে তাঁর ছেলে-মেয়েদের নিয়ে তিনি দিন কাটান তা আরও অদ্ভুত জিনিসের সমর্থন যোগাতে পারে! সুন্দরী এলিজ, এ নিয়ে যে তোমার সঙ্গে আমি এভাবে কথা বলছি সেজন্যে আমাকে মাপ করবে। তুমি জান যে এ বিষয় নিয়ে কেউ ভাল কিছু বলতে পারে না। কিন্তু যা-ই হোক যদি আমার বাবা মা'কে আবার খুঁজে পাই—পাব বলেই আমি আশা করছি—তাহলে তাঁদের আমাদের পক্ষে আনতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে না। আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে খবরের অপেক্ষা করছি। তাঁদের যদি আসতে দেরি হয়, তাহলে আমি নিজেই তাঁদের খোঁজে বেরিয়ে পড়ব।

এলিজ—না, ভাল্যার, অনুরোধ করছি, এখান থেকে তুমি নড়বে না! আমার বাবার মনে ভাল করে একটু জায়গা করে নেবার কথাই শুধু ভাব।

ভাল্যার—তুমি তো দেখছ এ ব্যাপারে কীভাবে আমি নিজেকে মানিয়ে চলেছি আর তাঁর চাকুরীতে ঢোকার জন্যে কীরকম বুদ্ধি করে আমাকে তাঁর বাধ্য দেখাতে হয়েছে, তাঁকে খুশী করার জন্যে কীরকম সহানুভূতি ও তাঁর মতামতের সঙ্গে আমি একমত—এই মুখোশের আড়ালে নিজেকে গোপন করে চলেছি, আর তাঁর স্নেহ পাবার জন্যে রোজ আমি কী

স্বভাবের একটি লোকের অভিনয় করে আসছি! এ ব্যাপারে আমি বেশ দক্ষভাবেই এগিয়ে চলেছি। আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলি, কোন মানুষকে হাত করতে হলে তাঁদের চোখে তাঁদের ইচ্ছেমত চলা, তাঁদের উপদেশ মেনে নেওয়া, তাঁদের দোষের মিথ্যে প্রশংসা করা আর তাঁরা যা-ই করেন জোর গলায় তার সমর্থন করা—এ ছাড়া অন্য আর কোন পন্থা নেই। শুধু বশংবদ ভাবটা যেন অতিরিক্ত বেশী না হয়ে পড়ে এ নিয়ে একটু ভাবা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। আর এই অভিনয় খোলাখুলিভাবে করলেও কোন ক্ষতি নেই! সব থেকে বেশী বুদ্ধিমান লোকও তোষামোদ দিয়ে সব থেকে বেশী ঠকে যায়! প্রশংসা মিশিয়ে বললে যত অপ্রাসঙ্গিক ও হাস্যকর কথাই হোক না কেন, তাঁদের সেটা গেলানো যায়। যে পেশা আমি নিয়েছি তাতে আন্তরিকতা থাকে না ঠিকই, কিন্তু যখন কোন লোকদের কারো দরকার হয়ে পড়ে, তখন তাদের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতেই হয়। আর যখন ওভাবে ছাড়া অন্য কোন ভাবেই তাদের হাত করা যাবে না বলে বোঝা যায়, তখন যারা তোষামোদ করে দোষটা তাদের নয়, যারা তোষামোদ পেতে চায় দোষটা তাদেরই।

এলিজ—এমন যদি হয় যে আমাদের এই গোপনীয় ব্যাপারটি প্রকাশ করে দেবার মতলব আমাদের পরিচারিকাটির মাথায় ঢোকে, তুমি আমার ভাই-এর সমর্থন পাবার চেষ্টা কর না কেন?

ভাল্যার—দু'জনকে সামলানো যাবে না; বাবার আর ছেলের মনমেজাজের এতই তফাত যে দুজনের বিশ্বাস রেখে চলা কঠিন হবে! তবে তুমি তোমার দিকে তোমার দাদাকে গিয়ে ধরে পড়। তোমাদের দুজনের মধ্যে যে স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক আছে, সেটাকে আমাদের স্বার্থে কাজে লাগাও। এই তো তিনিই আসছেন, আমি পালাই। তাঁর সঙ্গে কথা বলে এ সময়টা ভাল করে কাজে লাগাও। আমাদের ব্যাপারটা তাঁকে ঠিক ততটাই বল যতটুকু প্রাসঙ্গিক বলে মনে কর।

এলিজ—জানি না ওকে এই গোপন কথাটি বলার মত মনের জোর পাব কিনা।

প্রথম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

ক্লেয়াঁত, এলিজ

ক্লেয়াঁত—তোমাকে একা পেয়ে খুব খুশী হলাম, বোন্! ব্যক্তিগত একটি গোপন ব্যাপার তোমাকে খুলে বলার জন্যে আমি ছট্ফট্ করছি।

এলিজ—কথাটি শুনতে আমিও প্রস্তুত। কী বলার আছে বল!

ক্লেয়াঁত—অনেক কথা যা একটি কথাতেই জড়িয়ে আছে—আমি ভালোবাসায় আট্কে পড়েছি।

এলিজ—ভালোবাসায় আট্কে পড়েছ তুমি!

ক্লেয়াঁত—হাঁ, তা-ই। কিন্তু বেশীদূর এগোবার আগে বলে নিই, আমি জানি আমি বাবার উপর নির্ভর করে আছি আর 'ছেলে' এই নাম আমাকে তাঁর ইচ্ছের কাছে নত করে ফেলে, যাঁদের কাছ থেকে আমরা জীবন পেয়েছি তাঁদের অনুমোদন ছাড়া আমাদের কোন প্রতিশ্রুতিতে আট্কে পড়া একেবারেই উচিত নয়, আর ভগবান তাঁদের আমাদের ওপর কর্তৃত্ব করতে দিয়েছেন, আমাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছেন যে তাঁদের নির্দেশ ছাড়া আমাদের কোন কিছু ঠিক করে ফেলা উচিত নয়; তাঁরা কোন উচ্ছ্বাস দিয়ে প্রভাবিত নন বলে আমাদের চেয়ে অনেক কম ভুল করে থাকেন, আর আমাদের জন্যে কী উপযোগী সেটা বুঝতে তাঁরা অনেক বেশী পারেন; আমাদের আবেগের অন্ধতা থেকে তাঁদের বিচক্ষণতার আলোতে আরো বেশী বিশ্বাস রাখা আমাদের উচিত; তারুণ্যের উচ্ছ্বাস অনেক সময় আমাদের অত্যন্ত জটিল অবস্থার দিকে ঠেলে নিয়ে যায়। তোমাকে আমি এত সব কথা বলছি যাতে তোমাকে আবার কষ্ট করে এগুলো আমাকে শোনাতে না হয়! কারণ, এক কথায় বলি, আমার এই ভালোবাসা কোন কিছুই শুনতে রাজী নয়। এ ব্যাপারে তুমি বিন্দুমাত্র অনুযোগ আপত্তি তুলো না, লক্ষ্মীটি!

এলিজ—যাকে ভালোবাস তার সঙ্গে কোন প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়েছ তুমি?

ক্লেয়াঁত—না, তবে এ ব্যাপারে আমি মন স্থির করে ফেলেছি; তোমাকে আমার

মিনতিটি এই—তুমি এ থেকে নিরস্ত হতে আমাকে কোন যুক্তি দেখিও না।

এলিজ—আমি কি এমনই এক অদ্ভুত জীব!

ক্লেয়াঁত—না, তা নও; কিন্তু তুমি তো ভালোবাসায় পড়নি. তুমি জান না একটি মিষ্টি ভালোবাসা আমাদের মনের ভেতর কী মিষ্টি আন্দোলন সৃষ্টি করে! আমি তোমার বিচক্ষণ সতর্ক স্বভাবকেও ভয় করি।

এলিজ—হয়েছে আর কি! আমার বিচক্ষণতা নিয়ে কোন কথা না-ই বা বল্লাম। এমন কোন লোক নেই যার জীবনে অন্তত একবার এই বিচক্ষণতা বা সতর্কতার অভাব না দেখা দিয়েছে, আর আমি যদি আমার মনটা তোমার কাছে খুলে ধরি তাহলে হয়ত তোমার চোখে আমি তোমার চেয়েও কম বিচক্ষণ বলে দেখাব।

ক্লেয়াঁত—ভগবান করুন যেন তোমার মনও আমার মনের মতই ··

এলিজ—আগে চল তোমার ব্যাপারটা শেষ করি; যাকে তুমি ভালোবাস, সে মেয়েটি কে বল।

ক্লেয়াঁত—একটি তরুণী যে অল্প কিছুদিন যাবৎ এই এলাকায়ই বসবাস করছে, মনে হয় তার সৃষ্টি-ই হয়েছে তাকে যে-ই দেখে তাকেই ভালোবাসার ছোঁয়া দেবার জন্যে! এর থেকে মনোরম কিছুই প্রকৃতি সৃষ্টি করেনি! যে মুহূর্তে তাকে আমি দেখেছি সে মুহূর্ত থেকেই নিজেকে আমি হারিয়ে ফেলেছি! তার নাম মারিয়ান্; সে থাকে তার প্রৌঢ়া মা'র তত্ত্বাবধানে যিনি প্রায় সব সময়েই অসুস্থ। তাঁর জন্যে এই মিষ্টি মেয়েটির যে কী ভালোবাসা তা কল্পনা করা যায় না। সে তাঁর পরিচর্যা করে, তাঁকে সমবেদনা জানায়, আর তাঁকে এমন দরদ দিয়ে সান্ত্বনা দেয়, তা তোমার মনকেও স্পর্শ করবে। যে কাজই সে করে তাতেই খুব শোভনভাবে সে ব্যাপৃত থাকে, আর তার প্রতিটি কাজে হাজার মাধুরী-কণা ফুটে ওঠে, আকর্ষণ করে এমন এক মাধুর্য মনকে মুগ্ধ করে ফেলে! এমন সারল্য, অতি সুন্দর সৌজন্য, একটি···ওঃ যদি তুমি তাকে দেখতে!

এলিজ—যে সমস্ত কথা আমাকে তুমি বললে তার ভেতর দিয়েই তাকে আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি। তুমি যে তাকে ভালোবাস সে কী ধরনের মেয়ে তা বোঝার জন্য সেটাই যথেষ্ট।

ক্লেয়াঁত—আমি ভেতরে ভেতরে জেনেছি যে তাঁদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। যে টাকাপয়সা এঁদের আছে তাতে সহজ সরল জীবনধারারও সব দরকারী জিনিস যোগাড় করতে তাঁদের অসুবিধা হয়! তুমি ভেবে দেখ, যাকে আমরা ভালোবাসি তার টাকা পয়সার অভাব দূর করাতে, একটি ভাল পরিবারের অল্প প্রয়োজনে কায়দাকানুন করে কিছু কিছু সাহায্য করাতে কী আনন্দ হতে পারে! আর একজন পিতার টাকার লোভের জন্য এ আনন্দ আমি পেতে পারছি না, আর এই সুন্দর মেয়েটির কাছে আমার ভালোবাসার কোন প্রমাণ তুলে ধরতে পারছি না দেখে কী ক্ষোভ আমার হতে পারে বুঝে নাও!

এলিজ—হাঁ, কী নিদারুণ ক্ষোভ যে তোমার হতে পারে আমি তা বেশ বুঝতে পারছি।

ক্লেয়াঁত—ওঃ এ ক্ষোভ লোকের ধারণার বাইরে! কারণ, এক কথায়, আমাদের ওপর দিয়ে এই যে কঠোর খরচ কম করা চালান হচ্ছে, এই অস্বাভাবিক টাকার অভাব যা আমাদের নিরুৎসাহ করে রাখছে—এর থেকে নিষ্ঠুর কিছু কি কেউ দেখেছে? টাকা পেয়ে আমাদের কী কাজে লাগবে, যদি সেটা এমন সময় আসে যখন আমরা ঐ টাকা উপভোগ করার মত আর তাজা বয়সে থাকব না, আর যদি নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখে চলার জন্যেও এখন চারদিকে ঋণের জালে তোমাকে আমাকে জড়িয়ে পড়তে হয়, মানানসই পোশাক-পরিচ্ছদ যোগাড় করার জন্যে রোজ রোজ ব্যবসায়ীদের কাছে সাহায্যের খোঁজে যেতে হয়? তোমার সঙ্গে আমি কথাবার্তা বলতে চাইছিলাম আমার মনের এই অবস্থা সম্পর্কে বাবার মনোভাবটা কী জেনে, তুমি আমাকে যদি একটু সাহায্য করতে! এ ব্যাপারে যদি তাঁর বিরূপভাব আছে দেখি তাহলে এই মিষ্টি স্বভাবের মেয়েটিকে বিয়ে করে অন্য কোথাও চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি, ভগবান আমাদের যে ভাগ্য বিধান করেন তা-ই ভোগ করতে! এ পরিকল্পনার জন্যে সব জায়গায়ই টাকা ধার করতে খোঁজখবর চালিয়ে যাচ্ছি আমি। তোমার অবস্থাও যদি আমার মতই হয়, আর যদি এমনটাই ঘটে যে বাবা আমাদের ইচ্ছাপূরণে বাদ সাধেন, আমরা দুজনেই তাঁকে ছেড়ে চলে যাব, তাঁর শাসনের অত্যাচার (যার মধ্যে

তাঁর জঘন্য টাকার লোভ বহুদিন যাবৎ আমাদের আটকে রেখেছে) তা থেকে নিজেদের মুক্ত করে নেব!

এলিজ—এটা খুব সত্যি যে দিনের পর দিন তিনি আমাদের মা-র মৃত্যুর জন্যে দুঃখ করার কারণ বাড়িয়েই যাচ্ছেন, আর যে ··

ক্লেয়াঁত—তাঁর গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি! চল, আমরা একটু দূরে সরে গিয়ে আমাদের কথাবার্তাটা শেষ করে ফেলি; তাঁর কঠিন স্বভাবের ওপর ঘা দিতে এরপর আমরা একজোট হব।

প্রথম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

আরপার্গ, লা ফ্ল্যাস

আরপার্গ—তুই এক্ষুণি বেরিয়ে যা, তোর কোন কথা শুনতে চাই না আমি! কী হল, ভাগ্ আমার বাড়ী থেকে, ব্যাটা এক নম্বরের চোর, ব্যাটা ফাঁসিকাঠের আসামী!

লা ফ্ল্যাস—এই শাপগ্রস্ত বুড়োটার মত এমন একটা বদ লোক আমি আমার জীবনে কখনো দেখিনি, আর আপনারা যদি মাপ করেন তো বলি, আমার মনে হয় খোদ শয়তান এর শরীরে ভর করেছে!

আরপার্গ—কী বিড়বিড় করছিস্ তুই?

লা ফ্ল্যাস—কেন আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

আরপার্গ—আমার কাছে আবার বেশ কারণ জিজ্ঞেস করছিস্, বদমাস্? আমার হাতে মার খেতে না চাস্ তো এক্ষুণি বেরিয়ে যা!

লা ফ্ল্যাস—আপনার কি করেছি আমি?

আরপার্গ—আমার যা করেছিস, তার জন্যেই আমি চাই তুই বেরিয়ে যা!

লা ফ্ল্যাস—আমার মনিব, আপনার ছেলে, আমাকে অপেক্ষা করতে বলে গেছেন।

আরপার্গ—যা, যা, রাস্তায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা কর গে, যা! আমার বাড়ীতে একেবারেই নয়; ঢেকির মত দাঁড়িয়ে থেকে বাড়ীতে কী হচ্ছে সব দেখ্‌বি আর সব কিছু থেকেই ফয়দা লুটবি! আমার কাছে ধারে সব

সময় একটা গোয়েন্দা দাঁড়িয়ে থাকবে আমার কাজ-কারবারের ওপর নজর রাখবে—এটা আমি একেবারেই চাই না, একটা বেইমান যার ট্যারা চোখ তন্ন তন্ন করে আমার সমস্ত কাজের খবর রাখবে, আমার কী আছে না আছে দু'চোখ দিয়ে সব গিলে খাবে, আর চারদিকে ঘুর্ ঘুর্ করবে কোথা থেকে কিছু সরানো যায় কিনা এই তালে !

লা ফ্ল্যাস—আপনার জিনিস কী করে কেউ চুরি করবে আপনি বলতে চান ? সমস্ত জিনিস বন্ধ করে রাখেন আর দিনরাত পাহারা দেন !

আরপাগঁ—আমার ভাল মনে হলে আমি তা বন্ধ করে রাখব, আর আমার যেমন ইচ্ছা পাহারা দেব। এতেই কি গোয়েন্দাবাজদের বোঝা যাচ্ছে না যারা আমি কী করি না করি সমস্ত কিছুর ওপর চুপি চুপি নজর রাখে ? (আমার ভাবনা হচ্ছে এ ব্যাটা না আবার আমার টাকা-পয়সা নিয়ে একটা কিছু সন্দেহ করে বসে) তুই কি এমন লোক মোটেই নোস্ যে খবর ছড়িয়ে বেড়াবে যে আমার বাড়ীতে আমার লুকোনো টাকা-পয়সা আছে ?

লা ফ্ল্যাস—আপনার লুকোনো টাকা-পয়সা আছে নাকি !

আরপাগঁ—আরে না, হতচ্ছাড়া, সে কথা বলছি না আমি। (একান্তে) মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করছি তুই বজ্জাতি করে রটিয়ে বেড়াস না তো যে আমার ঠিকই লুকোনো টাকা-পয়সা আছে ?

লা ফ্ল্যাস—ওঃ, আপনার লুকোনো টাকা-পয়সা আছে কি নেই তাতে আমাদের কী এসে যাচ্ছে যদি সেটা আমাদের পক্ষে একই কথা হয় ?

আরপাগঁ—তুই আবার যুক্তি-বিচার আরম্ভ করলি যে বড় ? এই তোর কান মুচড়ে তোর যুক্তি-বিচার বের করে দিচ্ছি। (তিনি তার কান মুচড়ে দেবার জন্যে হাত তুললেন)

লা ফ্ল্যাস—ঠিক আছে, বেরিয়ে যাচ্ছি।

আরপাগঁ—দাঁড়া, তুই আমার কিছু নিয়ে যাচ্ছিস্ না তো ?

লা ফ্ল্যাস—আপনার কী আমি নিয়ে যাব ?

আরপাগঁ—এদিকে আয়, দেখি। তোর হাত দেখা।

লা ফ্ল্যাস—এই দেখুন !

আরপাগঁ—অন্যগুলো।

লা ফ্ল্যাস—অন্যগুলো !

আরপাগঁ—হাঁ।

লা ফ্ল্যাস—এই যে দেখুন !

আরপাগঁ—তুই ওখানে ভেতরে কিছু রাখিস্ নি তো ?

লা ফ্ল্যাস—আপনি নিজেই দেখুন না !

আরপাগঁ—(তার প্যান্টের নীচের দিকটা চেপে চেপে দেখলেন) এই ঢিলেঢালা প্যাণ্ট চুরি করা জিনিস লুকিয়ে রাখার জন্যে বেশ ভাল জায়গা। এ দিয়ে কেউ কাউকে ফাঁসি ঝুলিয়ে দিলে বড় ভাল লাগত !

লা ফ্ল্যাস—এই ধরনের লোকের যা ভয় করছে তা ঘটাই বাঞ্ছনীয়। আর তার কিছু চুরি করতে পারলে কী আনন্দই না হোত আমার !

আরপাগঁ—এই !

লা ফ্ল্যাস—কী ?

আরপাগঁ—চুরির কথা কী বল্‌লি তুই ?

লা ফ্ল্যাস—বলছি আপনার কিছু আমি চুরি করেছি কিনা দেখতে আপনি সব জায়গা খুঁজে দেখছেন !

আরপাগঁ—তা-ই তো করব আমি ! (তিনি লা ফ্ল্যাস-এর পকেটগুলো খুঁজে দেখলেন)

লা ফ্ল্যাস—লোভ আর লোভীরা নিপাত যাক্ !

আরপাগঁ—কিরকম ? কী বলছিস্ তুই ?

লা ফ্ল্যাস—কী বলছি আমি ?

আরপাগঁ—লোভ আর লোভী সম্পর্কে কী বলছিস্ ?

লা ফ্ল্যাস—বলছি লোভ আর লোভীরা নিপাত যাক্।

আরপাগঁ—কাকে নিয়ে তুই একথা বলতে চাস্ ?

লা ফ্ল্যাস—টাকা-পয়সায় লোভ যাদের তাদের নিয়ে।

আরপাগঁ—কারা এই টাকা-পয়সার লোভীরা ?

লা ফ্ল্যাস—কৃপণরা আর অর্থপিশাচরা।

আরপাগঁ—কিন্তু এ দিয়ে তুই কার কথা বলতে চাস্ ?

লা ফ্ল্যাস—আপনি কী নিয়ে এত মাথা ঘামাচ্ছেন ?

আরপাগঁ—যা নিয়ে মাথা ঘামানো দরকার তা নিয়েই মাথা ঘামাচ্ছি।

লা ফ্ল্যাস—আপনি কি মনে করছেন আমি আপনাকে নিয়ে কিছু বলতে চাই ?

আরপাগঁ—আমি যা মনে করছি তা-ই মনে করছি ; কিন্তু আমি চাই তুই আমাকে বল, তুই যখন ঐ কথাটা বল্‌লি তখন কাকে নিয়ে বল্‌লি ?

লা ফ্ল্যাস—আমি বলেছি···আমি নিজেকে নিয়েই বলেছি !

আরপাগঁ—আর এই আমি তোর মাথায় চাটি মারছি !

লা ফ্ল্যাস—লোভী লোকদের অভিশাপ দিতেও আপনি আমাকে বাধা দেবেন ?

আরপাগঁ—না, আমি তোকে বক্‌বক্‌ করতে আর বেয়াদব হতে বাধা দেব। চুপ করে থাক্‌ !

লা ফ্ল্যাস—কারো নাম তো করছি না আমি !

আরপাগঁ—তুই কথা বলিস তো তোকে আমি তুলোধোনা করে ছাড়ব !

লা ফ্ল্যাস—নামটা যদি আপনার সঙ্গে খাপ খেয়ে যায়, তাহলে নিয়ে নিন আপনি !

আরপাগঁ—চুপ করবি কিনা তুই ?

লা ফ্ল্যাস—হাঁ, ইচ্ছে নেই তবুও করছি।

আরপাগঁ—হাঃ, হাঃ !

লা ফ্ল্যাস—(তার ফতুয়ার একটি পকেট আরপাগঁকে দেখিয়ে) এই দেখুন, এখানে আরও একটা পকেট আছে ; আপনি খুশী হয়েছেন তো ?

আরপাগঁ—চলে আয়, আমি খুঁজে দেখার আগেই যা আছে দিয়ে ফেল্‌।

লা ফ্ল্যাস—কী ?

আরপাগঁ—আমার যা নিয়েছিস্‌ তুই।

লা ফ্ল্যাস—আপনার কিছুই নিই নি আমি !

আরপাগঁ—ঠিক বলছিস্‌ ?

লা ফ্ল্যাস—ঠিক বলছি।

আরপাগঁ—যা ভাগ, গোল্লায় যা।

লা ফ্ল্যাস—কী সুন্দরভাবেই না চাকুরীটি গেল।

আরপাগঁ—যা নিয়েছিস তা অন্তত তোর বিবেকের ওপর ছেড়ে দিলাম। এই এক হারামজাদা চাকর, আমার দারুণ অস্বস্তির কারণ ! এই খোঁড়া কুকুরটাকে দু'চোখে দেখতে পারি না আমি।

প্রথম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

এলিজ, ক্লেয়াঁত, আরপার্গ

আরপার্গ—সত্যিই নিজের বাড়ীতে কিছু টাকা সামলে রাখা চাট্টিখানি কথা নয়, আর যে লোকটি তার খরচের জন্যে যা দরকার শুধু তা-ই নিজের কাছে রেখে বাকী সমস্ত টাকা গুছিয়ে রাখার একটি ভাল ব্যবস্থা করতে পেরেছে সে বাস্তবিকই কী ভাগ্যবান! গোটা বাড়ীটার মধ্যে বেশ ভাল করে লুকিয়ে রাখার একটা জায়গা বের করাও কম ঝামেলার কাজ নয়! কারণ, এই আমার ব্যাপারে, আমার সিন্দুক দেরাজ তো সন্দেহের বস্তু বটেই, আর আমি কখনই ওগুলোর উপর কোন ভরসা রাখতে চাই না। ওগুলোকে আমি চোর ব্যাটাদের জলজ্যান্ত প্রলোভন বলেই মনে করি। সব সময়ই প্রথমেই ওরা ওগুলোর ওপরই ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাহলেও কালই যে দশ হাজার 'একু্য' পেয়েছি তা বাগানে পুঁতে রাখলে ভাল করতাম কিনা ঠিক বুঝতে পারছি না। দশ হাজার 'একু্য' স্বর্ণমুদ্রা নিজ বাড়ীতে রাখার দিক থেকে পরিমাণে বড্ড বেশী···

(এমন সময় নীচে ভাই আর বোন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে বলতে হাজির হল)

হা ভগবান! আমি নিজেই নিজেকে ধরিয়ে দিলাম! উত্তেজনার বশে অধীর হয়ে একা একা চিন্তাভাবনা করার সময় বড় জোরে কথা বলে ফেলেছি আমি! ব্যাপার কী?

ক্লেয়াঁত—কিছু নয়, বাবা।

আরপার্গ—তোমরা কি অনেকক্ষণ যাবৎ ওখানে রয়েছ?

এলিজ—এইমাত্র এলাম আমরা।

আরপার্গ—তোমরা কি শুনেছ···

ক্লেয়াঁত—কী, বাবা?

আরপার্গ—ঐখানে···

ক্লেয়াঁত—কী?

আরপাগঁ—যা এইমাত্র আমি বলেছি ?

ক্লেয়াঁত—না তো !

আরপাগঁ—বটে !

এলিজ—কী বলছেন ?

আরপাগঁ—আমি বেশ দেখছি তোমরা আমার কথার কিছুটা শুনেছ। আজকের দিনে টাকা কামান যে কী কঠিন ব্যাপার সে কথাই আমি নিজের কাছে বলে যাচ্ছিলাম, আর বলছিলাম নিজের বাড়ীতে যার দশ হাজার 'একু' আছে সে সত্যিই ভাগ্যবান !

ক্লেয়াঁত—আপনার চিন্তায় বাধা দেওয়া হবে মনে করে আমরা আপনার কাছে যেতে ইতস্তত করছিলাম।

আরপাগঁ—কথাটা তোমাদের বলতে পেরে খুব খুশী হলাম, যাতে ব্যাপারটা তোমরা ভুল না বোঝ আর মনে না কর যে আমারই দশ হাজার 'একু' আছে এ কথাই আমি বলেছি।

ক্লেয়াঁত—আমরা আপনার ব্যাপার নিয়ে একটুও মাথা ঘামাচ্ছি না।

আরপাগঁ—ভগবান যদি এমন করতেন যে আমি দশ হাজার 'একু' পেতাম !

ক্লেয়াঁত—আমি মনে করি না…

আরপাগঁ—সেটা আমার পক্ষে কী দারুণ এক সৌভাগ্য হোত !

এলিজ—এগুলো এমন ব্যাপার…

আরপাগঁ—ঐ পরিমাণ টাকার আমার বড়ই দরকার ছিল।

ক্লেয়াঁত—আমার মনে হয়…

আরপাগঁ—সেটা আমার পক্ষে খুবই সুবিধের একটি ব্যাপার হোত।

এলিজ—আপনি বলছেন…

আরপাগঁ—আর আমিও কোন নালিশ অনুযোগ করতাম না, যেমন আমি মনে করে থাকি, যে বড় দুঃসময় যাচ্ছে।

ক্লেয়াঁত—অবাক কাণ্ড ! বাবা, আপনার তো নালিশ অনুযোগের কোন কারণ নেই ; সকলেই জানে আপনার যথেষ্ট টাকা পয়সা আছে !

আরপাগঁ—কী বললে ? যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে আমার ? এ কথা যারা বলে তারা এ নিয়ে মিথ্যা কথা বলে ! এর থেকে মিথ্যে আর কিছু নেই, আর যারা এ সমস্ত কথা রটিয়ে বেড়ায় তারা সব ভীষণ পাজী লোক !

এলিজ—এত চটে যাবেন না আপনি !

আরপার্গ—এ এক তাজ্জব ব্যাপার যে আমার নিজের ছেলেমেয়েরাই আমাকে নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করছে আর আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াচ্ছে !

ক্লেয়াঁত—আপনার টাকা পয়সা আছে এটা বলা কি আপনার শত্রু হওয়া ?

আরপার্গ—হাঁ ; ঐ ধরনের কথাবার্তা আর যে পরিমাণ টাকা খরচ তোমরা কর এর জন্যেই একদিন কেউ আমার বাড়ীতে এসে আমার গলাটি কাটবে এই ভেবে যে, আমি একটি টাকার কুমির !

ক্লেয়াঁত—কী অতিরিক্ত খরচ আমি করে থাকি ?

আরপার্গ—কী খরচ করে থাক ? যে চক্‌মকে পোশাক পরে আর যে প্রসাধন করে তুমি সারা শহর ঘুরে বেড়াও তার থেকে বেশী কেলেঙ্কারী আর কিছু হতে পারে কি ? গতকাল তোমার বোনের সঙ্গে আমার বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে। সেটা তো আরও খারাপ। এই জিনিসটি ভাগ্যের অভিশাপ ডেকে আনে ; আর তোমার মাথা থেকে পা পর্যন্ত সমস্ত কিছুর দাম ধরলে যে টাকা দাঁড়াবে তা দিয়ে ভাল আয় করার মত একটি ব্যবসা ফাঁদা যায় ! তোমাকে আমি একথা বিশবার বলেছি যে তোমার সমস্ত চালচলন আমাকে পীড়া দেয় ; তুমি খ্যাপার মত একজন মার্কিজের চালচলনের অনুকরণ করে চলেছ আর ঐরকম পোশাক-পরিচ্ছদে সাজবার জন্যে আমার টাকার হরির লুট তো করবেই !

ক্লেয়াঁত—কী বল্লেন ? কী করে আপনার টাকা লুট করছি আমি ?

আরপার্গ—তা না হলে তোমার ঠাট বজায় রাখার জন্যে কোথায় টাকা পাও তুমি ?

ক্লেয়াঁত—আমি, বাবা ? আমি জুয়ো খেলি ! আমার ভাগ্য সদয় হওয়ায় আমি টাকা জিতি আর সে টাকা আমি নিজের জন্যে খরচ করি।

আরপার্গ—খুব খারাপ কাজ কর ! জুয়ো খেলায় যদি তোমার ভাগ্য ভাল হয়ে থাকে, তুমি তার থেকে লাভবান হতে পার, যে টাকা জেত সেটাকে ভাল করে সুদে খাটিয়ে, যাতে সেটা আবার একদিন ফিরে পেতে পার। অন্য কথা বাদ দিয়ে আমি পরিষ্কার জানতে চাই, তোমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত পটি দিয়ে যে মুড়ে ফেলেছ, সেটা কী কাজে লাগছে ? আর আধ ডজন লেস্ তোমার আঁটো পায়জামা বাঁধার পক্ষে যথেষ্ট কিনা ! যখন নিজের চুলই মাথা ঢাকতে পারে, যার জন্যে কোন

খরচই দরকার হয় না, তখন পরচুলা কিনতে টাকা খরচ করা খুব দরকার বৈ কি! আমার কোন সন্দেহ নেই যে পরচুলা আর পটি লেস্-এ অন্তত কুড়ি 'পিষ্টোল' খরচ হয়, যা এক বছরে আঠার পাউণ্ড, ছয় 'সল', আট 'দেনিয়ে'-তে দাঁড়ায়!

ক্লেয়াঁত—আপনি ঠিকই বলেছেন।

আরপাগঁ—আচ্ছা, সে কথা যাক্; এসো, অন্য একটি বিষয় নিয়ে একটু কথাবার্তা বলি। (ওহো! এদের একজন অন্যজনকে ইশারা ইঙ্গিত করছে! আমার টাকার থলে চুরি করার মতলব মনে হয়) এই ইশারা সঙ্কেতের মানেটা কী?

এলিজ—ভাই আর আমি ইতস্তত করছি প্রথমে কে আপনার কাছে কথাটা তুলবে; আমাদের দুজনেরই আপনার কাছে কিছু বলার আছে।

আরপাগঁ—আমারও তো তোমাদের দুজনকেই কিছু বলার আছে!

ক্লেয়াঁত—আপনার সঙ্গে আমরা বিয়ে সম্পর্কে একটু কথা বলতে চাই, বাবা!

আরপাগঁ—বিয়ে নিয়ে আমিও তো তোমাদের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই!

এলিজ—সে কি, বাবা!

আরপাগঁ—আর্তনাদ করে উঠলে কেন? তুমি, মেয়ে, ঐ শব্দটাতে না-কি বিষয়টাতে ভয় পাচ্ছ?

ক্লেয়াঁত—বিষয়টা আপনি কীভাবে নেবেন তা থেকে আমাদের দুজনের পক্ষেই বিয়েটা ভয়ের ব্যাপার হতে পারে, আর আমাদের ভয়, আপনার পছন্দের সঙ্গে আমাদের মনোভাব না-ও মিলতে পারে।

আরপাগঁ—দাঁড়াও, দাঁড়াও! মোটেও ভয় পাবে না। তোমাদের দুজনের জন্যেই ঠিক কী দরকার তা আমি জানি। আর আমি যা করব ভাবছি তাতে তোমাদের দুজনের কারোরই কোন আপত্তির অবকাশ থাকবে না। আচ্ছা, একদিক থেকে আরম্ভ করা যাক্। বল তো এখান থেকে বেশী দূরে নয় মারিয়ান্ নামে একটি মেয়ে থাকে; তাকে কি তোমরা দেখেছ?

ক্লেয়াঁত—হ্যাঁ, বাবা!

আরপাগঁ—আর তুমি?

এলিজ—আমি শুনেছি ওর কথা।

আরপার্গ—বল তো, শ্রীমান, এই মেয়েটিকে তোমার কেমন মনে হয়!

ক্লেয়াঁত—খুবই চমৎকার মেয়ে!

আরপার্গ—দেখতে কেমন?

ক্লেয়াঁত—বেশ মর্যাদা আছে এমন, আর প্রাণচাঞ্চল্য ভরা!

আরপার্গ—তার হাবভাব আর চলন বলন?

ক্লেয়াঁত—বলতে গেলে অপূর্ব!

আরপার্গ—তোমার কি মনে হয় না যে ভেবে দেখলে এরকম একটি মেয়ে খুবই সুবিবেচনা পাবার যোগ্য?

ক্লেয়াঁত—হাঁ, বাবা!

আরপার্গ—যে সে একজন বাঞ্ছনীয় পাত্রী?

ক্লেয়াঁত—খুবই বাঞ্ছনীয়!

আরপার্গ—যে, তাকে দেখে মনে হয় যে একটি সুন্দর সংসার গড়ে তুলতে পারে সে?

ক্লেয়াঁত—নিশ্চয়ই!

আরপার্গ—তবে সামান্য একটু অসুবিধে আছে; সেটা হচ্ছে এই যে, যেমন আশা করছি তেমন দাবিপূরণের মত যথেষ্ট টাকা-পয়সা তার কাছে নেই বলে আমার আশঙ্কা।

ক্লেয়াঁত—কিন্তু, বাবা, একটি উপযুক্ত পাত্রীকে বিয়ে করার ব্যাপারে টাকা-পয়সা তো বিবেচনার কোন বস্তুই নয়!

আরপার্গ—মনে কিছু করবে না; কিন্তু এ ব্যাপারে বলার কথাটা হচ্ছে এই যে, যদি কেউ আশা-করা টাকা-পয়সা এখানে না পায়, তাহলে সে অন্যভাবে সেটা পেতে চেষ্টা করতে পারে।

ক্লেয়াঁত—তা তো বটেই।

আরপার্গ—যাই হোক, আমার সঙ্গে তোমাদের একমত দেখে আমি খুবই খুশী হলাম, কারণ মেয়েটির মার্জিত ব্যবহার আর মিষ্টি স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে, আর যদি তার বাড়ী থেকে কিছু টাকা-পয়সা পাই, তাহলে, আমি তাকে বিয়ে করব ঠিক করেছি।

ক্লেয়াঁত—সে কি!

আরপার্গ—কী হল?

ক্লেয়াঁত—আপনি বলছেন আপনি ঠিক করেছেন…

আরপাগঁ—মারিয়ানকে বিয়ে করতে।

ক্লেয়াঁত—কে, আপনি নিজেই ?

আরপাগঁ—হাঁ, আমি নিজেই !

ক্লেয়াঁত—আমার মাথাটা হঠাৎ কিরকম যেন ঝিমঝিম করছে, আমি একটু আসছি।

আরপাগঁ—ওটা তেমন কিছু নয়। চট্ করে রান্নাঘরে গিয়ে বড় গ্লাসে এক গ্লাস জল খেয়ে নাও। এই যে আমার নন্দদুলালরা যাদের মুরগীর জোরও নেই! তাহলে, বৎসে, আমার জন্যে তো আমি এই ঠিক করলাম, আর তোমার ভাইটি সম্পর্কে বলি, ওর জন্যে একটি বিধবা মেয়ে ঠিক করেছি যাকে নিয়ে আজ সকালবেলাতেই কথাবার্তার জন্যে লোকজন এসেছিল। আর তোমার সম্পর্কে বলি, তোমাকে আমি মিঃ আঁসেল্‌ম্-এর হাতে তুলে দেব।

এলিজ—মিঃ আঁসেল্‌ম্-এর হাতে !

আরপাগঁ—হাঁ, তিনি একজন অভিজ্ঞ, বিচক্ষণ, ভদ্র ব্যক্তি, বয়েস পঞ্চাশের বেশী হবে না; তাছাড়া প্রচুর টাকা-পয়সার অধিকারী বলে তাঁর খ্যাতি আছে।

এলিজ—(নতজানু হয়ে মাথা নুইয়ে) বাবা, শুনুন, বিয়ে করতে আমি একদম চাই নে !

আরপাগঁ—(কপটভাবে এলিজের অনুকরণ করে) বাচ্চা মেয়ে আমার, প্রিয়তমে, শোন, আমি চাই যে তুমি বিয়ে কর !

এলিজ—আপনি আমাকে মাপ করুন, বাবা !

আরপাগঁ—তুমি আমাকে মাপ কর, মেয়ে !

এলিজ—মিঃ আঁসেল্‌ম্-এর অতি বিনীতা সেবিকা আমি, কিন্তু যদি কিছু মনে না করেন, তাঁকে বিয়ে আমি কিছুতেই করব না !

আরপাগঁ—তোমার অতি বিনীত সেবক আমি, কিন্তু যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আজ রাত্রিতেই তুমি তাকে বিয়ে করবে !

এলিজ—আজ রাত্রিতেই !

আরপাগঁ—আজ রাত্রিতেই।

এলিজ—সে হবে না, বাবা !

আরপার্গ—সে হবে, মা।

এলিজ—না, না !

আরপার্গ—হাঁ, হাঁ।

এলিজ—আমি বলছি আপনাকে, না !

আরপার্গ—আমি বলছি তোমাকে, হাঁ।

এলিজ—এটা এমন একটি ব্যাপার যাতে জোর করে আপনি আমাকে বাগে আনতে পারবেন না !

আরপার্গ—এটা এমন একটি ব্যাপার যাতে জোর করে আমি তোমাকে বাগে আনব।

এলিজ—এমন একটি লোককে স্বামীত্বে বরণ করার চেয়ে আমি বরঞ্চ আত্মহত্যা করব !

আরপার্গ—আত্মহত্যা মোটেই করবে না তুমি, তাকে স্বামীত্বেই বরণ করবে। কিন্তু কী বেয়াদবী দেখ, বাবার সঙ্গে মেয়েকে এভাবে কথা বলতে কেউ কোনদিন দেখেছে !

এলিজ—কিন্তু কেউ কি কোনদিন বাবাকেও দেখেছে এভাবে মেয়েকে বিয়ে দিতে !

আরপার্গ—এটা এমন একটি প্রস্তাব যার বিরুদ্ধে কিছুছু বলার নেই। আর আমি বাজি রাখছি প্রতিটি লোক আমার পছন্দের অনুমোদন করবে।

এলিজ—আর আমিও বাজি রাখছি বুদ্ধিবিবেচনা আছে এমন কোন লোক এর অনুমোদন করতে পারে না।

আরপার্গ—এই যে ভাল্যার ! ওকে এই ব্যাপারে আমাদের দুজনের মধ্যে বিচারক করতে রাজী আছ তুমি ?

এলিজ—হাঁ, আমি এতে রাজী।

আরপার্গ—এর বিচার মেনে নেবে তো ?

এলিজ—হাঁ, ও যা বলবে তা আমি মেনে নেব।

আরপার্গ—এই ঠিক রইল তাহলে।

প্রথম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

ভাল্যার, আরপাগঁ, এলিজ

আরপাগঁ—ভাল্যার, এদিকে এসো! আমার আর আমার মেয়ের মধ্যে কে ঠিক এটা বলতে আমরা তোমাকে মনোনীত করেছি।

ভাল্যার—আপনিই ঠিক, স্যার, এর তো কোন প্রতিবাদ নেই!

আরপাগঁ—কী নিয়ে আমরা কথাবার্তা বলে চলেছি তুমি তা জান?

ভাল্যার—তা জানি না বটে, কিন্তু আপনি তো বেঠিক হতে পারেন না! সমস্ত যুক্তিই তো আপনার দখলে!

আরপাগঁ—আজ রাত্রিতে একে আমি এমন এক পাত্রের হাতে তুলে দিতে চাই যে যেমন বিজ্ঞ তেমনই বিত্তবান, আর এই বাঁদরীটা কিনা আমার মুখের উপর বলছে তাকে গ্রহণ করার ইচ্ছে তার একদম নেই! তুমি এ নিয়ে কী বল?

ভাল্যার—ওঃ, এ নিয়ে আমি কী বলি?

আরপাগঁ—হাঁ।

ভাল্যার—ইয়ে, মানে···

আরপাগঁ—মানে কী?

ভাল্যার—আমি বলছি কি,···যে আসলে আপনার সঙ্গে আমি একমত-ই আর আপনি ঠিক নন এটা হতে পারে না! তবে সে যে পুরোপুরি বেঠিক তা-ও তো নয়! আর···

আরপাগঁ—কেন, মিঃ আঁসেল্‌ম্‌ তো একজন যোগ্য পাত্র, সম্ভ্রান্ত, সংযত স্বভাব, রাশভারী, বিশিষ্ট, ভাগ্যবান একটি ভদ্রব্যক্তি, আর তাঁর প্রথমবারের বিয়ের কোন ছেলেমেয়েও নেই। আমার মেয়ে কি এর থেকে ভাল কিছু পাবে?

ভাল্যার—তা ঠিক, তবে সে আপনাকে একথা বলতে পারে যে ব্যাপারটি একটু ঝটপট করে করে ফেলা হচ্ছে, আর কিছু সময় অন্তত দিয়ে দেখা দরকার তাঁর স্বভাব-এর সঙ্গে সে খাপ খাওয়াতে পারে কিনা!

আরপার্গ—এটা এমন একটি ব্যাপার যা নিয়ে এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়! এখানে আমি এমন একটি সুবিধে পাচ্ছি যেটা অন্য কোথাও আমি পাব না। তিনি বিনা যৌতুকে আমার মেয়েকে গ্রহণ করতে রাজী!

ভাল্যার—বিনা যৌতুকে!

আরপার্গ—হাঁ!

ভাল্যার—ওঃ, তাহলে আমি আর কিছু বলছি না! দেখছেন না, এ তো একেবারে অকাট্য যুক্তি! এটা তো মেনে নিতেই হবে!

আরপার্গ—আমার পক্ষে এটা খুব বড় রকমের একটা বাঁচোয়া!

ভাল্যার—নিশ্চয়ই। এর বিরুদ্ধে তো কিছু বলাই চলে না। এটা ঠিক যে আপনার মেয়ে আপনার কাছে এই যুক্তি দেখাতে পারে যে, বিয়ে ব্যাপারটা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার যা লোকে ধারণাই করতে পারবে না, এতে সারা জীবনে সুখী অসুখী হবার প্রশ্ন জড়িত আছে; আর যে সম্পর্কটা মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী হবার জিনিস সেটা খুব সাবধানতা ছাড়া করে ফেলা ঠিক নয়।

আরপার্গ—বিনা যৌতুকে!

ভাল্যার—ঠিক বলেছেন! এটাই তো সব স্থির করে দিচ্ছে বলাই বাহুল্য। কিছু লোক আছে যারা বলতে পারে যে এরকম ব্যাপারে পাত্রীর ইচ্ছা অনিচ্ছাটাও বিবেচনা করা নিশ্চয়ই উচিত। আর বয়সের, মানসিক গড়নের, চিন্তা-ভাবনার এই বিরাট তফাৎ বিয়েকে খুবই কষ্টকর এক পরিণতির সম্ভাবনা এনে দেয়।

আরপার্গ—বিনা যৌতুকে!

ভাল্যার—হাঁ, এর অবিশ্যি কোন জবাবই নেই, এটা তো পরিষ্কারই বটে। কোন্ উজবুক এর বিরুদ্ধে কিছু বলতে যাবে! এমন নয় যে এরকম কোন বাবা নেই যারা টাকা দিতে হতে পারে এর থেকেও বেশী করে চাইবে তাদের মেয়েদের সুখী করার ব্যবস্থা করাটা, যারা কোন সুযোগ সুবিধের কাছেই নিজেদের মেয়েদের ঠেলে ফেলে দিতে চাইবে না, যারা অন্য সমস্ত কিছুর থেকেও বিয়ের ভেতর মনের মিলনের খোঁজ করবে যা একই সঙ্গে আত্মমর্যাদা, শান্তি, সুখ বজায় রাখে আর……

আরপার্গ—বিনা যৌতুকে!

ভাল্যার—সেটা তো ঠিকই! 'বিনা যৌতুকে'—এটা সবার মুখ বন্ধ করে দেবে! 'বিনা যৌতুকে'-এমন একটা যুক্তির বিরোধিতা করা উপায় কোথায়!

আরপাগঁ—(তিনি বাগানের দিকে তাকালেন) সেরেছে! মনে হচ্ছে একটা কুকুরের চেঁচানো শুনতে পাচ্ছি! কেউ আমার টাকা নিতে চাইছে না তো? তোমরা এখান থেকে নড়বে না! আমি এই এলাম বলে।

এলিজ—ভাল্যার, তুমি কি তামাসা করছ নাকি যে ওঁর সঙ্গে এভাবে কথা বলছ!

ভাল্যার—এটা করছি তাঁকে বিন্দুমাত্রও বিরক্তির কারণ না দিতে, আর এ ব্যাপারটা আরও ভালভাবে গুছিয়ে নিতে। তাঁর মতামত সামনাসামনি বাধা দেওয়া মানে সব পণ্ড করা! এমন স্বভাবের কিছু লোক আছে যাদের আঁকাবাঁকা পথেই বাগে আনতে হয়, এমন মেজাজের যারা সমস্ত বাধার বিরোধী, এমন একগুঁয়ে ধরনের যে বাস্তব সত্য তাদের ক্ষেপিয়ে তোলে, যারা সর্বদাই বিচার-বিবেচনায় সোজাপথের সামনাসামনি হলে নিজেদের কঠিন করে ফেলে, আর ঘুরপথে গেলেই যাদের কায়দা করে নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে নিয়ে আসা যায়! তিনি যা চান তাতে সায় দেবার ভান কর; এভাবে আরো সহজে তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে যাবে!

এলিজ—কিন্তু, ভাল্যার, এই বিয়ের ব্যাপারটা?

ভাল্যার—এটা ভেঙ্গে ফেলার একটা ঘোরান পথ বের করতে হবে।

এলিজ—কিন্তু কী ফন্দি বের করা যাবে যদি বিয়েটা আজ রাত্রিতেই হয়ে যাবার হয়!

ভাল্যার—একটু সময় চেয়ে নিতেই হবে, আর কোন অসুখের ভান করতে হবে।

এলিজ—কিন্তু যদি ডাক্তার ডাকা হয়, তাহলেই তো ভানটা ধরা পড়ে যাবে!

ভাল্যার—মজা করছ? তারা কি এর কিছু বুঝবে নাকি? যাও না, তোমার খুশিমত যে-কোন অসুখই হয়েছে ওদের বল না কেন, তারা কী থেকে ঐ অসুখ এল সে কারণটি বের করে তোমাকে বলে দেবে!

(আরপাগঁ—না, ওটা কিছু নয়, ভগবানকে ধন্যবাদ)

ভাল্যার—তবে আমাদের শেষ পথ হচ্ছে এই—পালিয়ে গেলে আমরা সব কিছু থেকে বেঁচে যাব! আর, এলিজ, তোমার ভালোবাসার যদি তেমন

জোর থাকে · (সে আরপার্গঁকে দেখল) হাঁ, বাবার কথা মেয়েকে শুনতেই হবে ! পাত্র কীভাবে ঠিক করা হল সেটা তার একেবারেই দেখার কথা নয়, আর যখন 'বিনা যৌতুকে' এই খুবই বড় যুক্তি পাওয়া যায়, তখন তাকে যা দেওয়া হচ্ছে তা-ই তার মেনে নিতে অবশ্যই তৈরী থাকতে হবে !

আরপার্গঁ—বাঃ, কথাটা বেশ সুন্দর করে গুছিয়ে বলেছ তো !

ভাল্যার—স্যার, আমি যদি একটু আবেগপূর্ণ হয়ে গিয়ে থাকি আর এর সঙ্গে এভাবে কথা বলার অসৌজন্য দেখিয়ে থাকি, আমাকে মাপ করবেন ।

আরপার্গঁ—কী বলছ তুমি ! আমি খুবই খুশী হয়েছি, আর আমি চাই যে এর ওপর তুমি সম্পূর্ণ খবরদারি কর ! (এলিজকে) হাঁ, তুমি পালাবার চেষ্টাটি কোরো না ! তোমার ওপর কর্তৃত্ব করার যে অধিকার ভগবান আমাকে দিয়েছেন, সেটা আমি একে দিয়ে দিলাম, আর আমি চাই, সে যা-ই বলে তা-ই তুমি করবে !

ভাল্যার—এরপর আমার কথা না শুনে দেখ ! আমি তাহলে এর পেছন পেছন যাই, যে উপদেশটা একে দিচ্ছিলাম সেটা চালিয়ে যেতে !

আরপার্গঁ—হাঁ, ভারি উপকার করবে আমার, নিশ্চয়ই ·····

ভাল্যার—একে একটু শক্ত লাগামে ধরলে ভাল হবে ।

আরপার্গঁ—খাঁটি কথা ! এটা দরকার ··

ভাল্যার—এ নিয়ে আপনি ভাববেন না, মনে হয় ব্যাপারটির সুরাহা আমি করতে পারব ।

আরপার্গঁ—তা-ই কর । আমি একটু শহর থেকে ঘুরে আসতে যাচ্ছি, শিগ্‌গিরই ফিরে আসব ।

ভাল্যার—হাঁ, দুনিয়ার সমস্ত জিনিস থেকে টাকাই বেশী দামী । ভগবানকে তোমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত যে তিনি তোমাকে এই মার্জিত রুচি পিতা দিয়েছেন ! বাঁচা জিনিসটা ঠিক কি তা তিনি জানেন । 'বিনা যৌতুকে' যখন কেউ একটি মেয়েকে নিতে ইচ্ছুক বলে জানায়, তখন তার কোন কিছুই আগেভাগে খুঁটিয়ে দেখা উচিত নয় ! ঐ কথাটির ভেতরেই তো সব কিছু আছে ! 'বিনা যৌতুকে'—এটা সৌন্দর্য, তারুণ্য,

বংশমর্যাদা, মান সম্মান, অভিজ্ঞতা, সভ্যতা—এ সমস্ত কিছুর জায়গা দখল করে ফেলে !

আরপাগঁ—বাঃ বাঃ, কী সুন্দর ছেলে ! ঠিক যেন দৈববাণীর মত কথাগুলো বললে ! এরকম একটি লোক যে তার পরিচারক হিসেবে পায়, সে সত্যিই ভাগ্যবান !

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কেয়াঁত, লা ফ্ল্যাস

ক্লেয়াঁত—এই বেইমান, তুই কোথায় পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিস রে? তোকে না আমি বল্লাম···

লা ফ্ল্যাস্—হাঁ, স্যার, আমি তো আপনার হুকুমের জন্যে এক ঠাঁয় দাঁড়িয়ে থাকতে চলে এসেছিলাম এখানে কিন্তু আপনার বাবা ভারী এক বদমেজাজী লোক। আমি রুখে দাঁডালেও তিনি আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে ছেড়েছেন; প্রায় মার খেতে বেঁচে গেছি আমি।

ক্লেয়াঁত—আমাদের সে ব্যাপারটি চলছে কীরকম? বিষয়টি আগের থেকে অনেক বেশী জরুরী হয়ে দাঁডিয়েছে। তোর সঙ্গে দেখা হবার পর আবিষ্কার করেছি, আমার বাবা আমার প্রতিদ্বন্দ্বী!

লা ফ্ল্যাস—ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়েছেন আপনার বাবা!

ক্লেয়াঁত—হাঁ, আর এ খবরটি আমার কতটা অস্থির করে তুলেছে তার কাছ থেকে তা চেপে যেতেও আমি গলদঘর্ম হয়ে যাচ্ছি!

লা ফ্ল্যাস্—এই ভালোবাসার ব্যাপারে তিনিও আবার ঢুকে পড়েছেন! ওঁর মাথায় চেপেছেটা কী? তিনি কি দুনিয়াকে নিয়ে তামাসা করছেন? আর ভালোবাসা জিনিসটার কি সৃষ্টি হয়েছে তাঁর মত লোকের জন্যে?

ক্লেয়াঁত—আমার অনেক পাপের জন্যেই এই রোগ তাঁর মাথায় চেপেছে।

লা ফ্ল্যাস—কিন্তু তাঁর কাছ থেকে আপনার নিজের ভালোবাসার কথাটা আপনি চেপে যাচ্ছেন কেন?

ক্লেয়াঁত—তাঁর মনে কোন রকম সন্দেহ কম জাগানোর জন্যে, আর দরকার হলে এই বিয়ের ব্যাপারটির মোড় অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার কোন সহজ উপায় বের করতে। তুই কী জবাব নিয়ে এলি?

লা ফ্ল্যাস—কী বলব, স্যার, যাঁরা টাকা ধার করেন তাঁরা নিতান্তই দুর্ভাগা; আর এই সব সুদখোরদের হাতে গিয়ে পড়ার মত অসহায় অবস্থায় আপনার

মত যারা দাঁড়ায়, তাদের বেশ কিছু অদ্ভুত অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়েই যেতে হয়।

ক্লেয়াঁত—তাহলে একেবারেই কিছু হয়ে উঠছে না?

লা ফ্ল্যাস—না, ঠিক তা নয়। আমাদের ঐ সিমঁ লোকটি (যাকে দালাল হিসেবে যোগাড় করা গেছে) বেশ কাজের লোক আর উৎসাহে টগ্‌বগ্‌ করছে—সে বলছে আপনার জন্যে সে আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে আর আশ্বাস দিচ্ছে যে আপনার সুদর্শন আকৃতিই তাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে!

ক্লেয়াঁত—আমি যে পনেরো হাজার ফ্রাঁ চাইছি সেটা পাব?

লা ফ্ল্যাস—হাঁ, পাবেন; তবে আপনি যদি চান যে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়ে যাক্ তাহলে কিছু খুঁটিনাটি সর্ত আপনাকে মেনে নিতেই হবে।

ক্লেয়াঁত—যার এই টাকা ধার দেবার কথা তার সঙ্গে কি তোর পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সে?

লা ফ্ল্যাস—আসলে ব্যাপারটি ঠিক ওভাবে ঘটছে না। সে লোকটি নিজেকে গোপন রাখার ব্যাপারে আপনার থেকেও বেশী সতর্ক, আর এ কাজটা কী রহস্যে ভরা আপনি ধারণা করতে পারবেন না! ওর নাম কেউ একদম বলতে চায় না, আর একটা সাজানো ঠিকানার বাড়ীতে আজ আপনার সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হবার কথা, আপনার বিষয়-আশয় আর পরিবার সম্পর্কে আপনার মুখ থেকেই জানার জন্যে। আমার মনে একটুও সন্দেহ নেই যে শুধু আপনার বাবার নামই কাজটিকে সহজ করে দেবে।

ক্লেয়াঁত—আর বিশেষ করে আমার মা গত হওয়াতে তাঁর সম্পত্তি থেকে তো কেউ আমাকে বঞ্চিত করতে পারে না!

লা ফ্ল্যাস—এই তো চুক্তির কিছু ধারা যেগুলো তিনি নিজে আমাদের দালালকে টুকে নিতে বলে গেছেন, যাতে কিছু চূড়ান্ত করার আগেই এগুলো আপনাকে দেখানো যায়—

'এটা ধরে নেওয়া হল যে ঋণদাতা তার সমস্ত জামিনদারদের দেখবে, দেনাদার প্রাপ্তবয়স্ক হবে এবং সে এমন পরিবারের লোক হবে যে পরিবারের ধনসম্পত্তি হচ্ছে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য, স্পষ্টপ্রতীয়মান এবং সবরকম দায়মুক্ত, যথাসম্ভব সৎ একজন দলিলপত্রাদি সম্পাদকের সম্মুখে একটি যথাযথ এবং সঠিক চুক্তি

করা হবে এবং সেই সম্পাদক এ কাজের জন্যে ঋণদাতা দ্বারা মনোনীত হবে যার কাছে চুক্তিটি যথাযথভাবে রচিত হওয়াটা একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার।'

ক্লেয়াঁত—এ নিয়ে তো কিছু বলারই নেই!

লা ফ্ল্যাস—'ঋণদাতা তার বিবেকের উপর দ্বিধা-সংকোচের চাপ এড়াবার জন্যে, টাকাটা দেবেন শতকরা ছয় এই হারের সুদে।'

ক্লেয়াঁত—শতকরা ছয় এই হারের সুদে? আরে বাস্‌স্‌! এটা তো বেশ যুক্তিসঙ্গতই বলতে হবে! এ নিয়ে তো বলারই কিছু নেই!

লা ফ্ল্যাস—তা ঠিক।—

'কিন্তু যেহেতু উপরোক্ত ঋণদাতার বাড়ীতে আলোচ্য পরিমাণের টাকা নেই এবং দেনাদারের সন্তুষ্টির জন্যে সে টাকাটা অন্যের কাছ থেকে ধার করতে সে বাধ্য হবে শতকরা কুড়ি এই হারের সুদে, এটা সুবিধেজনক হবে যদি উপরোক্ত প্রথম দেনাদার ঐ সুদটা মিটিয়ে দেন, বাকী কোন সর্তের প্রতিকূলাচরণ না করে, এই বিবেচনায় যে শুধুমাত্র দেনাদারের সাহায্যের জন্যেই ঋণদাতা নিজেকে ঐ ধার নেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।'

ক্লেয়াঁত—কী ভয়ানক কথা! এ আবার কোন্ ইহুদী, কোন্ আরবদেশীয় লোক রে! এটা তো শতকরা পঁচিশ এই হারের থেকেও বেশী হয়ে গেল যে!

লা ফ্ল্যাস—তা হবে; আমি তো এ কথাই বলছিলাম। এ নিয়ে আপনাকে একটু ভেবে দেখতে হবে।

ক্লেয়াঁত—আমি কী ভেবে দেখি তুই চাস্? টাকার দরকার আমার, কাজেই সব কিছুতেই রাজী হতে হবে আমাকে।

লা ফ্ল্যাস—সে জবাবই আমি দিয়েছি।

ক্লেয়াঁত—আরও কিছু আছে নাকি?

লা ফ্ল্যাস—সামান্য একটা ধারা আছে—

'যে পোনের হাজার ফ্রাঁ চাওয়া হয়েছে ঋণদাতা তার মধ্যে মুদ্রায় শুধু বারো হাজার ফ্রাঁ দিতে পারবে, আর বাকী এক হাজার 'এক্যু' দেনাদারকে নিতে হবে ব্যবহার করা পোশাক, দুমড়ানো কাপড়-চোপড় এবং গয়নাগাটিতে (যার তালিকা নিচেই দেওয়া আছে) এবং উপরোক্ত ঋণদাতা সরল বিশ্বাসে তার পক্ষে সম্ভবমত খুবই যুক্তিসঙ্গত মূল্য ধরেছেন।'

ক্লেয়াঁত—এর মানেটা কী দাঁড়াল ?

লা ফ্ল্যাস—বিবরণটা তো শুনুন—

'প্রথমত, চারপায়াযুক্ত একটি পালঙ্ক, সঙ্গে খুব সুন্দরভাবে জলপাই রঙের কাপড়ের ওপর হাঙ্গেরীতে তৈরী কারুকার্য-করা ঝোলানো বস্ত্রাদি, এর সঙ্গে ছয়টি চেয়ার এবং ঐ সংখ্যার সুজনী ; সবই বেশ ভাল অবস্থায় আছে এমন, পাত্‌লা লাল ও নীল রঙ মেশানো সুতোয় তৈরী, রেশমী কাপড় দিয়ে আস্তরণ দেওয়া। এ ছাড়া পালঙ্ক, সাজসজ্জা গোলাপী রঙের ভাল সার্জ কাপড়ের চন্দ্রাতপ রেশমী কাপড়ের ঝালর দেওয়া।'

ক্লেয়াঁত—এসব দিয়ে আমি কী করি সে চায় ?

লা ফ্ল্যাস—একটু সবুর করুন—

'এ ছাড়া কিছু ট্যাপেস্ট্রী যাতে 'গঁবো ও মাসে'-এদের প্রণয়কাহিনী বোনা আছে। এ ছাড়া আখরোট কাঠের এক ডজন খুঁটির ওপর ভাল গড়নের একটি বড় টেবিল যেটাকে দু'দিক থেকেই টেনে নেওয়া যায় এবং যার নিচে ছ'টা কাঠের ছোট মই জুড়ে দেওয়া আছে।'

ক্লেয়াঁত—ধ্যাৎ ! কী কাজ আছে আমার···

লা ফ্ল্যাস—আর একটু ধৈর্য ধরুন—

—'এ ছাড়া মুক্তো দিয়ে সুসজ্জিত তিনটি বেশ বড় গাদা বন্দুক আর তার সঙ্গে বন্দুক ওপরে বসিয়ে মারার জন্যে মানানসই একটি সরঞ্জাম। তার সঙ্গে একটা ইটের চুল্লী, সঙ্গে দুটি বক্র-কণ্ঠ পাতন-যন্ত্র, তিনটি তরল পদার্থ রাখার পাত্র যেগুলো চোলাই কাজে আগ্রহী লোকদের জন্যে খুবই প্রয়োজনীয়।'

ক্লেয়াঁত—মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড় দেখছি !

লা ফ্ল্যাস—আর একটু সবুর করুন—

'এ ছাড়া বোলইন শহরের একটি বীণাজাতীয় তারের যন্ত্রবিশেষ যার সবগুলো বা প্রায় সবগুলো তারই লাগান অবস্থায় আছে। এ ছাড়া বাগাটেল জাতীয় খেলার সরঞ্জাম এবং ড্রাফ্‌ট খেলার ছক্‌কাটা তক্তা, সঙ্গে গ্রীকদের দ্বারা পুনঃপ্রবর্তিত তাসের খেলা যেটা যাদের কিছুই করার নেই তাদের সময় কাটাবার জন্যে প্রশস্ত।

এ ছাড়া খড় দিয়ে ঠাসা তিন-পা-ওয়ালা একটি গিরগিটির চামড়া, কোন প্রকোষ্ঠের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে রাখার পক্ষে বেশ মনোরম কৌতূহলের বস্তু।

উল্লিখিত সবগুলোর খাঁটি দাম চার হাজার পাঁচশ' পাউণ্ড থেকেও বেশী এবং ঋণদাতার নিজস্ব বিবেচনা মতে কমিয়ে এক হাজার 'একু্য'তে দাঁড় করানো হয়েছে।'

ক্লেয়াঁত—তার ঐ নিজস্ব বিবেচনা নিয়ে প্লেগ মহামারী তাকে দম্ আটকে মেরে ফেলে না কেন, বেটা বেইমান, বেটা জল্লাদ! কস্মিনকালেও কেউ এ ধরনের সুদে টাকা ধার দেবার কথা বলেছে? যে চড়া সুদ সে দাবি করছে তাতেও সে খুশী নয়, এর ওপর আবার তিনহাজার পাউণ্ডের বদলে তার জমিয়ে রাখা এই সব আজেবাজে জিনিসপত্র নিতে বাধ্য করছে? এ সমস্ত থেকে দু'শ' একু্যও আমি পাব না! আর তা সত্ত্বেও সে যা-ই চায় তাতেই আমাকে রাজী হতে হবে; কারণ সে এমন একটি সুবিধেজনক অবস্থায় আছে যে আমাকে সব কিছুতেই রাজী করাতে পারে; এই রাসক্যালটা আমার গলায় ছুরি বসাতে যাচ্ছে!

লা ফ্ল্যাস—রাগ করবেন না, স্যার, ঠিক পানার্জ যেমন তার সর্বনাশের পথে পা বাড়িয়েছিল, আপনাকেও ঐ রাজপথেই আমি যেতে দেখছি! অগ্রিম টাকা নিচ্ছেন, দামী দামী জিনিসপত্র কিনছেন, সস্তায় তাদের বিক্রী করছেন, আর ধান পাকার আগেই খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছেন!

ক্লেয়াঁত—এ নিয়ে কী করি আমি তুই চাস্? বাবার এই জঘন্য টাকার লোভ থেকে ছেলেমেয়েদের তো এই অবস্থা দাঁড়ায়; এরপর ছেলেমেয়েরা তাদের বাবার মৃত্যুকামনা করলে লোকে আবার অবাক হয়ে যায়!

লা ফ্ল্যাস—এটা মানতেই হবে যে আপনার বাবা তাঁর বদ মেজাজ আর কৃপণতার বিরুদ্ধে দুনিয়ার সমস্ত ধীরস্থির লোককেও ক্ষেপিয়ে তুলবেন। ভগবানকে ধন্যবাদ ফাঁসিকাঠের জন্যে আমি কোন আকর্ষণ অনুভব করি না! আমার সহকর্মীদের মধ্যে যাদের আমি বেশ কিছু ছোটখাট লেনদেন ব্যাপারে যুক্ত থাকতে দেখি, আমি জানি তাদের থেকে কীভাবে নিজের লাভটা তুলে নিতে হয় আর নিজেকে কায়দা করে এই সমস্ত কাজ-কারবার থেকে সরিয়ে রাখতে হয়, যে কারবারে যত

কমই হোক না কেন, ফাঁসিকাঠের গন্ধ একটু আছেই! কিন্তু আপনাকে সত্যি বলতে কি, তিনি তার কাজের ধরন-ধারনে তার টাকাপয়সা চুরি করতে লোভ জাগান! এই বিশ্বাস আমার দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে তার টাকাপয়সা চুরি করলে একটি ভাল কাজ করব!

ক্রেয়ঁাত—এই ফর্দটা একটু দে তো আমাকে, একটু ভাল করে ওটা খুঁটিয়ে দেখি!

দ্বিতীয় দৃশ্য

সিমঁ, আরপাগঁ, ক্রেয়ঁাত, লা ফ্ল্যাস

সিমঁ—হাঁ, স্যার, এ একটি তরুণ বয়সের লোক যার টাকার দরকার হয়ে পড়েছে। তার নিজের কাছে ঐ টাকাটা যোগাড় করা জরুরী এবং এর জন্যে আপনি যে সর্তই দেন, সে মেনে নেবে।

আরপাগঁ—কিন্তু, মিঃ সিমঁ, আপনি কি মনে করেন এতে ক্ষতির কোন ঝুঁকি নেই? আপনি যার হয়ে কথা বলছেন, তার নাম, বিষয়-আশয় আর পরিবারকে কি আপনি জানেন?

সিমঁ—না, এ নিয়ে সমস্ত খবর আমি আপনাকে দিতে পারব না, কেবল ঘটনা-চক্রেই তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটে; তবে এ বিষয়ে সে নিজেই আপনাকে সব পরিষ্কার করে খুলে বলবে। তার পরিচারকটি বলেছে আমাকে, যে তার সঙ্গে পরিচয় হলে আপনি খুশীই হবেন। আপনাকে যদ্দূর আমি বলতে পারি তা হচ্ছে এই যে, তার পরিবারটি খুবই ধনী, তার মা আর জীবিতা নেই, আর, আপনি যদি চান, সে এই কথা দেবে যে তার বাবা এই মাস আষ্টেকের মধ্যেই মারা যাবে!

আরপাগঁ—এটা ধর্তব্যের মত একটা কিছু বটে। মিঃ সিমঁ, আপনি জানেন অন্যের উপকারের ইচ্ছায়ই আমাদের যখনই সম্ভব মানুষকে খুশী করার কাজ করতে হয়।

সিমঁ—সে তো বটেই।

লা ফ্ল্যাস—এর মানেটা কী ? আপনার বাবার সঙ্গে কথা বলছে আমাদের এই মিঃ সিমঁ !

ক্লেয়াঁত—আমি কে তাকে সে কথা বলে ফেলবে নাকি ? তোর কি বিশ্বাসঘাতকতা করার মতলব নাকি ?

সিমঁ—আরে এই যে ! আপনাদের নিশ্চয়ই বড়ই তাড়াতাড়ি, তাই না ? কাজটি যে এখানে হচ্ছে কে তা আপনাদের বললে ? আমি তো এঁদের কাছে আপনার নাম ঠিকানা প্রকাশ করিনি, স্যার, তবে আমার মনে হয় এতে খুব একটা ক্ষতি নেই। এঁদের খুবই বিবেচনা আছে আর আপনারা এখানে একসঙ্গে বসে সব পরিষ্কার করে নিতে পারেন।

আরপার্গ—এ কি !

সিমঁ—ইনিই তিনি যিনি পনেরো হাজার পাউণ্ড আপনার কাছ থেকে ধার করতে চাইছেন, আপনাকে এঁর কথাই আমি বলেছি।

আরপার্গ—কি রে, পাজী ! তুই এই লজ্জাকর চরম দুর্দশায় নিজেকে এনে ফেলেছিস্ !

ক্লেয়াঁত—সে কি, বাবা ? আপনি এই ঘৃণ্য কাজে লিপ্ত আছেন !

আরপার্গ—এই গর্হিত ধার-কর্জ করে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনতে চাস তুই !

ক্লেয়াঁত—আপনি চান এই ধরনের নিন্দনীয় তেজারতী কারবার করে নিজেকে ধনী করতে !

আরপার্গ—এরপর আবার আমার সামনে দাঁড়াতে সাহস করছিস তুই !

ক্লেয়াঁত—আপনার সাহস আছে এরপর লোকসমাজে মুখ দেখাবার ?

আরপার্গ—এই ভ্রষ্টজীবন যাপনের জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জাসরম কি তোর নেই, বল দেখি ! এই অতি কুৎসিত অপব্যয়ের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিতে ! আর যে টাকা তোর বাপ-মা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে জমিয়েছে সে টাকা নির্লজ্জের মত উড়িয়ে দিতে !

ক্লেয়াঁত—আপনি লজ্জায় লাল হয়ে যাচ্ছেন না ব্যবসা ফেঁদে আপনার মর্যাদার অসম্মান করতে ? টাকার ওপর টাকা জমাবার জন্যে নিজের সম্মান সুনাম বিসর্জন দিতে, সব থেকে ইতর সুদখোররাও যে লজ্জাকর কৌশল ভেবে বের করেনি সে কৌশলে সুদ নিয়ে নিজেকে আরও ধনী করতে ?

আরপার্গ—দূর হ আমার চোখের সামনে থেকে, বাঁদর কোথাকার, দূর হ বলছি!

ক্লেয়াঁত—আপনার বিচারে কে বেশী দোষী—যে টাকার দরকারে টাকা কেনে নাকি, যে টাকা দিয়ে কিছু করার নেই, যে তা চুরি করে?

আরপার্গ—তুই সরে যা বলছি, আমার কান গরম করিস নে! এই ঝুঁকিটার জন্যে দুঃখিত নই আমি। তোর সমস্ত কাজের ওপর আরও বেশী করে নজর রাখার জন্যে এটা আমার কাছে একটা বিপদ সঙ্কেতের মত।

দ্বিতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ফ্রোজিন, আরপার্গ

ফ্রোজিন—স্যার, শুনছেন···

আরপার্গ—একটু দাঁড়াও, তোমার সঙ্গে কথা বলতে এক্ষুণি আসছি। আমার টাকাগুলো একটু গিয়ে দেখে আসা দরকার।

দ্বিতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

লা ফ্ল্যাস, ফ্রোজিন

লা ফ্ল্যাস—ব্যাপারটি বড়ই অদ্ভুত ঠেকছে! নিশ্চয়ই কোন জায়গায় জামা-কাপড়ের বড় একটি গুদাম আছে তাঁর! কারণ আমাদের এই ফর্দটিতে আছে এমন কোন জিনিসই আমাদের জানা বলে ধরা যাচ্ছে না!

ফ্রোজিন—বেচারা লা ফ্ল্যাস, তুমি যে! কী করে দেখা হয়ে গেল!

লা ফ্ল্যাস—আরে আরে, ফ্রোজিন, তুমি! কী কাজে এখানে?

ফ্রোজিন—যে কাজ আমি সব জায়গায়ই করে থাকি! কোন বিষয় কয়সালার জন্যে নিজেকে মধ্যস্থ করা, নিজেকে লোকের কাজে দরকারী করে তোলা, যে সামান্য বুদ্ধি-শুদ্ধি হয়ত আমার আছে তা দিয়ে নিজের কাজ যদ্দুর সম্ভব গুছিয়ে নেওয়া। জান তো, এই দুনিয়ায় নিজের বাহাদুরী দিয়েই বাঁচতে হয়, আর আমার মত মানুষকে গোপন চক্রান্ত আর ছলচাতুরী ছাড়া টাকা উপায়ের অন্য কোন পথ ভগবান দেননি!

লা ফ্ল্যাস—এ বাড়ীর কর্তার সঙ্গে কোন মধ্যস্থতা করার কাজ আছে না কি তোমার!

ফ্রোজিন—হাঁ, তাঁর পক্ষ নিয়ে ছোটখাট একটি ব্যাপারে মধ্যস্থতা করছি আমি, যার জন্যে কিছু একটা পুরস্কার পাব আশায় আছি!

লা ফ্ল্যাস—তাঁর কাছ থেকে পুরস্কার! তাঁর কাছ থেকে যদি সত্যিই কিছু বের করে নিতে পার, তাহলে খুবই চতুর তুমি। তোমাকে বলি, এ বাড়ীতে টাকাটা বড়ই দামী জিনিস!

ফ্রোজিন—কিছু কাজ আছে যা মনকে অদ্ভুতভাবে নাড়িয়ে দেয়।

লা ফ্ল্যাস—কিছু মনে কোরো না, তুমি এখনও মিঃ আরপাগঁকে ঠিক চিনে উঠতে পারনি। সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি অমানুষ, সমস্ত মর্ত্য জীবের মধ্যে বেশী মারাত্মক, সব থেকে বেশী কঠিন হৃদয়ের, সব থেকে বেশী কৃপণ স্বভাবের। এমন কোন কাজই নেই যার জন্যে তিনি এত কৃতজ্ঞ বোধ করবেন যে মুক্তহস্ত হয়ে যাবেন! প্রশংসা, শ্রদ্ধা, শুধুমাত্র কথার বদান্যতা আর বন্ধুত্ব যত খুশি চাও পেয়ে যাবে, কিন্তু টাকা—নৈব নৈব চ! তাঁর দরদ আর সোহাগের থেকেও বেশী শুকনো ও নীরস জিনিস আর কিছু নেই। 'দেওয়া' শব্দটিতে তাঁর এত বিতৃষ্ণা যে তিনি কখ্খনো বলবেন না—'তোমাকে আমি এই সুন্দর দিনটি উপহার দিলাম'—বলবেন, 'তোমাকে ধার দিলাম'!

ফ্রোজিন—বাব্বা! অবশ্যি মানুষের হাত থেকে টাকা খসানোর কায়দাটি আমার জানা আছে, তাদের দরদের উৎস খুলে দেবার, তাদের মনকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার; যে জায়গায় তারা স্পর্শকাতর সেটা বের করার চাবিকাঠি আমার আয়ত্তে আছে!

লা ফ্ল্যাস—সে সব কোন কাজেই লাগবে না এখানে! যাঁকে নিয়ে কথা হচ্ছে, তাঁর মনটা টাকার ব্যাপারে নরম করতে তোমাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছি আমি! ঐ লোকটি একটি তুর্কী আর এতটাই তুর্কী স্বভাবের যে, প্রতিটি লোককে হতাশায় ভরে তুলবে। মানুষ প্রাণে মারা যেতে পারে, তিনি কিন্তু এতটুকুও নড়বেন না! এক কথায়, তিনি সুনাম, সম্মান, সদগুণ থেকেও টাকাকে বেশী ভালোবাসেন। আর পাওনাদাররা উপস্থিত হলে তাঁর মাংসপেশীর জোর আক্ষেপ হতে থাকে! এটা তাঁর দুর্বল জায়গায় ঘা দেবার মত, তাঁর হৃদয় বিদ্ধ করে ফেলার মত, তাঁর নাড়িভুঁড়ি টেনে ছিঁড়ে ফেলার মত! আর যদি…সেরেছে, ঐ যে আসছেন তিনি, আমি পালাই!

দ্বিতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

আরপার্গ, ফ্রোজিন

আরপার্গ—(স্বগত)—সব তো বেশ ঠিকঠাক মতই আছে। (উঁচু গলায়) যাক; বল, ফ্রোজিন, ব্যাপারখানা কী?

ফ্রোজিন—ওঃ, কী ভাল দেখাচ্ছে আপনাকে, কী সুন্দর স্বাস্থ্যের চেহারা করে ফেলেছেন আপনি!

আরপার্গ—কে? আমি?

ফ্রোজিন—আপনাকে এত সুস্থ সবল আর কখনো দেখিনি আমি!

আরপার্গ—সত্যি বলছ?

ফ্রোজিন—নয় তো কি? আপনার জীবনে আপনি এখনকার মত এত তাজা কখনো ছিলেন না। আর পঁচিশ বৎসর বয়সের কিছু লোককে আপনার থেকেও বয়স্ক দেখায় আমি লক্ষ করেছি।

আরপার্গ—কিন্তু, ফ্রোজিন, ঠিক হিসেব করে দেখলে আমার বয়েস পাক্কা ষাট বছর।

ফ্রোজিন—তা হলই বা, ষাট বছর বয়েসটাই বা কি? এ নিয়ে এত বলারই বা

কী আছে? এটাই তো জীবনের সেরা বয়েস! এখন আপনি মানুষের জীবনের বসন্তকালে পা দিয়েছেন!

আরপার্গ—তা ঠিক। কিন্তু তাহলেও মনে হয় এর থেকে কুড়ি বছর কম হলেও ক্ষতি হত না কিছু।

ফ্রোজিন—আপনি ঠাট্টা করছেন। তার দরকারই বা কী, আপনি যে ধাতুতে গড়া তাতে আপনি একশ বছর পর্যন্ত বাঁচবেন!

আরপার্গ—তা-ই মনে কর তুমি?

ফ্রোজিন—নিশ্চয়ই; এর সব লক্ষণই আপনার আছে। আচ্ছা, একটু স্থির হয়ে বসুন তো। আহা, ঐ তো দু'চোখের মাঝখানে কী পরিষ্কার দীর্ঘ জীবনের চিহ্ন দেখছি!

আরপার্গ—এ সমস্ত জান নাকি তুমি?

ফ্রোজিন—জানি বৈ কি! আচ্ছা, আপনার হাতটা একটু দেখান তো আমাকে; আরে বাস, কী আয়ুরেখা!

আরপার্গ—কি রকম?

ফ্রোজিন—দেখছেন না, এই রেখাটা কোথায় চলে গিয়েছে?

আরপার্গ—তা বেশ, এটা কী বলতে চাইছে?

ফ্রোজিন—বাব্বা! একশ বছর বলেছিলাম, কিন্তু আপনি একশ' বছরও ছাড়িয়ে যাবেন! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি এটা আপনার পক্ষে ক্লান্তিকর হয়ে উঠবে, আর আপনি আপনার সন্তানদের আর সন্তানেরও সন্তানদের দুনিয়ায় রেখে যাবেন!

আরপার্গ—বেশ ভাল কথা। তা আমাদের ব্যাপারটা এগুচ্ছে কিরকম?

ফ্রোজিন—এর আর জিজ্ঞেস করার কী আছে? তা ছাড়া, কেউ কি আমাকে কোন কাজে হাত দিতে দেখেছে যা আমি গুছিয়ে শেষ না করেছি? বিশেষ করে বিয়ের ব্যাপারে আমার একটা চমৎকার দক্ষতা আছে। দুনিয়ার এমন কোন জায়গাই নেই যেখানে আমি খুব অল্প সময়ে নারী পুরুষকে বিয়েতে বেঁধে দিতে না পারি। আমার মনে হয় আমার মাথায় যদি তেমনটা খেলে আমি তুরস্কের সুলতানকে ভেনিসের সাধারণতন্ত্রের সঙ্গে বেঁধে দিতে পারি! আপনার এই ব্যাপারে তেমন কোন অসুবিধে অবশ্যই নেই। আমি প্রায়ই ওদের বাড়ী যাই

দু'জনের সঙ্গে আপনার সম্পর্কে ঢেলে কথাবার্তা বলেছি। রাস্তায় মরিয়ানকে যেতে দেখে আর তাকে জানালায় দাঁড়িয়ে হাওয়া খেতে দেখে তার সম্পর্কে আপনার মনে যে ইচ্ছে জেগেছে তার মা'কে সেকথা আমি বলেছি।

আরপাগঁ—তার উত্তরে তিনি বলেছেন…

ফ্রোজিন—তিনি সানন্দে আপনার প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন, আর যখন তাঁকে আমি আপনার এই ইচ্ছেটা জানালাম যে আজ সন্ধ্যায় যখন আপনার মেয়ের বিয়ের চুক্তিপত্র করা হচ্ছে তখন যেন তাঁর মেয়ে উপস্থিত থাকে, তিনি সহজেই তাতে রাজী হয়ে গেলেন আর আমাকে এ খবরটা দেবার ভার দিলেন।

আরপাগঁ—ফ্রোজিন, মিঃ আঁসেল্‌ম্‌কে সান্ধ্যভোজে আমন্ত্রণ করা হয়েছে; সে-ও যদি ঐ ভোজে আসে আমি বড় খুশী হব।

ফ্রোজিন—আপনি ঠিকই বলেছেন। সে দুপুরের খাওয়ার পর আপনার মেয়ের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

আরপাগঁ—ভাল কথা, তাদের আমি আমার গাড়ীটা ব্যবহার করতে দেব; ওতে করেই ওরা দুজনে একসঙ্গে যাবে।

ফ্রোজিন—এতে তো ওর বেশ সুবিধেই হবে।

আরপাগঁ—কিন্তু, ফ্রোজিন, মেয়ের বিয়েতে কতটা টাকাপয়সা দিতে পারবেন এ নিয়ে কি মেয়ের মা'র সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেছ? তাঁকে কি বলেছ যে নিজেকে সাহায্য করার কাজে তাঁর নিজেরই নেমে পড়া দরকার, তিনি যেন এ ব্যাপারে চেষ্টাচরিত্র করে কিছু টাকা যোগাড় করেন? কারণ, ভেবে দেখ, কোন লোকই একটি মেয়েকে কখনই বিয়ে করে না যদি না মেয়েটি তাঁর সঙ্গে কিছু টাকাপয়সা নিয়ে আসে।

ফ্রোজিন—সে কথা আবার কেন? এই মেয়ে তো আপনার জন্যে বার হাজার পাউণ্ড-এর আয় নিয়ে আসবে!

আরপাগঁ—বার হাজার পাউণ্ডের আয়!

ফ্রোজিন—হাঁ, তা-ই তো। প্রথমত, মেয়েটিকে খুবই সংযমের মধ্যে বড় করে তোলা হয়েছে। এই মেয়েটি স্যালাড, দুধ, চীজ আর আলু খেয়ে দিন কাটাতে অভ্যস্ত, যে জন্যে তার খাবারজিনিসে-বোঝাই খাবার-

টেবিলের দরকার হবে না বা গোমাংসের কাই বা স্যুপ-এর দরকার হবে না বা অনবরত বিশুদ্ধ পানীয়ের বা অন্য কোন উপাদেয় খাবারের, যা অন্য যে-কোন মেয়ের জন্য দরকার হত! আর সেটা বছরে কম্‌সে কম তিন হাজার ফ্রাঁতে দাঁড়ায়; এটা কিছু কম কথা নয়! তাছাড়া সে শুধুমাত্র খুবই অনাড়ম্বর সুরুচিকর জিনিসই চায়, আর জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদ সে একেবারেই পছন্দ করে না, দামী গয়নাপত্রও করে না, জাঁকজমকের আসবাবপত্রও নয়, যা নিয়ে তার সমবয়সীদের এত উত্তেজনা এবং সমস্ত জিনিসের দাম বছরে চার হাজার পাউণ্ড দাঁড়ায়! তা ছাড়া জুয়োখেলার ওপর সে ভীষণ বিরূপ যেটা আজকের দিনের মেয়েদের বেলায় সাধারণত দেখা যায় না। আমি আমার এলাকার একজনকে জানি যে এই বছর 'ত্রিশ ও চল্লিশ' খেলায় কুড়ি হাজার পাউণ্ড খুইয়েছে! যাই হউক আমার এই হিসেবের চারভাগের একভাগও যদি ধরি অর্থাৎ পাঁচ হাজার ফ্রাঁ জুয়োখেলায়, চার হাজার ফ্রাঁ পোশাক ও গয়নায়, মোট ন'হাজার পাউণ্ড; এক হাজার 'একু্য' ধরা যাক খাওয়া-দাওয়ার খরচে, তা হলে বছরে পাক্কা হিসেবে বার হাজার ফ্রাঁ দাঁড়ায় না কি?

আরপার্গ—হাঁ, এটা মন্দ নয়, কিন্তু এই হিসেবটা তো আর বাস্তব কোন হিসেব নয়!

ফ্রোজিন—কেন নয়? বেশ সংযত স্বভাব, পোশাক আর গয়নার ব্যাপারে বংশের ধারানুযায়ী সাধাসিধে ধরনের জিনিস বিশেষ পছন্দ, আর জুয়োখেলায় খুবই ঘৃণা পোষণ করা—বিয়ের ভেতর দিয়ে এগুলো নিয়ে আসা কি বাস্তব জিনিস নয়?

আরপার্গ—যে খরচ আদৌ সে করবে না সেগুলোকে আমার জন্যে যৌতুক হিসেবে দাঁড় করতে চাওয়া একটা পরিহাস! যা আমি পাচ্ছি না তার জন্যে পেয়েছি বলে রসিদ দিতে আমি যাব না। আর ধরা-ছোঁওয়ার মত কিছু আমি পাই—এটা তো খুবই দরকার!

ফ্রোজিন—হা ভগবান! ধরা-ছোঁওয়ার মত যথেষ্ট কিছু তো আপনি পাচ্ছেন-ই আর এরা আমাকে বলেছে যে, কোন এক জায়গায় তাদের কিছু সম্পত্তি আছে সেটার মালিক আপনিই হবেন।

আরপার্গ—সেটা দেখতে হবে। কিন্তু, ফ্রোজিন, আর একটা জিনিস একটু ভাবনায় ফেলেছে আমাকে। তুমি জান যে এই মেয়েটি তরুণী, আর অল্পবয়স্করা সাধারণত তাদের বয়সীদেরই শুধু পছন্দ করে, তাদের সঙ্গই খোঁজে। আমার ভয় হয় পাছে আমার বয়সের একজন লোকেতে তার রুচি না হয়, আর সেটা আমার বাড়ীতে কোনও রকমের একটা ছোটখাটো অশান্তি না সৃষ্টি করে বসে, যা আমার পক্ষে মোটেই সুবিধের ব্যাপার হবে না।

ফ্রোজিন—হায়, তাকে আপনি কত কম জানেন! এই বিশেষ গুণটাও আপনার কাছে উল্লেখ করা আমার উচিত ছিল। মেয়েটি তরুণদের প্রতি ভীষণ বিরূপ! শুধু বয়স্করাই তার আকর্ষণের বস্তু।

আরপার্গ—এই মেয়েটির ?

ফ্রোজিন—হাঁ, এই মেয়েটির। এ বিষয়ে তার কথা একবার আপনার শুনলে হত! অল্পবয়স্ক লোককে দেখাটাই সে সহ্য করতে পারে না! সে বলে, যখন সে একজন জাঁকাল দাড়িয়ালা বুড়ো লোককে দেখতে পায়, তার থেকে বেশী আনন্দ অন্য আর কোন সময়েই সে পায় না! তার কাছে যে যত বেশী বুড়ো ততই সুন্দর সে, আর আপনাকে এই বলে দিচ্ছি আমি, যে আপনার যা বয়েস নিজেকে তার চেয়ে কম বয়সের দেখাতে যাবেন না। সে খুব চায় যে কেউ যেন কম-পক্ষে যাট বছর বয়েসের হয়। আজ চার মাসও হয়নি ঠিক বিয়ে হবার মুখে বিয়েটা সে সোজা ভেঙে দিল এই কারণে যে তার ভাবী বর তাকে বুঝতে দিয়েছিল যে তার বয়েস কেবলমাত্র ছাপ্পান্ন বছর আর বিয়ের চুক্তিপত্রে দস্তখত করতে সে চশ্‌মা ব্যবহারই করেনি!

আরপার্গ—শুধু এই কারণে!

ফ্রোজিন—হাঁ, সে বলে ছাপ্পান্ন বছর বয়েস নিয়ে সে তৃপ্তি পাবে না। আর সব থেকে এমন নাক সে পছন্দ করে যার ওপর চশমা বসানো যায়!

আরপার্গ—নিঃসন্দেহে একেবারে নতুন কথা বলছ তুমি!

ফ্রোজিন—আপনাকে বলা যায় এমন কথা থেকে এটা একটু দূরে চলে যাচ্ছে।

তার ঘরে কিছু ছবি আর খোদাই-এর কাজ আছে চোখে পড়ে। কিন্তু সেগুলো কী হতে পারে বলে আপনি মনে করেন? এডোনিসের, কেফালেসের? প্যারিস-এর ও কিছু সংখ্যক এপোলোর? তা নয়! কিছু স্যাটার্নের ভাল ছবি, রাজা প্রায়ামের, বৃদ্ধ নেষ্টরের এবং ছেলের কাঁধে পিতা আনকাইসেস-এর!

আরপাগ—এ তো দারুণ ব্যাপার! এ ধরনের কিছু তো আমি কখন ভাবতামই না! মেয়েটির এ ধরনের মনোভাবের কথা জেনে বড় খুশী হলাম আমি। এক কথায় আমি যদি মেয়ে হতাম তাহলে ঐ অল্পবয়সীদের একদম পছন্দ করতাম না!

ফ্রোজিন—তা আমি খুবই বিশেস করি। এই তরুণগুলো একেবারে অপদার্থ, এদের আবার পছন্দ করা! এই দর্শনধারী মূর্খরা, এই ফুলবাবুরা—এদের পাবার জন্যে আবার এত আকাঙ্ক্ষা। কী আকর্ষণ আছে এদের মধ্যে জানলে হত!

আরপাগঁ—আমিও এর কিছুই বুঝি না; আমি জানি না কেন কিছু কিছু মেয়ে এদের এত পছন্দ করে।

ফ্রোজিন—এটা পাক্কা বোকামিই হবে। তরুণবয়সীদের ভালোবাসার যোগ্য মনে করা! এটাকে কী সাধারণ বুদ্ধির কিছু বলা চলে? এই তরুণ বীরপুরুষদের কি মানুষ বলা চলে? আর কেউ কি এই জানোয়ারদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারে?

আরপাগঁ—আমি তো সব সময় এ কথাই বলি! ওদের আছে তো ঐ মোরগের মত তিনগুচ্ছ মোচরানো গোফ, তুলোর ছাট দিয়ে তৈরী পরচুলা, ঢলঢলে পায়জামা, বোতাম ঠেলে বেরিয়ে পড়া ভুঁড়ির আভাস!

ফ্রোজিন—আর আপনার মত সুপুরুষের কাছে এদের কী গড়ন শরীরের! আপনি হচ্ছেন পুরুষের মত পুরুষ যাকে দেখলে চোখের তৃপ্তি হয়। শরীরের গড়ন তো এরকমই হবে আর পোশাকও এমন যে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে!

আরপাগঁ—তাহলে আমাকে তুমি বেশ ভালই দেখছ?

ফ্রোজিন—কী যে বলেন আপনি! আপনি তো মুগ্ধ করে ফেলার মত, আর আপনার শরীরের গড়ন তো ছবি আঁকা যায় এমন! একটু এদিকে

ঘুরবেন ? বাঃ, এর থেকে ভাল আর কিছু তো হতেই পারে না ! অল্প একটু যদি হাঁটতেন। কী ছিমছাম শরীর, চট্‌পটে সাবলীল চলন, ঠিক যেমনটি চাই, যার মধ্যে কোন চেষ্টা চোখেই পড়ে না !

আরপাগঁ—ভগবানকে ধন্যবাদ, বড় রকমের কোন অসুবিধে অস্বাচ্ছন্দ্য আমার নেই ; শুধু একটু কফ্ কাশি আছে যা সময় সময় আমাকে সামান্য একটু কাবু করে থাকে।

ফ্রোজিন—ও তো কিছুই নয়। কফ্ কাশি আপনার পক্ষে মোটেও বেমানান নয়, আর আপনি তো কাশেনও ভারী সুন্দর করে !

আরপাগঁ—আচ্ছা, আমাকে একটু বল দেখি, মারিয়ান কি আমাকে এ পর্যন্ত একেবারেই দেখেনি ? আসা-যাওয়ার সময় কি সে একবারও আমার দিকে তাকায় নি ?

ফ্রোজিন—না, তবে আপনাকে নিয়ে আমরা অনেক কথাবার্তা বলেছি। আপনি দেখতে কেমন তার একটা বর্ণনা আমি দিয়েছি তাকে, আর তার কাছে আপনার গুণকীর্তন করতে আর আপনার মত স্বামী পেলে কত সুবিধে হবে তার, সে কথাও বলতে ভুলিনি।

আরপাগঁ—বেশ ভাল করেছ, আর সেজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

ফ্রোজিন—দেখুন, আমার একটা সামান্য আর্জি ছিল আপনার কাছে। (আরপাগঁ মুখের ভাব কঠিন করে ফেলল) আমার একটি মোকদ্দমা চলছে যেটাতে অল্প কিছু টাকার অভাবে আমি হেরে যেতে বসেছি। আপনি যদি আমার ওপর একটু সদয় হন তাহলেই আমাকে এই মোকদ্দমা থেকে লাভের পথ করে দিতে পারেন আপনি। আপনাকে দেখলে মেয়েটি কী খুশী হবে আপনি ধারানা করতে পারবেন না ! (তিনি আবার খুশী খুশী ভাব দেখালেন) কী আনন্দই না তাকে আপনি দেবেন ! আর আপনার পুরনো ধরনের কুঁচি দেওয়া গলবন্ধনী তার মনের ওপর বিস্ময়কর প্রভাব ফেলবে ; কিন্তু সব থেকে বেশী মুগ্ধ হবে সে আপনার পা'জামা দেখে যা আপনার গা'র জামার সঙ্গে ফিতে দড়ি দিয়ে বাঁধা থাকে ! এটা যেন তাকে আপনার সম্পর্কে পাগল করে দেবার জন্যেই ! আর একজন লেস-পরা প্রিয়জন তার কাছে দারুণভাবে আনন্দ দেবার জিনিস হবে।

আরপার্গ—এ সব কথা বলে তুমি সত্যিই আমাকে একেবারে অভিভূত করে ফেলছ।

ফ্রোজিন—এই মোকদ্দমা আমার পক্ষে সত্যিই একটি গুরুতর ব্যাপার: (আরপার্গ আবার তার মুখের ভাব কঠিন করে ফেলল) এটাতে হারলে সর্বনাশ হয়ে যাবে আমার, আর সামান্য কিছু সাহায্য আমার বিষয়-আশয়কে আবার গোছাল করে তুলতে পারে। আপনার কথা আমাকে বলতে শুনে সে যা খুশী হয়েছিল তা যদি আপনি দেখতেন! (আরপার্গ আবার খুশী খুশী ভাব দেখালেন) আপনার সমস্ত গুণের উল্লেখ করাতে তার চোখ জলজল করে উঠেছিল! এক কথায় এই বিয়ের অনুষ্ঠানটা হয়ে যাবার ব্যাপারে তাকে আমি রীতিমত অধৈর্য করে তুলেছি।

আরপার্গ—ফ্রোজিন, আমাকে ভারী আনন্দ দিলে তুমি; আমি স্বীকার করছি এর জন্যে তোমার কাছে কৃতজ্ঞতায় আমি পুরোপুরি বাঁধা রইলাম।

ফ্রোজিন—আপনার কাছে যে সামান্য সাহায্য আমি চেয়েছি (আরপার্গর মুখের ভাব আবার কঠিন হয়ে গেল) তা দেবার জন্যে অনুরোধ জানাই আপনাকে। এ সাহায্যটি আমাকে নিজ পায়ে দাঁড় করিয়ে দেবে, আর এর জন্যে চিরদিনের জন্যে আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব আমি।

আরপার্গ—আজ এস তাহলে। ব্যবসা নিয়ে দরকারী চিঠিপত্র লেখার কাজ করি গে যাই।

ফ্রোজিন—আপনাকে আমি সত্যি বলছি এর চেয়ে বড় প্রয়োজন থেকে আমাকে বাঁচাবার কথা আপনি ভাবতেও পারবেন না।

আরপার্গ—তোমাদের মেলায় যাবার জন্যে গাড়ী তৈরী রাখতে বলি গে যাই।

ফ্রোজিন—দরকারের চাপে না পড়লে কাকুতি-মিনতি করে আপনাকে বিরক্ত করতাম না আমি।

আরপার্গ—আমাকে আবার গিয়ে দেখতে হচ্ছে রাতের খাওয়াটা যেন আগেভাগে শেষ করে দেওয়া হয়, যাতে তোমরা আবার অসুস্থ হয়ে না পড়।

ফ্রোজিন—আমি যে অনুগ্রহের জন্য আবেদন করছি তা নিয়ে গররাজী হবেন না। আপনি বিশ্বেস করতে পারবেন না কী আনন্দ…

আরপার্গ—চললাম আমি। এই যে কে আবার ডাকছে। আবার দেখা হবে 'খন।

ফ্রোজিন—জর ব্যামো তোমার টুঁটি টিপে ধরুক, যত সব শয়তানের পাল্লায় গিয়ে পড তুমি, পাজী কুত্তো কোথাকার!

এই হাড়কিপ্‌টে মিন্‌সেটা আমার সমস্ত কারসাজিতেও একটি চুলও নড়লে না দেখেছ! যাই হোক এই মধ্যস্থতার কাজটি আমি অবশ্যই ছাড়ছি না; শত হলেও অন্য পক্ষটি তো আমার হাতে রয়েই গেল যার থেকে আমি কিছু না কিছু ফয়দা নিশ্চয়ই লুটতে পারব।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরপার্গ, ক্লেয়াঁত, এলিজ, ভালেয়ার, ক্লোদ, জাক, ব্র্যাদাভোয়ান, লা মেরল্যুস

আরপার্গ—আচ্ছা দেখি, এদিকে আয় সব, চটপট তোদের প্রত্যেককে কী করবি বলে দিই আর কীভাবে করবি তা-ও ঠিক করে দিই। ক্লোদ, এস, তোমাকে দিয়েই আরম্ভ করা যাক্। (ক্লোদের হাতে একটা ঝাড়ু আছে) বাঃ বেশ, তোমার হাতিয়ার তো তোমার হাতেই আছে দেখছি। সমস্ত জায়গা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করার কাজটি তোমাকে দিলাম। খুব খেয়াল রাখবে, বেশী জোরে ঝাঁট দিয়ে মার্বেল পাথরগুলো ক্ষয় করো না যেন। তাছাড়া নৈশভোজের সময় মদের বোতলগুলোর তদারকির কাজটিও তোমাকে দিলাম। এর যদি একটাও হারায় বা কোন জিনিস ভাঙ্গে, তোমার কাছে তার কৈফিয়ৎ চাইব আমি, আর তোমার মাইনে থেকে দাম কেটে নেব।

ক্লোদ—ভারী কায়দার শাস্তি তো!

আরপার্গ—আচ্ছা, তুমি এবার যাও। এই, ব্র্যাদাভোয়ান, আর এই মেরল্যুস, তোদের কাজ দিচ্ছি আমি কাচের বাসনপত্র ধোবার, আর পানীয় পরিবেশন করবার, কিন্তু পরিবেশন করবি কেবল তখন-ই যখন কারো পিপাসা পায়; ঐ ফাজিল চাকর-বাকরদের মত নয় যারা অভ্যাগতদের পান করতে তাগাদা দিতে থাকে, যখন কেউ পান করার কথা ভাবেনা তখন তাদের পান করার মতলব মাথায় ঢুকিয়ে দেয়। একবারের বেশী চাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবি আর বেশী করে জল সঙ্গে নিয়ে যাবার কথা মনে রাখবি!

জাক—ঠিক কথা, নির্জলা মদ তো একেবারে মাথায় গিয়ে ওঠে।

মেরল্যুস—আমরা কি আমাদের এই মোটাকাপড়ের পোশাকটা খুলে ফেলব?

আরপার্গ—হাঁ, খুলে ফেলবি যখন লোক আসছে দেখ্‌বি তখন, আর খেয়াল রাখবি যেন তোদের পোশাকের কোন ক্ষতি না হয়!

ব্র্যাদাভোয়ান—হুজুর, আপনি তো জানেন আমার জামার সামনাটায় তেলের বেশ বড় একটা ছোপ পড়ে গেছে।

মেরল্যুস—আর বললে আপনি চটে যাবেন না, হুজুর, যে আমার পায়জামার পেছনের দিকে দেদার ছেঁদা হয়ে গেছে ; লোকে যখন আমাকে ভাখে কী বলব আপনাকে···

আরপার্গ—হয়েছে, থাম, কায়দা করে ওটাকে দেয়ালের দিকে ঘুরিয়ে রাখবি, বুঝেছিস, আর সব সময় সামনাটা লোকজনের দিকে রাখবি (আরপার্গ তার জামার সামনে টুপিটা ধরল ব্র্যাদাভোয়ানকে দেখাতে কী করে সে তেলের ছোপটা ঢেকে রাখবে) আর তুই যখন টেবিলে খাবার পরিবেশন করবি সব সময় তোর টুপিটা এরকম করে ধরে রাখবি ! আর, এই তুমি, মেয়ে, টেবিল থেকে যখন খাবার সরিয়ে নেওয়া হবে তখন নজর রাখবে কেউ যেন আবার তা থেকে কিছু খেয়ে না নেয় ! এ কাজটি মেয়েরাই ভাল পারে। সে যাই হোক তুমি তৈরি হয়ে থাকবে আমার পছন্দের পাত্রীটিকে বেশ আদর করে অভ্যর্থনা করার জন্যে। তোমার সঙ্গে তার দেখা করার কথা আছে, তোমাকে সঙ্গে করে মেলায় নিয়ে যাবার জন্যে। শুনলে তো যা বললাম ?

এলিজ · হাঁ, বাবা।

আরপার্গ—আর তুমি, বাহাদুর ছেলে আমার, তোমার এত কিছু আমি উদার হয়ে মাপ করে দিয়েছি, তুমি খেয়াল রাখবে যেন তার সামনে গোমড়া-মুখ করে গিয়ে হাজির হোয়ো না !

ক্লেয়াঁত—আমি গোমড়ামুখ করে, বাবা ? কেন আমি তা করতে যাব !

আরপার্গ—হা ভগবান ! আবার বিয়ে করছে এমন বাপ-মা'র ছেলেমেয়ের ব্যবহারের ধারা, আর যাকে 'বিমাতা' বলা হয় তাকে এরা কী চোখে দেখে থাকে—ও সব আমরা জানি। কিন্তু তুমি যদি চাও যে তোমার সবশেষের নষ্টামির কথা আমি মনে পুষে না রাখি, তাহলে প্রথমেই তোমাকে আমি বলে রাখছি, খুশী খুশী মুখের ভাব করে ঐ ভদ্রমহিলার সামনে দাঁড়াবে, আর তারপর তোমার পক্ষে যতখানি ভালভাবে সম্ভব তাঁকে অভ্যর্থনা করবে !

ক্লেয়াঁত—সত্যের খাতিরে, বাবা, আপনাকে বলছি, তিনি আমার বিমাতা হতে

যাচ্ছেন বলে তাঁকে নিয়ে খুব সচ্ছন্দ হব এমন কথা আপনাকে আমি দিতে পারছি না। যদি সচ্ছন্দ হব বলি, মিথ্যে কথা বলব। তবে তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করা ও তাঁর সামনে 'সোনামুখ' করে হাজির হবার বিষয়ে আপনাকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনার নির্দেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব।

আরপার্গ—সে ব্যাপারে অন্তত সাবধান!

ক্লেয়াঁত—দেখবেন, এ নিয়ে অভিযোগ করার মত কিছু পাবেন না।

আরপার্গ—তা যদি হয়, বুদ্ধিমানের মতই কাজ করবে। ভাল্যার, তুমি এ ব্যাপারে একটু সাহায্য কর তো আমাকে। আর এই, জাক, এদিকে এসো; তোমাকে আমি সবার পরে বলব বলে রেখেছি।

জাক—হুজুর, আপনি কি আপনার কোচম্যান না-কি আপনার খানসামার সঙ্গে কথা বলতে চান, কারণ আমি তো দুটোই!

আরপার্গ—আমি দুজনকেই বলছি।

জাক্—কিন্তু দু'জনের মধ্যে প্রথম কোন্‌জনকে?

আরপার্গ—খানসামাকে।

জাক—তাহলে একটু সবুর করুন, হুজুর (সে তার কোচম্যানের কোটটা খুলে ফেলল আর নিচে তার খানসামার পোশাকটা বেরিয়ে পড়ল)।

আরপার্গ—এ আবার কোথাকার এক বাঁদরামো হল?

জাক—এবার্ আপনি শুধু বলে গেলেই হবে!

আরপার্গ—জাক, আজ রাত্রিতে একটা নৈশভোজের ব্যবস্থা করতে হচ্ছে আমাকে।

জাক—ভারী অদ্ভুত ব্যাপার তো!

আরপার্গ—বল দেখি বেশ একটা ভাল খানা তৈরী করবে তো আমাদের জন্তে?

জাক—হাঁ, করব, যদি বেশ ভালরকম টাকা দেন আপনি।

আরপার্গ—কী অসম্ভব কথা, সব সময় টাকা, টাকা! দেখেশুনে মনে হয় এদের আর কিছু বলার নেই। 'টাকা, টাকা, টাকা'! ওফ্, শুধু এই একটি কথাই আছে এদের মুখে: 'টাকা'। সব সময় শুধ্ বলছে টাকারই কথা! এদের একমাত্র হাতিয়ার এটাই—টাকা!

ভাল্যার—এর থেকেও বেশী বেয়াদবের মত কথা আমি কখনও শুনিনি। বেশী

টাকা দিয়ে ভাল একটা ভোজের ব্যবস্থা করা তো খুব একটা অবাক কাণ্ডই বটে! এটা তো ছুনিয়ায় সব থেকে সহজ কাজ আর এমন ভোতাবুদ্ধির কোন লোকই নেই যে কিনা বেশ ভাল করে সে ব্যবস্থা না করতে পারে। কিন্তু চতুর লোকের মত কাজ করতে হলে কম টাকা দিয়ে ভাল একটা ভোজের ব্যবস্থা করার কথাই বলতে হবে।

জাক—কম টাকায় ভাল ভোজ!

ভাল্যার—হাঁ।

জাক—সত্যি বলছি, ম্যানেজার সাহেব, ঐ ভেল্‌কিটি যদি আপনি দেখান আমাদের, আর যদি খানসামার দায়িত্বটি নিয়ে নেন তো বাধিত করবেন আমাদের! আর আপনিও এ বাড়ীতে সকল কাজের কাজী হয়ে বহাল হয়ে যাবেন!

আরপার্গঁ—থাম! কী আমাদের করতে হবে তা-ই বল।

জাক—এই তো আপনার ম্যানেজার, ইনি অল্প টাকায় আপনার জন্যে ভাল একটি ভোজের ব্যবস্থা করবেন।

আরপার্গঁ—আঃ, আমি চাই আমার কথার জবাব দাও তুমি।

জাক—ক'জন খাবেন আপনারা?

আরপার্গঁ—আট কি দশজন হব। তবে শুধু আটজনই ধরতে হবে। যখন আটজনের ব্যবস্থা থাকে তাতেই দশজনের বেশ চলে যায়।

ভাল্যার—তা তো বটেই।

জাক—আচ্ছা, বেশ। চাররকমের সুপ করতে হবে আর মাছ-মাংসের মাঝে পাঁচরকমের পদ দরকার হবে। সুপ···মাছের পদ···

আরপার্গঁ—কী সর্বনাশ! এ ব্যবস্থায় তো গোটা শহরের লোককে খাওয়ানো যাবে!

জাক—রোষ্ট···

আরপার্গঁ—(তার মুখ চেপে ধরে) আরে নেমকহারাম, তুমি আমার সমস্ত টাকা-পয়সা উড়িয়ে দিচ্ছ!

জাক—মূল খাবারের সঙ্গে দেবার মত অতিরিক্ত খাবার···

আরপার্গঁ—আরো?

ভাল্যার—তোমার কি প্রত্যেকের পেট ফাটিয়ে দেবার মতলব নাকি? আর

লোকজনকে কি ইনি নেমন্তন্ন করেছেন তাদের খাইয়ে মেরে ফেলার জন্যে ? যাও, স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম একটু পড়ে এসো গে যাও, আর ডাক্তারদের জিজ্ঞেস কোরো মাপছাড়া খাওয়া থেকেও আরো বেশী ক্ষতিকর কিছু আছে কিনা মানুষের পক্ষে।

আরপাগঁ—ঠিক বলছে সে !

ভাল্যার—জাক, তুমি আর তোমার মত যারা—তোমরা এটা জেনে রাখ যে অতিরিক্ত পরিমাণের খাবার দিয়ে বোঝাই টেবিল হচ্ছে একটা মরণ-ফাঁদ। যাদের খেতে নেমন্তন্ন করা হয়েছে তাদের সত্যিকারের বন্ধু বলে নিজেকে দেখাতে হলে ভোজের ব্যবস্থাটা খুব পরিমিত থাকা দরকার, আর, যেমন প্রাচীন এক ব্যক্তি বলেছেন : 'বাঁচার জন্যে খাওয়া দরকার, খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়'।

আরপাগঁ—বাঃ বাঃ, কী সুন্দর করে কথাটা বলা হয়েছে ! কাছে এসো দেখি, এই কথাটির জন্যে তোমাকে আমি জড়িয়ে ধরতে চাই। জীবনে যত কথা শুনেছি তার মধ্যে এটা সব থেকে সুন্দর ; 'খাওয়ার জন্যে বাঁচা দরকার, বাঁচার জন্যে খাওয়া নয়'। না, না, ঠিক তা তো নয়। তুমি যেন কিভাবে বলেছিলে ?

ভাল্যার—'বাঁচার জন্যে খাওয়া দরকার, খাওয়ার জন্যে বাঁচা নয়'।

আরপাগঁ—হাঁ, হাঁ। শুনলে তো ? সেই মহান লোকটি কে যিনি এটা বলেছিলেন ?

ভাল্যার—নামটা এখন ঠিক আমার মনে পড়ছে না।

আরপাগঁ—এ কথাগুলো আমাকে লিখে দেবে মনে রেখো ! এগুলো আমি সোনার অক্ষরে হলঘরের চিমনীর গায়ে খোদাই করে রাখতে চাই।

ভাল্যার—আমি ভুলব না সে কথা। আর আপনার নৈশভোজ সম্পর্কে বলছি, ওটা আমার উপর শুধু ছেড়ে দিলেই হবে। সমস্ত কিছুর ঠিক ব্যবস্থাটি আমি করে দেব।

আরপাগঁ—তাহলে তা কর তুমি।

জাক—ভালই হল ! এ ব্যাপারের ঝামেলাটা আমার কমল !

আরপাগঁ—এমন কিছু জিনিস রাখতে হবে যেগুলো বলতে গেলে লোকে খায়ই না, আর যেগুলো সঙ্গে সঙ্গে মুখে অরুচি এনে দেয়, যেমন টুকরো টুকরো

ভেড়ার মাংস, শালগম, বাদাম, খেজুর, কিস্‌মিস্‌—এ সমস্ত বেশ মশ্‌লা দিয়ে তাপে সেদ্ধ করা, আর তার সঙ্গে বাদাম দিয়ে ঘেরা কিছু ভাজাভুজি।

তাল্যার—ছেড়ে দিন আমার ওপর।

আরপার্গ—এবার, জাক, আমার গাড়ীটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে।

জাক—একটু দাঁড়ান। এটা বলা হচ্ছে কোচম্যানকে। (সে তার কোট্‌টা আবার পরে নিল) আপনি বলছেন…

আরপার্গ—যে আমার গাড়ীটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করতে হবে আর মেলায় গাড়ীটা টেনে নেবার জন্যে ঘোড়াগুলোকে একেবারে ফিট্‌ফাট্‌ করে রাখতে হবে…

জাক—আপনার ঘোড়া, কী বলব হুজুর! এরা তো একেবারে হাঁটাচলার মত অবস্থায়ই নেই। আমি মোটেই বলছি না যে এরা এদের বিছানায় পড়ে আছে; এই বেচারা পশুগুলোর তো বিছানাই নেই, আর বললে খারাপই শোনাবে, কিন্তু এদের বাচ্চাবয়েস থেকেই এমন কঠোর ব্যবস্থার মধ্যে রেখেছেন, এরা এখন শুধু কল্পনার বস্তু বা অলীক মূর্তির মত হয়ে দাঁড়িয়েছে, দেখলে মনে হয় ঘোড়ার মত কোন একটা জীব!

আরপার্গ—এই দেখ, এরা আবার ভারী অকেজো হয়ে পড়ল; এরা তো কোন কাজই করে না।

জাক—কিন্তু, হুজুর, কোন কাজ করে না বলে কি এদের কিছু খেতেও হবে না? বরঞ্চ এই বেচারা পশুদের পক্ষে অনেক ভাল হত যদি এরা প্রচুর খাটত আর প্রচুর খেত! এদের এভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে যেতে দেখে আমার বুক ফেটে যায়, কারণ, সত্যি বলতে কি, ঘোড়াগুলোর জন্যে আমার এমন একটা মমতা আছে যে এদের শারীরিক কষ্ট দেখলে আমার মনে হয় আমার নিজেরই ভোগান্তি হচ্ছে। রোজ আমি আমার খাবার থেকে কিছু তুলে নিয়ে ওদের জন্যে রাখি। আর সগোত্র প্রাণীদের জন্যে কোন দয়দবোধ না থাকার অর্থ একজন খুব কঠিন স্বভাবের জীব বনে যাওয়া।

আরপার্গ—মেলা পর্যন্ত যাওয়া তো আর খুব একটা কঠিন কাজ হবে না।

জাক—না, হুজুর, এদের চালিয়ে নেবার সাহস আমার নেই। আর এদের

অবস্থা যা তাতে এদের চাবুক মারতে আমার বিবেকে বাধবে। যারা নিজেদেরই টেনে চলতে পারে না তারা একটা গাড়ীকে টেনে নিয়ে যাবে আপনি কী করে চাইছেন?

ভাল্যার—স্যার, আমাদের প্রতিবেশী পিকার্ডির লোকটিকে ঘোড়াগুলো চালিয়ে নেবার কাজে আমি লাগাব; তাছাড়া সে নৈশভোজ তৈরি করার কাজেও যা দরকার তা করবে।

জাক—তা-ই হোক। আমার হাতে না হয়ে অন্যের হাতে এরা শেষ হয়ে যাক এটাই আমি বেশী চাইব!

ভাল্যার—জাক বেশ তার্কিক হয়ে উঠেছে!

জাক—ম্যানেজার মশাই বেশ ভালভাবেই নিজেকে বেশ দরকারী করে তুলেছেন!

আরপার্গ—থাম দেখি!

জাক—হুজুর, খোশামোদে লোকদের সহ্য করতে শিখিনি আমি। আর আমি লক্ষ করছি সে এই রুটি, মদ, জ্বালানীকাঠ, নুন এ সমস্ত জিনিসের খরচের ওপর যে শাসন চালিয়ে যাচ্ছে সেটা আপনাকে খুশী করার জন্যে, অন্য কোন কারণে নয়! এ জিনিস আমাকে ক্ষেপিয়ে দেয়, আর রোজ রোজ আপনাকে নিয়ে লোকে যা বলে তা শুনে শুনে আমি জ্বালাতন হয়ে যাচ্ছি, কারণ আপনার জন্যে সত্যিই আমার কিছু মনের টান আছে, এর পরিবর্তে যে ব্যবহারই পাই না কেন! আর আমার ঐ ঘোড়াগুলোর পরেই আপনাকে আমি সব থেকে বেশী ভালবাসি!

আরপার্গ—আমার সম্পর্কে লোকে কী বলে সেটা কি তোমার কাছ থেকে জানতে পারি আমি, জাক?

জাক—হাঁ, হুজুর, যদি আশ্বাস দেন যে সেটা আপনাকে রাগিয়ে দেবে না।

আরপার্গ—না, একেবারেই না।

জাক—মাপ করবেন, আমি খুব ভাল করেই জানি আপনাকে রাগিয়ে দেব।

আরপার্গ—একেবারেই নয়! বরঞ্চ আমি তাতে ভারী মজা পাব, আর লোকে আমাকে নিয়ে কী বলে জানলে বেশ সোয়াস্তি পাই আমি।

জাক—যখন আপনি জানতেই চাইছেন আমি খোলাখুলিভাবেই আপনাকে বলছি, লোকে সব জায়গায়ই আপনাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করে থাকে, চারদিকে আপনার বিষয়ে হাজার ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বেড়ায়,

আপনার আকার-প্রকার কাজকর্ম নিয়ে সমালোচনা করা থেকে বেশী উল্লাস আর কিছুতেই তারা পায় না, টাকার ওপর আপনার বিচ্ছিরি লোভ নিয়ে তারা অনবরত গল্প বানিয়ে চলে। একজন বলে আপনি বিশেষ ধরনের পঞ্জিকা ছাপিয়ে থাকেন যার মধ্যে আপনি উপবাসের আর নিশিপালনের দিনগুলোর সংখ্যা দ্বিগুণ করে দেখান আপনার নিজের লোকদের উপোস করতে বাধ্য করার জন্যে, আর তা থেকে কিছু সুবিধে করে নেবার জন্যে! অন্য আর একজন বলে নতুন বছরের উপহার দেবার সময়টাতে বা আপনার কাজের লোকরা যখন আপনার কাছ থেকে চলে যায়, তখন আপনি সবসময়ই তাদের জন্যে একটা খিটিমিটি তৈরী করে রাখেন ওদের কিছু না দেবার একটা ছুতো হিসেবে! এদিকে একজন গল্প ফাঁদে আপনি একবার আপনার প্রতিবেশীদের একজনের একটি বিড়ালের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন আপনার মেষমাংসের ঠ্যাঙ-এর কিছু রেখে দেওয়া টুকরো খেয়ে ফেলার জন্যে! ওদিকে আর একজন বলে কোনও এক রাত্রিতে আপনার ঘোড়ার জন্যে বরাদ্দ জই সরিয়ে ফেলার সময় অতর্কিতে আপনাকে ধরে ফেলা হয়, আর আমার আগে আপনার যে কোচম্যান ছিল, অন্ধকারে আপনাকে লাঠি দিয়ে ক'বার যে মেরেছিল বলতে পারব না, আর সে সম্পর্কে আপনি কোন উচ্চবাচ্যই করতে চাননি। আপনি কি চান শেষ পর্যন্ত সে কথা আপনাকে আমি বলি? এমন কোন জায়গা নেই যেখানে গেলে শোনা না যায় যে আপনাকে গালগল্পের কোনটার মধ্যে ঢোকান হয়েছে! প্রতিটি লোকের কাছে আপনি হাসির খোরাক, আর পয়সাগতপ্রাণ, হীনচেতা, নীচ, সুদখোর এসব আখ্যা না দিয়ে কেউ আপনার সম্পর্কে কখনও কোন কথাই বলে না!

আরপার্গ—(তাকে মারতে মারতে) তুই একটা মূর্খ, পাজী, বদমাস্, বেয়াদব।

জাক—এই ছাখ, আমি কি আগেই এটা আঁচ করিনি? তখন আপনি আমার কথা বিশ্বাস করতে চাননি; আমি তো আপনাকে পরিষ্কারই বলেছিলাম, সত্যি কথা আমি বললে আপনাকে রাগিয়ে দেওয়া হবে?

আরপার্গ—কথা বলতে শেখ!

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

ভাল্যার, জাক্

ভাল্যার—আমি যদ্দূর দেখতে পাচ্ছি, মিঃ জাক, তোমার স্পষ্ট কথার দাম কিন্তু কমই দেওয়া হচ্ছে !

জাক—ওসব ছাড়, তুমি ভুঁইফোঁড়, বড় মাতব্বরি করে বেড়াচ্ছ, তোমার কোন ব্যাপারই নয় এটা ! তোমাকে যখন কেউ লাঠিপেটা করে, তোমার ঐ লাঠির বাড়ি নিয়ে হেসো, আমার লাঠিপেটা হওয়া নিয়ে হাসতে আসবে না একেবারেই !

ভাল্যার—আ হা হা, মিঃ জাক, দয়া কর, তুমি রেগে যেয়ো না !

জাক—(স্বগত) ব্যাটা সুর নামিয়েছে, আমি বেশ একটু আস্ফালন করে দেখতে চাই, আর সে যদি এমন একটা বুদ্ধু হয় যে আমাকে ভয় পেয়ে যায়, তাহলে আচ্ছা মার লাগাব ! (উঁচু গলায়) এই হাসি-রাজ, খেয়াল হচ্ছে কি যে আমি হাসছি না, আর তুমি যদি আমার মেজাজ চড়িয়ে দাও, তোমাকে আমি অন্য ধরনের হাসি হাসতে বাধ্য করব ! (সে ভাল্যারকে শাসাতে শাসাতে মঞ্চের অন্যপ্রান্তে ঠেলে নিয়ে গেল)

ভাল্যার—আঁরে, রোসো, রোসো !

জাক—'রোসো, রোসো' বলছ কি ? আমার পছন্দ নয় ওটা !

ভাল্যার—দয়া করে।

জাক—একটা বেয়াদব তুমি।

ভাল্যার—মিঃ জাক্…

জাক—মিঃ জাক না ছাই ! হাতে একটা লাঠি নিলে তোমার সাবাসি বের করে দিতাম আমি।

ভাল্যার—কি বল্লে, লাঠি ? (সে ভাল্যারকে যদ্দূর ঠেলে এনেছিল, ভাল্যার তাকে তদ্দূর হটিয়ে নিয়ে গেল)

জাক—আরে, সে কথা বলছি না আমি।

ভাল্যার—ভাই দম্‌বাজ, তুমি জান যে আমিই তোমাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারি।

জাক—সে নিয়ে তো কোন সন্দেহই নেই আমার!

ভাল্যার—যে তুমি সব দিক দিয়েই একটি খানসামার মুণ্ডু?

জাক—সেটা তো খুব ভাল করেই জানি আমি!

ভাল্যার—আর এখনও আমাকে তুমি চিনতে পারছ না?

জাক—মাপ কর ভাই!

ভাল্যার—আমাকে মেরে ঠাণ্ডা করবে তুমি বলছ?

জাক—ওটা তো আমি শুধু ঠাট্টা করে বলেছিলাম! (সে জাককে লাঠির ক'ঘা বসিয়ে দিল) বুঝে নাও যে তুমি একটি বদরসিক।

জাক—চুলোয় যাক সব আন্তরিকতা! এ এক ভারী বিচ্ছিরি পেশা। আজ থেকে ওটা ছেড়ে দিলাম আমি। সত্যি কথা আর আমি বলতে চাই না। আমার মনিবের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাকে মারার কিছু অধিকার তার আছে, কিন্তু এই ম্যানেজার লোকটা, এর ওপর শোধ আমি পারলে তুলবই!

তৃতীয় অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ফ্রোজিন, মারিয়ান, জাক

ফ্রোজিন—জাক, তোমার মনিব বাড়ী আছেন কিনা তুমি জান?

জাক—হাঁ, নিশ্চয়ই আছেন, সেটা আমি খুব ভাল করেই জানি!

ফ্রোজিন—তাঁকে একটু বলবে যে আমরা এখানে এসে গেছি?

তৃতীয় অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

মারিয়ান, ফ্রোজিন

মারিয়ান্‌—ওঃ, কী অদ্ভুত অবস্থার মধ্যেই না আমি পড়েছি, ফ্রোজিন, আর আমার মনের কথা যদি বলি, এই দেখাসাক্ষাৎ-এ ভারী ভয় করছে আমার !

ফ্রোজিন—কিন্তু কেন ? তোমার উদ্বেগটা কিসের ?

মারিয়ান—হায়, সে কথা তুমি জিজ্ঞেস করছ আমাকে ? যাকে এক মানসিক যন্ত্রণার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে সে যন্ত্রণার মুখোমুখি হবার মুহূর্তে কী ভয় তার হতে পারে তা কি তুমি বুঝতে একেবারেই পারছ না ?

ফ্রোজিন—আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি জীবনটা স্বচ্ছন্দে কাটাবার জন্যেও আরপাগঁকে মানসিক একটা শাস্তি হিসেবে মেনে নিতে তুমি চাও না। তোমার মুখের ভাব দেখেই আমি বুঝতে পারছি হাল্‌কা রঙের চুলওয়ালা যে তরুণটির কথা তুমি আমাকে বলেছ তার কথাই তোমার মনে উঁকিঝুঁকি মারছে !

মারিয়ান—হাঁ, ফ্রোজিন, এটা এমনই একটা জিনিস যার থেকে আমি নিজেকে বাঁচাতে চাই না, আর আমি তোমার কাছে স্বীকার করছি, সে যে সম্ভ্রমের সঙ্গে আমাদের বাড়ী কয়েকবার গিয়েছে তা আমার মনের ওপর কিছু ছাপ ফেলেছে।

ফ্রোজিন—কিন্তু সে কী ধরনের লোক তা কি তুমি জেনেছ ?

মারিয়ান—না, কী ধরনের লোক সে, তার আমি কিছুই জানি না। কিন্তু আমি জানি সে এমন ধাতুতে গড়া যে সে ভালোবাসা দাবি করতে পারে। ব্যাপারটি যদি আমার পছন্দের ওপর ছেড়ে দেওয়া হত তাহলে আমি অন্যের থেকে তাকেই বরঞ্চ বেছে নিতাম ! অনেকটা এরই জন্যে, যে স্বামী আমাকে দিতে চাওয়া হচ্ছে তাকে এক ভয়ানক যন্ত্রণা বলে মনে হচ্ছে আমার !

ফ্রোজিন—অবাক কাণ্ড ! নাগর মাত্রই মনোরম হয় আর এরা তাদের নাগরালি

বেশ ভালভাবেই কাজে লাগিয়ে থাকে ; কিন্তু এদের বেশীর ভাগই থেড়ে ইঁদুরের মত ছন্নছাড়া ভিখিরি ; এর থেকে তোমার পক্ষে অনেক ভাল একজন বয়োবৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে নেওয়া, যে তোমাকে প্রচুর সম্পত্তি এনে দিচ্ছে। আমি স্বীকার করছি তোমার কাছে, যে মনের চাহিদার দিক দিয়ে যে পক্ষ নিয়ে কথা বলছি তার থেকে খুব কিছু একটা পাবেনা। বরঞ্চ এমন একজন স্বামীকে মেনে নেবার মধ্যে কিছু বিরাগ-বিতৃষ্ণার কারণও আছে, কিন্তু সেটা তো বেশীদিন ধরে চলবে না! আর আমার কথা বিশ্বাস কর, এর মৃত্যু তোমাকে শিগ্‌গিরই এমন একটি পদমর্যাদায় বসাবে যে তুমি আরও পছন্দসই একজনকে পেতে পারবে, যে কিনা তোমার সমস্ত কিছুর ক্ষতিপূরণ করে দেবে!

মারিয়ান—ওফ্, এ এক অদ্ভুত ব্যবস্থা, ফ্রোজিন, যখন সুখী হবার জন্যে কারো মৃত্যুর কামনা বা তার অপেক্ষা করে থাকতে হয় ; মৃত্যু তো আর আমাদের পরিকল্পনা মাফিক্ আসে না!

ফ্রোজিন—তুমি কি ঠাট্টা তামাসা করছ নাকি? তাকে তো তুমি বিয়ে করছ শুধু এই সর্তে যে, সে খুব শিগ্‌গিরই তোমাকে বিধবা করে রেখে চলে যাবে। চুক্তির সর্তগুলোর মধ্যে ওটা তো একটা সর্ত হবেই! সে তিন মাসের মধ্যে না মরলে একটা খুবই অভদ্র কাজ করবে। এই যে তিনি সশরীরেই হাজির হয়েছেন!

মারিয়ান—ওঃ, কী কুৎসিত দেখতে!

তৃতীয় অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

আরপাগঁ, ফ্রোজিন, মারিয়ান

আরপাগঁ—আমি চশমা পড়ে তোমার কাছে এসেছি বলে যেন কিছু মনে কোরো না! আমি জানি তোমার লাবণ্য চোখকে ধাঁধিয়ে দেয়, অমনিতেই তাকে পরিষ্কার দেখা যায়, চশমার দরকারই হয় না! কিন্তু এটাও ঠিক যে লোকে তারাদের চশমা দিয়েই দেখে! বেশ জোর দিয়ে আর

নিশ্চয় করে বলছি তুমি একটি তারকাবিশেষ, আর তারকারাজ্যের সুন্দরতম তারকা তুমি! কী, ফ্রোজিন, এ-যে কোন কথাই বলছে না, আমাকে দেখে খুশী হবার কোন লক্ষণই নেই বলে মনে হচ্ছে!

ফ্রোজিন—তার কারণটি হচ্ছে, সে এখনো একেবারে চমৎকৃত হয়ে রয়েছে। আর তাছাড়া মেয়েরা তাদের মনের কথা খুলে বলতে সব সময়ই প্রথমে সঙ্কোচবোধ করে থাকে।

আরপাগঁ—ঠিক বলেছ! এই যে দেখ, আমার মেয়ে তোমাকে অভ্যর্থনা করতে আসছে!

তৃতীয় অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

এলিজ, আরপাগঁ, মারিয়ান, ফ্রোজিন

মারিয়ান—আমি এমন একটা দেখাসাক্ষাৎ করতে দেরী করে ফেল্লাম, ভাই!

এলিজ—যা আমার করা উচিত ছিল তা তো আপনিই করছেন! আপনার সঙ্গে আমারই আগে দেখা করা উচিত ছিল।

আরপাগঁ—দেখছ তো এ কেমন বড়সড়; তবে আজে-বাজে গাছই সব সময় বেশ বড় হয়ে ওঠে!

মারিয়ান—(চাপা গলায় ফ্রোজিনকে) ওঃ কী বিচ্ছিরি লোক!

আরপাগঁ—কি বলছে সুন্দরী?

ফ্রোজিন—বলছে আপনাকে তার অপূর্ব মনে হচ্ছে!

আরপাগঁ— আমাকে বড়ই সম্মানিত করলে তুমি, মিষ্টি মেয়ে।

মারিয়ান—(স্বগত)—জানোয়ার একটা!

আরপাগঁ—তোমার এই মনোভাবের জন্যে বড়ই কৃতজ্ঞ আমি।

মারিয়ান—এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না!

আরপাগঁ—এই যে আমার ছেলে তোমাকে অভিবাদন করতে এসেছে!

মারিয়ার—(একান্তে ফ্রোজিনকে)—এই, ফ্রোজিন, কী আশাতীতভাবে দেখা হয়ে গেল! তোমাকে তো আমি এর কথাই বলেছি!

ফ্রোজিন—(মারিয়ানকে) এ তো বড় অদ্ভুত যোগাযোগ!

আরপাগঁ—আমি বুঝতে পারছি এত বড় বড় ছেলেমেয়েদের দেখে তুমি অবাক হয়ে গেছ; কিন্তু খুব শিগ্‌গিরই এ দুজন থেকে আমি নিষ্কৃতি পাচ্ছি!

তৃতীয় অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

ক্লেয়াঁত, আরপাগঁ, এলিজ, মারিয়ান, ফ্রোজিন

ক্লেয়াঁত—দেখুন, সত্যি বলছি, এ এমন একটা দেখা হয়ে যাওয়া যার প্রত্যাশাই আমি করিনি! আর বাবা যখন কিছুদিন আগে তার মতলবের কথা আমাকে বলেন তখন আমি কম অবাক হয়নি!

মারিয়ান—ঠিক একই কথা আমি বলতে পারি। এ এক অপ্রত্যাশিত দেখা হয়ে যাওয়া যেটা তোমাকে যেমন আমাকেও তেমনি অবাক করে দিয়েছে! এ ধরনের দেখা হয়ে যাবার জন্যে আমি একেবারেই তৈরি ছিলাম না!

ক্লেয়াঁত—দেখুন, এটা ঠিকই আবার বাবা এর থেকে ভাল পছন্দ করতে পারতেন না। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্মানটা আমার কাছে সত্যিই আনন্দের, কিন্তু এসব সত্ত্বেও আপনাকে আমি বলতে পারছি না, যে ব্যবস্থার ফলে আপনি আমার বিমাতা হয়ে যেতে পারেন তাতে আমি খুব খুশী হয়েছি! এ সম্মানটা মেনে নেওয়া আমার পক্ষে খুবই কঠিন এ কথা আপনার কাছে আমি কবুলই করে ফেলছি, আর, যদি কিছু মনে না করেন, ঐ বিমাতা নামটা আপনার হোক এটা আমি একেবারেই চাই না। এই কথাবার্তাটা হয়ত কারো কারো কাছে অভব্য শোনাবে, কিন্তু আমি নিশ্চিত যে এ কথাটা যেভাবে নেওয়া উচিত আপনি সেভাবেই সেটা নেবেন। আর আপনি ভালই অনুমান করতে

পারবেন যে এটা এমন এক বিয়ের অনুষ্ঠান যার জন্যে আমার একটা বিরূপভাব থাকবেই! আমি কে জানার পর এই বিয়েটা আমার স্বার্থের ওপর কী ঘা দিচ্ছে আপনি বুঝতে পারবেন। আর, সবশেষে, আপনি চাইতে পারেন যে বাবার অনুমতি নিয়েই বলি যে বিষয়টি যদি আমার হাতে থাকত, তাহলে এ বিয়েটা একদমই হত না!

আরপার্গ—বড় বেখাপ্পা বেমানান অভিবাদন! এর কাছে করার মত কী সুন্দর স্বীকারোক্তি!

মারিয়ান—আপনার কথার উত্তরে আমারও আপনাকে এই বলার আছে যে, ব্যাপারটি আমার কাছেও ঠিক এরকমই, আর আমাকে যদি 'সৎ-মা' হিসেবে দেখতে আপনার বিরাগ-বিতৃষ্ণা থাকে, আমারও আপনাকে 'সৎ-ছেলে, হিসেবে দেখতে বিরাগ-বিতৃষ্ণ নিশ্চয়ই কম হবে না। আমার অনুরোধ আপনাকে, এটা ধরে নেবেন না যে আমিই আপনাকে অশান্তি দেবার চেষ্টায় আছি। আমি আপনার অসন্তোষের কারণ হলে খুবই দুঃখিত হব, আর একটা বড় রকমের চাপে পড়ে যদি আমি নিজেকে এ ব্যাপারে বাধ্য হতে না দেখতাম, তাহলে হলফ করে বলছি আপনাকে এই বিয়েতে (যেটা আপনার খুবই ক্ষোভের কারণ হয়েছে) একেবারেই রাজী হতাম না আমি!

আরপার্গ—এ তো ঠিকই বলেছে; একটা নির্বোধ সম্ভাষণের এ ধরনের জবাবই পাওনা! সুন্দরী মেয়ে, আমার ছেলের বেয়াদবির জন্যে তোমার কাছে মাপ চাইছি আমি। এ একটি অল্পবয়স্ক ভাঁড়বিশেষ যে আজ পর্যন্তও জানে না তার কথার ফলাফল কী হতে পারে!

মারিয়ান—আপনাকে আশ্বাস দিয়ে বলছি আমাকে ইনি যা বল্লেন তাতে একটুও বিরক্ত হইনি আমি, বরঞ্চ নিজের মনের ঠিক কথাগুলো এ রকম খোলাখুলিভাবে বলাটা আমার ভালই লেগেছে; অন্য ধরনের কথা বললে, তাকে নিয়ে খারাপ ধারণা হত আমার।

আরপার্গ—তার দোষত্রুটি এভাবে ক্ষমা করে দিয়ে খুবই উদার মনের পরিচয় দিচ্ছ তুমি! সময়ে আরও বিবেচনা তার হবে, আর তুমি দেখবে তার মতামতও সে বদলাবে।

ক্লেয়াঁত—না, বাবা, সেগুলো বদলাতে পারব না আমি, আর আমি এটা বিশেষ করতে এঁকে জোর অনুরোধ করছি।

আরপাগঁ—কিন্তু কী বাড়াবাড়ি হচ্ছে দেখ! সে আরও জোর দিয়ে নিজের কথাই বলে যাচ্ছে!

ক্লেয়াঁত—আপনি কি চান যে আমি আমার মনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি?

আরপাগঁ—ফের ঐ কথা! এই আলোচনাটা বদলাবার কোন ইচ্ছে কি তোমার আছে?

ক্লেয়াঁত—বেশ, আপনি যখন চান আমি অন্য ধরনের কথা বলি,—দেখুন, আপনি ধরে নিন আমি এখানে নিজেকে বাবার জায়গায় বসাচ্ছি, আর আপনার কাছে আমি কবুল করছি যে আপনার মত সুন্দর অন্য কিছুই আমি এ পৃথিবীতে দেখিনি, আপনাকে খুশী করার আনন্দের মত সমান আনন্দের অন্য কিছু আমি ভাবতেই পারি না, আপনার 'স্বামী' এই পদ এমন এক গৌরবের আর সুখের যা আমি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজপুরুষের সৌভাগ্য থেকেও বেশী পেতে চাইব! হাঁ, আর আপনাকে পাবার সুখ আমার চোখে সমস্ত সৌভাগ্যের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর; এর মধ্যেই আমি আমার সমস্ত উচ্চ আশা ন্যস্ত করছি! এমন একটি অমূল্য জিনিস পাবার জন্যে এমন কোন কাজ নেই যা আমি করতে পারি না, আর সব থেকে কঠিন বাধা……

আরপাগঁ—ওহে শ্রীমান, মনে কিছু কোরো না, একটু রয়ে সয়ে তো বল!

ক্লেয়াঁত—আপনার হয়েই তো এই প্রশংসাটা আমি এঁকে জানাচ্ছি!

আরপাগঁ—আরে বাবা, নিজেকে পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্যে আমারও তো একটা মুখ আছে না কি? আর আমার হয়ে বলার জন্যে কোন আম-মোক্তারের তো দরকার নেই আমার! আরে, কই, বসবার জন্যে চেয়ার টেয়ার দে!

ফ্রোজিন—না, এখান থেকেই মেলায় যাওয়া বরঞ্চ ভাল যাতে শিগ্‌গিরই ফিরে এসে কথাবার্তা বলার জন্যে যথেষ্ট সময় পাই আমরা।

আরপাগঁ—তাহলে গাড়ীতে ঘোড়া জুতে দিক কেউ। কিছু মনে কোরো না যেন যে বের হবার আগে একটু কিছু খেতে দেবার কথা আমি ভেবে রাখিনি।

ক্লেয়াঁত—সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি, বাবা, আর কিছু ট্রে-তে চীনের কমলালেবু, কিছু মিষ্টি লেবু, কিছু জ্যাম এখানে আনিয়ে রেখেছি—এগুলো আপনার হয়ে আমি খোঁজ করে যোগাড় করতে পাঠিয়েছিলাম!

আরপাগঁ—(নিচু গলায় ভাল্যারকে)—ভালায়ার!

ভাল্যার—(আরপাগঁকে)—ওর মাথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে!

ক্লেয়াঁত—বাবা, এটা যথেষ্ট নয় ভাবছেন কি?—আশা করি দয়া করে এটা আপনি মেনে নেবেন।

মারিয়ান—এটার তো কোন দরকারই ছিল না!

ক্লেয়াঁত—আচ্ছা, শুনুন, আমার বাবার আঙুলে যে হীরেটা দেখছেন এর থেকেও উজ্জ্বল হীরে কি আপনি দেখেছেন?

মারিয়ান—সত্যি ওটা খুবই ঝক্‌ঝক্ করছে।

ক্লেয়াঁত—(তার বাবার আঙুল থেকে সে ওটাকে খুলে নিল আর মারিয়ানকে দিল)—কাছে থেকে এটাকে আপনার দেখা দরকার।

মারিয়ান—সত্যিই এটা খুবই সুন্দর, আর এর থেকে একেবারে আগুন ঠিক্‌রে বেরুচ্ছে!

ক্লেয়াঁত—(মারিয়ান ওটা ফেরত দিতে চাইলে সে সামনে এসে দাঁড়াল)—না, না, এটা আপনাকে উপহার দিচ্ছেন আমার বাবা!

আরপাগঁ—আমি?

ক্লেয়াঁত—বাবা, ঠিক নয় আপনি চান ইনি ওটা আপনার ভালোবাসার নিদর্শন হিসেবে রেখে দেন?

আরপাগঁ—(একান্তে, ছেলেকে) কি, বলছ কী এসব?

ক্লেয়াঁত—ভারী সুন্দর প্রশ্ন! ইনি আমাকে ইশারা ইঙ্গিতে বলছেন আমি যেন ওটা আপনাকে দিয়ে নেওয়াই।

মারিয়ান—আমি একদম চাই না……

ক্লেয়াঁত—আপনি তামাসা করছেন! ইনি ওটা ফিরিয়ে নেবেনই না।

আরপাগঁ—(স্বগত) মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

মারিয়ান—এ কাজটা হবে……

ক্লেয়াঁত—(মারিয়ানকে ওটা ফেরত দিতে ক্রমাগত বাধা দিয়ে) না, আপনাকে বলছি, ফেরত দিলে ওকে বিরক্ত করা হবে।

মারিয়ান—দিন না ফেরত দিতে।

ক্লেয়াঁত—একদম্ না।

আরপাগঁ—মরুক ওটা……

ক্লেয়াঁত—ওই দেখুন, আপনি রাজী না হওয়াতে কিরকম বিরক্ত হচ্ছেন উনি।

আরপাগঁ—(নিচুগলায়, ছেলেকে ভয় দেখিয়ে) এই নেমকহারাম।

ক্লেয়াঁত—দেখছেন না উনি কিরকম হতাশ হয়ে পড়ছেন!

আরপাগঁ—(নিচু গলায় ছেলেকে) ব্যাটা জল্লাদ!

ক্লেয়াঁত—এটা তো আমার দোষ নয়, বাবা! ওঁর এটা রাখার জন্যে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করেছি, কিন্তু তিনি তো বড়ই একগুঁয়ে!

আরপাগঁ—(ক্ষেপে গিয়ে নিচুগলায় ছেলেকে) পাজী!

ক্লেয়াঁত—বাবা যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করছেন আপনিই এর জন্যে দায়ী!

আরপাগঁ—(একই রকম মুখবিকৃতি করে নিচুগলায় ছেলেকে) বদমাস্!

ক্লেয়াঁত—ওকে আপনি অসুস্থ করে ফেলবেন! দয়া করে আপনি আর আপত্তি করবেন না!

ফ্রোজিন—হে ভগবান! কী 'ছিরি' সব। যখন উনি চাইছেন, রেখে দিন না আঙ্‌টিটা।

মারিয়ান—আপনি যাতে আরও রেগে না যান, এটা আমি এখন রেখে দিলাম। অন্যসময় ওটা ফেরত দিয়ে দেব আমি।

তৃতীয় অঙ্ক

অষ্টম দৃশ্য

আরপাগঁ, মারিয়ান, ফ্রোজিন, ক্লেয়াঁত, ব্র্যাঁদাভোয়ান, এলিজ

ব্র্যাঁদাভোয়ান—হুজুর, বাইরে একজন লোক আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।

আরপাগঁ—তাকে বল এখন আমার যাবার একটু অসুবিধে আছে, অন্য কোন সময় যেন সে আসে।

ব্র্যাঁদাভোয়ান—তিনি বলছেন আপনার জন্যে তিনি কিছু টাকা এনেছেন।

আরপাগঁ—তোমরা একটু মাপ কর আমাকে। আমি এক্ষুনি ঘুরে আসছি!

তৃতীয় অঙ্ক

নবম দৃশ্য

আরপাগঁ, মারিয়ান, ক্লেয়াঁত, এলিজ, ফ্রোজিন, লা মেরল্যুস

লা মেরল্যুস—(ছুটে আসার সময় তার সঙ্গে ধাক্কা লেগে আরপাগঁ পড়ে গেল) হুজুর…

আরপাগঁ—ওফ্, মেরে ফেলেছে রে!

ক্লেয়াঁত—কী হল বাবা? আপনার লাগল?

আরপাগঁ—এই বেইমানটা নিশ্চয়ই আমার দেনাদারদের কাছ থেকে টাকা খেয়েছে আমার ঘাড় ভাঙার জন্যে!

ভাল্যার—ওতে কিছু হবে না।

লা মেরল্যুস—মাপ করুন হুজুর! ভাবলাম তাড়াতাড়ি ছুটে এলে ভাল হবে।

আরপাগঁ—তুই কী করতে এসেছিস এখানে, খুনে কোথাকার!

লা মেরল্যুস—আপনাকে জানাতে, আপনার ছুটো ঘোড়ার কোনটারই খুরে নাল নেই।

আরপাগঁ—ওদের শিগ্‌গির খুরে নাল লাগাতে স্যাকরার কাছে নিয়ে যাক কেউ!

ক্লেয়াঁত—বাবা, ওদের খুরে নাল লাগাতে যে সময়টা লাগবে, সে সময়টাতে আপনার হয়ে এঁদের আমি আপনার বাড়ীটা ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি, আর এঁকে বাগানে নিয়ে যাচ্ছি, সেখানে জলখাবারটা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।

আরপাগঁ—ভাল্যার, এ সমস্ত কিছুর ওপরই নজর রেখো আর তোমাকে অনুরোধ করছি যথাসম্ভব খাবার বাঁচাবার চেষ্টায় থেকো, সেটা আবার দোকানে ফেরত দিয়ে দিতে।

ভাল্যার—ঠিক আছে, ঠিক আছে।

আরপাগঁ—ওরে দুর্বিনীত ছেলে, তুই কি আমার সর্বনাশ করার মতলব করেছিস্?

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

ক্লেয়াঁত, মারিয়ান, এলিজ, ফ্রোজিন

ক্লেয়াঁত—চল, আমরা এখানে ভেতরে ঢুকে পড়ি; আমাদের পক্ষে এটাই বেশী সুবিধের হবে। সন্দেহ করার মত আশেপাশে কোন লোক রইল না, খোলাখুলিভাবে কথা বলতে পারব আমরা।

এলিজ—হাঁ, আমার ভাই তার আপনাকে ভালোবাসার কথা খুব সঙ্গোপনে আমাকে বলেছে। এই ধরনের বাধাবিঘ্ন কী দুঃখ আর বিরক্তির কারণ হতে পারে আমি তা জানি! বিশ্বেস করুন, আপনার এই ব্যাপারের ভালমন্দ নিয়ে আমি মনে-প্রাণে আপনাদের সঙ্গে আছি।

মারিয়ান—নিজের ভালমন্দর ব্যাপারে তোমার মত একজন কাউকে পাওয়া একটি মনজুড়ানো সান্ত্বনা! তোমার কাছে আমার এই মিনতি, আমার জন্যে এই উদার সহৃদয় ভাব যেন সব সময়ই তোমার থাকে। এটা আমার ভাগ্যের নির্দয়তাকে সহনীয় করে তুলতে পারে।

ফ্রোজিন—কী বলব, তোমরা দুজনেই নেহাতই দুর্ভাগা যে এর আগেই তোমাদের এই সম্পর্কের ব্যাপারে একেবারেই কিছু জানতে দাওনি আমাকে! তোমাদের স্বার্থে আমি নিশ্চয়ই এই অশান্তিটার মোড় ঘুরিয়ে দিতুম আর ব্যাপারটা এখন যেখানে দাঁড়িয়েছে সেটাকে মোটেই সেখানে এগিয়ে নিয়ে আসতুম না!

ক্লেয়াঁত—কী আর করা যাবে! আমার মন্দভাগ্যই চেয়েছে এটা এভাবে ঘটুক! কিন্তু, মরিয়ান, তুমি কী করবে ঠিক করেছ?

মারিয়ান—দেখ, আমার কি সঙ্কল্প করার মত কোন জোর আছে? আমার এই পরের ওপর নির্ভর করে থাকা অবস্থায় একমাত্র ইচ্ছা করা ছাড়া আর কি কিছু আমি করতে পারি?

ক্লেয়াঁত—শুধু ইচ্ছা করা ছাড়া আমার সমর্থনে তুলে ধরার মত আর কিছু নাই তোমার মনে! কাজে লাগে এমন কোন সমবেদনা? আমাকে সাহায্য করতে পারে এমন কোন সদয় মনোভাব? কোন সক্রিয় অনুরাগ?

মারিয়ান—তোমাকে কী আর বলব! নিজেকে তুমি আমার অবস্থায় নিয়ে এসে দেখ আমার কী করার থাকতে পারে। তুমিই আমাকে বল কী করতে হবে। এ ব্যাপারে নিজেকে তোমার হাতেই সঁপে দিলাম আমি। আমি মনে করি তোমার যথেষ্ট বিবেক-বিবেচনা আছে, আর সেজন্যেই আত্মসম্মান আর শালীনতা টপ্‌কে আমার কাছে কোন দাবীই করবে না তুমি।

ক্লেয়াঁত—হোল আর কি! তুমি ঐ তীব্র আত্মসম্মানবোধের বিরক্তিকর মনোভাব আর খুঁতখুঁতে শালীনতা যা অনুমোদন করে তার মধ্যে আমাকে ঠেলে দিয়ে কী অবস্থায় আমাকে ফেল্‌লে বল দেখি!

মারিয়ান—কিন্তু আমি কী করি তুমি চাও? মেয়েদের যে-সব জিনিস নিয়ে ভাবতে হয় সে সব জিনিসের অনেক কিছু যদি আমি ডিঙিয়ে যেতেও পারি, আমার মা'র কথা তো আমাকে ভেবে দেখতে হবেই! আমাকে তিনি সব সময়ই অনেক স্নেহ আদর দিয়ে বড় করে তুলেছেন। এমন কিছু করার সঙ্কল্প আমি করতে পারি না যা তাঁকে দুঃখ দেবে। তাঁর কাছে গিয়ে কিছু একটা তুমি কর; তাঁর মন পেতে সব রকম চেষ্টা কর। সেখানে তুমি যেমন ইচ্ছে বলতে বা করতে পার! সে স্বাধীনতা তোমাকে আমি দিলাম। আর যদি তোমার পক্ষে আমার নিজের কথা মুখ খুলে বলাই একমাত্র সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় তাহলে তোমার জন্যে আমার মনের আকর্ষণ—তাঁর কাছে সে সবই স্বীকার করতে আমি খুবই রাজী আছি।

ক্লেয়াঁত—ভাই ফ্রোজিন, তুমি কি আমাদের সাহায্য করতে চাও?

ফ্রোজিন—শোন, কথা শোন, এতে জিজ্ঞেস করার কী আছে! সাহায্য করতে আমি মনে-প্রাণে চাই; তোমরা জান আমার মনটা এমনিতেই কোমল; ভগবান কঠিন ধাতু দিয়ে তা একেবারেই তৈরি করেন নি। যখন শোভনতা আর মানমর্যাদা বজায় রেখে কাউকে ভালোবাসতে দেখি তখন আমার স্নেহভরা মন ছোটখাট কাজের মধ্যে দিয়ে তাদের সাহায্য করতেই চায়! এ ব্যাপারে আমি কী করতে পারি বল।

ক্লেয়াঁত—অনুরোধ করছি তুমি নিজেই একটু ভেবে দেখ।

মারিয়ান—একটু পথ বাতলে দাও না আমাদের!

এলিজ—যে কাজটি তুমি করে বসেছ সেটা ভণ্ডুল করার একটা পথ বের কর!

ফ্রোজিন—এ তো বড় কঠিন কাজ! তোমার মা সম্পর্কে বলা যায় তিনি মোটেই অবিবেচক নন আর সম্ভবত তাঁর সম্মতি আমরা পাব। তিনি যা 'বাবা'কে দিতে চান সেটা পাত্র বদল করে 'ছেলে'কে দিতে তাঁর মনকে রাজী করান যাবে, কিন্তু এ ব্যাপারের যে সমস্যাটি আমি দেখছি সেটা হচ্ছে (ক্লেয়াঁতকে) তোমার বাবা যে ধরনের লোক সে ধরনটা!

ক্লেয়াঁত—তা আর বলতে!

ফ্রোজিন—আমার বলার কথাটি হচ্ছে এই—কেউ তাঁকে ফিরিয়ে দিয়েছে এটা দেখান হলে তিনি বিদ্বেষ পুষে রেখে দেবেন। এরপর তোমার বিয়েতে মত দেবার মত মেজাজই তাঁর থাকবে না। কাজটা বেশ গুছিয়ে করতে হলে আপত্তিটা আসতে হবে তাঁর দিক থেকেই আর কোনও উপায়ে তার মনে তোমার পাত্রীটি সম্পর্কে বিতৃষ্ণা জন্মাতে হবে!

ক্লেয়াঁত—তুমি ঠিক বলেছ।

ফ্রোজিন—হাঁ, ঠিক যে বলেছি তা আমি বেশ জানি। এটা-ই করতে হবে কিন্তু গোলটা হচ্ছে এটার একটা পথ বের করা। আচ্ছা, দাঁড়াও দেখি। আমরা যদি বয়স্ক কোন মহিলাকে পাই যার আমার মত একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি আছে আর যে চট্ করে যোগাড় করা দলবল নিয়ে আর অদ্ভুত ধরনের একটা খামখেয়ালি নাম নিয়ে (যেটা ধরা যাক উত্তর ব্রিটানির কোন মার্কিসের বা ভাইকাউন্টের নাম) একজন সম্ভ্রান্ত মহিলার চরিত্রের ভূমিকায় বেশ ভাল রকম কপট অভিনয় করতে পারে, তাহলে তোমার বাবার মনে এই ভুল ধারণা জন্মাবার মত যথেষ্ট কারসাজি আমার জানা আছে যে ঐ মহিলার প্রচুর সম্পত্তি আছে, বাড়ী-ঘর ছাড়াও তার নগদ লক্ষ 'একু্য' আছে, যে তিনি তোমার বাবার প্রেমে এমনই হাবুডুবু খাচ্ছেন, যে বিবাহের চুক্তি হিসেবে তাঁর সমস্ত টাকাপয়সা দিয়েও তাঁর স্ত্রী হিসেবে নিজেকে তিনি দেখতে চান, তাহলে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই যে তিনি এ প্রস্তাবের পক্ষে ঝুঁকে পড়বেন, কারণ তোমাকে তিনি সত্যিই ভালোবাসেন ঠিক, কিন্তু টাকাকে তিনি তার

থেকেও বেশী ভালোবাসেন! এই লোভে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে গেলে তিনি যদি একবার তোমাকে নিয়ে ব্যাপারটিতে রাজী হয়ে যান তাহলে পরে যদি মার্কিসের বিষয় সম্পত্তি খতিয়ে দেখতে গিয়ে তাঁর ভুল ভেঙে যায় তাতেও বিশেষ কিছু এসে যাবে না!

ক্লেয়াঁত—এই সবটাই বেশ সুন্দরভাবে ভেবে নেওয়া হয়েছে তো!

ফ্রোজিন—ব্যাপারটা আমার ওপর ছেড়ে দাও। আমাদের ঠিক ঠিক কাজে লেগে যাবে আমার বন্ধুদের মধ্যে এমন একজনের কথা আমার এইমাত্র মনে পড়ল!

ক্লেয়াঁত—ফ্রোজিন, এ কাজটা যদি তুমি ভালভাবে করে উঠতে পার তাহলে আমার কৃতজ্ঞতা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত থাকতে পার! কিন্তু, মারিয়ান, আমার অনুরোধে চল প্রথমে তোমার মা'কে আমাদের পক্ষে পাবার চেষ্টা শুরু করি! এই বিয়ে ভাঙার ব্যাপারটা সবসময়ই একটা কঠিন কাজ। তোমাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছি তোমার দিক থেকে এ কাজে যথাসম্ভব চেষ্টা তুমি চালিয়ে যাও। তোমার জন্যে তাঁর মনে স্নেহমমতার যে প্রভাব আছে তার পুরোটা কাজে লাগাও। ভগবান তোমার চোখে, তোমার মুখে লাবণ্য ভরে দিয়ে যে অতি শক্তিশালী জাদু দান করেছেন তার পুরোটাই ব্যবহার কর ; এই মিষ্টি করে কথা বলা, নম্র প্রার্থনা, মন ছুঁয়ে যায় এমন সোহাগ যার কাছে কেউই কোন কিছুই দিতে অরাজী হতে পারে না বলে আমার মনে হয়—এগুলো যেন ভুলো না!

মারিয়ান—এ ব্যাপারে আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব, কোন কিছুই ভুলব না।

চতুর্থ অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

আরপাগঁ, ক্লেয়াঁত, মারিয়ান, এলিজ, ফ্রোজিন

আরপাগঁ—আরে একি, আমার ছেলে তার ভাবী বিমাতার হাতে চুমু খাচ্ছে, আর তার ভাবী বিমাতা তাকে তো তেমন বাধাও দিচ্ছে না! এর ভেতর কোন রহস্য আছে নাকি?

এলিজ—এই যে বাবা!

আরপাগঁ—গাড়ীটা পুরো তৈরী রয়েছে, যখন ইচ্ছে তোমরা রওয়ানা হতে পার।

ক্লেয়াঁত—বাবা, আপনি যখন সেখানে যাচ্ছেন না তখন আমি এদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

আরপাগঁ—না, বোসো। এরা নিজেরাই বেশ যেতে পারবে, তাছাড়া তোমাকে আমার একটু দরকার আছে।

চতুর্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

আরপাগঁ, ক্লেয়াঁত

আরপাগঁ—আচ্ছা, 'বিমাতা' এই প্রশ্নটা ছেড়ে দিলে, তোমার একে কেমন মনে হয়?

ক্লেয়াঁত—আমার কেমন মনে হয়!

আরপাগঁ—হাঁ, তার হাবভাব, ব্যক্তিত্ব, সৌন্দর্য, প্রাণবন্ততা?

ক্লেয়াঁত—এই মোটামুটি গোছের।

আরপাগঁ—এর বেশী কিছু?

ক্লেয়াঁত—আপনাকে খুলেই বলি, তাঁকে আমি যেরকম ভেবেছিলাম এখানে তো সেরকম দেখছি না! তার চালচলন তো পরিষ্কারই প্রেমের ভান

করায় অভ্যস্ত মেয়েদের মত, তার শরীরের গড়নও জবুথবু গোছের, তার সৌন্দর্য খুবই সাদামাঠা ধরনের, আর তার মনের গড়ন অতি সাধারণ স্তরের! আপনি ভাববেন না, বাবা, যে আপনাকে বিদ্রূপ করার জন্যেই এটা বলছি, কারণ অন্য আর পাঁচটা মেয়ের মতই ওকেও আমার পছন্দ!

আরপাগঁ—কিন্তু তাহলেও এর সঙ্গে তো তুমি বেশ কথাবার্তা বলছিলে…

ক্লেয়ঁত—আপনার হয়ে আমি তাকে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলেছি, কিন্তু সেটা তো আপনাকে খুশী করার জন্যে!

আরপাগঁ—সেটা যে তাহলে এত সুন্দর করে করেছ তাতে তোমার তার দিকে কোন ঝোঁক বোঝায় না?

ক্লেয়াঁত—আমার! একবিন্দুও না।

আরপাগঁ—এ কথা শুনে আমার খারাপই লাগছে; কারণ আমার মনে যে একটা পরিকল্পনা এসেছিল এটা তা ভেঙ্গে দিল। ওকে এখানে দেখে আমি আমার বয়েস নিয়ে একটু ভেবেছি। আমার মনে হচ্ছে এত অল্প-বয়সী মেয়েকে আমি বিয়ে করছি দেখলে লোকে নানা কথা বলতে পারে। এটা ভেবে আমার সে পরিকল্পনা বাদ দিতে হচ্ছে, আর যেহেতু তাকে আমি চাই জানিয়েছি আর তার জন্যে কথা দিয়ে ফেলেছি সেজন্যে তুমি যে বিরাগ দেখাচ্ছ তা না দেখালে তাকে আমি তোমাকেই দিতাম।

ক্লেয়াঁত—আমাকে!

আরপাগঁ—হাঁ, তোমাকে।

ক্লেয়াঁত—বিয়ে করতে!

আরপাগঁ—হাঁ, বিয়ে করতে।

ক্লেয়াঁত—আচ্ছা একটু শুনুন; এটা ঠিকই যে সে খুব আমার পছন্দমত নয়, তবু আপনাকে খুশী করতে আমি তাকে বিয়ে করতে মনকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে নেব যদি আপনি সেটা চান!

আরপাগঁ—আমি চাই! আমাকে তুমি যতটা বিবেচক বলে মনে কর তার চাইতেও বেশী বিবেচনা আমার আছে। তোমার ইচ্ছার ওপর কোন জোরজুলুম খাটাতে চাই না আমি!

ক্লেয়াঁত—না, ঠিক তা নয়, আপনাকে ভালোবাসি বলেই এই চেষ্টাটুকু আমি করব।

আরপাগঁ—না না, যেখানে ইচ্ছে নেই, সেখানে বিয়েটা সুখের হতে পারে না।

ক্লেয়াঁত—সেটা তো, বাবা, এমন একটা জিনিস যা পরেও আসতে পারে; আর লোকে তো বলে ভালোবাসাটা অনেক সময়ই বিয়ের ফলেই আসে।

আরপাগঁ—না, পুরুষ মানুষের দিক থেকে এ ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। পরে বড় দুঃখজনক পরিণতি দেখা যায়—যেটার দায়িত্ব আমি নিতে চাই না। মেয়েটির জন্যে যদি তোমার মনে কোন অনুরাগ থাকত, তাহলে বেশ ভালই হত; আমার জায়গায় তোমাকেই আমি ওকে বিয়ে করতে দিতাম; কিন্তু তা না থাকাতে আমি আমার গোড়ার পরিকল্পনা মতই কাজ করব; ওকে আমি নিজেই বিয়ে করব।

ক্লেয়াঁত—ব্যাপারটা যখন, বাবা, এরকমই দাঁড়িয়েছে তখন আমার মনের কথাটা আপনাকে খুলে বলাই দরকার। আপনার কাছে আমাদের গোপন ব্যাপারটি প্রকাশ করে ফেলাই ভাল। আসল কথা এই, যেদিন তাকে আমি বেড়াবার ময়দানে দেখি সেদিন থেকেই আমি তাকে ভালোবাসি, আর আমার পরিকল্পনা ছিল শিগ্‌গিরই তাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে আপনার কাছে চাইব। আপনার আসক্তির ঘোষণা আর আপনাকে অসন্তুষ্ট করার ভয়ই শুধু আমাকে নিরস্ত করেছে।

আরপাগঁ—তুমি তার বাড়ী গিয়ে দেখাসাক্ষাৎ করেছ?

ক্লেয়াঁত—হাঁ, বাবা।

আরপাগঁ—বেশ অনেকবার?

ক্লেয়াঁত—বেশ কয়েকবার যা এই সময়ের মধ্যে সম্ভব।

আরপাগঁ—ওরা কি তোমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করেছে?

ক্লেয়াঁত—খুবই সাদরে, কিন্তু আমি কে সেটা না জেনে, আর সেটাই এখন মারিয়ান-এর বিস্ময়ের কারণ হয়েছে।

আরপাগঁ—তুমি কি তার কাছে তোমার ভালোবাসার কথা ভেঙে বলেছ, আর তাকে তোমার বিয়ে করার ইচ্ছে?

ক্লেয়াঁত—অবশ্যই ; এমন কি তার মা'র কাছে আমি একটু আধটু প্রস্তাবও পেশ করেছি।

আরপাগঁ—তার মেয়ের জন্তে তোমার প্রস্তাবে তিনি কি কান দিয়েছেন ?

ক্লেয়াঁত—হাঁ, খুবই সৌজন্তের সঙ্গে।

আরপাগঁ—আর মেয়েটি কি তোমার ভালোবাসায় সাড়া দিয়েছে ?

ক্লেয়াঁত—যদি বাইরের লক্ষণ থেকে আমাকে অনুমান করতে হয়, তাহলে, বাবা, আমার বিশ্বাস আমার ওপর তার মন পড়েছে।

আরপাগঁ—এ রকম একটা গোপন ব্যাপার জেনে ফেলে আমি বেশ খুশী হলাম ; ঠিক এটাই আমি চেয়েছিলাম। হাঁ, দেখ, শ্রীমান, তুমি কি ব্যাপারটা কিছু আঁচ করতে পেরেছ ? ব্যাপারটি হচ্ছে এই—তোমাকে তোমার প্রণয়প্রীতি থেকে সরে দাঁড়াবার কথা ভাবতে হচ্ছে ; যাকে আমার জন্তে আমি দাবি করছি তার পেছনে ছোটা তোমার একবারে বন্ধ করতে হবে, আর তোমার জন্তে যাকে পছন্দ করা হয়েছে, অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাকেই তোমার বিয়ে করতে হবে!

ক্লেয়াঁত—আচ্ছা, বাবা, আপনি আমাকে নিয়ে এভাবে খেলা করছেন! ঠিক আছে, ব্যাপারটা যখন এদ্দুর গড়িয়েছে, আপনাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি মারিয়ান-এর জন্তে গভীর ভালোবাসা থেকে এক চুলও সরে যাচ্ছি না আমি, আর এমন কোন চরম পরিস্থিতিই নেই যেখানে তাকে জিতে নেবার ব্যাপারে আপনার সঙ্গে যুঝতে আমি পেছপা হব! আপনি যদি আপনার অনুকূলে একজন মা'র সম্মতি পেয়ে থাকেন আমি হয়ত অন্তধরনের সাহায্য পাব যেটা আমার হয়ে লড়বে!

আরপাগঁ—কী বলছিস, পাজী ? তুই আমার চাওয়া জিনিসের দিকে এগোবার দুঃসাহস করছিস্ ?

ক্লেয়াঁত—আপনিই তো আমি যে জিনিস চাইছি তার দিকে যাচ্ছেন! সময়ের দিক থেকে আমার দাবিই তো প্রথম!

আরপাগঁ—তোর বাবা নই আমি ? আর আমাকে তোর শ্রদ্ধা করা উচিত নয় ?

ক্লেয়াঁত—এটা এমন ধরনের ব্যাপার নয় যেটাতে ছেলেমেয়েরা বাবা মা'র ইচ্ছায় চলতে বাধ্য ; ভালোবাসা কারো পরোয়া করে না।

আরপাগঁ—বেশ কিছু লাঠির ঘা দিয়ে তোকে বোঝাব আমি কে!

ক্লেয়াঁত—আপনার ভয় দেখানোতে কোন কাজই হবে না।

আরপাগঁ—তুই মারিয়ান-এর ওপর দাবি ছেড়ে দিবি।

ক্লেয়াঁত—একেবারেই নয়।

আরপাগঁ—দে তো, আমাকে এক্ষুণি একটা লাঠি দে তো!

চতুর্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

জাক, আরপাগঁ, ক্লেয়াঁত

জাক—আহা হা, এটা কী হচ্ছে এখানে? কী করার কথা ভাবছেন আপনারা!

ক্লেয়াঁত—আমি কোন পরোয়া করি না এর!

জাক—একটু শান্ত হোন, হুজুর।

আরপাগঁ—আমার সঙ্গে বেয়াদবের মত কথা বলা!

জাক—হুজুর, দয়া করে!

ক্লেয়াঁত—এক চুলও নড়ব না আমি।

জাক—আরে, এ কী বলছেন? আপনার বাবাকে!

আরপাগঁ—ছেড়ে দাও আমার হাতে!

জাক—সে কি! আপনার ছেলেকে মারবেন?—আরো একটা গুঁতো খেলাম আমি।

আরপাগঁ—জাক, তোমাকেই আমি এর বিচারক করতে চাই; আমি যে কতটা ঠিক সেটা দেখাবার জন্যে।

জাক—আমি রাজী। (ক্লেয়াঁতকে) আপনি একটু সরে দাঁড়ান।

আরপাগঁ—একটি মেয়েকে আমি পছন্দ করি, তাকে বিয়ে করতে চাই। আর এই পাজীটা এমন বেয়াদব, আমার সঙ্গে সে-ও তাকে পছন্দ করে, আর আমার হুকুম অগ্রাহ্য করেই তাকে সে দাবি করছে!

জাক—বা রে, সে তো ভুল করছে!

আরপাগঁ—ছেলে বাবার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামতে চায় এটা একটা তাজ্জব

ব্যাপার নয়? আর যার ওপর আমার মনের ঝোঁক পড়েছে তার কি শ্রদ্ধায় এর স্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত নয়?

জাক—ঠিক বলেছেন আপনি। তার সঙ্গে আমাকে একটু কথা বলতে দিন, আর ওখানেই আপনি থাকুন (সে মঞ্চের অন্য প্রান্তে ক্লেয়াঁত-এর খোঁজে গেল)

ক্লেয়াঁত—ঠিক আছে। তোমাকে বিচারক হিসেবে তিনি মনোনীত করতে চান বলে আমি আমার জায়গা থেকে একচুলও সরে যাচ্ছি না! তিনি কে সে আমার কাছে ধর্তব্যই নয়। আমি তোমাকে আমাদের মনান্তরের ব্যাপারটি বলছি, জাক, শোন।

জাক—আমাকে আপনারা বড়ই সম্মান দেখাচ্ছেন!

ক্লেয়াঁত—আমি একটি তরুণীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছি, আর সে আমার ইচ্ছাতে সাড়া দিয়েছে, আমার ভালোবাসার প্রস্তাব খুব সাদরে গ্রহণ করেছে, আর আমার এই বাবাটির মাথায় ঢুকেছে মেয়েটির ব্যবস্থা সব ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে এই দাবি করে আমার ভালোবাসার ব্যাপারে ঝামেলা বাধানো।

জাক—নিশ্চয়ই ভুল করছেন তিনি।

ক্লেয়াঁত—তাঁর বয়েসে বিয়ে করার কথা ভাবতে তাঁর কি একটুও লজ্জা করছে না? এখনও ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়া কি তাঁর সাজে আর এই ভূমিকাটা কি তাঁর তরুণদের হাতে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়?

জাক—আপনি ঠিক বলেছেন। তামাসাই করছেন তিনি! গোটা দুই কথা তাঁর কাছে আমাকে বলতে দিন (সে আরপাগঁর কাছে ফিরে এল)—আচ্ছা, আপনার ছেলেকে আপনি যেমন অদ্ভুত বলছেন তেমন কিছু তো তিনি নন, আর তিনি যুক্তির পথে আসছেনও। তিনি বলছেন আপনার জন্যে তাঁর যে শ্রদ্ধা থাকা উচিত তা তিনি জানেন। প্রথম উত্তেজনার চাপে তিনি মাথাগরম করে ফেলেছিলেন; আপনি খুশী হন এমন কোন ব্যাপারে আপনার বশ্যতা স্বীকার করতে তিনি কোন আপত্তিই করবেন না, শুধু যদি আপনি তাঁর সঙ্গে যেরকম ব্যবহার করেছেন তার থেকে কিছু ভাল ব্যবহার করেন, আর তাঁকে এমন একজনকে বিয়ে করতে দেন যাকে পেলে তিনি সুখী হবেন বলে বিশ্বেস করেন।

আরপাগঁ—আহা, তাকে বল না, জাক, ঐ সর্তে সে আমার কাছ থেকে সব কিছু পাবার আশা করতে পারে ; আর মারিয়ানকে ছাড়া তার আর যাকে ইচ্ছা পছন্দ করার স্বাধীনতা তাকে আমি দিচ্ছি!

জাক—আচ্ছা দেখি কী করতে পারি। (ছেলের কাছে গেল)—আচ্ছা, দেখুন, আপনার বাবা তো আপনি যেমন বলছেন তেমন যুক্তিহীন নন ; তিনি আমাকে বুঝতে দিয়েছেন যে আপনার রাগে মাথাগরম করে ফেলাটাই তাঁকে চটিয়ে দিয়েছিল ; তিনি বিরক্ত হয়েছেন শুধু আপনার এ ব্যাপারে এগোবার ধরনধারনে। আপনি যা চান তা আপনাকে দিতে তিনি খুবই রাজী আছেন যদি আপনি এ ব্যাপারে শান্ত সংযতভাবে চলেন, আর ছেলের বাবাকে যে শ্রদ্ধা, সম্মান ও বাধ্যতা দেখানো উচিত, তা যদি আপনি তাঁকে দেখান।

ক্লেয়াঁত—জাক, তাঁকে তুমি ভরসা দিতে পার যে তিনি যদি মারিয়ানকে পেতে দেন আমাকে, তাহলে তিনি আমাকে সব সময়ই খুবই বাধ্য দেখবেন, আর আমি তাঁর সম্মতি ছাড়া কোন কিছুই করব না।

জাক—ঠিক হয়ে গেল!—আপনি যা বলেন, তিনি তাতেই রাজী।

আরপাগঁ—এ তো খুব ভালই হল।

জাক—সব ঠিকঠাক হয়ে গেল! আপনার প্রতিশ্রুতিতে তিনি খুশী।

ক্লেয়াঁত—ভগবানকে ধন্যবাদ!

জাক—এবার শুধু আপনাদের মধ্যে একটু কথা বলে নেওয়াই বাকী। মতের মিল তো হয়েই গেল আপনাদের। নিজেদের না বুঝেই আপনারা কথা কাটাকাটি করছিলেন!

ক্লেয়াঁত—বেচারী জাক ভাই, আমি সারাজীবন তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

জাক—ও ঠিক আছে, স্যার।

আরপাগঁ—আমাকে তুমি বড় আনন্দ দিলে, জাক ; এটা পুরস্কার দাবী করতে পারে। আচ্ছা, এখন এসো, এটা আমি মনে রাখব, তোমাকে এই বলে দিলাম আমি। (তিনি পকেট থেকে তাঁর রুমাল বের করলেন দেখে জাক ভাবল তাকে কিছু দিতে যাচ্ছেন তিনি)

জাক—তবে আসি!

চতুর্থ অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

ক্লেয়াঁত, আরপাগঁ

ক্লেয়াঁত—বাবা, আমি যে বড্ড বেশী মেজাজ দেখিয়ে ফেলেছি তার জন্যে ক্ষমা চাইছি আপনার কাছে।

আরপাগঁ—ও কিছু নয়।

ক্লেয়াঁত—সত্যি বলছি আপনাকে, সেজন্যে খুবই দুঃখিত আমি।

আরপাগঁ—তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে দেখে আমি খুবই খুশী হয়েছি।

ক্লেয়াঁত—আপনি খুবই উদার যে এত শিগ্‌গিরই আমার দোষত্রুটি ভুলে গেলেন।

আরপাগঁ—ছেলেমেয়েরা যখন ঠিক পথে ফিরে আসে তখন তাদের দোষত্রুটি সহজেই ভোলা যায়।

ক্লেয়াঁত—আমার সমস্ত বাড়াবাড়ির জন্যে কোন বিরক্তি না রেখে?

আরপাগঁ—এ ব্যাপারে তুমি তোমার বাধ্যতা দিয়ে আর শ্রদ্ধা দেখিয়ে আমাকে বেঁধে ফেলেছ।

ক্লেয়াঁত—বাবা, আপনাকে কথা দিচ্ছি আপনার দয়ার কথা আমি সারাজীবন মনে রাখব।

আরপাগঁ—আর আমিও তোমাকে কথা দিচ্ছি এমন কোন জিনিস নেই যা তুমি আমার কাছ থেকে পাবে না।

ক্লেয়াঁত—আপনার কাছে বেশী কিছু চাই না, বাবা, মারিয়ানকে আমাকে দেওয়াতেই সব কিছু দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

আরপাগঁ—তার মানে?

ক্লেয়াঁত—আমি বলছি আপনার ওপর আমি খুবই খুশী হয়েছি, আর মারিয়ানকে আমায় দেবার বদান্যতায়ই আমি সব জিনিস পেয়ে গেছি।

আরপাগঁ—মারিয়ানকে তোমায় দেবার কথা কে বলছে?

ক্লেয়াঁত—আপনি, বাবা!

আরপাগঁ—আমি!

ক্লেয়াঁত—নিশ্চয়ই।

আরপাগঁ—সে কি কথা! তুই-ই তো তার ওপর তোর দাবি ছেড়ে দিবি কথা দিয়েছিস!

ক্লেয়াঁত—আমি ঐ কথা দিয়েছি!

আরপাগঁ—তাই-তো।

ক্লেয়াঁত—একেবারে না!

আরপাগঁ—তুই সে দাবি ছেড়ে দিস্ নি?

ক্লেয়াঁত—তা তো করিইনি, বরঞ্চ সেদিকে আমার ঝোঁক এখন সবচেয়ে বেশী।

আরপাগঁ—কী? হতভাগা, আবার নতুন করে আরম্ভ করলি?

ক্লেয়াঁত—কিছুই আমার মত বদলাতে পারবে না।

আরপাগঁ—দাঁড়া, বেইমান, দেখাচ্ছি।

ক্লেয়াঁত—আপনার যা খুশি করুন।

আরপাগঁ—তোকে আমি কোনদিন আমার কাছে আসতে বারণ করে দিলাম।

ক্লেয়াঁত—বেশ, ভাল কথা।

আরপাগঁ—আমি তোকে দূর করে দিচ্ছি!

ক্লেয়াঁত—করুন।

আরপাগ—তোকে আমি আমার ছেলে বলে স্বীকার করি না!

ক্লেয়াঁত—তা-ই হোক।

আরপাগঁ—আমার সম্পত্তি থেকে তোকে আমি বঞ্চিত করছি!

ক্লেয়াঁত—যা আপনার ইচ্ছে তা-ই করুন।

আরপাগঁ—আর তোকে আমি অভিশাপ দিচ্ছি!

ক্লেয়াঁত—আপনার ঐ দেওয়াতে আমার কোন দরকার নেই।

চতুর্থ অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

লা ফ্ল্যাস, ক্লেয়াঁত

লা ফ্ল্যাস—(একটা বাক্স নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে) এই যে হুজুর, কী ঠিক সময়ে আপনাকে পেয়ে গেলাম! শিগ্‌গির আসুন আমার পেছনে পেছনে!

ক্লেয়াঁত—ব্যাপারখানা কী ?

লা ফ্ল্যাস—বলছি তো, আমার পেছন পেছন আসুন। আমাদের ব্যবস্থা হয়ে গেল!

ক্লেয়াঁত—কি রকম ?

লা ফ্ল্যাস—আপনি যা চান এই সে জিনিস।

ক্লেয়াঁত—কী জিনিস ?

লা ফ্ল্যাস—সব সময় নজর রেখেছিলাম এ জিনিসটার ওপর।

ক্লেয়াঁত—কী এটা ?

লা ফ্ল্যাস—আপনার বাবার জমানো ধন-দৌলত ; হাত্ড়ে পেয়ে গেছি এটা।

ক্লেয়াঁত—কী করে করলি এ কাজ !

লা ফ্ল্যাস—সবই জানবেন, সরে পড়ি চলুন। তাঁর চেঁচানো শুনতে পাচ্ছি।

চতুর্থ অঙ্ক

সপ্তম দৃশ্য

আরপার্গ

(তিনি বাগান থেকে 'চোর' 'চোর' চীৎকার করতে করতে এলেন, টুপি নেই)

চোর! চোর! গুপ্তঘাতক! খুনী! ভগবান, তুমি তো সুবিচার কর, বিচার চাই আমি! সর্বনাশ হয়ে গেছে আমার, খুন হয়ে গেলাম, আমার গলাটা কেটে ফেলেছে রে! আমার সমস্ত টাকা পয়সা লুটে নিয়ে গেছে! কে হতে পারে? তার কী হল? কোথায় গেল সে, কোথায় লুকিয়ে আছে? কী করি তাকে খুঁজে বের করতে? কোথায় ছুটে যাই? ছুটে কোথায় বা না যাই? সে কি সেখানে নেই একেবারেই? এখানেও নেই একেবারেই? কে এই লোকটা? ধর ধর! বদ্মাস্, আমার টাকা ফিরিয়ে দে আমায়! (নিজের হাতই সে চেপে ধরল) আঃ এ তো আমি নিজেই। আমার মন দিশেহারা হয়ে গেছে, আমি জানি না কোথায় আমি, কে আমি, কী করছি আমি! হায়! হায়! আমার বেচারা টাকাগুলো, আমার বেচারা

টাকাগুলো, আমার প্রাণের বন্ধুরা! তোদের থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে আমাকে, তোদের যখন আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, আমার ভরসা, আমার সান্ত্বনা, আমার আনন্দ হারিয়ে গেল, আমার সব শেষ হয়ে গেল! দুনিয়ায় করার মত কোন কাজ আমার রইল না। আমি বাঁচতেই পারব না তোদের ছাড়া! সব থেকে বড় অঘটনটা ঘটে গেল, একেবারে খতম হয়ে গেলাম আমি। মরে যাচ্ছি আমি, আমি মরে গেছি, কবর দিয়ে ফেলেছে আমাকে। কেউ-ই কি এমন নেই যে আমার অমূল্য টাকা ফেরত এনে দিয়ে বা কে আমার টাকা নিয়েছে আমাকে জানিয়ে দিয়ে আমার জীবন ফিরিয়ে দেবে আমাকে? এঁ্যা কী বলছেন? কেউ এমন নেই! যে-ই এ কাজটা করে থাকুক, নিশ্চয়ই সে পাকা ফন্দি এঁটে ঠিক মুহূর্তটির জন্য ওত পেতে বসে ছিল, আর আমি যখন আমার ঐ বেইমান ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিলাম ঠিক ঐ সময়টাই বেছে নিয়েছে। বেরিয়ে পড়া যাক্। বিচারের খোঁজে যাব আমি, আর বাড়ীর সমস্ত লোককে, চাকর-বাকরদের চাপরাসীদের, আমার ছেলেকে, আমার মেয়েকে, আমাকেও স্বীকারোক্তির জন্যে অসহ্য যন্ত্রণা দেব! কত লোক জড় হয়েছে। যার ওপর চোখ পড়ছে তাকেই আমার সন্দেহ হচ্ছে। আচ্ছা, ঐ ওখানে ওরা কী নিয়ে কথা বলছে? যে আমার টাকা নিয়ে পালিয়েছে তাকে নিয়ে? কী ভীষণ চেঁচামেচি হচ্ছে ওপরে? আমার ঐ চোরটা ওখানে নাকি? কেউ যদি আমার ঐ চোরটার কোন খবর জানেন, অনুনয় করে বলছি, সেটা আমাকে বলুন দয়া করে। সে কি আপনাদের মধ্যে লুকিয়ে নেই-ই? সবাই ওরা আমার দিকে তাকাচ্ছে আর হাসতে শুরু করেছে। আমার যে চুরিটা হয়ে গেল নিশ্চয়ই এরা এর সঙ্গে জড়িত আছে, দেখবেন আপনারা। জলদি জলদি! তদন্ত করার ম্যাজিস্ট্রেট, সশস্ত্র পাহারাদার, জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট, বিচারক, যন্ত্রণা দিয়ে স্বীকারোক্তি নেবার লোক, ফাঁসিকাঠ, জল্লাদ! প্রতিটি লোককে ফাঁসি দিতে চাই আমি, আর আমার টাকা যদি ফিরে না পাই, তাহলে এরপর নিজেকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাব আমি!

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

আরপাগঁ, রাজকর্মচারী ও তার কেরানী

রাজকর্মচারী—ঠিক আছে, আমি দেখছি। ভগবানকে ধন্যবাদ, নিজের কাজটি কী করে করতে হয়, আমার জানা আছে। চুরি ধরার কাজটা আজ থেকেই কিছু আরম্ভ করছি না আমি। আর যতগুলো লোককে আমি ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়েছি ততগুলো হাজার ফ্রাঁ-ভরা টাকার থলে যদি আমি পেতাম!

আরপাগঁ—প্রতিটি রাজকর্মচারীই এ কাজটা হাতে নিতে আগ্রহী আর আমার টাকা যদি আমি ফিরে না পাই তাহলে আমি বিচারকদের কাছে বিচার চাইব।

রাজকর্মচারী—সব রকম দরকারী ব্যবস্থাই নিতে হবে। আপনি বলছেন ঐ টাকার বাক্সটিতে ছিল ··

আরপাগঁ—পাক্কা দশ হাজার 'এক্যু'।

রাজকর্মচারী—দ-শ-হা-জা-র 'এক্যু'!

আরপাগঁ—হাঁ, দশ হাজার 'এক্যু'।

রাজকর্মচারী—বেশ বড় ধরনের চুরি তো!

আরপাগঁ—এই অপকর্মের গুরুত্বের দিক থেকে কোন শাস্তিই যথেষ্ট কঠোর নয়, আর এ অপরাধটিও যদি শাস্তির হাত থেকে ফস্‌কে যায়, তাহলে সব থেকে পবিত্র জিনিসগুলোও আর নিরাপদ থাকবে না।

রাজকর্মচারী—ঐ টাকাটা কী ধরনের মুদ্রায় ছিল?

আরপাগঁ—সাচ্চা সোনার মুদ্রায় আর পাক্কা ওজনের পিস্তল-এ।

রাজকর্মচারী—এ চুরির জন্যে আপনি কাকে সন্দেহ করেন?

আরপাগঁ—প্রত্যেকটি লোককে; আপনি গোটা শহরের আর শহরতলীর বাসিন্দাদের গ্রেপ্তার করুন আমি চাই!

রাজকর্মচারী—আমার ওপর এ ব্যাপারে যদি আস্থা রাখেন তাহলে বলি, কাউকেই ভয় পাইয়ে দেওয়া ঠিক হবে না। খুব নিশ্চুপে কিছু প্রমাণ হস্তগত করতে হবে যাতে যে-টাকা আপনার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে শেষ পর্যন্ত সেটা ঠিক ঠিক মত উদ্ধার করা যায়।

পঞ্চম অঙ্ক

দ্বিতীয় দৃশ্য

জাক, আরপার্গ, রাজকর্মচারী, তার কেরানী

জাক—(মঞ্চের যে প্রান্ত থেকে এসেছে সে দিকে ফিরে যেতে যেতে) আমি একটু ঘুরে আসছি। কেউ যদি এক্ষুণি কেটে, পা'গুলো রোষ্ট করে, ফুটন্ত জলে ফেলে দিত এটাকে, সীলিং থেকে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করত এটাকে, ভাল হত।

আরপার্গ—কাকে? আমার টাকা যে চুরি করেছে, তাকে?

জাক—একটা শূকরছানার কথা বলছি আমি। আপনার ম্যানেজার এইমাত্র এটা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমার ইচ্ছা, এটাকে পছন্দমত করে আপনাদের জন্যে তৈরি করি।

আরপার্গ—কথা তো ওটা নিয়ে হচ্ছে না! এই যে ইনি এসেছেন অন্য ব্যাপারটি নিয়ে, তার সঙ্গে কথা বলা দরকার।

রাজকর্মচারী—একটুও ঘাবড়াবেন না। আপনার কোন বদনাম করার মত লোক নই আমি। আর ব্যাপারটি চালাব সন্তর্পণে।

জাক—ইনি কি আপনার নৈশভোজে আমন্ত্রিতদের একজন?

রাজকর্মচারী—এ ব্যাপারে, ভাই, তোমার মনিবের কাছ থেকে কিছুই লুকনো ঠিক নয়।

জাক—হুজুর, আপনাকে কী বলব, যা-কিছু তৈরি করতে জানি আমি নিশ্চয়ই সবই করে দেখাব, আর আমার পক্ষে যদ্দূর সম্ভব ভালভাবে আপনাদের আপ্যায়িত করব।

আরপার্গ—বিষয়টি তা নয়!

জাক—যদি আমি আপনাদের জন্তে যেরকম জলখাবার তৈরি করতে চেয়েছি তা করতে না পারি, তাহলে সে দোষটা আপনার ম্যানেজারের, তার খরচ কমানোর কাঁচি চালিয়ে আমার ডানা সে ছেঁটে দিয়েছে!

আরপার্গ—আরে, নেমকহারাম, নৈশভোজ নয়, কথা হচ্ছে অন্য ব্যাপার নিয়ে! আমার যে টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে, আমি চাইছি সে সম্পর্কে আমাকে কিছু খোঁজখবর তুমি দাও!

জাক—আপনার টাকা চুরি হয়ে গিয়েছে ?

আরপাগঁ—হাঁ রে, হতভাগা, হাঁ, আর তুই যদি সেটা ফিরিয়ে না দিস্ তো তোকে আমি ফাঁসিকাঠে ঝোলাব !

রাজকর্মচারী—নাঃ, পারা গেল না ; এর সঙ্গে একদম দুর্ব্যবহার করবেন না। এর চেহারা থেকেই আমি বুঝতে পারছি এ লোক ভাল, একে আর জেলখানায় পোরা দরকারই হবে না। আপনি যা জানতে চান সে আপনার কাছে সেটা প্রকাশ করে দেবে। হাঁ, ভাই, তুমি যদি ব্যাপারটা আমাদের কাছে স্বীকার করে ফেল, তাতে কোন ক্ষতিই তোমার হবে না, আর তোমার মনিব তোমাকে যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত করবেন। আজ তাঁর টাকা চুরি গিয়েছে আর তুমি এ ঘটনার কোন খবরই রাখ না এটা তো হতে পারে না !

জাক—(স্বগত) আমাদের ম্যানেজারের ওপর ঝাল মেটাবার জন্যে যা দরকার ঠিক তা-ই পেয়ে গেছি ! যেদিন থেকে এ বাড়ীতে সে ঢুকেছে, সে-ই পেয়ারের হয়ে গিয়েছে ; শুধু তার পরামর্শ ই শোনা হয়ে থাকে ; এ ছাড়া সেদিনের ঐ লাঠিপেটার চিহ্নও আমার শরীরে আছে।

আরপাগঁ—এত ভাববার কী আছে তোর ?

রাজকর্মচারী—ছাড়ুন না ; এ তো আপনাকে খুশী করার জন্যে নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছে, আর আমি তো বলেইছি লোকটি ভাল।

জাক—হুজুর, আপনি যদি চান ব্যাপারটি আপনাকে বলি, তাহলে আমার মনে হয় কাজটি করেছে আপনার ঐ পেয়ারের ম্যানেজারটি।

আরপাগঁ—ভাল্যার !

জাক—হাঁ।

আরপাগঁ—যাকে এত বিশ্বাসী মনে হয় আমার !

জাক—সে-ই। আমার ধারণা সে-ই আপনার টাকা সরিয়েছে।

আরপাগঁ—কী ভিত্তিতে তুই তা মনে করিস ?

জাক—কী ভিত্তিতে ?

আরপাগঁ—হাঁ।

জাক—এটা আমি মনে করি…যে ভিত্তিতে এটা আমি মনে করি সে ভিত্তিতে-ই।

রাজকর্মচারী—কিন্তু যে সমস্ত আভাস ইঙ্গিত তুমি পেয়েছ তা তো বলা দরকার!

আরপাগঁ—যে জায়গায় আমার টাকাটা আমি রেখেছিলাম তাকে কি তার চারদিকে ঘুরঘুর করতে দেখেছ?

জাক—হাঁ, ঠিক। আপনার টাকাটা কোথায় ছিল?

আরপাগঁ—বাগানে।

জাক—ঠিক, তাকে আমি বাগানে ঘুরঘুর করতে দেখেছি! আর এই টাকাটা কিসের মধ্য ছিল?

আরপাগঁ—একটি পেটিকার মধ্যে।

জাক—ঠিক তা-ই! তার কাছে আমি একটি পেটিকা দেখেছি।

আরপাগঁ—তা ঐ পেটিকাটির গড়নটা কী ধরনের ছিল? আমি বেশ করে দেখব ওটা আমার পেটিকা-ই কিনা।

জাক—ওটা কী ধরনের?

আরপাগঁ—হাঁ।

জাক—ঐ পেটিকাটির গড়নটা ছিল······গড়নটা ছিল ঠিক একটি পেটিকার মত!

রাজকর্মচারী—সে তো বটেই। কিন্তু আরও একটু বিশদ বিবরণ দাও যাতে ধরতে পারি।

জাক—সেটা বেশ একটা বড় পেটিকা ছিল।

আরপাগঁ—আমার যেটা চুরি গেছে সেটা তো ছিল ছোট!

জাক—এঁ্যা! হাঁ, সেরকম করে দেখতে চাইলে ছোটই, তবে আমি বড় বলছি ওটার ভেতরে যা ছিল সেদিক থেকে।

রাজকর্মচারী—আর ওটা কী রঙের?

জাক—কী রঙের?

রাজকর্মচারী—হাঁ।

জাক—এর রঙটা হচ্ছে·····ওর নাম কি, একটা বিশেষ রঙ্······আপনি আমাকে বলতে একটু সাহায্য করতে পারেন না কি?

আরপাগঁ—হুঁ?

জাক—ওটা কি লাল রঙ-এর নয়?

আরপাগঁ—না, ছাই ছাই রঙ-এর।

জাক—এঁ্যা! হাঁ, ছাই ছাই লাল। আমি তা-ই বলতে চেয়েছিলাম।

আরপার্গ—আর কোন সন্দেহ নেই, নিশ্চয়ই সেটাই এটা। লিখুন, মশাই, এর সাক্ষ্যটা লিখে নিন। হা ভগবান! কাকে আর এখন থেকে বিশ্বেস করা যাবে? আর কিছু নিয়েই শপথ করা চলবে না! মনে হয় এরপর নিজেই নিজেরটা চুরি করার মত লোক হয়ে দাঁড়াব!

জাক—হুজুর, এই যে সে ফিরে আসছে। তাকে অন্তত এ কথাটি বলবেন না যে ব্যাপারটা আমিই ফাঁস করে দিয়েছি।

পঞ্চম অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

ভাল্যার, আরপার্গ, রাজকর্মচারী ও তার কেরানী

আরপার্গ—এদিকে এসো! এদিকে এসে কবুল করে ফেল এমন একটি কথা যা খুবই লজ্জাকর আর কোনদিন কেউ করে নি এমন!

ভাল্যার—কী ব্যাপার, স্যার?

আরপার্গ—ওরে বেইমান, তোমার অপরাধের জন্যে লজ্জায় তোমার মুখ লাল হয়ে উঠছে না?

ভাল্যার—আপনি কোন্ অপরাধের কথা বলতে চাইছেন?

আরপার্গ—অসৎ, কোন্ অপরাধের কথা বলতে চাইছি আমি? যেন বুঝতে পারছ না কী আমি বলতে চাই! ব্যাপারটা চেপে যাবার বৃথা চেষ্টা করছ, সেটা বেফাঁস হয়ে গেছে, এইমাত্র সমস্ত কথা আমাকে জানানো হয়েছে। তাজ্জব ব্যাপার! আমার বদান্যতার অসদ্ব্যবহার করা এভাবে, আর আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করার উদ্দেশ্য নিয়েই আমার বাড়ীতে ঢুকে পড়া? ঐ রকম একটা ধাপ্পাবাজী করার জন্যে আমার সঙ্গে?

ভাল্যার—দেখুন, যখন সবই আপনাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমি আর ঘোর-প্যাঁচের মধ্যে যেতে চাই না।

জাক—আমি কি না-ভেবেচিন্তেই অনুমানটি করেছি?

ভাল্যার—এ ব্যাপারটা আপনাকে বলার ইচ্ছে ছিল, এর জন্যে একটা অনুকূল

পরিবেশের অপেক্ষায় আমি ছিলাম। কিন্তু ব্যাপারটা যখন এরকম মোড় নিয়েছে, আমার অনুরোধ আপনি কিছুমাত্র ক্ষুব্ধ হবেন না, একটু আমার যুক্তিগুলো শুনুন।

আরপার্গ—অসৎ চোর, কী ভাল যুক্তি আমাকে দিতে পার তুমি?

ভাল্যার—দেখুন, এ সব নাম কিন্তু আমার প্রাপ্য নয়। এটা ঠিক যে আপনার কাছে একটা অপরাধ আমি করে ফেলেছি, কিন্তু তা হলেও আমার দোষটা ক্ষমা পেতে পারে।

আরপার্গ—কী বললে? ক্ষমা পেতে পারে? ওত পেতে থাকা? এক ধরনের গুপ্ত হত্যা?

ভাল্যার—দয়া করে চটে যাবেন না। আমার কথা শুনলে আপনি বুঝবেন যে ক্ষতিটা যত বড় মনে করছেন তত বড় কিছু নয়।

আরপার্গ—ক্ষতিটা আমি যত বড় মনে করছি তত বড় কিছু নয়? কী বলছ এ সব? আমার রক্ত, আমার নাড়িভুড়ির ক্ষতিও বড় ক্ষতি নয়, বদমাস্?

ভাল্যার—আপনার রক্ত খারাপ হাতে পড়েনি। এমন এক পদমর্যাদার লোক আমি যে আপনার ওপর কোন অপবাদ আসবে না, আর এ সমস্তের মধ্যে এমন কিছুই নেই যার সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আমি করতে পারি না।

আরপার্গ—ঠিক সেটিই আমি চাই, আমার যা তুমি ছিনিয়ে নিয়েছ তা আবার আমাকে ফিরিয়ে দাও!

ভাল্যার—আপনার মানসম্মান সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ থাকবে।

আরপার্গ—এর মধ্যে মানসম্মানের প্রশ্ন আসছে না। কে তোমাকে এ কাজ করতে খুঁচিয়ে দিয়েছে বল।

ভাল্যার—হায় রে, আমাকে এ প্রশ্ন করছেন আপনি?

আরপার্গ—হাঁ, নিশ্চয়ই এ প্রশ্ন তোমাকে আমি করছি।

ভাল্যার—ভালোবাসার দেবতা যিনি এ সমস্ত কিছু ঘটবার পেছনের যুক্তি, তিনিই করেছেন।

আরপার্গ—ভালোবাসার দেবতা!

ভাল্যার—হাঁ।

আরপার্গ—খুব বাহারের ভালোবাসাই বটে—আমার স্বর্ণমুদ্রার জন্যে ভালোবাসা!

ভাল্যার—না, স্যার, আপনার টাকাপয়সা আমাকে লোভ দেখায় নি; শপথ নিয়ে বলছি, আপনার টাকাপয়সার ওপর কোন দাবিই আমি করছি না, যদি যা পেয়েছি তা আমাকে রাখতে দেন।

আরপাগ'—কিছুতেই নয়! সেটা কোনমতেই তোমাকে আমি আদৌ দিচ্ছি না। কিন্তু দুঃসাহসটা দেখ একবার! আমার যা চুরি করেছে তা রেখে দিতে চায়!

ভাল্যার—ওটাকে কি একটা চুরি বলছেন আপনি?

আরপাগ'—ওটাকে চুরি বলছি কিনা? ঐ পরিমাণ টাকাপয়সা সম্পদ নেওয়াকে?

ভাল্যার—এ যে একটি সম্পদ তা সত্যি, আপনার সম্পদের মধ্যে সবচেয়ে দামী সম্পদ, কিন্তু এটি আমাকে রাখতে দিলে একে হারানো বলা যায় না; আপনার কাছে আমি হাঁটু গেড়ে সে সুন্দর সম্পদটি চাইছি, আর ভালোর জন্যেই, আপনার আমাকে তা দিয়ে দেওয়া উচিত।

আরপাগ'—আমি এর কিছুই করব না! এতে কী বলার আছে?

ভাল্যার—আমরা দু'জন দু'জনের প্রতি বিশ্বস্ততার প্রতিশ্রুতি নিয়েছি, আর শপথ করেছি দু'জন দু'জনকে একেবারেই ছেড়ে যাব না।

আরপাগ'—খুবই প্রশংসা করার মত শপথ, আর প্রতিজ্ঞাটি মজারই বটে!

ভাল্যার—হাঁ, আমরা দু'জন দু'জনকে এক হয়ে সারাজীবন থাকার কথা দিয়েছি।

আরপাগ'—আর আমি এই বলে দিচ্ছি আমি এতে শক্ত বাধা দেব!

ভাল্যার—মৃত্যু ছাড়া আর কিছুই আমাদের ছাড়াছাড়ি করাতে পারছে না।

আরপাগ'—এটা হচ্ছে আমার টাকাপয়সার পেছনে বেপরোয়া হয়ে ছোটা!

ভাল্যার—আপনাকে, স্যার, আমি আগেই বলেছি যে যা আমি করেছি তাতে লাভালাভের ভাবনা আমাকে একেবারেই চালায়নি। আমি যে উদ্দেশ্যে চালিত হয়েছি আপনি ভাবছেন, তার থেকে অনেক উঁচুদরের জিনিস আমাকে এ সঙ্কল্প নিইয়েছে।

আরপাগ'—আপনারা তো দেখছেন কী খ্রীস্টান সুলভ ভালোবাসা প্রীতির জন্যেই সে আমার টাকাপয়সা পেতে চায়, কিন্তু ব্যাপারটির শেষ আমি দেখে নেব; আর ন্যায় বিচারই আমার সবকিছুর জন্য ক্ষতিপূরণ করবে, বেয়াদব, বদমাস!

ভাল্যার—যেমন ইচ্ছে আইনের ব্যবহার করুন আপনি; আপনার মন চায় এমন

সমস্ত কঠোর ব্যবহার সহ্য করতে প্রস্তুত আমি, তবে অন্তত এটা মনে রাখবেন, আমার অনুরোধ, যদি খারাপ কিছু হয়ে থাকে তার জন্যে শুধু আমাকেই দায়ী করা ঠিক হবে, আপনার মেয়ে এ সমস্তর জন্যে কোনভাবেই দোষী নয়।

আরপাগঁ—ওটা আমি ভালই জানি! এই অপরাধে আমার মেয়ের জড়িত থাকাটা খুবই অবাক করার মত ব্যাপার হোত। কিন্তু আমি আমার সম্পদটি আবার দেখতে চাই, আর আমার কাছে তুমি স্বীকার করে ফেল কোথায় তা সরিয়ে নিয়ে গেছ তুমি!

ভাল্যার—আমি? তাকে মোটেই সরিয়ে নিয়ে চলে যাইনি আমি, এখনো সে আপনার বাড়ীতেই আছে।

আরপাগঁ—(একান্তে) ওহো, প্রাণের পেটিকা আমার। (উঁচু গলায়) সেটা আমার বাড়ী থেকে মোটেও চলে যায়নি?

ভাল্যার—না, স্যার।

আরপাগঁ—ঠিক বলছ! তাহলে একথাটা আমাকে একটু বলতো: ওটাকে তুমি একটুও ছোঁও নি?

ভাল্যার—তাকে ছোঁব আমি? আমার ওপর যেমন তার ওপরও তেমনি অবিচার করছেন আপনি; তা ছাড়া তার জন্যে আমার মনে একটা পবিত্র আর সশ্রদ্ধ আবেগ আমি জিইয়ে রেখেছি।

আরপাগঁ—জিইয়ে রেখেছ আমার পেটিকার জন্যে!

ভাল্যার—তার কাছে কোন অবমাননাকর ভাব প্রকাশ করা থেকে বরঞ্চ মরে যেতে আমি বেশী পছন্দ করব। সে এত ধীরস্থির আর সহজ সরল স্বভাবের যে তাকে নিয়ে ওরকম ভাব আসতেই পারে না।

আরপাগঁ—খুব 'সহজ সরল' আমার পেটিকা!

ভাল্যার—আমার সমস্ত কামনাবাসনা তাকে চোখে দেখার আনন্দের মধ্যে সীমিত আর তার জন্যে তার সুন্দর চোখগুলো আমার মধ্যে যে ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে তাকে মন্দ কোন কিছুই অপবিত্র করতে পারে না।

আরপাগঁ—আমার পেটিকার 'সুন্দর চোখগুলো'! একজন প্রেমিক তার প্রেমের

পাত্রী সম্পর্কে যেভাবে কথা বলে এ তো এই পেটিকা নিয়ে তা-ই করছে !

ভাল্যার—স্যার, ক্লোদ নামের মহিলাটি এ ব্যাপারের খাঁটি তথ্য জানেন, আর তিনি আপনাকে সাক্ষ্য প্রমাণ দিতে পারবেন…

আরপাগঁ—কী বললে ? আমার পরিচারিকা এই দুষ্কর্মে একজন সহযোগী ?

ভাল্যার—হাঁ, স্যার, আমাদের বাগ্‌দানের সাক্ষী ছিলেন তিনি, আর আমার ভালোবাসা যে আন্তরিক তা জানার পরই তিনি আপনার মেয়ের প্রতিশ্রুতি তাকে নিতে রাজী করার কাজে আমাকে সাহায্য করেছেন ।

আরপাগঁ—আরে ! আইনের ভয়ে সে কি প্রলাপ বকতে শুরু করল নাকি ? আমার মেয়েকে নিয়ে কী সব কথা বলে যাচ্ছ তুমি ?

ভাল্যার—স্যার, আমি বলছি এই যে আমার ভালোবাসা যে পথ নিতে চেয়েছে তাতে তার লাজুক মনকে রাজী করতে আমার ভীষণ বেগ পেতে হয়েছে ।

আরপাগঁ—কার লাজুক মন ?

ভাল্যার—আপনার মেয়ের, আর গতকালই শুধু আমাদের বিয়ের প্রতিশ্রুতিপত্রে পরস্পরের সই দেবার ব্যাপারে তিনি তাঁর মন ঠিক করতে পেরেছেন !

আরপাগঁ—তোমাকে বিয়ে করতে প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করেছে আমার মেয়ে ।

ভাল্যার—হাঁ, স্যার, আমিও যেমন আমার দিক থেকে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করে তাকে দিয়েছি ।

আরপাগঁ—হা ভগবান্ ! আরো একটি মানসম্মান খোয়ানোর ব্যাপার !

জাক—(রাজকর্মচারীকে) লিখুন, মশাই, লিখে নিন্ ।

আরপাগঁ—ক্ষতির ওপরে ক্ষতি ! হতাশার ওপর হতাশা ! আসুন, মশাই, আপনার দায়িত্বে যা করনীয় তা করুন ! আমার পক্ষে আর তার বিরুদ্ধে চুরি আর ক্ষতিকর কাজের মন্ত্রণাদাতা হিসেবে মামলা দায়ের করুন !

ভাল্যার—এ সব নাম আমার একেবারেই প্রাপ্য নয় ; আর যখন লোকে জানবে আমি কে…

পঞ্চম অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

এলিজ, মারিয়ান, ফ্রোজিন, আরপাগঁ, ভাল্যার, জাক, রাজকর্মচারী, তার কেরাণী

আরপাগঁ—আরে কুচক্রী মেয়ে! আমার মত বাবার অযোগ্য মেয়ে! তোমাকে যে শিক্ষা দিয়েছি সেটা তুমি এভাবে আমার ওপর কাজে লাগাচ্ছ? একটা কুখ্যাত চোরের প্রেমে নিজেকে তুমি ধরা দিয়েছ? কিন্তু দুজনেই তোমরা ঠকে যাবে! (এলিজকে) চারটি উঁচু দেয়াল তোমার এই ব্যবহারের জন্যে আমার জবাব দেবে। আর (ভাল্যারকে) তোমার বেয়াদবির জন্যে ক্ষতিপূরণ করবে একটা মজবুত ফাঁসিকাঠ!

ভাল্যার—ব্যাপারটার বিচার আপনার রাগ করবে না মোটেই। আর আমাকে শাস্তি দেবার আগে আমার কথাও নিশ্চয়ই শোনা হবে।

আরপাগঁ—ফাঁসিকাঠ বলাটা আমার ভুল হয়েছে। তোমাকে জীবিতাবস্থায় চাকায় বেঁধে হাড়গোড় ভাঙ্গা হবে!

এলিজ—(তার বাবার কাছে নতজানু হয়ে) বাবা, মিনতি করছি, আপনার মনটা আরো একটু নরম করুন, আর বাবা মা'র ক্ষমতাকে সব থেকে নিষ্ঠুর ব্যবহারের দিকে ঠেলে নিয়ে যাবেন না! আপনার রাগের প্রথম ঝোঁক দিয়েই নিজেকে চালাবেন না! কী করতে চান আপনি সেটা ভেবে দেখার সময় আপনি নিন। যে আপনাকে ক্ষুব্ধ করেছে তাকে আরও ভাল করে বোঝার চেষ্টা একটু কষ্ট করে করুন। আপনার চোখে সে যেরকম দেখাচ্ছে, আসলে সে একেবারেই অন্য ধরনের। আমি যে নিজেকে এঁর হাতে সঁপে দিয়েছি সে আপনার কাছে এত অস্বাভাবিক মনে হবে না যখন আপনি জানবেন যে এঁকে না হলে অনেক দিন আগেই আমাকে আপনি হারাতেন। হাঁ, বাবা, আপনি জানেন জলের মধ্যে যে ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম আমি, তা থেকে তো ইনিই আমাকে বাঁচিয়েছিলেন! এঁর কাছে আপনি আপনার মেয়ের জীবনের জন্যে ঋণী, যে মেয়ের···

আরপাগঁ—এসব কোন কাজের কথাই নয় আর এ তোমার জন্যে যা করেছে তা

না করে তোমাকে যদি ডুবে মরতে দিত তাহলে সেটাই বরঞ্চ আমার পক্ষে অনেক ভাল হোত!

এলিজ—বাবা, বাবার স্নেহের দাবিতে আমি আপনার কাছে মিনতি করছি, আমাকে···

আরপাগঁ—না, না, কোন কথাই আমি শুনতে চাই না, আর আইন তার কাজ করে যাক এটাই দরকার।

জাক—(স্বগত) লাঠি দিয়ে আমাকে পেটাবার দাম এবার তোমার আমাকে দিতে হবে!

ফ্রোজিন—এ তো এক অদ্ভুত গোলমেলে অবস্থা!

পঞ্চম অঙ্ক

পঞ্চম দৃশ্য

আঁসেল্‌ম, আরপাগঁ, এলিজ, মারিয়ান, ফ্রোজিন, ভাল্যার, জাক, রাজকর্মচারী ও তার কেরাণী

আঁসেল্‌ম—কী ব্যাপার, মি আরপাগঁ? আপনাকে খুব বিচলিত দেখছি!

আরপাগঁ—মিঃ আঁসেল্‌ম, আপনি দেখছেন আমাকে যে কিনা সমস্ত লোকের মধ্যে সব থেকে দুর্ভাগা! আর যে বিয়ের চুক্তি পাকা করতে আপনি এসেছেন সে ব্যাপারেও বেশ গণ্ডগোল আর বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আমার টাকাপয়সার ব্যাপারে আমাকে গুপ্তহত্যা করা হয়েছে, আমার মানসম্মানের ব্যাপারে আমাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে, আর ঐ দেখছেন একটা বেইমান, একটা বদমাস যে সব থেকে পবিত্র দাবিগুলোর অবমাননা করেছে! বাড়ীর পরিচারকের কাজ নিয়ে বাড়ীতে ঢুকেছে আমার টাকাপয়সা চুরি করতে আর আমার মেয়েকে অন্যায়ভাবে বেআইনী কাজে খুঁচিয়ে দিতে!

ভাল্যার—আপনার টাকাপয়সার কথা কে ভাবছে, যা নিয়ে অনর্থক তালগোল পাকানো অনেক কথা আপনি আমাকে বলেছেন?

আরপাগঁ—হাঁ, ওরা একজন অন্যজনকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মিঃ

আঁসেলম, এই প্রকাণ্ড অসম্মান আপনাকেও ছুঁয়েছে; এর বিরুদ্ধে আপনাকে দাঁড়াতে হবে, আর এর বেয়াদবির প্রতিশোধ নেবার জন্যে বিচারের সবরকম পথই নিতে হবে।

আঁসেল্ম—জোর করে নিজেকে বিয়ে করাবার কোন পরিকল্পনা আমার নেই; যার মন অন্যকে দেওয়া হয়ে গিয়েছে তার ওপর কোন দাবি করারও; তবে আপনার স্বার্থে আমি বিচারের পথ নিতে রাজী আছি যেন ব্যাপারটা আমার নিজেরই এ ধরনে।

আরপাগঁ—এই যে ইনি একজন কর্তব্যপরায়ণ রাজকর্মচারী যিনি বলেছেন আমাকে, তিনি তার পদের দায়িত্ব ভুলবেন না; তাকে যথাযথ নির্দেশ দিন আর ব্যাপারটা খুবই দূষণীয় বলে দাঁড় করান।

ভাল্যার—আমি বুঝতে পারছি না আপনার মেয়ের জন্যে আমার ভালোবাসা—এর থেকে আমার বিরুদ্ধে কী অপরাধ দাঁড় করাতে পারেন আর আমাদের বাগ্‌দানের জন্যে যে শাস্তি আমাকে পেতে হতে পারে বলে আপনারা মনে করেন, আমি কে জানলে…

আরপাগঁ—ওসব গালগল্পের কোন আমলই দিই না আমি! আজকের দিনের দুনিয়াটা শুধু আভিজাত্যের জুয়াচোরদের দিয়েই ভরে উঠেছে যারা অজ্ঞাতকুলশীল হওয়া থেকে সুযোগ-সুবিধে বের করে নেয় আর অজ্ঞাত-পরিচয় প্রথম যে বনেদী নাম নেবার কথা মাথায় আসে তাকেই তা দিয়েই নিজেদের সাজিয়ে নেয়!

ভাল্যার—আপনি এটা জেনে রাখুন যে আত্মসম্মানবোধ আমার যথেষ্টই আছে, যেজন্যে আমার নয় এমন জিনিস দিয়ে নিজেকে আমি সাজাব না; সারা নেপল্‌স্ শহর আমার বংশের সাক্ষী দিতে পারে!

আঁসেল্ম—খুব ভাল কথা! তুমি যা বলতে যাচ্ছ একটু হুঁশিয়ার হয়ে বল। তুমি জান না এ ব্যাপারে কী ঝুঁকি তুমি নিচ্ছ। এমন একজন লোকের সামনে তুমি কথা বলছ যার সমস্ত নেপল্‌স্ শহরই জানা আছে, আর যিনি তুমি যে বিবরণ দিতে যাচ্ছ তার সত্য মিথ্যা পরিষ্কার ধরতে পারবেন।

ভ্যালার—(গর্বিতভাবে তার টুপি পড়ে) ভয় পাবার মত লোক আমি

একেবারেই নই, আর যদি নেপল্‌স্ শহর আপনার জানা হয়েই থাকে তাহলে দম্ তমাস্ দালবুরচি কে ছিলেন তা আপনি জানেন।

আঁসেলম—নিশ্চয়ই তা আমি জানি, আর আমার থেকেও ভালভাবে কম লোকই তাঁকে জানত।

আরপাগঁ—দম্ তমাস বা দম্ মার্তিন নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না।

আঁসেল্‌ম—একটু বলতে দিন তাকে। আমরা দেখব এ নিয়ে কী সে বলতে চায়।

ভাল্যার—আমি বলতে চাই যে তিনিই আমার জন্মদাতা।

আঁসেলম—তিনি!

ভাল্যার—হাঁ।

আঁসেলম—যাও, যাও, তুমি কি তামাসা করছ? অন্য কোন একটা কাহিনী খুঁজে বের কর যেটাতে একটু বেশী সফল তুমি হবে। নিজেকে এই প্রতারণার ভেতর দিয়ে বাঁচাতে চেয়ো না।

ভাল্যার—কথাটা একটু ভাল করে বলুন না! এটা প্রতারণা নয় মোটেই, আর এমন কিছু আমি পেশ করছি না যা সত্য প্রমাণ করা আমার পক্ষে সহজ নয়।

আঁসেলম—কি? দম তমাস দালবুরচির ছেলে তুমি একথা বলার দুঃসাহস করছ!

ভাল্যার—হাঁ, করছি, আর যে-ই আসুক না কেন তার সামনেই এর সত্যতা প্রমাণ করতে আমি তৈরী।

আঁসেল্‌ম—অবাক করার মত দুঃসাহস বটে! এটা জানলে তুমি চুপ হয়ে যাবে যে যাঁর কথা তুমি বলছ তিনি তাঁর স্ত্রী আর ছেলেমেয়ে নিয়ে অন্তত ষোল বছর আগে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছেন; তখন তিনি নেপল্‌স্-এর অরাজকতা আর তার সঙ্গে নিষ্ঠুর নির্যাতন থেকে (যে গোলমালের ফলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার নির্বাসিত হয়) পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছিলেন।

ভাল্যার—হাঁ, এবার আপনি চুপ হয়ে যান এটা জেনে যে তাঁর সাত বছরের ছেলে আর বাড়ীর একজন পরিচারক ঐ জাহাজডুবি থেকে একটি স্প্যানিশ জাহাজের সাহায্যে বেঁচে যান, আর সে বেঁচে যাওয়া ছেলেই আপনার সঙ্গে কথা বলছে; এও জেনে রাখুন ঐ জাহাজের কাপ্তান আমার

দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হয়ে আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ হন, আমাকে তাঁর নিজের ছেলের মত লালনপালন করে বড় করে তোলেন, আর যখন থেকে আমি এর যোগ্য হলাম তখন থেকেই সৈনিকবৃত্তিই আমার পেশা হল। অল্প কিছুদিন আগে আমি জানতে পেরেছি আমার বাবা (যিনি মারা গিয়েছেন বলে আমি সবসময়ই ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম) মারা যাননি মোটেই ; তাঁর খোঁজে এদিক দিয়ে যাবার সময় ভগবানের বিধানে সুন্দরী এলিজ আমার চোখে পড়ে, আর এই দেখার ফলে আমি তার সৌন্দর্যের দাস হয়ে পড়ি। আমার ভালোবাসার তীব্রতা আর তার বাবার কঠোরতার ফলে তার বাড়ীতে নিজেকে হাজির করে বাবা মা'র খোঁজে অন্য আর একজন লোককে পাঠাব ঠিক করি।

আঁসেল্ম—কিন্তু এক তোমার কথা ছাড়া এর আর কী প্রমাণ আমাদের আশ্বস্ত করতে পারে যে সামান্য কিছু তথ্যের ভিত্তিতে তুমি এক গল্প ফাঁদছ না ?

ভাল্যার—প্রমাণ হচ্ছে স্প্যানিশ কাপ্তান, একটি চুনির সীলমোহর, যেটা ছিল আমার বাবার, দামী অ্যাগাট-মণি দিয়ে তৈরী একটি ব্রেসলেট যা আমার মা আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন, বুড়ো পরিচারক পেদ্রো যে আমারই সঙ্গে জাহাজডুবি থেকে বেঁচে গিয়েছিল।

মারিয়ান—তোমার কথা শুনে আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি তুমি কিছুমাত্র প্রতারণা করছ না, আর তুমি যে সমস্ত কথা বলেছ তা পরিষ্কারই জানতে দিচ্ছে যে তুমি আমার ভাই।

ভাল্যার—তুমি বোন আমার !

মারিয়ান—হা, তুমি বলতে শুরু করামাত্র আমার মন দুলে উঠেছে ; আমাদের মা হাজারো বার আমাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছেন ; তোমাকে দেখলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে যাবেন। ভগবান ঐ শোচনীয় জাহাজডুবিতে আমাদেরও মোটেই শেষ করে ফেলেননি ; তবে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন শুধু আমাদের স্বাধীনতার বিনিময়েই। কয়েকজন জলদস্যু আমার মা'কে আর আমাকে জাহাজের ধ্বংসস্তূপের ভেতর থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। দশ বৎসর দাসত্বের পর একটা

সুবিধেজনক ঘটনার ভেতর দিয়ে আমাদের স্বাধীনতা আমরা ফিরে পাই আর নেপলসে ফিরে আসি। সেখানে এসে দেখি আমাদের সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি বিক্রী হয়ে গেছে, আর আমাদের বাবার কোন হদিস নেই। আমরা জেনোয়া-তে চলে গেলাম; সেখানে আমার মা একটা ভাগাভাগি করা সম্পত্তির উত্তরাধিকারের ছিটেফোঁটা জোগাড় করার কাজে লেগে যান, আর সেখানে তার বাবা-মা'র বর্বরোচিত অবিচার থেকে পালিয়ে তিনি এখানে আসেন আর এখানে তিনি বলতে গেলে তিলে তিলে ক্ষয় হচ্ছে এমন একটি জীবন কাটিয়ে যাচ্ছেন।

আঁসেল্ম—ভগবান, তোমার শক্তির কী বিচিত্র পরিচয়। তুমি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছ যে অলৌকিক ঘটনা ঘটানোর ক্ষমতা শুধু তোমারই আছে। এসো, আমার ছেলেমেয়েরা, এসো, আমাকে জড়িয়ে ধর আর তোমাদের দুজনের আনন্দের উচ্ছ্বাস আমার আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে দাও!

ভাল্যার—আপনি আমাদের বাবা।

মারিয়ান—আপনার জন্যেই আমাদের মা কেঁদে কেঁদে সারা হচ্ছেন!

আঁসেলম—হাঁ, আমার মেয়ে, আমার ছেলে, হাঁ, তা-ই, আমিই দম্ তমাস্ দাল্‌বুরচি; ভগবানই আমাকে সমুদ্রের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন আর সে সঙ্গেই সমস্ত ধনসম্পত্তিও; ষোল বছরেরও বেশী সময়ের মধ্যে তোমরা আর বেঁচে নেই এই ধারণাতে জলপথে অনেকদিন ঘুরে বেড়ানোর পর একটি শান্ত ও নম্র বিনীত পাত্রীর সঙ্গে বিয়ের ভেতর দিয়ে নতুন একটি পরিবার গড়ে তুলে সান্ত্বনা পাবার জন্যে আমি নিজেকে তৈরি করছিলাম। এ জীবনে ঐ শহরে ফিরে যাবার খুব কম সম্ভাবনা দেখে, ঐ শহরকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে আসার সিদ্ধান্ত আমি নিই, আর আমার যা-কিছু ছিল তা সব বেচে দেবার সুযোগ পেয়ে আমি আঁসেল্ম এই নাম নিয়ে এখানে দিন কাটিয়ে যাচ্ছি। আমার অন্য নামটি আমার যত দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে তার দুঃখ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছি।

আরপাগঁ—এই ছেলেটি আপনার?

আঁসেল্ম—হাঁ।

আরপাগঁ—আমার যে দশ হাজার 'এক্যু' সে চুরি করেছে সেগুলো মিটিয়ে দেবার জন্যে আপনার নামে আমি মামলা দায়ের করছি।

আঁসেল্ম—আপনার টাকা চুরি করেছে সে!

আরপাগঁ—হাঁ, সে-ই।

ভাল্যার—কে আপনাকে এ কথা বলেছে?

আরপাগঁ—জাক।

ভাল্যার—কি, তুমি বলেছ একথা?

জাক—দেখছেন তো, আমি কিছুই বলছি না।

আরপাগঁ—হাঁ, বলেছে; এই রাজকর্মচারী তার বিবৃতি নিয়েছেন।

ভাল্যার—এমন একটি কাপুরুষের কাজ আমি করতে পারি বলে বিশ্বেস করতে পারেন আপনি?

আরপাগঁ—করতে পার কি না পার, আমি আমার টাকা ফিরে চাই।

পঞ্চম অঙ্ক

ষষ্ঠ দৃশ্য

ক্লেঁাত, ভাল্যার, মারিয়ান, এলিজ, ফ্রোজিন, আরপাগঁ, আঁসেল্ম, জাক, লা ফ্লাস, রাজকর্মচারী, তার কেরানি

ক্লেঁাত—বাবা, আপনি অস্থির হবেন না, আর কাউকেই দোষী বলে ধরে নেবেন না। আপনার এই ব্যাপারটির কিছু খবর আমি বের করে ফেলেছি। এখানে আমি আপনাকে জানাতে এসেছি যে আপনি যদি আমাকে মারিয়ানকে বিয়ে করতে দিতে মন ঠিক করে ফেলতে রাজী থাকেন তাহলে আপনার টাকা আপনাকে ফেরত দেওয়া হবে।

আরপাগঁ—টাকাটা কোথায়?

ক্লেঁাত—এ নিয়ে আপনি মোটেও মাথা ঘামাবেন না। এটা এমন জায়গায় আছে যার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমি নিচ্ছি। সমস্তই কেবলমাত্র আমারই ওপর নির্ভর করছে। আপনি আমাকে বলুন কী ঠিক

করলেন। এর একটা আপনি বেছে নিতে পারেন—হয় মারিয়ানকে আমাকে দেওয়া নয়তো আপনার টাকার পেটিকা হারানো।

আরপাগ—ওটার ভেতর থেকে কেউ কিছু সরায়নি তো ?

ক্লেয়াঁত—কিছু না। আপনি দেখুন এই বিয়ের চুক্তিতে সই করাটা আপনার ইচ্ছে কিনা। তাঁর মা তাঁকে আমাদের মধ্যে একজনকে পছন্দ করার স্বাধীনতা দিয়েছেন। তাঁর সম্মতির সঙ্গে আপনার সম্মতি যোগ করে দেবেন কিনা দেখুন।

মারিয়ান—তুমি কিন্তু জান না যে ঐ সম্মতিই যথেষ্ট নয়; ভগবান আমাকে একটি ভাই—তুমি দেখছ তাকে—আর সে সঙ্গে একজন বাবাকেও দিয়েছেন! তোমার তাঁর কাছ থেকে আমাকে পেতে হবে।

আঁসেল্ম—দেখ, বাছারা, ভগবান মোটেই তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবার জন্যে আমাকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে দেন নি। মিঃ আরপাগ, আপনি এ বিচার করে ঠিকই করেছেন যে একটি তরুণীর পছন্দ কোন বাবার ওপর থেকে তার ছেলের ওপরই বরঞ্চ বর্তাবে। আসুন, অপ্রিয় কিছু শোনাবেন না, আর এই জোড় বিয়েতে আপনিও আমার মত রাজী হয়ে যান।

আরপাগ—আমাকে পরামর্শ দিতে গেলে আমার টাকার পেটিকাটি আমার দেখার ব্যবস্থা করা তো একটু দরকার হয়ে পড়ছে!

ক্লেয়াঁত—সেটি বেশ অক্ষত আর অটুট অবস্থায়ই আপনি দেখতে পাবেন।

আরপাগ—আমার ছেলেমেয়েদের বিয়েতে দেবার মত আমার মোটেও টাকা-পয়সা নেই।

আঁসেল্ম—আচ্ছা, আচ্ছা, তাদের জন্যে আমার তা আছে; ওটা যেন আবার আপনাকে অশান্তি না দেয়!

আরপাগ—এই দুটি বিয়ের সমস্ত খরচপত্র করার দায়িত্ব আপনি নিচ্ছেন?

আঁসেল্ম—হাঁ, নিচ্ছি, আপনি খুশী?

আরপাগ—হাঁ, যদি এই বিয়ের জন্যে আমাকে আপনি একটি পোশাকের ব্যবস্থা করে দেন।

আঁসেল্ম—রাজী; আসুন, এই সুখের দিনটি আমাদের যে আনন্দ উপহার দিচ্ছে তা উপভোগ করি আমরা!

রাজকর্মচারী—আরে মশাইরা। একটু স্থির হয়ে শুনুন দয়া করে। এই যে বিবৃতিগুলো আমি লিখে নিলাম এর জন্যে আমার পাওনাটা কে দেবে?

আরপাগঁ—আপনার এই লেখাগুলো দিয়ে কী হবে আমাদের?

রাজকর্মচারী—বাঃ বেশ! কিন্তু এগুলো তো বিনি পয়সায় করেছি বলে আমি মেনে নিতে পারি না।

আরপাগঁ—আপনার পাওনা হিসেবে (জাককে দেখিয়ে) এই লোকটি আপনাকে দিচ্ছি একে ফাঁসি দেবার জন্যে।

জাক—হায় রে, তাহলে করি কি আমি? সত্যি কথা বললে লাঠিপেটা করে, আবার মিথ্যা কথা বললে আমাকে ফাঁসি দিতে চায়!

আঁসেল্‌ম—মিঃ আরপাগঁ, তার এই ফাঁকিজুকিটাকে তো একটু মাপ করে দিতে হবে।

আরপাগঁ—রাজকর্মচারীর পাওনাটা তাহলে মিটিয়ে দেবেন আপনি?

আঁসেল্‌ম—বেশ, তাই হোক। চল, মা'কেও আনন্দের অংশীদার করে নিতে জলদি যাই।

আরপাগঁ—আর আমি যাই আমার প্রিয়তম টাকার পেটিকাটি দেখতে।

* * *

টীকা-টিপ্পনী

(১) 'জাতে ওঠার পাঁচালি (ল্য বুর্জোয়া জ াতীয়ম্)

('ভূমিকা'তে বলা হয়েছে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর **'হঠাৎ নবাব'** এই নাম দিয়ে মোলিয়্যার-এর এই নাটকটির একটি 'স্বাধীন' অনুবাদ করেন প্রায় একশত বৎসর আগে। এ নিয়ে একটি বিস্তৃত আলোচনা করেছি এ গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট'-তে। এই টীকা-টিপ্পনীতেও প্রসঙ্গক্রমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুবাদের উল্লেখ ছাড়াও কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য একেবারে বাদ দেওয়া যায় নি।)

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

পৃষ্ঠা লাইন

১ ৯ 'এই ব্যক্তিটি'—এ নাটকের মুখ্য চরিত্র মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ ('Le Bourgeois') যাঁর সম্ভ্রান্ত হবার 'সাধ' হয়েছে কিন্তু 'সাধ্য' নেই, যিনি নাচ গান 'এ সব ভাল বোঝেন না' (পৃষ্ঠা ৪, লাইন ৬), যিনি সমস্ত কিছু সম্পর্কে 'উল্টো পাল্টা কথাবার্তা বলে থাকেন আর উল্টো পাল্টা প্রশংসা করে থাকেন' (পৃঃ ৫, লাঃ ২-৩) এবং 'সম্ভ্রান্ত' ('Gentilhomme') হবার চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত সফল হন নি, নিজেকে হাস্যকর করে তুলেছেন এবং নিজ বাড়ীর লোকজনের বিদ্রূপ মন্তব্যের শিকার হয়েছেন।

৫ ৬ 'যে চৌকস সম্ভ্রান্ত লোকটি'—দোরাঁত, এক সম্পদহীন অভিজাত বংশের 'চালবাজ' লোক, যে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর কাছ থেকে ফিরিয়ে দেবার মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে ক্রমাগত ঋণ করে তার বাঞ্ছিতা পাত্রী অভিজাত দোরিম্যান্-এর জন্যে ব্যয় করে চলেছে। এমন কি মঁসিয়ে জুরদ্যাঁও ঐ মহিলাতে আকৃষ্ট জেনে তাঁর কাছ থেকে তাঁর হয়ে ঐ মহিলাকে দেবে এই মিথ্যে ভরসা দিয়ে উপহার উপঢৌকন নিয়ে (যেমন একটি দামী হীরে) নিজেই সেগুলো দিচ্ছে একথাই মহিলাটিকে বুঝিয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত তাঁকে বিয়ে করার ব্যবস্থাও পাকা করে ফেলেছে, মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে সম্পূর্ণ ধোঁকা দিয়ে, যার ফলে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ শেষ পর্যন্ত মূর্খের স্বর্গেই থেকে যান এই বিশ্বাস নিয়ে যে, দোরাঁত বন্ধুভাবে তাঁর স্বার্থে সবই করে যাচ্ছে,

পৃষ্ঠা লাইন

আর ঐ সম্ভ্রান্ত মহিলাকে তিনিই পাবেন। (সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক পাতা মঁসিয়ে জুর্দ্যার কাছে নিজেকে সম্ভ্রান্ত করার বা জাতে তোলার অন্যতম বিশেষ একটি পন্থা।)

৬ ৯ 'সম্ভ্রান্ত লোকেরা যেমন পোষাক পরে থাকেন'—জাতে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় মঁসিয়ে জুর্দ্যা সম্ভবমত সবই করবেন, সম্ভ্রান্ত লোকদের মত পোষাক পরবেন, তাদের মত নাচ, গান, তরোয়াল খেলা, লেখাপড়া সবই শিখবেন। এতে এমনিতে দোষের কিছু নেই কিন্তু তিনি যদি তাঁর এ সব 'কলা' বিদ্যা আহরণে নিজের অক্ষমতা বুঝে সে চেষ্টা ছেড়ে দিতেন তাহলে নিজেকে আর হাস্যকর করে তুলতেন না। (অবশ্যি তাহলে মোলিয়্যার-এর এ নাটক এবং এ চরিত্রও আমরা হারাতাম।) এ সম্পর্কে একটি জানা তথ্য এখানে যোগ করে দেওয়া বোধহয় অসমীচীন হবে না। তথ্যটি এবার আছে Moriz Winternitz-এর মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে লেখার এক অনুবাদে যা প্রকাশিত হয়েছে 'দেশ' পত্রিকার ৩০ জানুয়ারি ১৯৮৮ তারিখের সংখ্যায়: '১৮৮৮ সালে লণ্ডনে এসে গান্ধীও তাঁর ভারতীয় বন্ধুদের মতো বিলক্ষণ ইংরেজ ভদ্রলোক হবার জন্যে প্রাণপণ পরিশ্রম করতে লাগলেন, নাচ শিখতে লাগলেন, বক্তৃতা দেওয়া ও ফরাসী ভাষা শিক্ষা করতে লাগলেন, আর শিখতে লাগলেন বেহালাবাদন। কিন্তু অবিলম্বেই তিনি বুঝতে পারলেন এ সব বিষয় তাঁর জন্য নয়। তাই তিনি এসব হঠকারী বিনোদন থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিলেন।'

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

১০ ১৩ 'ভুল পদক্ষেপ'—(মূলে আছে 'mauvais pas') জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে ব্যবহার করেছেন 'পদস্খলন' এই শব্দ। কিন্তু 'পদস্খলন' শব্দটি তো নৈতিক অধঃপতন বোঝাতেই ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

১২ ২২-২৩ মঁসিয়ে জুর্দ্যার মন্তব্য: '* * * এর ভেতর তো বেশ সুন্দর সুন্দর প্রবাদ বচনও আছে'। এই মন্তব্যটি এবং দ্বিতীয় অঙ্কের

পৃষ্ঠা লাইন

১১ ১-২ প্রথম দৃশ্যে তাঁর মন্তব্য : 'এরা তো লাফালাফিও করল বেশ' —এ দুটোই ম'সিয়ে জুরদ্যাঁর 'উলটো পালটা প্রশংসা'র নমুনা।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

১৩ ২০ ভিয়লন চেল্লো—Violoncello

" ২২ ম্যারীন ট্রামপেট—Marine trumpet

১৭ ২১ 'একজন মার্শেনিস' (marchioness) 'যার নামটা হচ্ছে দোরিম্যান (লাঃ ২৬)—যে সম্ভ্রান্ত মহিলার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ নিজেকে সম্ভ্রান্ত করে তুলতে চান।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

১৮ ১০ সেনেকা (Seneca : খ্রীঃ পূঃ ৪—খ্রীস্টাব্দ ৬৫)—লাতিন ভাষার লেখক যাঁর De Ira নামক গ্রন্থে নির্দেশ আছে রাগের মুহূর্তেই কোন আলোচনা শুরু করা প্রশস্ত নয়। রাগ প্রশমিত হবার জন্যে কিছু সময় দিতে হবে। কিন্তু এ নাটকে দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই রাগারাগির মুহূর্তেই আলোচনার চেষ্টা শুরু করে দিলেন। ফলে হিতে বিপরীত! রাগারাগি বেড়ে গিয়ে ঠেকল হাতাহাতিতে, আর মাষ্টারমশাই নিজেই হলেন লাঞ্ছিত।

দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

২০ শেষ লাইন—জুভেনাল (Juvenal : আনুমানিক ৬০-১৩০ খ্রীস্টাব্দ) লাতিন ভাষার লেখক, তীক্ষ্ণ শ্লেষবিদ্রূপাত্মক রচনার জন্যে খ্যাত।

২১ ১৮ 'নাম সিনে দক্‌ত্রিনা ভিতা এস্‌ত্‌ কোয়াসি মর্‌তিস ইমাগো' —মূল লাতিন-এ Nam sine doctrina vita est quasi mortis imago' (অর্থ পৃঃ ২১, লাঃ ১২-তে দেওয়া আছে)

২২ ১৪ 'বারবারা', 'সেলারেন্ট', 'দারিয়াই', 'ফেরিও', 'বারোলিপটন'—Barbara, Celarent, Darii, Ferio, Baralipton—তর্কশাস্ত্রে

পৃষ্ঠা লাইন

(Logic) ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের যুক্তিধারা মনে রাখার সুবিধের জন্য সংক্ষিপ্ত নাম।

২৩ ৬ আ (A), এ (E), ই (I), ও (O), যু (U)—ফরাসী ভাষায় রচিত এ নাটকটির অনুবাদে স্বরবর্ণগুলোর স্বাভাবিক কারণেই ফরাসী উচ্চারণই এখানে দেওয়া হয়েছে।

২৪ ১৩ থেকে : ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের বেলায়ও একই কারণে ব্যঞ্জনবর্ণের ফরাসী উচ্চারণই দেখান হয়েছে।

২৫ ১৬, ১৭ 'মসিয়ে জুর্দ্যা—গদ্য বা পদ্য ছাড়া কিছু নেই ?
দর্শনবিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই—না, স্যার ; '
—মূল নাটকে প্রথম লাইনটি এরকম—
Monsieur Jourdain —Il n'y a que la prose ou le vers ? যার আক্ষরিক অর্থ হবে-'গদ্য বা পদ্যই কি শুধু আছে ?' এ প্রশ্নের যে উত্তর মূলে আছে Non, Monsieur (না, স্যার)—তা ঠিক হবে না বা হবার কথাও নয়। এই "না, স্যার" উত্তরের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করার জন্যে মঁসিয়ে জুর্দ্যার প্রশ্নটা অনুবাদে কিছু বদলে করা হয়েছে—'গদ্য বা পদ্য ছাড়া কিছু নেই ?' (উত্তর 'না স্যার।')

২৫ ১১ 'যা কিছু গদ্য নয়, তা হল পদ্য, আর যা কিছু পদ্য নয়, তা হল গদ্য'—দর্শন বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই-এর এ কথাগুলো মঁসিয়ে জুর্দ্যা ঠিকঠাক মনে রাখতে পারেননি। ফলে মাদাম্ জুর্দ্যার কাছে তাঁর নতুন বিদ্যা জাহির করার সময় (তৃতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, পৃষ্ঠা ৩৬, লাইন ৬-৭) মঁসিয়ে জুর্দ্যা বলেছেন—'সমস্ত কিছু যা গদ্য তা মোটেই পদ্য নয় ; আর যা মোটেই পদ্য নয়, তা একেবারেই গদ্যও নয়'—যা অবশ্যই অর্থহীন !

(জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে মঁসিয়ে জুর্দ্যার ভুলটা শুধরে দিয়েছেন, ফলে তাঁর অর্থহীন কথাপ্রসূত আমোদটি মাটি করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-এর 'হঠাৎ নবাব'-এ মঁসিয়ে জুর্দ্যা ঠিকঠাকই বলছেন : 'যা গদ্য, তা পদ্য নয়। আর যা পদ্য তা গদ্য নয়'।)

পৃষ্ঠা লাইন

২৮ ১২ 'ওস্তাদ দরজী—সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোক তো ওটা ওভাবেই পরে থাকেন।'

—মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর সম্ভ্রান্ত লোকদের চালচলনে ভক্তি এবং ঐ চালচলনের অনুকরণ করার সর্বতোভাবে চেষ্টা—এটা সকলের মধ্যেই জানাজানি হয়ে গেছে এবং সবাই এর সুযোগ নিচ্ছে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। এই সুযোগ নিয়েই ওস্তাদ দরজী তার ভুলের শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। কিছু পরে শিক্ষানবিশ ছোকরা দরজীগুলোও মসিয়ে জুরদ্যাঁকে 'বনেদী স্যার' ইত্যাদি সম্বোধন করে প্রচুর বকশিশ পাবার ব্যবস্থা করে ফেলল। এরও কিছু পরে কোভিয়েলও মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁর এ দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই ক্লেয়ঁতকে তুরস্কের সুলতানের ছেলের ছদ্মবেশে হাজির করে ক্লেয়ঁতের সঙ্গে জুরদ্যাঁর কন্যা ল্যুসিলের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলল। এদিকে জুরদ্যাঁকে এক কাল্পনিক মর্যাদা লাভের লোভ দেখিয়ে 'মামামুষি' হবার উদ্ভট অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে তাঁকে নাস্তানাবুদ করল!

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

৩১ — এ ছোট দৃশ্যটিতে সম্ভ্রান্ত লোকের একাধিক চাপরাসী নিয়ে চলাফেরার বাহ্যিক আড়ম্বরও অনুকরণ করছেন মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁ।

তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

৩১ — বাস্তব দৃষ্টিতে মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁর অবাস্তব অবস্থা চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার বিফল প্রচেষ্টা। জুরদ্যাঁ তাঁর সম্ভ্রান্ত হবার স্বপ্নে বিভোর।

তৃতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

বাস্তব দৃষ্টিতে জুরদ্যাঁর অবাস্তব অবস্থার এবার সমালোচনা আসছে মাদাম্ জুরদ্যাঁর কাছ থেকে। এই দৃশ্যেরই কিছু পরে মাদাম্ জুর্দ্যাঁ মঁসিয়ে জুর্দ্যাঁর চালচলনকে বলছেন: 'তোমার যতসব আজগুবি কল্পনাবিলাস' (পৃষ্ঠা ৩৭)। কিন্তু এর জবাবে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর-ও

বলার আছে, যেমন (১) '...ভাল ভাল জিনিসগুলোও আমি শিখি—সে ভাবনাও আমি ভাবতে চাই।' (পৃষ্ঠা ৩৫), (২) 'আমি চাই মনকে চাঙ্গা করে তুলি আর ভাল লোকের সঙ্গে বিচারবিতর্ক করাটা শিখি' (পৃষ্ঠা ৩৫), (৩) 'ভগবান করুন যেন আমি সমস্ত দুনিয়ার সামনে এখনই বেত খাই আর স্কুল-কলেজে যা শেখানো হয় তা শিখি'। এর আগেও মঁসিয়ে জুর্দ্যার লেখাপড়া শেখার ব্যাগ্রতার কথা নানাভাবে আমরা শুনেছি, যেমন দ্বিতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে (পৃষ্ঠা ২১, লাইন ৪-৬) জুর্দ্যা বলছেন: 'আমার খুব রাগ হয় যখন আমি ছোট ছিলাম তখন কেন আমার বাবা মা আমাকে সমস্ত কিছু জানবার ভাল করে ব্যবস্থা করেন নি।' আবার ঐ অঙ্কের ঐ দৃশ্যেই (পৃষ্ঠা ২৪, লাইন ৮-৯) জুর্দ্যা বলেছেন: 'আহা, কেন এ সমস্ত জানতে আমি আরো আগেই মনোযোগী হই নি।' মঁসিয়ে জুর্দ্যার কথাগুলো যে আন্তরিক এবং বানিয়ে বলা নয়, অকপটে বলা, সেটা সহজেই মেনে নেওয়া যায় এবং তাহলে তাঁর চরিত্রে আমরা আরো একটি লক্ষণীয় মাত্রা যোগ হতে দেখি। Lytton Strachey তাঁর Landmarks in French literature বইতে মোলিয়্যার-এর চরিত্রচিত্রণে কিছুটা সঙ্কীর্ণতা (বিশেষ করে এ ব্যাপারে সেকস্পীয়রের চরিত্রচিত্রণের সঙ্গে তুলনায়) আছে বলেছেন, কিন্তু এ অনুবাদ-গ্রন্থের দুটি অপেক্ষাকৃত বড় নাটকের (অর্থাৎ 'ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম' এবং 'ল'ভার' এর) দুই মুখ্য চরিত্রের বেলায়ই দেখা যাবে যে তাদের ব্যক্তিত্বকে দু'চারটে কথা দিয়েই পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যাবে না। মঁসিয়ে জুর্দ্যা শুধুই আভিজাত্যের খোলসের পেছনে ছুটছেন একথা জোর দিয়ে বলা যাবে না, একটু আগেই নাটকটির তৃতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য থেকে যে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে সেগুলো নিয়ে একটু ভেবে দেখলেই। এ ছাড়াও তার আরও কিছু কথা উদ্ধৃতির যোগ্য; সেগুলো নিয়ে যথাস্থানে মন্তব্য করা যাবে। মঁসিয়ে জুর্দ্যা আর মাদাম্ জুর্দ্যার চরিত্রে অনেকটা যেন Don Quijote এবং Sancho Panza র চরিত্রগত তফাৎ ধরা পড়ে। কিন্তু এই

পৃষ্ঠা লাইন

তফাতে মাদাম জুরদ্যাঁ বাস্তববাদী বলেই বড় হয়ে যাচ্ছেন না, আর ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ একটা অসম্ভবনীয় স্বপ্নের ঘোরে চলাফেরা করছেন বলেই ছোট হয়ে যাচ্ছেন না, বা, অন্যভাবে বলা হয়ত যায়, যে মাদাম্ জুরদ্যাঁ তাঁর সংসারের বিধিব্যবস্থায় (যেমন মেয়ে ল্যুসিলের বিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে) শেষপর্যন্ত গোছগাছ করে উঠতে পেরেছেন বলেই একজন বড মাপের চরিত্র হয়ে যাননি বা ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ অনেক কিছু শিখতে, জানতে, পেতে চেষ্টা করে বিফল হয়েছেন বলেই উপেক্ষণীয় হয়েছেন বলে ধরে নিতেই হবে এমনও নয়। দৃষ্টিভঙ্গির বা লক্ষ্যের সঙ্কীর্ণতা আর বিস্তার দিয়েই মানুষ ছোট বা বড হয় এ কথা মেনে নিলে ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ মাদাম জুরদ্যাঁ থেকে কম আকর্ষণীয় চরিত্র বলে মনে হবে না। এ যেন বাস্তব আর কল্পনার জগতের এক চমকপ্রদ সংঘাত। মোলিয়্যারের মনে এ নাটকের রচনার পেছনে কী চিন্তা-ভাবনা কাজ করেছিল কে জানে! L' Avare ('অর্থপরায়ণ') নাটকটির মুখ্য চরিত্রও শুধু একজন কৃপণ লোকই নন। তাঁর চরিত্রেও একাধিক লক্ষণীয় দিক আছে, যথাস্থানে সে আলোচনা করা যাবে।

৩৬ ৬-৭ "সমস্ত কিছু যা গদ্য, তা মোটেই পদ্য নয়, আর যা মোটেই পদ্য নয়, তা একেবারেই গদ্যও নয়'— ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ এ কথাগুলোতে ভারী এক গণ্ডগোল বাঁধিয়ে ফেলে এক অর্থহীন উক্তি করছেন। দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাই বলেছিলেন: "যা কিছু গদ্য নয়, তা হল পদ্য, আর যা কিছু পদ্য নয়, তা হল গদ্য' (পৃষ্ঠা ২৫, লাইন ১৮-১৯)

৩৭ ১৬ ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ: 'হুশিয়ার। এই। ওঃ! মর্ বাঁদরী।'—গদ্য পদ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে যেমন, অসি-খেলার বাহাদুরী দেখাতে গিয়েও তেমন-ই জুরদ্যাঁকে অপদস্থ হতে হচ্ছে।

৩৪ ১২ ফ্রাঁসোয়াজ—বাড়ীর কাজের মেয়ের নাম (Francoise)

৩৭ ২৫ ম'সিয়ে জুরদ্যাঁ: 'যখন থেকে সম্ভ্রান্ত লোকদের সঙ্গে মেলামেশা করছি, তখন থেকেই আমি আমার বুদ্ধি বিবেচনার প্রমাণ রেখে

পৃষ্ঠা লাইন

চলেছি'—ম'সিয়ে জুরদাঁার উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভাটা নেই ; তাঁর সম্পর্কে এ ব্যাপারে অন্যদের বিরূপ মনোভাবের কোন তোয়াক্কাই তিনি করছেন না।

৩৮ ১০ ম'সিয়ে জুরদাঁা—'আমাব পক্ষে কি এটা খুব সম্মানের ব্যাপার নয়...'

ম'সিয়ে জুরদাঁা—শুধু 'সম্মান', 'মর্যাদা' কী করে লাভ করা যায় তা নিয়েই ভেবে চলেছেন। সাধারণভাবে এতে আপত্তির কিছু নেই, তবে তাঁর পন্থাগুলো সব সময় সহজে মেনে নেওয়া না যেতেও পারে।

৩৮ ২০ ম'সিয়ে জুরদাঁা—'এমন কাজ যা জানলে লোকে অবাক হয়ে যেত'।

৩৮ ২৬ ম'সিয়ে জুরদাঁা—'অনেক হয়েছে, ব্যাখ্যা করে আর বলতে পারব না'।—তাঁর সব কাজ, বিশেষ করে মার্শেনিস সম্পর্কিত কাজটি, মাঁদাম জুর্দ্যাকে জানান বা তার কাছে ব্যাখ্যা করা তো সম্ভবই নয়।

তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

৩৯ ৫ দোরাঁত—'আরে একি! ম'সিয়ে জুরদাঁা, আপনাকে তো খুব ছিম্‌ছাম্ দেখছি'!

—এ নাটকটিতে দোরাঁত এভাবে কথা বলে ম'সিয়ে জুরদাঁাকে আহ্লাদিত করতে সক্ষম; তার উদ্দেশ্য আরো কিছু টাকা 'ঋণ' নাম দিয়ে আহ্লাদিত ম'সিয়ে জুর্দ্যার কাছ থেকে নেওয়া—এতেও দোরাঁত সক্ষম। কিন্তু এ গ্রন্থের তৃতীয় নাটকটিতে (L' Avare—'অর্থপরায়ণ') ফ্রোজিন প্রায় একই কৌশল অবলম্বন করেও আরপার্গঁর মন গলাতে পারেনি, তাঁর কাছ থেকে টাকাও বের করতে পারেনি (L' Avare—'অর্থপরায়ণ; দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য দ্রষ্টব্য)।

পৃষ্ঠা লাইন

৪০ ১২ দোরাঁত—'আসুন দেখি, টুপিটা মাথায় তুলুন * * *'—দোরাত তার থেকে মর্যাদায় হীন ম'সিয়ে জুরদ্যাকে তার সামনে টুপিটা মাথায় তুলতে বলে নিজ স্বার্থেই জুরদ্যার মন পাবার চেষ্টা করছে। কারণ তার তো আরো টাকার দরকার এবং সে টাকাটা ম'সিয়ে জুরদ্যা থেকে নেওয়াই সুবিধেজনক, ফেরত দেবে বলে নিয়ে ফেরত না দিলেও চলবে! অন্যদিকে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় নাটকটিতে (Georges Dandin—'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং)', পদমর্যাদা সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন সোতেনভিলের ব্যারণ নিজ জামাতাকে (অর্থাৎ দাঁদ্যাকে) ক্লিতাঁদর্ এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বাধ্য করে শুরুতেই বলছেন : প্রথমে তোমার টুপি মাথা থেকে খুলে হাতে নাও। ইনি (অর্থাৎ ক্লিতাঁদর্) একজন অভিজাত পরিবারের লোক, তুমি তা নও।' (প্রথম অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য , পৃষ্ঠা ১১২, লাইন ১২-১৩)

৪১ ১৫ ম'সিয়ে জুর্দ্যা : '* * * সেগুলো আমি ছোট করে টুকে নিয়ে হিসেবটা রেখেছি'।

—ম'সিয়ে জুরদ্যার গায়ে ব্যবসাদারের রক্ত আছে ঠিকই। তাঁর চালচলনে তাঁকে যতই 'বুদ্ধিহীন' বলে মনে হোক না কেন টাকার ব্যাপারে সাধারণভাবে তাঁর একটা বেশ হিসেব রাখার অভ্যাস আছে, বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে টাকা খরচ করা সত্ত্বেও।

। বর্তমান গ্রন্থের নাটকগুলোতে, বিশেষ করে প্রথম ও তৃতীয়টিতে, পুরনো দিনের ফরাসী মুদ্রার উল্লেখ একাধিক জায়গায় আছে, সেজন্যে এখানে সে মুদ্রাগুলোর উল্লেখ এবং পারস্পরিক মূল্যের একটি তালিকা দেওয়া গেল। তিনটি নাটকের বেলায়ই এ তালিকাটি কাজে লাগবে—

এক লুই দ'র (louis d'or) = ১৪ পাউণ্ড (livres)

এক লুই (louis) = ১১ পাউণ্ড (") বা এক পিস্তল (pistol)

এক এক্যু (e'cu) = ৩ পাউণ্ড (")

পৃষ্ঠা লাইন

এক পাউণ্ড (livre) = ২০ সল (sol) বা এক ফ্রাঁ (franc)
বা ১২ দেনিয়ে (denier)

(এক সল sol = $\frac{1}{20}$ পাউণ্ড বা $\frac{1}{20}$ ফ্রাঁ)
১ দেনিয়ে (denier) = $\frac{1}{12}$ সল)

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

৪৩ ৬-৭ 'দোরাঁত—কেমন চলছেন তিনি ?
মাদাম জুরদ্যাঁ—দু'পায়ের ওপর চলছেন আর কি !'
—মূল নাটকে দোরাঁত বলছে—Comment se port-t-elle ?
এর সাধারণ অর্থ হচ্ছে—কেমন আছেন তিনি ? এর উত্তরে মাদাম জুরদ্যাঁ তাঁর বিরক্তি আর তাচ্ছিল্য বোঝাতে 'porter' এই ফরাসী ক্রিয়াটির সাধারণ অর্থ ('বহন করা') নিয়ে উত্তর দিয়েছেন 'দু' পায়ের ওপর চলছেন (অর্থাৎ নিজেকে বহন করছেন) আর কি !' মাদাম জুরদ্যাঁর উত্তরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে দোরাঁতের প্রশ্নটার অর্থ এখানে করা হয়েছে 'কেমন আছেন তিনি ?'—এর জায়গায় 'কেমন চলছেন তিনি ?'
জ্যোতিরিন্দ্রনাথও প্রায় এভাবেই এ লাইন দুটির অনুবাদ দিয়েছেন :
'দোরাঁত—শরীর গতিক কেমন চলছে ?
মাদাম্ জুরদ্যাঁ—দু'পায়ের উপর ভর দিয়ে ।'

তৃতীয় অঙ্ক নবম দৃশ্য

৫০ ২২ ক্লেয়ঁত—'এই যে কাউন্ট ব্যক্তিটি'—দোরাঁত

তৃতীয় অঙ্ক দশম দৃশ্য

৫৩ ৮ কোভিয়েল—কী জুডাসের মত ঐ কাজ !
জুডাস (Judas)—যীশুখ্রীস্টের বার জন শিষ্যের অন্যতম ; কিছু টাকা ঘুষ নিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে যীশুকে তার শত্রুদের হাতে ধরিয়ে দেয় । (নবম ও দশম দৃশ্য নাটকটির পাঠকের কাছে

পৃষ্ঠা লাইন

কিছুটা দীর্ঘ বা একঘেয়ে মনে হতে পারে, কিন্তু মঞ্চস্থ নাটকটির দর্শকের কাছে সেরকম কোন একঘেয়েমি চোখে না-ও পড়তে পারে।)

তৃতীয় অঙ্ক দ্বাদশ দৃশ্য

৫৮ ৭-৮ মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ: 'দেখুন মশাই, আপনাকে জবাব দেবার আগে আপনি আমাকে বলুন, আপনি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর লোক কিনা' এবং

৫৯ ২ 'আপনি কুলীন নন মোটেই; আমার মেয়েকে আপনি পাবেন না'—এ দুটো কথা থেকে বোঝা যায় যে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ তাঁর মেয়েকে কুলীন ঘরে বা সম্ভ্রান্ত পরিবারে বিয়ে দিয়ে তাঁর জাতে ওঠার পথটা সুগম করতে চান।

৫৯ ২৩ মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ: 'আমার মেয়ের জন্যে আমার যথেষ্ট টাকা-পয়সা আছে, আমার দরকার শুধু পদমর্যাদার, আর আমি তাকে একটি মার্কুইস্-গিন্নী করতে চাই'।—মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ যে টাকার 'বড়লোক' হতে চান না, সম্ভ্রান্ত হতে চান, সম্মান, মর্যাদা পেতে চান এটাই তাঁর কথা থেকে এ নাটকটিতে বার বার-ই দেখা যায়। পূর্বপুরুষদের অর্জিত এবং সঞ্চিত টাকা জুরদ্যাঁ পেয়েছেন। তিনি হঠাৎ বড়লোক বা 'হঠাৎ নবাব'ও বনে যাননি। এটা এ দৃশ্যেরই কিছু পরে মাদাম্

৬০ জুরদ্যাঁর কথা থেকেও জানা যায় যেখানে তিনি বলেছেন: 'ওঁরা (মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর পিতা, পিতৃব্যরা) ওদের ছেলেমেয়েদের জন্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে রেখে যায়··· সৎপথে থেকে কি আর কেউ কোনদিন এত বড়লোক হতে পারে?' (পৃষ্ঠা ৬০, লাইন ১৩-১৫) —সুতরাং এঁরা বড়লোকই হয়েছিলেন এবং ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর 'হঠাৎ নবাব' নামের অনুবাদে সর্বত্রই 'বড়লোক' শব্দটি ব্যবহার করে গেছেন। মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে বলছেন, 'দোকানদার বড়লোক জুর্দ্দন খাঁ'; কিন্তু যখন তিনি অনুবাদে জুরদ্যাঁকে বলাচ্ছেন- 'বড়লোকদের সঙ্গে তাহলে আমি নানাবিষয়ে তর্কবিতর্ক করতে পারব' এখানে বড়লোক শব্দটি কি টাকার বড়লোকই শুধু বোঝাচ্ছে?

পৃষ্ঠা লাইন

তৃতীয় অঙ্ক ত্রয়োদশ দৃশ্য

৬১ ১৬ ক্লেয়ঁতকে ছদ্মবেশ পরিয়ে, তাকে তুরস্কের সুলতানের ছেলে বলে পরিচয় দিয়ে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মেয়ে ল্যুসিলের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা এখান থেকেই শুরু।

তৃতীয় অঙ্ক চতুর্দশ দৃশ্য

৬২ ৪ মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মনে সম্রান্তদের জীবনে যে আকর্ষণীয় বস্তু বা গুণ আছে বলে সে জীবনে উন্নীত হবার আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনে জেগে উঠেছে তার আঁচ এ দৃশ্যে আছে। সে বস্তু বা গুণ হল 'সম্মান' আর 'ভদ্রতা'।

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চদশ দৃশ্য

৬৪ ১২-১৩ '...অন্যান্য জিনিসের মধ্যে যে হীরেটা নিতে তুমি আমাকে বাধ্য করেছ তার এত দাম...'

—এই হীরেটা (এবং অন্যান্য জিনিসগুলোও) যে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর টাকায়ই কেনা আর তার পক্ষ হয়ে দোরিম্যানকে দেবার জন্যেই দোরাঁতের হাতে দেওয়া হয়েছিল এটা বোঝার অসুবিধে হয় না। দোরাঁত অবশ্যই এ উপহার সামগ্রী তার নিজের টাকায় কেনা এটাই দোরিম্যানকে বুঝতে দিয়েছে এবং দোরিম্যানও তা-ই বুঝে দোরাঁতকে তার অঢেল খরচ এবং তার ফলে সর্বনাশের হাত থেকে তাকে বাঁচাতেই দোরাঁতকে বিয়ে করে ফেলতে মনস্থির করেছে দেখা যাবে। এ অঙ্কেরই এর পরের দৃশ্যেই 'হীরে'টা সম্পর্কে দোরিম্যান-এর উপস্থিতিতে দোরাঁত ও মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মধ্যে কিছু কথাবার্তা থেকে ব্যাপারটি পরিষ্কার হবে :

'দোরাঁত—(মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে নিচুগলায়) দেখবেন, যে হীরেটা আপনি তাকে দিয়েছেন তা নিয়ে কোন কথা বলে ফেলবেন না যেন।

মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ—(চাপা গলায় দোরাঁতকে) ওঁর ওটা কেমন লাগল তা-ও কি জিজ্ঞেস করতে পারব না?

পৃষ্ঠা লাইন

দোর‍্যাত—(চাপা গলায় ম'সিয়ে জুর্দ্যাকে) বলেন কী ? ও নিয়ে খুব সাবধান। আপনার পক্ষে সেটা খুবই অভব্য ব্যবহার হবে। কেতাদুরস্ত লোকের মত হবার জন্যে আপনাকে দেখাতে হবে যেন উপহারটি আপনি তাঁকে দেননি।' (তৃতীয় অঙ্ক, ষষ্ঠ দৃশ্য, পৃষ্ঠা ৬৫, লাইন ১৫-২২)

তৃতীয় অঙ্ক ষষ্ঠদশ দৃশ্য

৬৫ ১-৩ ম'সিয়ে জুর্দ্যা এ ধরনের 'গন্ধ' কবে বা কীভাবে শিখলেন !

চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

৬৭ ৭ দোর‍্যাত: '……ব্যবস্থাপনাটা যেহেতু আমিই করেছি……'—এখানে 'ব্যবস্থাপনাটা' অর্থ কি 'কিভাবে কি করতে হবে' এই ব্যবস্থা করা, না-কি 'নিজের টাকা খরচ করে ব্যবস্থা করা' ? দোরিম্যান্ দ্বিতীয় অর্থটি বুঝবে আর ম'সিয়ে জুর্দ্যা প্রথম অর্থটি, আর দোর‍্যাতও সেটাই চায়।

৫৭ ১১ 'দামি'—সম্ভবত সেদিনের কোন সুপরিচিত রন্ধনবিদ্যানিপুণ পাচকের নাম।

৬৬ ১২ ম'সিয়ে জুর্দ্যা: '…হীরে নিয়ে কোন কথা বলা থেকে ভগবান আমাকে রক্ষা করুন ! তা বলা একজন সভ্যভব্য লোকের কাজই নয়, আর হীরেটি তো একটি খুবই তুচ্ছ জিনিস।"

—দোর‍্যাত যেমন বুঝিয়েছে (তৃতীয় অঙ্ক, পঞ্চদশ দৃশ্যে) জুর্দ্যা এবং দোরিম্যান তেমনি বুঝেছেন। দোরিম্যান জুর্দ্যার 'হীরেটি তো একটি খুবই তুচ্ছ জিনিস'—এই মন্তব্যের ভুল অর্থ করে নিয়েছেন।

৬৮ ১৭-১৯ দোর‍্যাত (১) '…ম'সিয়ে জুর্দ্যাকে আর যাঁরা পানাহারের সময়ের গান গেয়ে শোনাবেন তাঁদের কিছু পানীয় পরিবেশন করুন তো'।

২৩-২৪ (২) 'মসিয়ে জুর্দ্যা, এই গায়কদের খাতিরে চলুন, আমরা কথাবার্তাটা একটু বন্ধ করি…'

পৃষ্ঠা লাইন

—দোরাঁত নানাভাবে দোরিম্যান-এর সঙ্গে মঁসিয়ে জুর্দ্যার কথাবার্তাটা বন্ধ করতে চাইছেন। কারণ তাদের মধ্যে কথাবার্তা বেশীক্ষণ চললে টাকা নিয়ে তার সব চাল ধরা পড়ে যেতে পারে!

চতুর্থ অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

৭১ ১১-১২ দোরাঁত যে মাদাম্ জুর্দ্যাকে বলছেন সেদিনের সব আমোদ-প্রমোদ এবং ভোজ-এর 'ব্যবস্থাটা করেছি আমি' তার এক অর্থ জুর্দ্যার কাছে (তাঁর স্ত্রীর 'খপ্পর' থেকে জুর্দ্যাকে দোরাঁত বাঁচিয়ে দিচ্ছে) আর অন্য অর্থ দোরিম্যান-এর কাছে (দোরাঁত ঠিক কথাই বলছে, সে-ই তো সমস্ত টাকা খরচ করেছে আমোদ-প্রমোদ আর ভোজ-এর জন্যে)!

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

৭৪ ১৪ 'কোভিয়েল—তুরস্কের সুলতানের ছেলে এখানে এসেছেন সে খবর আপনি রাখেন?'

—ইতিহাস-সম্মত তথ্য এই যে, সে সময় তুরস্কের সুলতানের এক উচ্চপর্যায়ের রাজপ্রতিনিধি ইংলণ্ডে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর সম্মানে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মর্যাদা তিনি রাখেন নি। বর্তমান নাটকটি রাজদরবারে উপস্থাপিত হবার জন্যে রচিত হওয়ায় নাটকের মুখ্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্ক সম্পর্কীয় ব্যঙ্গ-বিদ্রূপও এ রচনায় স্থান পেয়েছে।

চতুর্থ অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

৭৭ ২-৩ "মসিয়ে জুর্দ্যা, আপনার হৃদয়টি সারা বছর ধরে যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ একটি গোলাপকুঞ্জের মত হয়।"—তুরস্কের সুলতানের ছদ্মবেশী ক্লেয়ঁতের 'তুর্কী' ভাষাতে বলা এই কথাগুলি সংক্ষিপ্ত হয়ে পঞ্চম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে এভাবে দাঁড়ায়: "আপনার গোলাপকুঞ্জ যেন সারা বছর ধরে প্রস্ফুটিত পুষ্পপূর্ণ হয়"।

পৃষ্ঠা লাইন

৭৭ ৮-৯ আরো বেশী বদ্‌লে একেবারে উল্টোপাল্টা হয়ে যায় "তুরস্কের সুলতানের ছেলে"-ক্লেয়াঁতের এই কথাগুলো: "ভগবান যেন আপনাকে সিংহের বিক্রম ও সাপের সন্তর্পণতা দেন।"

—এটা বলতে গিয়ে মঁসিয়ে জুর্দ্যা বলে বসেন: "স্যার, আমি আপনার সাপের বিক্রম আর সিংহের সন্তর্পণ বৃদ্ধি কামনা করি।" (পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য লাইন ৫-৬)

চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

৭৯ —এ দৃশ্যে মুফ্‌তির মূল কথাগুলো প্রথম দিয়ে তারপর তার পাশে বা নিচে অনুবাদ দেওয়া হয়েছে। মূল কথাগুলোও দেবার কারণ এই—মঁসিয়ে জুর্দ্যা পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে মাদাম্ জুর্দ্যার সামনে কিছু মূল কথার পুনরাবৃত্তি করেন তাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্যে এবং প্রায় নির্ভুলভাবেই পুনরাবৃত্তি করেন। তাছাড়া মুফ্‌তির ভাষা যে অর্থহীন বাজে বক্‌বকানি তা-ও বলা যায় না, কারণ শব্দগুলোর অধিকাংশই হয় ইতালিয় ভাষার বা স্প্যানিশ ভাষার শব্দ (বেশীর ভাগই ইতালিয় ভাষার) কোন পরিবর্তন না করে বা সামান্য পরিবর্তন করে ব্যবহার করা হয়েছে যেমন,

ইতালিয় শব্দ (অপরিবর্তিত বা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত)		স্প্যানিশ শব্দ (সামান্য পরিবর্তিত বা একই রূপে)
		ti—thee
Se—if	galera—galley	Sabır—(Saber) Know
Star—to be	deffendar—(defendere) defend	respondir—respond, answer
Intendir—intend		
Per—by, through	furfanta—knave	deffender—(defendar), defend
	nobile—noble	fabbola—(fabula) tale
Pregare—ask	pigliar—take	dara—(dar) give

Sera—evening Schiabbola—sabre
Matina—morning dara—(dare) affronta—(affrenta)
Voler—wish give shame
Far—do, make bastonara—thrash
Turbanta—turban honta (onta)—shame

এ ছাড়া গোটা দুই ফরাসী শব্দ (bon, furba) এবং গোটা চারেক দুর্বোধ্য শব্দও আছে।

পৃষ্ঠা লাইন

পঞ্চম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

৮২ ১২, ১৫, ১৭, ১৯, ২১, ২৩, ২৫ এই লাইনগুলোতে মুফ্‌তির কিছু কথার জুরদ্যাঁ কর্তৃক পুনরাবৃত্তিতে নগণ্য কিছু অসঙ্গতি আছে মাত্র।

পঞ্চম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

৮৪ ৪-৫ দোরিম্যান্‌-এর ভুল ধারণা যে দোরাঁত তার জন্যে নিজের এত টাকা খরচ করে চলেছে যে দোরাঁতকে নিঃস্ব হবার থেকে বাঁচাতে হলে দোরিম্যান্‌-এর দোরাঁতকে বিয়ে করে ফেলতেই হবে—'তা না করলে খুব অল্পদিনের মধ্যেই তোমার আর একটি পয়সাও থাকবে না।' এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপারটি নিয়ে 'টীকা-টিপ্পনী'তে আগেই আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

৮৪ ১৬-১৭ এবং ২১-২২ তুরস্কের সুলতানের ছদ্মবেশে ক্লেয়াঁতের কথাগুলোর বিকৃতি চতুর্থ অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যের 'টীকা-টিপ্পনী'তে পাওয়া যাবে।

পঞ্চম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

৮৬ ১৮-১৯ মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মন আভিজাত্যের স্বপ্নে এমনই বিভোর যে কাছে

পৃষ্ঠা লাইন

থেকেও ছদ্মবেশী ক্লের'তকে চিনতে পারছেন না, তাঁর মেয়ে ল্যুসিলকে বলছেন—"* * * কাছে এসো, এসে এ মহোদয়কে তোমার হাতটি তুলে দাও"।

পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য

৮৮ শেষ দু'লাইন মাদাম জুর্দ্যা—"* * * আমি নিজের হাতে তাকে গলা টিপে মারব"।

জর্জ দাঁদ্যাঁ ('স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং…') নাটকেও আভিজাত্য গরবে গরবিনী ব্যারণ-পত্নী বলছেন তাঁর মেয়ে সম্পর্কে: "…তাকে আমি আমার নিজের হাতে গলা টিপে মারব"।—তাহলে দেখা যাচ্ছে হুমকির বেলায় অভিজাত আর অনভিজাত মহিলার ভাষার কোন তফাৎ নেই!

৯০ ২২ মঁসিয়ে জুর্দ্যা—"এটা কি তাকে ধোঁকা দেবার জন্যে?"—জুর্দ্যা এখনও জানেন না যে ধোঁকার শিকার তিনি নিজেই!

৯১ ৩ মঁসিয়ে জুর্দ্যা—"তাকে (নিকোলকে) আমি দোভাষীর হাতে সঁপে দিচ্ছি, আর আমার স্ত্রীকে যিনিই তাকে পেতে চান তাঁরই হাতে।"

—মঁসিয়ে জুর্দ্যা শেষ পর্যন্ত মূর্খের স্বর্গেই রয়ে গেলেন। নিজের স্ত্রীকেও তিনি বিলিয়ে দিতে যাচ্ছেন এই ভ্রান্ত ধারণায় যে দোরিম্যানকে তিনি পাচ্ছেন-ই।

(২) 'স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যম্ * *
(Georges Dandin ou le mari confondu)

[বর্তমান গ্রন্থের 'ভূমিকা'তে বলা হয়েছে যে 'জর্জ দাঁদ্যা' (Georges Dandin), 'ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম্' (Le Bourgeois Gentilhomme)—এই দুটো নাটকের কতকাংশে বিষয়গত একটা সাদৃশ্য আছে। দুটোতেই পাওয়া যায় অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের হয় সরাসরি নয়তো আভাসে ইঙ্গিতে বিরূপ সমালোচনা।]

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

পৃষ্ঠা লাইন

৯৭ ৭ 'চাষী শ্রেণীর লোক'—'ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম্' ('জাতে ওঠার পাঁচালি') নাটকের প্রধান চরিত্র মধ্যবিত্ত ব্যবসাদার (Bourgeois) থেকে একজন সম্ভ্রান্ত, অভিজাত লোক (Gentilhomme)-এর পর্যায়ে উঠতে চেয়েছিলেন। 'জর্জ দাঁদ্যা' ('স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং ··') নামের এই নাটকটিতে প্রধান চরিত্রের সঙ্গে অভিজাত পর্যায়ের ব্যবধান আরও বেশী, কারণ জর্জ দাঁদ্যা একজন চাষী শ্রেণীর লোক যদিও একজন সম্পন্ন চাষী। দাঁদ্যা অভিজাত এক কন্যার পাণিগ্রহণ করে অভিজাত স্তরে উঠতে চেয়েছিল, কিন্তু বৈবাহিক সম্পর্ক পাতানোর পরই শুধু বুঝল, চাষী শ্রেণীর তাকে তার বিবাহ সূত্রে পাওয়া নতুন আত্মীয়-স্বজনরা কী অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে।

১০০ ৮ 'স্বর্ণমুদ্রা',—এ জাতীয় প্রাচীন ফরাসি মুদ্রার বিবরণ দেওয়া হয়েছে ২৫৬-৫৭ পৃষ্ঠাতে

১৩ 'সল'— ঐ

প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

১০২ ৩ সোতেনভিলের ব্যারণ—মূল নাটকে এ চরিত্রটির নাম দেওয়া আছে—Monsieur (M) de Sotenville। নাটকটির প্রথম

পৃষ্ঠা লাইন

অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের তৃতীয় লাইনে M. de Sotenville নিজেই বলছেন—আমার নাম 'সোতেনভিলের ব্যারণ ('Le baron de Sotenville')

এই দৃশ্যে বিশেষ করে ব্যারণ-পত্নীর (Mme de Sotenville) আদব-কায়দার কড়াকড়ি হাসির খোরাক যোগায়। যেমন তাঁকে তাঁর জামাতা 'শাশুড়ী-মা' বলতে পারবে না, 'মহোদয়া' বলতে হবে, তার স্ত্রীকেও আবার 'আমার স্ত্রী' বলতে পারবে না, কারণ সে নিচু স্তরের মানুষ আর এঁরা হচ্ছেন উঁচু স্তরের! অথচ এই দৃশ্য থেকেই জানা যায় যে এঁরা এঁদের জামাতার টাকার সাহায্যেই সর্বনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন।

১০৫ ৬ 'এক্যু'—এই ফরাসী মুদ্রার মূল্যও আগের নাটকের টীকাতে দেওয়া আছে (পৃষ্ঠা ২৫৬-৭)

১০৫ ২২ ব্যারণ-পত্নী: "…তাকে আমি আমার নিজের হাতে গলা টিপে মারব"

—'ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম' নাটকে মাদাম্ জুরদ্যাঁও তাঁর মেয়ে সম্পর্কে ঠিক এই হুমকিটিই দিয়েছেন। মেয়েদের হুমকি—তা তাঁরা সামাজিক যে স্তরেরই হোন না কেন—একই ধরনের হয় বলে দেখা যাচ্ছে।

১০৫ ২৫ সোতেনভিলের ব্যারণ: '…আমি তরোয়াল দিয়ে তাকে কেটে দু'টুকরো করে ফেলব …"—এটা অভিজাত পুরুষদের হুমকি! এই অঙ্কেরই পঞ্চম দৃশ্যে অভিজাত ক্লিতাঁদর্‌ও শাসাচ্ছে—'…আপনার সামনেই তরোয়াল দিয়ে তার পেট চিরে ফেলতাম"।

১০৭ ২৭: ক্লিতাঁদর্: "আপনাকে আমি যেরকম শ্রদ্ধা করি …"—অথচ পঞ্চম দৃশ্যের গোড়ায় ক্লিতাঁদর্ বলেছে যে সোতেনভিলের ব্যারণকে সে চেনে না!

('সোতেনভিলের ব্যারণ—মশাই, আপনি আমাকে চেনেন?

ক্লিতাদর্—না, মশাই, তেমন তো মনে হচ্ছে না।')

এখন বিপাকে পড়ে শ্রদ্ধাবান হয়েছে!

১১২ ১২ সোতেনভিলের ব্যারণ: "প্রথমে তোমার টুপি মাথা থেকে খুলে

পৃষ্ঠা লাইন

হাতে নাও। ইনি একজন অভিজাত পরিবারের লোক, তুমি তা নও"।

—ক্লিতাঁদ্রে্ অভিজাত হওয়াতেই তার বিরুদ্ধে অভিযোগ সহজেই খারিজ হয়ে গেল, অন্যদিকে নিচু সামাজিক স্তরের দ্যাঁদ্যাঁর অন্যায়ের শিকার হয়েও অন্যায়কারীরই কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে হল, মাথার টুপিটা খুলে হাতে নিয়ে!

১১৩ ১৮-২১ সোতেনভিলের ব্যারণ—"...এটা জানবে যে তুমি এমন একটি পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়েছ যে পরিবার তোমার পেছনে খুঁটি হয়ে দাঁড়াবে, আর তোমার কোন অবমাননা একেবারেই হতে দেবে না"।—চূড়ান্ত অপমানের পর হাস্যকর ভরসা!

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

(এ নাটকে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে বেশ কিছু কথা বলা আছে। এর কিছু বলেছে ক্লোদিন এই দৃশ্যে, আর আরও জোরালো ভাষায় আঁজেলিক বলবে দ্বিতীয় দৃশ্যে। মোলিয়্যার তাঁর বিবাহিত জীবনে সুখী ছিলেন না, কিন্তু নাট্যকার হিসেবে মেয়েদের সমস্যা যে তিনি নিরপেক্ষভাবে এবং বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে দেখেছেন তার প্রমাণ এ দুটি দৃশ্যে আছে বলা যায়)

১১৬ ১২-১৬ এই লাইনগুলোতে ক্লোদিন বলছে (বা নাট্যকার তার মুখ দিয়ে
১৮ ২১ বলিয়েছেন), মেয়েরা তাদের স্বামীদের কাছ থেকে টাকা-পয়সা,
২৩-২১ এবং অন্যান্য ব্যাপারে কী ধরনের ব্যবহার পেলে তৃপ্ত হয়।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

১২০ ৫-১২ দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যেমন মেয়েদের পক্ষের কিছু কথা আমরা
১৫-২৯ ক্লোদিনের মুখ থেকে শুনি এ দৃশ্যে আঁজেলিক আরও জোরালো ভাষায় মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কে এবং বিবাহোত্তর জীবনের চাহিদা নিয়ে বেশ কিছু কথা বলছে যেগুলো মোলিয়্যার-এরই বক্তব্য বলে ধরে নিলে তাঁর নাট্যকারোচিত নিরপেক্ষতা (নিজের জীবনে যা-ই

পৃষ্ঠা লাইন

ঘটে থাকুক) সম্পর্কে আর সন্দেহের কারণ থাকে না। ক্লোদিন বা আঁজেলিকের স্বতঃস্ফূর্ত বক্তব্য যে-কোন দেশের এবং কালেরই মেয়েদের বক্তব্য বলে ধরে নিতেও অসুবিধে হয় না।

দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

১২১ ৮৯ আঁজেলিক—"রাজদরবারের লোকদের সমস্ত কথাবার্তা আর সমস্ত কাজের ধরনধারন কি সুন্দর!"

—মোলিয়্যার ফরাসীরাজের বিশেষ অনুগ্রহভাজন ছিলেন, অর্থ-সাহায্য পেতেন, যদিও তাঁর ফরমাশ মাফিক খুবই অল্পসময়ের মধ্যে নাটক রচনা করে দিতেও হত তাঁকে। এই তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে উপরোক্ত মন্তব্যটি শুধু নাটকের ঐ পরিস্থিতিতে ঐ চরিত্রের মুখেই প্রাসঙ্গিক নয়, কিছুটা নাট্যকারের নিজ স্বার্থজড়িতও হতে পারে।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

১৩১ ৯-১১ লুবঁ্যা—"...স্যার, আপনারা বিদ্বান লোক, আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাত্রিতে কেন আলো হয় না।'

—মোলিয়্যার-এর নাটকে আছে এমন অনেক 'স্মরণীয়' কথার মধ্যে ল্যুবাঁর এই অসাধারণ জিজ্ঞাসাটিও জায়গা পেতে পারে মনে হয়।

১৩১ ১৯ Collegium—লাতিন শব্দ, যার থেকে ইংরেজী College শব্দটি এসেছে। এবার ল্যুবঁ্যা আবার তার 'অসাধারণ' বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে!

১৩৭ ১০-১৬ আঁজেলিক কিছু কথা বলছে যা হয়ত অনেক মেয়েরই ক্ষোভের কথা।

১৪১ ৬-১১ এই কথাগুলোতেও আঁজেলিক শুধু নিজের কথাই বলছে না, মনে হয় যেন তার মত আরো অনেকের কথাই বলছে। এর কিছু পরেও (লাইন ১৯ থেকে) অনেক মেয়ের পক্ষ হয়েই যেন কথা বলছে সে।

১৪৪ ৫ এখানে ঘটনাপ্রবাহ একটা চমকপ্রদ মোড় নিল। মোলিয়্যার-এর এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত অন্য দুটি নাটকেও এ ধরনের ঘটনার

অপ্রত্যাশিত মোড় নেবার উদাহরণ পাওয়া যাবে বিশেষ করে আরপার্গ-র তাঁর ছেলে ক্লেয়াঁত-এর সঙ্গে কথাবার্তায় ('অর্থপরায়ণ' নাটকে)। এই চমকপ্রদ বা অপ্রত্যাশিত মোড়ের সঙ্গে সঙ্গে আবার উৎকণ্ঠাপূর্ণ অনিশ্চয়তার (suspense) উদাহরণও নানা জায়গায় পাওয়া যাবে তিনটি নাটকেই।

দাঁদ্যার এমনই দুর্ভাগ্য যে, যে দুবার সে তার স্ত্রীকে তার শ্বশুর-শাশুড়ীর কাছে অপরাধী বলে প্রমাণ করতে পারবে বলে নিশ্চিত ছিল সে দুবারই সে ব্যর্থ এবং স্ত্রীকে অপরাধী প্রমাণ করার পরিবর্তে সে নিজেই অপরাধী বলে সাব্যস্ত হল এবং তাকে ক্ষমা চাইতে হল, একবার টুপি হাতে নিয়ে, অন্যবার হাঁটু গেড়ে বসে!

—•—

(৩) 'অর্থপরায়ণ' (L'Avare)

প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

পৃষ্ঠা লাইন

১৫৫ ১৩-১৪ ভাল্যার—"তাঁর অতিরিক্ত টাকার লোভ, যে কষ্ট আর অভাবের মধ্যে তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি দিন কাটান…"—নাটকের প্রধান চরিত্র আরপাগঁ'র স্বভাব সম্পর্কে প্রথম ইঙ্গিত।

প্রথম অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

১৫৭ ৬ ক্লেয়াঁত—'…একজন পিতার টাকার লোভের জন্য এ আনন্দ আমি পেতে পারছি না…'

—ভাল্যার আরপাগঁ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছে তার সমর্থন ক্লেয়াঁত-এর এই কথায়ও আছে। এর পরও ক্লেয়াঁত বলছে : '…আমাদের ওপর দিয়ে এই যে কঠোর খরচ কম করা চালান হচ্ছে, এই অস্বাভাবিক টাকার অভাব—যা আমাদের নিরুৎসাহ করে রাখছে—এর থেকে নিষ্ঠুর কিছু কি কেউ দেখেছে ?'

—ক্লেয়াঁত-এর কথা থেকে মনে হতে পারে যে বাবার ওপর সে খুবই বীতশ্রদ্ধ, কিন্তু পরে দেখা যাবে, এই বাবা আর ছেলে (বা মেয়ে)-র মধ্যে বেশ প্রীতির সম্পর্কও আছে। আরপাগঁ তাঁর ছেলেমেয়ের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে, এমন কি কিছু রহস্য রসিকতা করেও কথাবার্তা বলেন। আরপাগঁ শুধুই একজন কৃপণ, হাড়-কিপ্‌টে, শুষ্ক লোক নন—নাটকে এছাড়াও তাঁর স্বভাবে অন্যদিক যে আছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। সেজন্য L' Avare নাটকটির এই ফরাসী নাম অনুবাদে 'কৃপণ', 'কঞ্জুষ'. 'হাড-কিপ্‌টে' এসব শব্দের বদলে 'অর্থপরায়ণ' করা হয়েছে যাতে অর্থের দিকে বিশেষ ঝোঁক থাকলেও, সে সঙ্গে সে ঝোঁকের নিচে চাপা পড়ে গেছে কিন্তু একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি এমন কিছু কিছু মানবিক গুণের আভাসও আরপাগঁ'র চরিত্রে পাওয়া যায়, এর যেন একটা ইঙ্গিত নাটকটির নামে-ই থাকে সেজন্যে।

পৃষ্ঠা লাইন

১৫৯ শেষ দু' লাইন ক্লেয়াঁত—"...আমরা দু'জনেই তাকে ছেড়ে চলে যাব...'—ক্ষোভের মুহূর্তের কথা বলেই ধরতে হয়।

প্রথম অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

১৬০-১৬৩ এ দৃশ্যের পুরোটাতেই আরপাগঁর অর্থপরায়ণতাই ফুটে উঠেছে।

প্রথম অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

১৬৩ ১১ 'একু্য' স্বর্ণমুদ্রা বা 'একু্য' (১৬৫ পৃষ্ঠা, লাইন—৮, ১২, ১৫)—সমস্ত প্রাচীন ফরাসী মুদ্রার আনুপাতিক মূল্য 'টীকা-টিপ্পনী'র ২৫৬-৭ পৃষ্ঠাতে দেখানো হয়েছে।

১৬৬ ১৭ মার্কিজ (মার্ক্ ইস্)—marquis

১৬৭ ৩ 'পিস্তল', 'পাউণ্ড', 'সল', 'দেনিয়ে'—এদের আনুপাতিক মূল্য ২৫৬-৭ পৃষ্ঠাতে দেওয়া আছে।

২৪ এখান থেকে বাবা আর ছেলেমেয়ের যে ধরনে কথাবার্তা চলছে তাতে আরপাগঁর রহস্যপ্রিয়তা যেমন দেখা যাচ্ছে, অন্যদিকে আরপাগঁর মন টাকাতে ঝুঁকে থাকলেও তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তাও যে এখনও অটুট আছে সেটা মারিয়ান্কে দেখে তাঁর ভাল লাগাতেই এবং তাকে বিয়ে করার ইচ্ছাতেই পরিষ্কারই দেখা যায়। এ বিয়ে থেকে টাকাপয়সা বিশেষ পাবার সম্ভাবনা না থাকলেও তিনি তাঁর ছেলেমেয়েকে বলেই ফেলেছেন যে,' 'মেয়েটির মার্জিত ব্যবহার আর মিষ্টি স্বভাব আমাকে মুগ্ধ করেছে' আর কিছু টাকাপয়সা পেলে তিনি তাকে বিয়ে করবেন। তাঁর মেয়ের সঙ্গে এ দৃশ্যে তিনি যে অভিনয় করলেন সেটা একটি সরস মনেরই পরিচয়।

প্রথম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

এ দৃশ্যে ভাল্যার একটু বেশী চালাকি করতে গিয়ে প্রায় বেকায়দায় পড়ে যাবার মুখেও অবস্থা খুব সাম্‌লে নিয়েছে। ফাঁকিতে বরঞ্চ আরপাগঁ নিজেই পড়লেন।

১৭২ শেষ আরপাগঁ—"বিনা যৌতুকে!"—তাঁর নিজের বেলায় কিছু যৌতুক লাইন

পৃষ্ঠা লাইন

পাবার ইচ্ছে থাকলেও মেয়ের বেলায় যৌতুক দিতে হবে না এটাই তাঁর কাছে বড় হয়ে দেখা দিয়েছে !

১৭৩ ২২ ভাল্যার—"তারা কি এর কিছু বুঝবে নাকি ? যাও না তোমার খুশিমত যে-কোন অসুখই হয়েছে ওদের বল না কেন, তারা কী থেকে ঐ অসুখ এল সে কারণটি বের করে তোমাকে বলে দেবে" ! —মোলিয়্যার ডাক্তারী পেশা নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ তাঁর একাধিক নাটকে করেছেন, যেমন, 'Le Medecin malgre lui' নামের নাটকে। এখানেও সে জিনিসটিই দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

এ দৃশ্যে অজ্ঞাত ঋণদাতার অদ্ভুত শর্তগুলি এবং খুবই চড়া সুদ দেখে ক্লেয়াঁত তো চটে আগুন। সে জানে না যে ঋণদাতা আর কেউ নয়, তার নিজের বাবা আরপাগঁই।

৮০ ১৬ লা ফ্ল্যাস—"...ঠিক পানার্জ যেমন...আপনাকেও ঐ রাজপথেই আমি যেতে দেখছি! অগ্রিম টাকা নিচ্ছেন, দামী জিনিসপত্র কিনছেন, সস্তায় তাদের বিক্রী করছেন, আর ধান পাকার আগেই খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছেন।'

পানার্জ—(Panurge)—বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক ফরাসী লেখক রাব্‌লে (Rabelais)-রচিত গ্রন্থ 'গারগাঁতুয়া এ পাঁতাগ্রুয়েল'-(Gargantua et Pantagruel)-এর একটি অত্যন্ত ধূর্ত কিন্তু বেহিসেবী চরিত্র। এখানে যে কথাগুলো তার সম্পর্কে লা ফ্ল্যাস বল্‌ল তার সমর্থন পাওয়া যাবে ঐ বই-এর তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ-এ। কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল, 'Penguin Classics' অন্তর্গত J. M. Cohen-এর অনুবাদ থেকে নিয়ে (Page 292)। পানার্জকে একটি জায়গার তত্ত্বাবধায়ক (warden) করার পর সে কী করেছিল তা-ই সেখানে আছে :

"...the new warden managed his affairs so well and prudently that in less than a fortnight he had squandered the whole income of his wardenship, both

পৃষ্ঠা লাইন

fixed and variable, for the next three years·· on *taking money in advance, buying dear, selling cheap, and eating his wheat in the blade."*

—এই শেষ কথাগুলোই আমরা লা ফ্ল্যাস-এর মুখে শুনছি।

দ্বিতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্য

১৮১ —এ দৃশ্যে ঋণপ্রার্থী ক্লেয়াঁত ও তাঁর অজ্ঞাত ঋণদাতা (আরপার্গ) মুখোমুখি হয়ে, দু'জনেই নিজস্ব কারণে চমকে যাবে।

দ্বিতীয় অঙ্ক চতুর্থ দৃশ্য

১৮৪ ১৬-২৫ লা ফ্ল্যাস—(১) সমস্ত মানুষের মধ্যে একটি অমানুষ, ইত্যাদি

১৮৫ ৩-৯ (২) ঐ লোকটি একটি তুর্কী···

—লা ফ্ল্যাস প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে আরপার্গর কাছে যে ধাতানি খেয়েছে তারপর আক্রোশবশত স্বভাবতই সে আরপার্গর স্বভাবের এ ধরনের একটি ছবি আঁকবেই। কিন্তু আমরা দেখেছি এবং দেখব এ ছবিটি স্বাভাবিক কারণেই নিতান্তই ব্যক্তিগত।

অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

১৮৫ ৩-৪ ফ্রোজিন—"ওঃ, কী ভাল দেখাচ্ছে আপনাকে" ইত্যাদি

—'ল্য বুর্জোয়া জাঁতীয়ম্' ('জাতে ওঠার পাঁচালি') নাটকে দোরাঁত মঁসিয়ে জুরদ্যাকে এ ভাবেই প্রশংসা করাতেই ('আরে একি! মঁসিয়ে জুরদ্যা, আপনাকে তো খুব ছিমছাম দেখছি'!) (তৃতীয় অঙ্ক চতুর্থ চতুর্থ দৃশ্য, পৃষ্ঠা ৩৯) তার আসল উদ্দেশ্যে সফল হল—জুরদ্যার কাছ থেকে টাকা বের করে নেন, কিন্তু আরপার্গ আরও কঠিন 'ঠাঁই'; অনেক বেশী প্রশংসা করেও ফ্রোজিন আরপার্গর কাছ থেকে এক পয়সাও বের করতে পারল না।

১৯০ ২-৫ এডোনিস, কেফালেস, প্যারিস—এ তিনজনই অতি সুদর্শন তরুণ। এডোনিস-এর সৌন্দর্য তার প্রতি গ্রীক দেবী আফ্রোদিতেকে আকৃষ্ট

করেছিল ; কেফালেস-এর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন গ্রীক দেবী এয়স (Eos) বা অরোরা ; আর প্যারিস গ্রীক রাজা মেনেলস-এর পত্নী সুন্দরীশ্রেষ্ঠা হেলেনকে অপহরণ করেছিলেন, যার ফলে গ্রীস ও ট্রয়-এর যুদ্ধ বেধে যায়—যে যুদ্ধ হোমারের ইলিয়াদ্ (Iliad) মহাকাব্যের বিষয়বস্তু।

অন্যদিকে স্যাটার্ণ, রাজা প্রায়াম, বৃদ্ধ নেষ্টর, আনকাইসেস্—সকলেই প্রবৃদ্ধ। স্যাটার্ণ ইতালিয়ান দেবতা (গ্রীক নাম ক্রোনস), প্রায়াম ট্রয়-এর বৃদ্ধ রাজা (সুদর্শন প্যারিস-এর পিতা), নেষ্টর ছিলেন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞ গ্রীক পরামর্শদাতা, ট্রয়-গ্রীকের যুদ্ধে একজন গ্রীক দলপতি, এবং আনকাইসেস্ ছিলেন ট্রোজান ইনিয়াস্-এর বৃদ্ধ পিতা যাঁকে ইনিয়াস কাঁধে করে ট্রয় শহর থেকে বহন করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যান, কারণ ট্রয় শহর যুদ্ধের শেষে আগুনে পুড়ে যাচ্ছিল।

তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

এই দৃশ্যে আরপার্গ'র ব্যয়কুণ্ঠা নানাভাবে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু তা হলেও তিনি যে তার পরিচারক-পরিচারিকাদের মধ্যে খুব অপ্রিয় বা ঘৃণার পাত্র এমন মনে হয় না। তাঁর নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সব ব্যবস্থা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা বা কৌশল তাঁর জানা আছে। কোথাও আটকে যাচ্ছেন না। কোথাও দোমনা হচ্ছেন না! তাঁর তেজ, কর্মশক্তির একটা আকর্ষণও আছে এই ধারণা হয়।

তৃতীয় অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

আরপার্গ'র মারিয়ানকে পছন্দ। মারিয়ান-এর কাছেও যেন তিনি আকর্ষণীয় হন তার সে চেষ্টা উপভোগ্য। ফ্রোজিন-এর বানানো কথা (দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য) পুরোপুরি বিশ্বাস করে আরপার্গ বেশ একটু হাস্যকরও হয়ে পড়ছেন এই দৃশ্যে এবং পরের দুটো দৃশ্যেও (ষষ্ঠ ও সপ্তম দৃশ্য)।

তৃতীয় অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য

ক্লেয়াঁত-এর তার বাবার হাত থেকে হীরের আংটি খুলে নেওয়ার মধ্যে বাবা-ছেলের এমন একটা স্নেহপ্রীতির সম্পর্ক ধরা পড়ে যেটা আরপার্গঁকে শুধুমাত্র টাকার চিন্তায় মশগুল একটি কৃপণের এবং তাঁর ছেলের মধ্যে সম্ভব নয়। নাটকের এ জায়গায় এবং এর আগে এবং পরে অন্য ঘটনা বা কথাবার্তা বা ব্যবহারের দিক থেকে আরপার্গঁকে লক্ষ করলে মনে হয় যে, মোলিয়্যার একটি কৃপণ স্বভাবের চরিত্র তাঁর এই নাটকে উপস্থাপিত করার পরিকল্পনা করে থাকলেও, চরিত্রটি রচনার গতিতে কিছুটা অন্য ধরনের হয়ে পড়ে, কিছুটা জটিল কিছুটা অসঙ্গতিপূর্ণ, কিন্তু সর্বোপরি মানবসুলভ বৈচিত্র্যের জন্যে আকর্ষণীয়।

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য

এ দৃশ্যটির শেষে আরপার্গঁ ক্লেয়াঁত-এর ওপর বেজায় চটে গেলেও, দৃশ্যটির শুরুতে কিন্তু ক্লেয়াঁতকে বেশ উপভোগ্যভাবে নাচিয়ে নিয়েছেন।

চতুর্থ অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য

এ দৃশ্যতে মারিয়ানকে নিয়ে আরপার্গঁ ক্লেয়াঁত-এর ওপর ভয়ানক চটে গিয়েছেন, কিন্তু এ তো টাকা নিয়ে কিছু নয়। দেখা যাচ্ছে আরপার্গঁ'র মনে টাকা ছাড়া অন্য বস্তুরও জায়গা আছে—সেটা কি মারিয়ানকে সত্যিই ভালোবাসা?

চতুর্থ অঙ্ক সপ্তম দৃশ্য থেকে পঞ্চম অঙ্ক ষষ্ঠ দৃশ্য

টাকাটা খুবই বড় হয়ে পড়ছে আরপার্গঁ'র কাছে, এত বড় যে তাঁর টাকা চুরি হয়ে যাওয়া তাঁকে প্রায় পাগল করে ফেলেছে। কিন্তু এ পর্যন্ত আরপার্গঁকে আমরা নানা পরিস্থিতিতে নানাভাবে দেখার পর, এই দৃশ্যের আরপার্গঁকে দেখে আর তাঁর স্বগতোক্তি শুনে যেন

আমরা বিস্মিত হয়ে যাই। লোকটিকে কি আমরা তাহলে ঠিক চিনে উঠতে পারিনি? নাকি মোলিয়্যার-এর এ চরিত্রটি চিত্রণে শেষপর্যন্ত কিছু অসঙ্গতি রয়েই গেছে? বস্তুত এ দৃশ্যের পর থেকে বাকী নাটকটিতে আরপার্গ-কে টাকার চিন্তা ছাড়া অন্য কোন চিন্তা করতে আর দেখা যায় না। একটি অসঙ্গতিপূর্ণ জীবন্ত চরিত্র থেকে যেন এক সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্যে নাটকের স্বার্থে তাকে নিয়ে আসা হল। স্বাভাবিক বাস্তব মানব চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ মানসিকতা থেকে নাট্যকার যেন তাকে ছাটাই করে বড় ছোট করে ফেল্লেন! কিছু যেন আমরা হারালাম!

* * *

পরিশিষ্ট

মোলিয়্যার-এর 'ল্য বুর্জোয়া জঁাতীয়ম্'
ও
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হঠাৎ নবাব'

আজ থেকে শতাধিক বর্ষ আগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'হঠাৎ নবাব' গ্রন্থটি মোলিয়্যার-এর 'ল্য বুর্জোয়া জঁাতীয়ম্' (Le Bourgeois Gentilhomme) নাটকটির অনুবাদ হিসেবে প্রকাশ করেন। 'হঠাৎ নবাব'-এর প্রথম সংস্করণের টাইট্‌ল পেজ-এ লেখা ছিল-'প্রসিদ্ধ ফরাসি প্রহসনকার মলিয়েরের প্রণীত। 'লে-বুর্জোয়া জঁাতিয়ম্' নামক। প্রহসন হইতে। শ্রীঃজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক। অনুবাদিত। কলিকাতা। আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে। শ্রীকালিদাস চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। বৈশাখ ১৮০৬ শক।' প্রথম সংস্করণের এই ১৮০৬ শক বঙ্গাব্দ ১২৯১, খ্রীষ্টাব্দ ১৮৮৪। এই সংস্করণে মূল নাটকের 'পাত্রগণ'-এর নামের বিশেষ পরিবর্তন চোখে পড়ে না, শুধু 'দরিমেন' (Dorimene) নামের চরিত্রকে 'একজন বেগম' বলা হয়েছে যেখানে মূল নাটকে তিনি হচ্ছেন একজন marquise বা marchioness এবং 'দোরান্ত' (Dorante) নামের চরিত্রটিকে বলা হয়েছে 'একজন নবাব' ; মূল নাটকে এই চরিত্রটি একজন comte বা count। এ দুটি পরিবর্তন জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেওয়া তাঁর অনুবাদগ্রন্থের নাম ('হঠাৎ নবাব')-এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকতে পারে।

'হঠাৎ নবাব' গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের টাইট্‌ল পেজ-এ লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। 'হঠাৎ নবাব' গ্রন্থটিকে এ সংস্করণে বলা হয়েছে 'নামান্তরিত স্বাধীন অনুবাদ'। এ সংস্করণটি প্রকাশিত হয় ১৩০৭ বঙ্গাব্দে বা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে। ষোলবৎসর ব্যবধানে প্রকাশিত এ সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সার্থক ভাবেই 'নামান্তরিত' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, অন্তত নাটকের 'পাত্রগণ'-এর নামের পরিবর্তনের দিক থেকে, কারণ মূল নাটকের চরিত্রদের নামগুলো তিনি আদ্যোপান্ত বদলে দিয়েছিলেন। মূল নাটকের 'জুর্দাঁ' এ সংস্করণে হয়েছে 'জুর্দন খাঁ,' 'লুসিল' হয়েছে 'রোষণী বিবি', 'ক্লেয়ান্ত' হয়েছে 'খেলাৎ খাঁ', 'দরিমেন' হয়েছে 'দেলমনিয়া', 'দোরান্ত' হয়েছে 'দৌলৎ খাঁ', নিকোল হয়েছে 'নকুলিয়া' এবং 'কবিয়েল' হয়েছে' 'কবলু খাঁ'। পাত্রগণের-এর সমস্ত নামের এই লক্ষণীয় পরিবর্তন এবারও বোধহয় অনুবাদ গ্রন্থ 'হঠাৎ নবাব'-নামটির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা

করার ইচ্ছায় এবং চেষ্টায়ই করা হয়েছিল। এ সংস্করণে এ ছাড়াও অন্য পরিবর্তনও বেশ লক্ষণীয়ই বলতে হবে, যেমন—

(১) মূল নাটকে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখিত দুজন লাতিন ভাষার লেখক সেনেকা (Seneca) এবং জুভেনাল (Juvenal)-এর নাম এই দ্বিতীয় সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বদলে দিয়ে করেছেন যথাক্রমে সংস্কৃত সাহিত্যের বাণভট্ট এবং কালিদাস, যদিও প্রথম দুজনের রচনাধারার সঙ্গে এই দ্বিতীয়দের রচনাধারার তফাৎ 'আসমান জমিন ফারাক' কথাটি দিয়েই যথাযথভাবে প্রকাশ করা চলে।

(২) মূল নাটকের ফরাসী মুদ্রার (যেমন লুই, ফ্রাঁ, পিস্তল, সল দেনিয়ে) নামের পরিবর্তে এই দ্বিতীয় সংস্করণে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন দেশী টাকা-আনা-পয়সার নাম।

(৩) মূল নাটকের অঙ্কসংখ্যা অপরিবর্তিত থাকলেও দৃশ্যসংখ্যার বেলায় এ সংস্করণে বেশ হেরফের দেখা যায়। প্রথম এবং পঞ্চম অঙ্কের দৃশ্যসংখ্যা মূলানুগ হলেও দ্বিতীয় অঙ্কে মূলের পাঁচটি দৃশ্যের জায়গায় অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণে এই দৃশ্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ, তৃতীয় অঙ্কে মূলের ষোলটি দৃশ্য অনুবাদ গ্রন্থে হয়েছে একুশ এবং চতুর্থ অঙ্কে মূলের পাঁচটি দৃশ্য অনুবাদের এ সংস্করণে হয়েছে এগারটি।

অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনীমূলক 'আমার বাল্যকথা' বইখানি থেকে জানা যায় যে, তাঁদের সময়ে 'হঠাৎ নবাব' জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ীতে মঞ্চস্থ করা হয়েছিল। খুব সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদ গ্রন্থের এ সংস্করণে এতগুলো পরিবর্তন করেছিলেন নিজেদের বাড়ীর এবং অভ্যাগত দর্শকদের কাছে নাটকটিকে সহজবোধ্য করে আকর্ষণীয় করার জন্যে, বিদেশী নাটকটিতে একটা দেশী আমেজ আনতে এবং দৃশ্যসংখ্যা বাড়িয়ে দৃশ্যের ঘন ঘন পরিবর্তনে মঞ্চস্থ নাটকটিতে গতিময়তা সঞ্চার করতে অর্থাৎ, এক কথায়, অনুবাদ কালে নাটকটি মঞ্চস্থ করার দিকেই বিশেষ লক্ষ্য রেখে তিনি পরিবর্তনগুলো করেছিলেন, ঘরে বসে একটি সাহিত্য পুস্তক হিসাবে ধীরে সুস্থে সময় নিয়ে পড়ার জন্যে তাঁর অনুবাদ নয়।

অন্য ধরনের আরও দুটো পরিবর্তনও উল্লেখযোগ্য :

(৪) চরিত্রদের মধ্যে কথোপকথনে মূলের কথার কাটছাঁট করা এবং

(৫) চমকপ্রদভাবে কোথাও-বা নিজস্ব কিছু কথা জুড়ে দেওয়া যা মূল নাটকে আদৌ নেই।

এ দুটো পরিবর্তনই একসঙ্গে পাওয়া যায় এমন একটি উদাহরণ প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্য থেকেই নেওয়া যেতে পারে। সেখানে গানের এবং নাচের মাষ্টারমশাইরা নিজেদের মধ্যে নাটকের প্রধান চরিত্র ম'সিয়ে জুরদ্যাকে নিয়ে কথাবার্তা বলছেন। মূল নাটকে যা আছে পুরোটাই অনুবাদ করলে এরকম দাঁড়াতে পারে :

'গানের মাষ্টারমশাই—তা ঠিকই বলেছেন। আমরা এই লোকটির মধ্যে এমন একজনকে পেয়ে গেছি ঠিক যেমনটি আমাদের দুজনেরই দরকার। এই ম'সিয়ে জুরদ্যা (যার মাথায় সম্ভ্রান্ত আর কেতাদুরস্ত হবার উদ্ভট কল্পনা ঢুকেছে) আমাদের দিক থেকে বেশ একটা রোজগারের পথ হয়েছে। আপনার নাচ আর আমার গান তো চাইবে প্রত্যেকটি লোকই এর মত হোক।'

'হঠাৎ নবাব' গ্রন্থে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'গানের মাষ্টারমশাই'-এর এই কথাগুলো এভাবে দিয়েছেন—

'গানের ওস্তাদ—তা সত্যি। আমাদের ঠিক মনের মতন মনিবটি পেয়েছি। আমাদের মনিবই আমাদের জমিদারী। দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে উঠেছে।'

অন্যদিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজস্ব সংযোজনের উদাহরণ হিসেবে নেওয়া যায় চতুর্থ অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে ম'সিয়ে জুরদ্যাকে 'মামামুষি' করে জাতে তোলার এক উদ্ভট অনুষ্ঠান সম্পর্কিত কিছু কথা যেখানে মুফ্‌তির ছদ্ম বেশধারীর সঙ্গে কিছু তুর্কীর ছদ্মবেশধারীদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর চলছে। প্রশ্ন করছেন 'মুফ্‌তি' : উত্তর দিচ্ছে 'তুর্কী'রা।

মূলে আছে শুধু এই—

"তি নন্ স্তার ফুরবা ?

—নো নো নো

নন স্তার ফুরফানতা ?

—নো নো নো।"

এটাকে বদলে এবং বাড়িয়ে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'হঠাৎ নবাব'-এ করেছেন এরকম—

"দিবে, কিষ্টার বিস্তা ? আনাবাভিস্তা ? আনাবাভিস্তা ?

—ইয়ক।

জইঙ্গিস্তা ?

—ইয়ক।

কক্কিতা ?

—ইয়ক।

হুমিতা ? মবিসটা ? ক্রনিস্তা ?

—ইয়ক, ইয়ক, ইয়ক।" ইত্যাদি

মনে হয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে অনুবাদের কথা না ভেবে নিজের খেয়াল খুশিমত রচনা করে গেছেন। মূলের কথাগুলোর একটা অর্থ বের করা যায় (যা বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থে দেওয়া হয়েছে) কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যবহৃত শব্দগুলো সম্পর্কে প্রায় হ্যামলেট-এর মত বলা যায়—এরা শুধুই অর্থহীন 'words, words, words'।

কিন্তু 'এহ বাহ্য'। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাঁর অনুবাদে যে দুটি মৌলিক পরিবর্তন করছেন তার একটি মোলিয়্যার-এর নাটক "ল্য বুর্জোয়া জঁতীয়ম' (Le Bourgeois Gentilhomme)-এর নামটির অনুবাদে 'হঠাৎ নবাব' এই নাম তাঁর অনূদিত নাটকটিকে দিয়ে এবং অন্যটি মূল নাটকের প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ সম্পর্কে নাটকের অন্য চরিত্রদের মুখে এমন কথার যোগান দিয়ে যা মোলিয়্যার-এর এই চরিত্র সম্পর্কে যথার্থ ধারণার সৃষ্টি করে না বলেই মনে হয়। মূল নাটকের bourgeois মঁসিয়ে জুরদ্যাঁকে তিনি করে ফেলেছেন একজন 'দোকানদার' এবং মূলের 'gentilhomme' শব্দটির অনুবাদে তিনি ব্যবহার করেছেন 'বড়লোক' এই শব্দটি অনুবাদের গোড়া থেকেই। প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই 'গানের ওস্তাদ' বলছে: 'দোকানদার হঠাৎ বড় মানুষ হয়ে উঠেছে, মাথায় কতই শক্ চেপেছে'। মোলিয়্যার-এর মূল নাটক থেকে নাটকের এই প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ সম্পর্কে এই মন্তব্য যথার্থ কিনা তা বেশ খুঁটিয়ে দেখার প্রয়োজন আছে মনে হয়।

মূল নাটক থেকে জানা যায় যে, পূর্বপুরুষদের অর্জিত ও সঞ্চিত অর্থে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ 'বড়লোক' বা 'বড়মানুষ' হয়েই জন্মেছিলেন। তার লক্ষ্য ছিল টাকার বড়লোক হওয়া নয়, মান-সম্মানে সম্ভ্রান্ত অভিজাত হওয়া এবং সে-জন্যে

অভিজাতদের মত পোষাকে-পরা, চাপরাসী রাখা এবং চাপরাসী নিয়ে চলা, নাচ-গান-তরোয়াল খেলা আয়ত্ত করা, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতদের মানসিক গুণেরও অধিকারী হবার ইচ্ছায় একজন দর্শন-বিজ্ঞানের মাষ্টারমশাইও তিনি রেখেছেন তাঁকে মার্জিত ও বিজ্ঞ করে তোলার জন্যে। এই মাষ্টারমশাইটির মুখে অনেক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা শুনে তিনি বারবারই আক্ষেপ করছেন, কেন আরো আগে থেকেই তিনি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলো জানার চেষ্টা করেননি, কেনই বা তাঁর বাবা-মা তাঁর ছোটকালে তাঁর সমস্ত কিছু জানবার জিনিস জানার জন্যে কোন ব্যবস্থা করেন নি।

এটা খুবই সম্ভব যে, মোলিয়্যার তাঁর এই নাটকের প্রধান চরিত্রটিকে হাস্যকর একটি চরিত্র করে সৃষ্টি করতে শুরু করে নিজের অজ্ঞাতসারেই তাঁর চরিত্রের উপাদানে হাস্যকর এবং হাস্যকর নয় এমন দুধরনের জিনিসই মিশিয়ে ফেলেছিলেন। ঠিক যেমন বর্তমান অনুবাদ গ্রন্থটির অন্য একটি নাটকের (L' Avare-'অর্থ-পরায়ণ') প্রধান চরিত্র আরপার্গ (Harpagon)-কে একজন অতি কৃপণ লোক হিসাবেই উপস্থাপিত করার পরিকল্পনা করে তার রচনাকালে তাকে এমন কিছু মানবিক গুণেরও অধিকারী করে ফেলেন যে চরিত্রটিতে কিছু অসামঞ্জস্য এসে পড়েছে, ম'সিয়ে জুর্দ্যাঁর বেলায়ও এরকমটি ঘটে থাকতে পারে। ফলে আরপার্গকে যেমন শুধুই একজন কৃপণ লোক (Avare) বললে তাঁর ব্যক্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না, ম'সিয়ে জুর্দ্যাকেও 'হঠাৎ নবাব' বললে অন্য কারণ ছাড়াও তাঁর নিজেকে উন্নাত করে জাতে ওঠার চেষ্টার কিছুটা বিকৃত অর্থ করা হয়। বস্তুত 'ল্য বুর্জোয়া জ'াতীয়ম্' নাটকের এই চরিত্রটি উত্তরাধিকার-সূত্রে ধনী ব্যবসায়ী হয়ে নাটকের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে গিয়েছেন অভিজাতদের সমস্ত আদব-কায়দা বিদ্যা, গুণ আয়ত্ত করে এবং আরও নানা উপায়ে—যেমন অভিজাত এক ব্যক্তিকে (দোর'াত) টাকা ধার দিয়ে, অভিজাত এক মহিলাকে (দোরিম্যান্) উপহার উপঢৌকন দিয়ে তাঁদের ঘনিষ্ঠ হয়ে, নিজের মেয়ে (ল্যুসিল)-কে অভিজাত ঘরে বিয়ে দিয়ে—নিজেকে অভিজাত করে তোলা বা জাতে ওঠা। আভিজাত্যের মোহ এবং ঐ মোহে অন্ধ হয়ে আভিজাত্যের পেছনে ছোটার হাস্যকর (বা করুণ) পরিণতি মোলিয়্যার অন্যত্রও (যেমন এ অনুবাদ গ্রন্থের 'জর্জ দ্যাঁদ্যাঁ') নাটকটিতে দেখিয়েছেন। 'ল্য বুর্জোয়া জ'াতীয়ম্' নাটকেও মোলিয়্যার এ বিষয়টিরই নাট্যরূপ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু

এ নাটকটির প্রধান চরিত্র মঁসিয়ে জুরদ্যাঁ যে ব্যবসায়ী সমাজের সঙ্কীর্ণ মনোভাব এবং ইতরতা-দুষ্ট জীবন থেকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ভদ্রস্থ জীবনধারার দিকে আকৃষ্ট হয়ে সে স্তরে উঠবার চেষ্টা নানাভাবে করেছেন, এ বাঞ্ছনীয় দিকটাও যে নাটকটিতে আছে এটাও অস্বীকার করা যাবে না। দুর্ভাগ্যবশত মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর উত্তরাধিকার ছিল শুধু অর্থের; সে অর্থের সঙ্গে রুচির বা সংস্কৃতির যোগ ছিল না—এ কথাও ঠিক। কিন্তু তাঁর জন্ম থেকেই অর্থবান (জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ভাষায় 'নবাব') হওয়া সম্পর্কে কিম্বা তাঁর লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কী ছিল তা নিয়ে ভুল বা অস্পষ্ট ধারণা পোষণ করার কোন যুক্তি মোলিয়্যার-এর মূল নাটকে পাওয়া যাবে না। এ সম্পর্কে মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর একাধিক উক্তির দিকে আমাদের নজর দেওয়া দরকার। অভিজাতরা মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর ভাষায়, 'gens de qualite" বা 'personne de grande qualite''। এ ভাষা তিনি মূল নাটকে বার-বার ব্যবহার করেছেন প্রথম থেকেই, কিন্তু ব্যবহার করেছেন এই অর্থে নয় যে এঁরা শুধু টাকায়ই বড, বরঞ্চ পরিষ্কারই এ অর্থে যে ওরা জ্ঞান-মান-মর্যাদায়ও বড়। এই জ্ঞান-মান-মর্যাদালাভের দুরাশাই মঁসিয়ে জুরদ্যাঁর মন অধিকার করে বসেছে। মূল নাটকে তিনি পরিষ্কারই বলেছেন যে, সাংসারিক দায়-দায়িত্ব (যেমন, তাঁর মেয়ের বিয়ে দেওয়া) তিনি নিশ্চয়ই পালন করবেন, কিন্তু ভাল ভাল জানবার জিনিস নিয়েও তিনি ভাবতে চান (je veux songer aussi a apprendre les belles choses, Act III seene iii)। তিনি মার্জিত জ্ঞানী ব্যক্তিদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা বিচার করার ক্ষমতাও অর্জন করতে চান ('savoir raisonner des choses parmi les honnetes gens,' III, iii) এবং এর জন্যে যদি তাঁকে প্রকাশ্যভাবে নিগ্রহ ভোগ করতেও হয়, তাতেও তিনি পেছপা হবেন না। কেননা এ সমস্ত জানা আভিজাত্যের স্তরে ওঠার জন্যে দরকার। মূল নাটকে তিনি বলেছেন যে, অভিজাতদের সমাজে আছে শুধুই মানসম্মান, মর্যাদা, শালীনতা (il n'y a qu' honneur et que civilite' avec eux, III, xiv)। এ সমস্তই অভিজাতদের জীবনধারায় তাঁর আকৃষ্ট হবার মূলে। অন্য এক জায়গায় তিনি বলেছেন—মেয়ের বিয়ের জন্যে টাকাপয়সা তাঁর আছে, তাঁর যা চাই তা হচ্ছে মানসম্মান, মর্যাদা। ('je n'ai besoin que 'honneur, III, xii)।

উপরোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে একদিকে যেমন মোলিয়্যার-এর 'ল্য বুর্জোয়া

জ"াতীয়ম্' নাটকের প্রধান চরিত্র ম'সিয়ে জুরদ্যাকে একজন ভুঁইফোড় বা হঠাৎ নবাব বলা সঙ্গত হবে না, অন্যদিকে তাঁর ব্যবসায়ী স্তর থেকে অভিজাত স্তরে উঠার প্রচেষ্টাকেও শুধুমাত্র ঐ উঁচুস্তরের জীবনধারার বহিরাবরণের অনুকরণেই সীমিত ছিল এ সিদ্ধান্তও পুরোপুরি তথ্যভিত্তিক বলে মেনে নেওয়া যাবে না। তাঁর জাতে ওঠার প্রচেষ্টায় সিদ্ধিলাভ ঘটেনি ঠিকই, কারণ তাঁর পূর্বপুরুষরা তাঁকে অর্থের অধিকারী করে রেখে গেলেও কোন উন্নত জীবন-ধারার বিচারবুদ্ধির উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে পারেন নি এবং ম'সিয়ে জুরদ্যাও তাঁর অপরিশীলিত মন আর সুরুচির ব্যাপারে অজ্ঞতা ও অসামর্থ্য নিয়ে এবং নিজের সে অজ্ঞতা ও অসামর্থ্যের কোন বাস্তব ধারণার অভাবে নিজেকে পদে পদে ব্যর্থ ও হাস্যকরই করে তুলেছেন; ফলে মোলিয়্যার-এর এ নাটকটি শেষ পর্যন্ত একটি 'প্রহসন'-এর রূপই পেয়েছে।

———

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধরূপ
১	৪	করছে	করেছে
৬	৫	না কি	নাকি
৭	২৫	কাছ	কাছে
৮	১৫	স্ফুর্তি	ফ্ফূর্তি
১১	৩০	সুস্বভরা এ স্বাধীনতা	গায়িকা-সুখভরা এ স্বাধীনতা
১৯	৭	সে	যে
২৮	৫	শি কর্ম	শিল্পকর্ম
৩২	পৃষ্ঠার মাথায়	পাঁচিল	পাঁচালি
৫৮	—	দ্বিতীয় অঙ্ক	তৃতীয় অঙ্ক
৭০	শেষ লাইন	নই	নেই
৭৫	৪	সয়ে	মঁসিয়ে
৯৬	'নাটকের পাত্রগণ'	কলঁ্যা	কোলঁ্যা
৯৯	১৩	সাবশ	শাবাশ
১১৬	৩	ঐ	ঐ
ঐ	২৪	নেই	নিই
১২৮	১২	কপ্লনাবিলাস	কল্পনাবিলাস
১৬৭	৩	পিষ্টোল	পিস্তল
ঐ		যা এক বছরে…দাঁড়ায়	যার সুদ এক বছরে দাড়ায় ১২ দোনিয়েতে ১ দোনিযে এই হারে

পৃষ্ঠা	লাইন	ছাপা হয়েছে	শুদ্ধরূপ
২৩৪	২	টাকাপয়সায়	টাকাপয়সার
২৩৭	৪	উঁচূ	উঁচু
২৪০	২৮	বেঁচে যাওরা	বেঁচে যাওয়া
২৫০	৮	ভাষাব	ভাষায়
২৭২	(১)	(পৃষ্ঠা) ৮০	(পৃষ্ঠা) ১৮০
	(২) ১৩	দামা	দামে